প্রকাশক :
শ্রীদীনেশচন্দ্র বসু
মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিঃ
১০ নং বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট্‌,
কলিকাতা—১২

দ্বিতীয় সংস্করণ : (সংশোধিত ও পরিবর্ধিত)—১৯৬০

আসাম এজেন্টস্‌ :
বি. বি. ব্রাদার্স এণ্ড কোং
কলেজ হোস্টেল রোড,
গৌহাটী-১

প্রিণ্টার : শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখো
এম. আই. প্রেস
৩০ নং গ্রে স্ট্রীট্‌, কলিকাতা-৫

ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রদ্ধাস্পদেষু

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

সাধারণ বাঙালী পাঠক ইংরাজী সাহিত্যের পরিচয় লাভে উদ্‌গ্রীব এবং এই গ্রন্থপাঠে সেই পরিচয়ের পথ কিছু সুগম হবে মনে হয়। এই গ্রন্থে প্রাচীন যুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত ইংরাজী সাহিত্যের পরিচয় বিধৃত। তবে আলোচনা যে সর্বত্র যথার্থ ও গভীর হয়নি, তা লেখক স্বীকার করছেন। প্রকৃত মূল্যায়নের ব্যর্থতা, বিদেশী সাহিত্যের উপলব্ধির অক্ষমতা রসবিচারের প্রতিকূল এবং স্বল্পপাঠী লেখক সাহিত্যশিল্প মূল্যায়নে প্রকৃতই অক্ষম। তথাপি প্রচেষ্টা সৎ, এই প্রচেষ্টাই গ্রন্থটির মূল্য। বলা বাহুল্য গ্রন্থটি পণ্ডিতদের জন্য কখনই রচিত নয়, এবং সাধারণ পাঠক যদি এই গ্রন্থ পাঠান্তে ইংরাজী সাহিত্যে আরও উৎসাহী ও অসামান্য মূল্যবান বিদেশী সমালোচনা গ্রন্থ পাঠে প্রবৃত্ত হন, তাহ'লে গ্রন্থকার কৃতার্থ হবেন। শিল্পবিচার বাদ দিলেও, ইংরাজী সাহিত্যস্রষ্টাদের সাহিত্য থেকে যে অংশগুলি উদ্ধৃত করা হয়েছে, সেগুলি অন্তত আকর্ষণীয় হবে ব'লে মনে করি। বর্তমান গ্রন্থকারের সাধ্য যাই হোক, গ্রন্থটির বিষয়মূল্যকে অস্বীকার করা যায় না।

বাংলার পণ্ডিত সুধী অধ্যাপকবৃন্দ নানা উপদেশ-নির্দেশ দিয়ে আমায় অনুগৃহীত করেছেন। এই গ্রন্থ রচনায় আমার প্রেরণাদাতা শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীজিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, যিনি ইংরাজী রোমান্টিক সাহিত্য আন্দোলনের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটিয়েছেন। বিংশ শতাব্দীর সাহিত্যমূল্যায়ন এক দুরূহ কর্তব্য; সেই কর্তব্য সমাপনে আমার সহায়ক হয়েছেন অধ্যাপক শ্রীদুর্গাদাস চট্টোপাধ্যায়। অধ্যাপক ডঃ রথীন্দ্রনাথ রায়ের কাছেও আমি গভীর ঋণী। গ্রন্থরচনায় কথাসাহিত্যিক অধ্যাপক ডঃ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের অকৃপণ স্নেহ আমি লাভ করেছি। এঁদের আমি সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই। এই প্রসঙ্গে আমার চিরশুভার্থী ডঃ অজিতকুমার ঘোষের কথাও স্মরণ করি, যাঁর স্নেহ আমার পরম পাথেয়। বন্ধুবর অধ্যাপক শ্রীকৌশিক মুখোপাধ্যায় মূল্যবান পরামর্শ-উপদেশ দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। বন্ধুবর শ্রীদেবব্রত চক্রবর্তী, অধ্যাপক শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীগৌরমোহন বসুকেও আমার প্রীতি জানাই।

গ্রন্থরচনায় বিদেশী অজস্র পুস্তকের সাহায্য গ্রহণ করেছি, নাম করা প্রায় দুঃসাধ্য। তবে লিগুই ক্যাজামিয়াঁ, কম্পটন রিকেট, লঙ ও স্টপফোর্ড ব্রুকের ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাস অবলম্বনেই আমার বক্তব্যকে গ্রহণ বা সমর্থন করেছি। কোনো কোনো বিদেশী সাহিত্য সমালোচনার প্রায় সম্পূর্ণ অনুসরণ আছে; যেমন বর্তমান গ্রন্থে ইংরাজী নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ধারানির্ণয়ে আইফর ইভান্সের মতামত চোখে পড়ে। বিংশ শতাব্দীর সাহিত্যমূল্য নির্ণয়ে কলিন্সের গ্রন্থকেই অনুসরণ করেছি। এ ছাড়া জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে বাংলার পণ্ডিতদের সাহিত্য থেকে ভাব-ভাষা অজস্র গ্রহণ করেছি—তাতে পণ্ডিতদের মর্যাদা হয়তো ক্ষুণ্ণ হয়েছে, কিং গ্রন্থের মূল্য বেড়েছে। পণ্ডিতপ্রবর ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপ্রমথনাথ বিশী, ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের গ্রন্থাদির অনুকরণ দৃষ্ট হবে।

পরিশেষে মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেডের শ্রীদীনেশচন্দ্র বসু ও শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্যকে কৃতজ্ঞতা জানাই। তাঁদের সহযোগিতাতেই গ্রন্থটির প্রকাশনা সম্ভব হ'ল। গ্রন্থটিতে কয়েকটি দর্শনীয় মুদ্রণ-প্রমাদ ঘটেছে যার জন্য দায়ী গ্রন্থকার স্বয়ং। বারান্তরে এই ত্রুটি নিশ্চয় সংশোধিত হবে। সকল দোষ-ত্রুটি সত্ত্বেও বইটি সাধারণ পাঠকের নিকট আকর্ষণীয় হ'লেই আমি আনন্দিত। ইতি—

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

সংস্কৃত ও পরিবর্ধিত রূপে বর্তমান সংস্করণ প্রকাশিত হল। আমার পূজ্যপাদ অধ্যাপক জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কথা পুনরায় স্মরণ করি। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র ঘোষের নির্দেশনায় কয়েকটি প্রসঙ্গের পুনরালোচনা গ্রন্থের মূল্য বৃদ্ধি করেছে। এঁদের প্রণাম জানাই। বন্ধুবর তরুণ অধ্যাপক নারায়ণ ভট্টাচার্যের নামোল্লেখ না করলে আমার ঋণ অপরিশোধ্য থাকবে। তাঁকে আন্তরিক প্রীতি জানাই। ইতি—

সূচীপত্র

ইংরাজী সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত

প্রাচীন যুগ

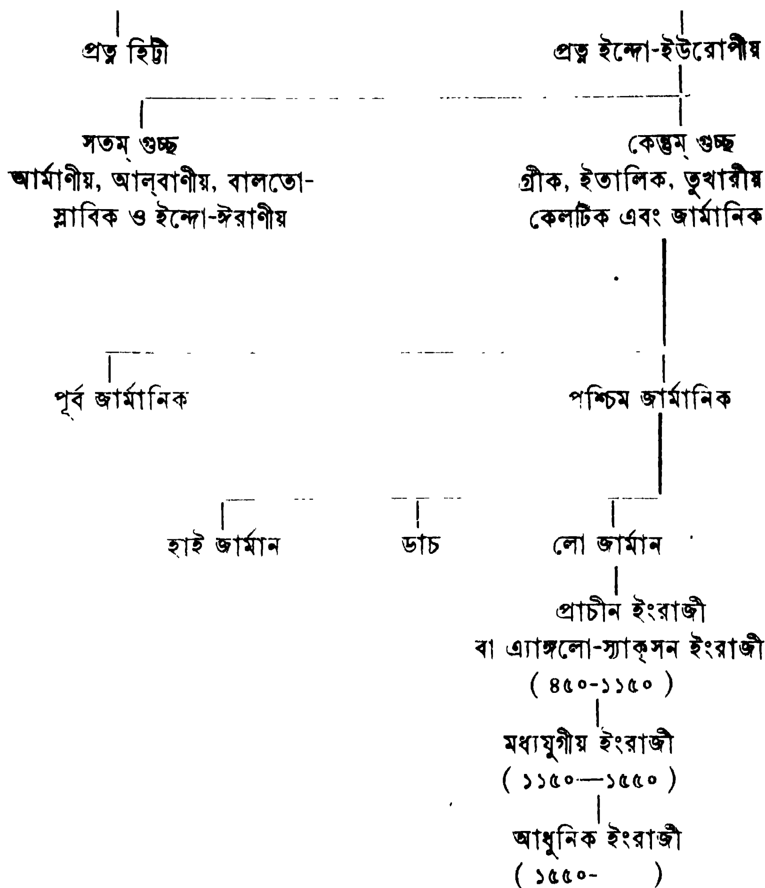
এ্যাঙ্গ্‌লো-স্যাক্‌সন সাহিত্য

দেশ-জাতি পরিচয় :—ইংলণ্ডের প্রাগৈতিহাসিক যুগের ইতিহাস অনুমানজাত। প্রাচীন প্রস্তরযুগ থেকে সুরু করে লৌহযুগ পর্যন্ত (৫০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ) এই পর্যায়ের বিস্তৃতি। ৫০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দে মধ্য-ইউরোপের কেল্‌টগণ ইংলণ্ডে আগমন করে এবং প্রথমে গলগণ ও পরে সিমরিক ও ব্রাইথন বা ব্রিটনগণ ইংলণ্ডে আসে। ব্রিটনদের নামেই এই দেশের নাম হয়েছিল ব্রিটেন। এর পর রোম ব্রিটেন শাসন করে সীজারের আক্রমণ কাল (৫৫ খ্রীঃ পূঃ) থেকে পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত। ইংরাজ জাতি নানাজাতির সংমিশ্রণ-সম্ভূত। কিন্তু নর্ডিক (Nordic) প্রভাবই ইংলণ্ড জীবনে সর্বাধিক। অতি প্রাচীনকালে উত্তর সাগরতীরে জার্মানীর অরণ্যপ্রদেশে ও বাল্টিক সাগরের তীরদেশে বাসকারী জাতির অন্যতম নর্ডিক। তারা খ্রীষ্টের জন্মের ২০০০ বৎসর পূর্ব থেকেই বিভিন্ন অঞ্চলে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়তে থাকে এবং ক্রমশঃ বিভিন্ন দেশ জয় করে। রোমানগণের ইংলণ্ড পরিত্যাগের অব্যবহিত পরে ইংলণ্ডের বিশৃঙ্খল অবস্থায় শান্তি আনয়ন করবার জন্য বহির্জাতির সাহায্য গ্রহণ করা হয় এবং নর্ডিক জলদস্যু জুটগণকে অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে প্রায় ৪৪৯ খ্রীষ্টাব্দে আনয়ন করা হয়। অতঃপর হ্যানোভার থেকে স্যাক্‌সনগণ ব্রিটেনে দলে দলে আসে ও তথায় বসবাস করতে আরম্ভ করে। তারপর হলষ্টিন নামক স্থান থেকে আর একদল নর্ডিক সম্প্রদায়—এ্যাঙ্গল্‌স নামে যারা অভিহিত—ব্রিটেনের পূর্ব উপকূলে উপস্থিত হয় ও সেই অঞ্চলের নাম হয় এ্যাঙ্গলিয়া বা অ্যাংগ্লিয়া এবং এই নাম থেকে পরবর্তী কালে সমগ্র ব্রিটেন ইংলণ্ড (Angle land বা এ্যাঙ্গলদের দেশ) নামে পরিচিত হয়। এই আগন্তুক তিন জাতির সাদৃশ্য ও একতা ছিল স্থানীয় অধিবাসী অপেক্ষা অধিক। তারা ব্রিটেনে সামগ্রিকভাবে এ্যাঙ্গ্‌লো-স্যাক্‌সন

নামে অভিহিত হল। এই দেশের প্রাচীন অধিবাসী ব্রাইথন বা ব্রিটনরা নবাগতদের বশ্যতা স্বীকারে অনিচ্ছুক হয়। উভয়পক্ষে নিয়মিত যুদ্ধ চলে। ৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ডিওহার্ম (Deoharm)-এর যুদ্ধে ও ৬৭০ খ্রীষ্টাব্দে চেষ্টারের ভয়াবহ যুদ্ধে ব্রিটেনগণ পরাজিত হয়। এ্যাঙ্গ্‌লো-স্যাক্‌সনদের জয়লাভে জীবন, ভাষা, ধর্ম, আইনের পরিবর্তন সংঘটিত হয় ও নব সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠতে থাকে।

ধর্ম :—প্রাচীনতম ইংলণ্ডবাসীরা বজ্রদেবতা 'থর'কে নয়, সর্বপিতা 'ওডেন'কে নয়; আসল দেবতা বলে মানল প্রকৃতিকেই। প্রকৃতির রুদ্ররোষ কি রুখতে পারে ওডেন বা থর? জীবনের অধিষ্ঠাতা দেবতা হল গ্রীষ্ম, আর অসুর হল প্রচণ্ড শীত। গ্রীষ্ম ও শীতের সংঘাতই ইংরাজী সাহিত্যের প্রথম মহাকাব্য বেউল্‌ফের অন্যতম প্রতিপাদ্য বিষয়। তারপর এল খ্রীশ্চান ধর্ম। জীবনদাতা ও ত্রাতা গ্রীষ্মের স্থান অধিকার করলেন যীশুখ্রীষ্ট আর প্রাণ সংহারক শীতাসুরের স্থান অধিকার করল শয়তান।

ভাষা :—ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাসমূহের মূল উৎস এতদিন নির্ণয় করা যায় নি। খ্রীষ্টজন্মের প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্বে এশিয়া মাইনরের মধ্যে হিট্টী সাম্রাজ্যের রাজধানী; এবং এই প্রদেশের কিছু প্রত্নলেখ সাম্প্রতিক কালে আবিষ্কৃত হয়েছে। রাজদপ্তরের দলিল-দস্তাবেজে প্রাপ্ত প্রত্নলেখগুলির অর্থাৎ হিট্টী ভাষার সঙ্গে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার সাদৃশ্য আছে, এবং প্রথমোক্তটির প্রাচীনত্বও উপলব্ধ হয়। বর্তমানে 'ইন্দো-হিট্টী' ভাষাকেই ইন্দো-ইউরোপীয় যাবতীয় ভাষার মূল হিসাবে স্বীকৃতি দান করা হয়েছে। বলাই বাহুল্য ইংরাজীভাষারও প্রাচীনতম উৎস এই এবং বিবিধ আশ্চর্যজনক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ইংরাজী ভাষা বহুপ্রচলিত সুসংস্কৃত রূপ পরিগ্রহ করেছে। রেখাচিত্রের সাহায্যে এই ভাষার বিবর্তনের রূপ দেখান হল :—


ইন্দো-হিট্টী মূলভাষা
প্রত্ন হিট্টী
প্রত্ন ইন্দো-ইউরোপীয়
সতম্ গুচ্ছ
আর্মাণীয়, আল্‌বাণীয়, বালতো-
স্লাবিক ও ইন্দো-ঈরাণীয়
কেন্তুম্ গুচ্ছ
গ্রীক, ইতালিক, তুখারীয়
কেলটিক এবং জার্মানিক
পূর্ব জার্মানিক
পশ্চিম জার্মানিক
হাই জার্মান
ডাচ
লো জার্মান
প্রাচীন ইংরাজী
বা এ্যাঙ্গলো-স্যাক্‌সন ইংরাজী
(৪৫০-১১৫০)
মধ্যযুগীয় ইংরাজী
(১১৫০—১৫৫০)
আধুনিক ইংরাজী
(১৫৫০-)

প্রাচীন ইংরাজী ভাষার লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য ঃ—(ক) প্রাচীন ইংরাজী ভাষা synthetic বা inflexional. এতে শব্দের লিঙ্গভেদ নিয়মিত নয়। যেমন, 'হাত'-স্ত্রীলিঙ্গ, 'পা'-পুংলিঙ্গ, 'স্ত্রী'-ক্লীবলিঙ্গ। (খ) বিশেষ্যের দুইটি প্রধান শব্দরূপ ও প্রত্যেকটির অন্তর্গত বহুবিধ শব্দরূপায়ণ এতে পাওয়া যায়। (গ) প্রাচীন ইংরাজী ভাষার বিশেষ্যের পাঁচটি কারক—কর্তা, কর্ম, সম্প্রদান, সম্বন্ধ ও করণ। এবং শব্দরূপের প্রণালী জটিল—যেমন সম্বন্ধপদের একবচনের শেষে আছে—es,—e,—a, এবং —an ; কয়েকটি বিশেষ্যের সম্বন্ধপদ ও কর্তাপদের একই রূপ। কর্তার বহুবচনের শেষ হয়েছে—as, —a, —u, —e, —an দ্বারা। কর্তৃপদের বহুবচনের অনেক রূপ একবচনের সঙ্গে সমান ; এবং অপরগুলি স্বরধ্বনির পরিবর্তনজাত। (ঘ) এই ভাষায় ক্রিয়ার দ্বিবিধ প্রধান ধাতুরূপ এবং উভয়ের মধ্যাস্থিত অন্যান্য রূপ পাওয়া যায়। (ঙ) অসমাপিকা ক্রিয়ার সমাপ্তিতে ছিল an, যেমন growan, beatan, sendan প্রভৃতি। (চ) এই পর্বে ইংরাজী ভাষার ভবিষ্যৎ কাল বর্তমান প্রয়োগ দ্বারা বুঝান হত। (ছ) সম্বন্ধবাচক অব্যয় দ্বারা বিবিধ কারক প্রকরণ নিয়ন্ত্রিত হত।

এই যুগের সাহিত্যের আমরা বহুবিধ পরিচয় পাই। ধর্মবিষয়ক ও ধর্মেতর বিবিধ কাব্যবিষয়ে এই যুগ সমৃদ্ধ। তবে প্রধানতঃ এই কয়টি পুঁথির উল্লেখ পাওয়া যায়—বেউল্‌ফ মহাকাব্য ও জুডিথ-এর কিছু অংশ ; সীডমনের ধর্মীয় কবিতাবলী ; এক্সীটর (Exetor)-এর বিশপ লিওফ্রিক কর্তৃক ১০৭১ খ্রীষ্টাব্দে গীর্জায় রক্ষিত এক্সীটর বুক। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে ভার্সেলিতে আবিষ্কৃত ভার্সেলি বুক—এতে আছে ধর্মোপদেশ ছাড়াও ছয়টি কবিতা। আরও কয়েকটি ক্ষুদ্র পুঁথিকেও আলফ্রেডের পূর্বের রচনা বলে ধরা যায়। এইগুলির সাহায্যেই তৎকালীন সাহিত্য সম্বন্ধে একটা সামগ্রিক ধারণা গড়ে তোলা যায়। আলফ্রেডের পূর্ব পর্যন্ত আমরা গদ্যসাহিত্যের পরিচয় পাই না।

এ্যাঙ্গ্‌লো-স্যাক্‌সন কবিতার বৈশিষ্ট্য ঃ—(১) তুল্যতা বা অনুরূপধর্মিতা—একই বক্তব্য বা ভাবের বৈচিত্র্যময় পুনরুক্তি দেখা যায়। 'বেউল্‌ফ'-এ সমুদ্রতীরের একাধিক রূপ প্রকাশ যথা—land, sea-cliffs, mountains, promontories. Phoenix কবিতায় পাই—

There may neither snow nor rain
Nor the furious air of frost, nor the flare of fire
Nor the headlong squall of hail, nor the hoar-frosts' fall

—ইত্যাদি

cold শব্দটির অনুপস্থিতি বুঝানো হয়েছে 'snow', 'frost', 'hail', 'hoar-frost' ইত্যাদি শব্দগুলির দ্বারা। (২) এই কাব্যে টিউটনিক কাব্য-কলার 'রূপকসমন্বিত বাক্যরীতি' ব্যবহৃত হয়; যথা সমুদ্রের পরিবর্তে swan road বা whale road, বরফকে বলা হয়েছে wave ropes, যুদ্ধকে বলা হত বর্শার খেলা। (৩) যৌগিক শব্দ বিশেষতঃ বিশেষণের বহুল প্রয়োগ এই কবিতার বৈশিষ্ট্য; ফলে অল্পকথায় বস্তুর গুণাবলী ব্যাখ্যাত হত। টেনিসনের hollow-vaulted, dainty woeful প্রভৃতিতে প্রাচীন বৈশিষ্ট্যের অনুরণন। (৪) পৌত্তলিক সময়জাত কবিতা তীক্ষ্ণ ও প্রত্যক্ষ। কিন্তু অন্য সময়, যুদ্ধবর্ণনা এবং সমুদ্রযাত্রা ছাড়া কবিতার গতি স্তিমিত, পুনরুক্তি পীড়িত। (৫) এই যুগের সাহিত্যে বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য বিস্ময়-জনক। মহাকাব্যের স্বরূপ ধরা পড়েছে 'বেউল্‌ফ'-এ। 'দি এক্সোডাস' হল বাইবেলের কাহিনী অবলম্বনে বীরত্বপূর্ণ আখ্যায়িকা; কিনেউলফ এর 'ক্রাইষ্ট' নায়ক যীশুখ্রীষ্টের মাহাত্ম্যজ্ঞাপক কাব্য। বিশুদ্ধ লিরিক কবিতার নিদর্শনও পাওয়া যায়। (৬) নিছক প্রকৃতি বর্ণনার কবিতা প্রাচীন যুগে পাই। অনেক কবিতার বোধ আধুনিক জীবনানুগ। কিনেউলফের স্তোত্রাবলী রিচার্ড ক্রশ কর্তৃক লিখিত হতে পারত। সুইনবার্ণ ও টেনিসনের সমুদ্র কবিতা দি সীফেয়ারারের সাদৃশ্যান্বিত।

পৌত্তলিক ও মহাদেশাঞ্চলে বাসকারী ইংরাজদের কবিতার ভিতর প্রাচীন বোধ হয় Widsth, অন্ততঃ এর কিয়দংশ। Widsth বা মহৎ ভ্রমণকারী দেশে দেশে ভ্রমণ করেছেন এবং তিনি রাজপুত্রদের তালিকা দিয়েছেন যারা তাঁকে পুরস্কৃত করেছে। কাব্যটির ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক ও শৈল্পিক মূল্য আছে। কবিতার সমাপ্তিসূচক পংক্তিগুলি উদ্ধার করা যায়—

Thus the gleeman
Say in song their need, speak aloud their thank word!
Always South or Northward someone the encounter,
Who, for he is learned in lays lavish in his giving—
Manifest his earship.

Till all flits away—
Life and light together—land who getteth so
Hath beneath the heaven high established power.

The Lament of Deor—এই কবিতায় একজন স্যাক্সন কবির বিষণ্ণ পরিচয় পাই। এই কবিতার আঙ্গিক গীতিকবিতার অনুরূপ। লেখক এক রাজসভার চারণ কবি, তিনি প্রতিদ্বন্দ্বী কর্তৃক তাঁর স্থান ও সম্পদচ্যুত হন। তখন তিনি সান্ত্বনা পাবার জন্য এটি রচনা করেন। আরও অনেকে দুঃখ পেয়েছিলেন জীবনে—'That they over went, this also may I'; এই পংক্তিটি প্রাচীন ইংরাজী একমাত্র গীতিকবিতার ধুয়া। কবিতা হিসাবে এইটি Widsth অপেক্ষা উচ্চশ্রেণীর এবং ব্যক্তি-কেন্দ্রিক গীতিকবিতার সুর এতে প্রথম ঝঙ্কৃত।

The Fight at Finsburg একটি মহাকাব্যের অংশ। এটি একটি অপূর্ব যুদ্ধ-কবিতা। ফিন এবং তার সৈন্যদল কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে Hnoef কি করে ষাটজন যোদ্ধা সহ প্রাসাদ রক্ষা করেছিলেন তারই হোমার-সদৃশ বর্ণনা। প্রাচীন ইংরাজী সাহিত্যে কয়েকটি গীতিকবিতা ও শোকসূচক কবিতাও পাওয়া যায়। কবিতাগুলি সম্পূর্ণরূপে খ্রীষ্টীয় নয়। একটি বিষণ্ণতার সুর এদের মধ্যে ধ্বনিত। এই সুর মানবীয় এবং একান্ত-ভাবেই ব্যক্তি-কেন্দ্রিক। The Ruined Burg-এ একটি প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষ দর্শনে কবির তীব্র বেদনা—

Many were the mead halls, full of mirth of men,
Till the story willed wyrd whirled that all to change.

'The Lover's Message'-এ এক নির্বাসিত ব্যক্তির কাষ্ঠফলকে খোদিত লিপিতে এক প্রেমিকাকে সংবাদ প্রেরণ। কাষ্ঠফলকটি বাঙ্ময় এবং সে তার উৎপত্তি, সমুদ্রভ্রমণ প্রভৃতি বর্ণনা করে মানবপ্রদত্ত তার বাক্‌শক্তির কথা বলেছে। নির্বাসিত প্রেমিক তার প্রেমিকাকে সন্নিকটে আসতে বলে জানায় যে, সে এখন শক্তিশালী ধনবান এবং প্রেয়সীকে সুখী করতে সক্ষম—

'Soon as ever thou shall listen on the edges of the cliff
To the cuckoo in the copse-wood chanting of his sorrow
Then begin to seek the sea, where the sea-mew is at home.'

The Wife's Complaint-এর ভাবরূপ আরও সুন্দর। প্রেমিকের

সন্নিকট হতে দূরস্থিত নারী-হৃদয়ের বেদনা এতে প্রকাশিত। **The Seafarer** কবিতায় এ্যাঙ্গলো-স্যাক্সন লিরিক কবিতার রূপ তার দোষ-গুণে বিধৃত। কবিতার বক্তব্য ও বিষয়বস্তু দুর্বোধ্য, অতি অস্পষ্ট। মোটামুটি কবিতাটি দুই অংশে বিভক্ত হতে পারে। প্রথম অংশে সমুদ্রজীবনের কষ্ট ও দুঃখ-দুর্দশা ; কিন্তু এই দুঃখ অপেক্ষা সাগরের আহ্বান তীব্রতর। দ্বিতীয় অংশটি রূপক—সমুদ্রজীবনের দুঃখ-কষ্ট জীবনের বেদনার প্রতীক, এবং সমুদ্রের আহ্বান হল ঈশ্বরের আহ্বান। শেষ অংশটির প্রামাণ্যতা বিচারের স্থল। সমুদ্রপ্রিয়তা ইংরাজ চেতনার মর্মমূলে বিরাজিত এবং সেই সত্য এই কবিতায় তীব্র ব্যক্ত—

My mind now is set,
My heart's thought on wide waters.
The home of the whale :
It wanders away
Beyond limits of land.

And stirs the minds longing
To travel the way that is trackless.

বেউল্‌ফ (Beowulf)

'বেউল্‌ফ' ইংরাজী ভাষায় প্রাচীনতম মহাকাব্য এবং নায়ক বেউল্‌ফ-এর বীরত্বপূর্ণ কার্যাবলী এবং মৃত্যুকে কেন্দ্র করে রচিত। ইংরেজরা ব্রিটেন জয় করবার পূর্বে ক্ষুদ্র গীতি সমষ্টিরূপেই এই কাব্যের প্রাথমিক প্রচলন। ইংলণ্ডে ক্ষুদ্র গীতি-সংকলন রূপে এসে একটি সামগ্রিক কাহিনীরূপে গ্রথিত হয়েছে। পরে অষ্টম শতকে সম্ভবতঃ কোন নর্দাম্ব্রিয়া অঞ্চলের কবির দ্বারা খ্রীষ্টীয় নীতিবোধের সহযোগে সম্পাদিত হয়েছিল। কাব্যের কাহিনী অংশ এই—জুটল্যাণ্ডের রাজকীয় বংশের উত্তরপুরুষ হ্রদগার সমুদ্রের নিকট জলাভূমির প্রান্তে প্রাসাদ নির্মাণ করেন। গ্রেণ্ডেল নামক অর্ধেক মানব ও অর্ধেক দৈত্যাকৃতি একটি দানব সন্নিকটবর্তী সমুদ্রগুহায় বাস করত ও জলাভূমিতে রাত্রে বিচরণ করত। উৎসবের কোলাহলে ক্রুদ্ধ হয়ে সে হ্রদগারের ত্রিশজন রাজপুরুষকে হত্যা করে। এইভাবে আনন্দকে বিষাদে পরিণত করে সে বার বৎসর অত্যাচার চালায়। অবশেষে হাইগেলাকের রাজপুত্র বেউল্‌ফ

সুইডেন থেকে আসেন হ্রদ্গারের সাহায্যের জন্য। রাত্রিবেলায় গ্রেণ্ডেল-এর সঙ্গে যুদ্ধে গ্রেণ্ডেল আহত হয়ে পলায়ন করে ও মারা যায়। গ্রেণ্ডেল-এর মাতা প্রতিশোধ বাসনায় অধীর হয়ে হ্রদ্গারের সেনানায়ককে হত্যা করল। বেউলফ তার সমুদ্র গুহায় গিয়ে তাকে হত্যা করলেন। কাব্যের পরবর্তী অংশ সুরু পঞ্চাশ বৎসর পর। বেউলফ রাজা এবং সুশাসক। কিন্তু দুর্ভাগ্য তাঁর নিত্য সঙ্গী। একটি অগ্নিড্রাগণ পর্বতান্তরালস্থিত গুপ্ত সম্পদ পাহারা দিত। একদা তার ধনসম্পদ অপহৃত হলে ক্রোধোন্মত্ত ড্রাগণ অগ্নিনিঃশ্বাস উদ্গীরণ করতে করতে বার হয়ে আসে এবং বহুলোককে হত ও ভীত করে নিকটবর্তী জনপদসমূহকে দগ্ধ করে। বৃদ্ধ রাজা বেউল্ফ যুদ্ধ করতে অগ্রসর হলেন, ড্রাগণকে নিহত করলেন কিন্তু ড্রাগণের অগ্নিনিঃশ্বাসে নিজেও মৃত্যুমুখে পতিত হলেন। চিতাদৃশ্যের ও অন্তিমকৃত্যের গম্ভীর ও বিষাদময় বর্ণনা দিয়ে কাহিনীর সমাপ্তি ঘটে—

Swa begnornodon Geata leode
hlafordes hryre Heordgeneatas;
Cwaedon baet he waere wyruldcyninga
manna mildust and monbwaca rust,
leodum lidost and lofgeornost.

বেউল্ফ মহাকাব্যের ঐতিহাসিক পটভূমিকা আছে। Chochilaicus Franks প্রভৃতির ঐতিহাসিক কাহিনী বেউল্ফের অনুরূপ। এই কাব্যের পৌরাণিক ব্যাখ্যাও আছে। দৈবগুণসম্পন্ন নায়ক বেওয়া এবং দৈত্য গ্রেণ্ডেল-এর কাহিনীর রূপক এই কাব্য। ধর্ম তথা প্রকৃতি ব্যাখ্যাও এই কাব্যে সম্ভব। বেউল্ফের তিনটি ড্রাগণকে পরাজিত করার অর্থ তিনটি বিরুদ্ধ প্রাকৃতিক শক্তির উপর জয়লাভ করা। সামাজিক বিচারে কাব্যটির মূল্যায়ণ সম্ভব। ইংলণ্ডে আসিবার পূর্বে ইংরাজ পুরুষদের জীবনযাত্রার সর্বাঙ্গীণ প্রতিচ্ছবি কাব্যটিতে প্রতিফলিত। নিয়তিবাদ বেউল্ফ কাব্যের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং সেইজন্য কাব্যটি বিষণ্ণ করুণতায় আচ্ছন্ন। যখন বেউল্ফ মনে করলেন তিনি গ্রেণ্ডেল কর্তৃক নিহত হতে পারেন, তখন তিনি বললেন, 'Wyrd (the fate goddess) goes ever as it must.' তিনি ড্রাগণের সঙ্গে যুদ্ধের পূর্ব মুহূর্তে বললেন, 'It shall be for us in the fight as wyrd shall

foresee.' তথাপি নিয়তিবাদের বিষণ্ণতাকে অতিক্রম করে পৌরুষের ও ব্যক্তিত্বের অসহ্য তেজ কাব্যটিতে বলিষ্ঠতা ও সূর্যকরোজ্জ্বল দীপ্তি আনয়ন করেছে। কাব্যটির শিল্পোৎকর্ষ অসাধারণ। এ্যাঙ্গ্লো-স্যাক্সন কাব্য-রূপাঙ্গিক এতে অনুসৃত। ঝোঁক ও অনুপ্রাসের বৈশিষ্ট্য এবং বিরাম দ্বারা দুই অংশে বিভক্ত কাব্যপংক্তি এখানে ব্যবহৃত। মিল নেই, কিন্তু সুন্দর সুর-মাধুর্য এবং বীণাযন্ত্রের সুরের উত্থান-পতনে কাব্যটি আশ্চর্য রূপরসস্নিগ্ধ। নর-নারীর চরিত্র-চিত্রণ, বিশেষতঃ নায়ক চরিত্র অপূর্ব। নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে দেশের সম্মানের জন্য বৃদ্ধ বেউল্‌ফের বেদনার্ত সংগ্রাম, সমাধিদৃশ্যের বিষণ্ণ ভাবগম্ভীরতা, চরিত্রগুলির মানবীয় আবেদন ও অনুভূতি কাব্যোৎকর্ষে অতুলনীয়। তদুপরি সমুদ্র ও সমুদ্রযাত্রার বর্ণনা, জলাভূমি, পর্বতশৃঙ্গের বর্ণনা ও বন্য অঞ্চলের বর্ণনার সুর আজিও ইংরাজী কাব্যে ধ্বনিত; এবং এই বর্ণনা বেউল্‌ফ কাব্যের পরিবেশকে ভয়াবহ ও নিঃসঙ্গ করেছে। গ্রেণ্ডেল ও তার মাতার চিত্র, অন্ধকারাচ্ছন্ন অপ্রাকৃত জগতের বর্ণনা আমাদের এক গোধূলি রহস্যাচ্ছন্ন বিষাদকরুণ মায়ারাজ্যে নিয়ে যায়। গ্রেণ্ডেল-এর বাসস্থানের বর্ণনা সেই রোমাঞ্চ শিহরিত অপ্রাকৃত রাজ্যের পরিবেশকে স্ফুটতর করে তোলে—

The darksome land
Ward wolf cliffs, windy nesses,
Frightful fen paths where mountains stream
Under nesses' mists nether wanders
A flood under earth It is not far hence,
By mile measure, that the mere stands,
Over which hang rimy groves.

খ্রীষ্টধর্ম ও ইংরাজী কবিতা ঃ—সপ্তম শতাব্দীর ভিতর সমগ্র ইংলণ্ড খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা লয়। যীশুখ্রীষ্ট ইংরাজ জীবনবোধ ও বিশ্বাসকে নিয়ন্ত্রিত করেছেন এবং ইংরাজী সাহিত্যে তার গৌরবময় প্রকাশ। এই পর্বের ইংরাজী সাহিত্যের তিনি ভাববিগ্রহ, সংস্কৃতির দার্শনিক পটভূমি। ইংরাজরা যখন প্রথম ব্রিটেনে আসে তখন এরা ছিল দুর্ধর্ষ যোদ্ধা এবং জলদস্যু—'সমুদ্রের নেকড়ে' এবং আজ পর্যন্ত ইংরাজী কাব্যের প্রধান বিকাশ যুদ্ধ ও সমুদ্রকে কেন্দ্র করে। রোমান্সপিপাসা ও এ্যাডভেঞ্চারের অনেকখানি তাদের জীবনে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের পর এক নবীন উন্মাদনা

ইংরাজী কাব্যের অন্তর্মূলে গভীর প্রভাব বিস্তার করল। যুদ্ধ উন্মাদনার দীপ্তি দাহ সায়াহ্ন কোমলতায় অপূর্ব হয়ে উঠল। যুদ্ধের তীব্রতা আছে, কিন্তু এখন যুদ্ধ পৌত্তলিকগণের বিরুদ্ধে, যীশুর শত্রুদের বিরুদ্ধে—

Helmeted men went from the holy burgh,
At the first reddening of dawn, to fight.

নিয়তিবাদ রূপান্তরিত হয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছারূপ ধারণ করল। দুঃখের নবমূল্যায়ণে এর তীব্রতা হ্রাস পেল। কল্পনামূলক আখ্যায়িকা ও অলৌকিকতা নবরূপ লাভ করে সন্ন্যাসীদের জীবনকাহিনীতে, দেবদূতদের অলৌকিক ঘটনাবলীতে ও দৈবচেতনাতে। এই ধর্মপ্রেরণায় প্রকৃতির শান্ত সমাহিত দৃশ্যাবলীর নিবিড় চেতনায় ও ভালবাসার অনুভূতিতে অপরূপ নববিকাশ। কঠোর সংগ্রামে রিক্ত মানবের বেদনায় এল শান্তি। স্নিগ্ধতা এবং গৃহকেন্দ্রিক প্রেমানুভূতি লাবণ্য বিচ্ছুরণে অপূর্ব ভাবসুষম। প্রাচীন প্রভাবও যীশুখ্রীষ্টধর্ম প্রভাবিত সাহিত্যে পাওয়া যায়। যীশুখ্রীষ্ট কেবল ত্রাণকর্তা নহেন, ড্রাগণের সঙ্গে যুদ্ধকারী নায়ক; তাঁর নিকট দৈত্যদের পরাজয়ের সঙ্গে বেউল্‌ফের কাছে গ্রেণ্ডেল-এর পতনের সাদৃশ্য আছে। যীশুখ্রীষ্টের মৃত্যুতে নিখিল বিশ্বের ক্রন্দন ও কম্পন, এবং এই মৃত্যু বাল্ডারের মৃত্যুকাহিনীর অনুরূপ। এইভাবে প্রাচীন কাব্য নবীনকে প্রভাবিত করল কিন্তু নবজাগ্রত চেতনাটুকু প্রাচীন অনুভূতির নবরূপায়ণ সংঘটিত করল।

সীডমন (Caedmon)

খ্রীষ্টধর্মের মহিমান্বিত গৌরবদীপ্ত পরিচয় বহন করে সীডমনের কবিতাবলী। বেউল্‌ফ কাব্যে টিউটনিক ভাবানুভূতির উজ্জ্বল প্রকাশ, কিন্তু ইংরাজ অন্তর্জীবন চেতনার কাব্যিক রূপ এতে পাই না। সীডমনই প্রথম ইংরাজী ভাষা ও জাতীয় জীবনের কবি। তাঁর কবিতাবলী বা স্তোত্রাবলী ৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়। বীডের 'ধর্মীয় ইতিহাস' গ্রন্থে সীডমনের জীবনের সামান্য পরিচয় পাওয়া যায়। মূর্খ ভৃত্য সীডমন একদিন নিদ্রামগ্ন থাকাকালীন ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ পান 'Caedmon, sing me some song...sing the beginning of created things' এবং সীডমন দৈবপ্রেরণায় ঈশ্বরের মহত্ত্ব-সূচক সঙ্গীত রচনা করেন। সীডমন প্রথমে গাইলেন "পৃথিবী সৃষ্টির কথা, মানুষের উদ্ভবের কথা, ও শাস্ত্রের কাহিনী ; পরে ইজ্‌রাইলের অধিবাসীদের

ইজিপ্ট ত্যাগ ও কাম্যদেশে প্রবেশের কথা ; তারপর পবিত্র ধর্মগ্রন্থের অন্যান্য কাহিনী ; এবং যীশুখ্রীষ্টের মানবতা, তাঁর দুঃখ-কষ্ট ভোগ ও স্বর্গারোহণের বিষয় ; হোলি গোষ্টের আগমনের কথা ; যীশুখ্রীষ্টের ধর্মপ্রচারের কথা ; এবং পরে আসন্ন বিচারের দিন ও শাস্তি যন্ত্রণা বিষয়ে এবং স্বর্গরাজ্যের আনন্দের বিষয় এবং স্বর্গীয় করুণা ও ঐশ্বর্য অবলম্বনে তিনি অনেক সঙ্গীত রচনা করলেন।" সীডমনের কবিতা ৬৮০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই রচিত হয়। তিনি জেনেসাস ও এক্সোডাসের কাহিনী লেখেন, যীশুখ্রীষ্টের, ধর্মপ্রচারের, স্বর্গ-নরকের কথা বর্ণনা করেন। তিনি একটি নূতন সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর কবিতা তখন বহুল প্রচলিত ছিল—তা মঠে-মঠান্তরে পঠিত হত। সেই সব কবিতা আজ পাওয়া যায় না। বীড তাঁর গ্রন্থে সীডমনের প্রথম কয়েকটি কবিতা উদ্ধৃত করেছেন। সীডমন রচিত ঈশ্বর মহিমাজ্ঞাপক স্তোত্রাবলীর ধর্মীয় ও সাহিত্যিক মূল্য অল্প নয়—

Now must we hymn the Master of heaven,
The might of the maker, the deeds of the Father,
The thought of His heart. He, Lord everlasting,
Established of old the source of all wonders :
Creator all-holy. He hung the bright heaven,
A roof high upreared, o'er the children of men ;
The King of mankind then created for mortals,
The world in its beauty, the earth spread beneath them.
He, Lord everlasting, omnipotent God.

সীডমনের পরবর্তী ইংরাজী কবিতা জুডিথ (Judith)। সীডমনের কবিতায় ধর্মীয় ভাবানুভূতির রূপায়ণের মধ্য দিয়েই ইংরাজী কবিতার সূচনা, এবং তাঁর অনুসৃত পরবর্তী কবিতাবলীও ধর্মভাবনার প্রকাশ। এই কবিতা-বলীর শ্রেষ্ঠ নিদর্শন জুডিথ। দ্বাদশ খণ্ডে লিখিত এই কাব্যের কেবল মাত্র শেষ তিনটি পর্ব পাওয়া যায়। হোলোফারনেসের ভোজ উৎসব, তার নিধন এবং এশীরিয়ণ শিবিরের উপর ইহুদিদের আক্রমণই এই সব কবিতার বর্ণিত বিষয়। এই কাব্য বীডের মৃত্যুর পর রচিত এবং যুদ্ধের উত্তেজনা ও আনন্দে পূর্ণ। নারী জাতির প্রতি শ্রদ্ধা ও মমত্ববোধ কাব্য চরিত্রায়ণের ভিতর স্পষ্ট।

কিনেউল্‌ফ (Cynewulf)

কিনেউল্‌ফ উত্তরাঞ্চলের গায়কদের ভিতর শ্রেষ্ঠ। অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে অষ্টম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধই তাঁর সাহিত্য রচনার কাল। বৈচিত্র্য ও বিস্তৃতির জন্য তাঁর সমগ্র রচনাবলীকে কয়েকটি পর্বে বিভক্ত করা যায়। তিনি Rune (প্রাচীন উত্তরাঞ্চলের বর্ণমালার আদিম বর্ণলিপি) অক্ষরে চারিটি কবিতায় তাঁর নাম স্বাক্ষর করেছেন। এই রূপ অক্ষর-সম্বলিত কাব্যে তাঁর জীবনের আংশিক পরিচয় বিবৃত। তাঁর কবিতা মিল্টনের মত ব্যক্তিগত। কিনেউল্‌ফের Riddles-এর মধ্যে কবির মানবজীবন ও প্রকৃতির প্রতি সহানুভূতি ও অনুরাগ প্রতিফলিত। এদের রচয়িতা সমুদ্র ও তার বিপদ, নর্দাম্ব্রিয়া অঞ্চলের ঝটিকা ও সমুদ্র উপকূল বিষয়ে অভিজ্ঞ; বন্যভূমি, গ্রামসমূহ ও এগুলির দৈনন্দিন জীবনযাত্রা সম্বন্ধে সুপরিজ্ঞাত। বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, সাহিত্যের এই প্রাথমিক যুগে কবির প্রকৃতি প্রেমের এবং প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের যে আশ্চর্য পরিচয় পাওয়া যায় তা সে যুগে বিরলদর্শন। তার 'ঝটিকা' অবলম্বনে রচিত কবিতার শেলীর 'ওয়েষ্ট উইণ্ড'-এর সঙ্গে তুলনা চলে। কিনেউল্‌ফের ধর্ম কবিতার ভিতর খ্যাত 'Crist'. এই কাব্যের শিল্পমূল্য উচ্চ। দীর্ঘ প্রায় মহাকাব্যিক এই রচনায় মানবরূপে অবতারের আবির্ভাব, নরকে পতন, উত্থান এবং শেষ বিচারের কথা সুন্দর ও শিল্প বর্ণিত। সৌন্দর্যতন্ময় স্তোত্রাবলী এবং নাট্যগুণসম্পন্ন স্তবক এতে আছে। 'Andreas' ও 'Elene'-এ কবি শিল্পসৃষ্টির চূড়ান্তে উপস্থিত। কি করে সন্ন্যাসী এ্যান্‌ড্রু সমুদ্র অতিক্রান্তে সন্ন্যাসী ম্যাথুকে উদ্ধার করলেন তাই প্রথম কবিতার বিষয়বস্তু। তরীপরিচালক তরুণ পোতাধ্যক্ষ ছদ্মবেশী যীশুখ্রীষ্ট। ম্যাথু মুক্ত হলেন এবং বন্য অধিবাসীরা দৈবমায়ায় ধর্মশীল হয়ে উঠল। এই কাব্যের সমুদ্র বর্ণনা এ্যাঙ্গ্‌লো-স্যাক্সন সাহিত্যে তুলনাহীন। Elene কবিতার বিষয়বস্তু হল সম্রাজ্ঞী হেলেনা কর্তৃক 'True Cross' খুঁজে পাওয়া। এই কবিতার যুদ্ধবর্ণনা অপূর্ব। কবির মৃত্যুর পূর্বে এবং সাধারণকে জীবনের শেষ বাণী প্রদান করবার জন্য খুব সম্ভবতঃ একটি প্রাচীন কবিতাংশ অবলম্বনে রচিত হয় Dream of the Holy Rood. শেষ বয়সেও যে কবির কল্পনাশক্তি ও শিল্পচেতনা অম্লান ছিল এই কবিতা তার প্রমাণ।

বীড (Bede) ও প্রাচীন ইংরাজী গদ্য

ইংরাজী গদ্যের সূচনা বীডের সঙ্গে একথা বলতে পারা যায় যদিও তা সামান্যতম। বীডের রচিত ৪৫টি গ্রন্থের মধ্যে তাঁর সুগভীর পাণ্ডিত্য ও অনলস পরিশ্রমের নিদর্শন সুস্পষ্ট। সমগ্র শিক্ষিত ইউরোপীয় সমাজে এদের খ্যাতিতেই তাঁর পাণ্ডিত্য ও সাহিত্য প্রতিভার উচ্চ মূল্যায়ণ প্রমাণিত। বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডার—ধর্মতত্ত্ব, বিজ্ঞান, সঙ্গীত, অলঙ্কারশাস্ত্র, ঔষধবিদ্যা, গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, পদার্থবিদ্যা—তাঁর আয়ত্ত ছিল। তাঁর গ্রন্থাবলীই এর প্রমাণ। বীড রচিত 'ইংরাজ জাতির ধর্মসমাজ সম্পর্কিত ইতিহাস' (The Ecclesiastical History of the English People) প্রাচীন ইংলণ্ড সম্পর্কে প্রামাণ্য গ্রন্থ। ঐতিহাসিক তথ্যনিপুণতায় ও শিল্পিত রূপায়ণে গ্রন্থটি উৎকৃষ্ট। ইহার ইতিহাসগত ও ধর্মীয় মূল্য অসাধারণ। জুলিয়াস সীজারের বিজয় থেকে ৭৩১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ঘটনাবলীর ঐতিহাসিক বিবরণ এতে আছে। ঐতিহাসিকতার সঙ্গে আছে সন্ন্যাসী ও ধর্মীয় যাজক-দিগের অনুপম জীবন কাহিনী। বীডের গ্রন্থাবলী লাতিন ভাষায় রচিত তাই এরা ইংরাজী সাহিত্য-ইতিহাসের সম্পূর্ণ অন্তর্গত নয়। কিন্তু তিনি ইংরাজী গদ্যকে সাহিত্যের ভাষায় পরিণত করতে চেয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যু-কাহিনী বর্ণনায় প্রথম ইংরাজী গদ্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

আলফ্রেড (Alfred)

ডেনদিগের আক্রমণের ফলে শিক্ষার কেন্দ্র ওয়েসেক্সে স্থানান্তরিত হয়ে যায়। ডেনদের আক্রমণ ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাসেও এক শোচনীয় অধ্যায়। মঠ, ভজনালয় প্রভৃতির সম্পদে আকৃষ্ট হয়ে ডেনগণ এই সমস্ত লুণ্ঠন ও ধ্বংস করে। সর্বাপেক্ষা শোচনীয় ব্যাপার এই যে, তারা অতি মূল্যবান গ্রন্থাগারসমূহ জ্বালিয়ে দিয়েছে ও সমস্ত হয়েছে ভস্মীভূত। ইংলণ্ডের এই বেদনার্ত অবস্থার যিনি পরিসমাপ্তি ঘটালেন, এবং মধ্য ও দক্ষিণ নয়, উত্তরাঞ্চলেও যিনি প্রভুত্ব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিলেন তিনি রাজা আলফ্রেড—যিনি বীণাবাদনে ও অস্ত্রক্ষেপণে সমান নিপুণ। আলফ্রেড বার্কশায়ারের অন্তর্গত ওয়ান্টেজে ৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং বালক বয়সেই পিতা কর্তৃক রোমে নীত হন। তথায় রোমক সভ্যতা ও ধর্মচেতনা

তাঁকে বিশেষ প্রভাবিত করে। ইংলণ্ডে ফিরে এসে তিনি দেশীয় সঙ্গীতের প্রতি আকৃষ্ট হন; স্যাক্সন কাব্যানুরাগ তাঁর মধ্যে প্রবল, এবং পূর্ব-পুরুষদের বীরত্বের স্মৃতি তাঁর মনে জাগরিত হয়। ডেনদের আক্রমণে অকস্মাৎ তিনি পাঠানুরক্ত যৌবনের স্বপ্ন থেকে জাগ্রত হয়ে উঠলেন এবং তাঁর রাজত্বের প্রথম কয়েক বৎসর কঠিন সংগ্রামে অতিবাহিত করেন। তিনি যুদ্ধে জয়লাভ করেন ও দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। আলফ্রেড তখন দেশের শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রতি মনোযোগী। তাঁর সাহিত্য সাধনায় দেশের শিক্ষাকেন্দ্র উত্তরাঞ্চল থেকে দক্ষিণাঞ্চলে স্থানান্তরিত হয়। আলফ্রেডের সাহিত্য ও অনূদিত গ্রন্থসমূহ লাতিনের পরিবর্তে ইংরাজী ভাষায় লিখিত। তিনি ইংরাজী গদ্যের বিশেষ প্রতিষ্ঠা ও প্রকাশ করেন এবং এই ভাষাতেই ইংরাজ জাতির ইতিহাস, দর্শন, আইন ও ধর্মকথা রচিত হয়। তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে পণ্ডিতদের আনয়ন করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় নর্দামব্রিয়ান সাহিত্যের কিছু অংশ আজও বেঁচে আছে। আলফ্রেড স্বয়ং ইংরাজী ভাষারীতি আয়ত্ত করেছেন সকলকে শিক্ষাদানের জন্য। তিনি তৎকালীন প্রচলিত পুঁথিসমূহ ইংরাজীতে অনুবাদ করেন, যাজকদিগের ব্যবহারের নিমিত্ত পুস্তক রচনা করেন। তিনি স্বলিখিত ভৌগোলিক অধ্যায়ের যোজনাসহ ওর্সিয়াসের 'পৃথিবীর ইতিহাস ও ভূগোল'-এর অনুবাদ করে-ছিলেন। ইংলণ্ডের ধর্মীয় ইতিহাস বীডের রচনার নবরূপায়ণ সঙ্ঘটিত হয়। পোপ গ্রেগরীর 'প্যাষ্টোরাল রুল'-এর তিনি অনুবাদ করেন এবং এর সঙ্গে ছিল তাঁর নিজস্ব ভূমিকা। The English অথবা Anglo-Saxon Chronicle তাঁর রচিত না হলেও তাঁর রাজত্বকালেই যে ঐতিহাসিক ঘটনা-সমন্বিত পরিপূর্ণ রূপ পরিগ্রহ করেছিল তা নিঃসন্দেহ। এ্যাঙ্গ্‌লো-স্যাক্সন গদ্য সাহিত্যের সার্থক ও উজ্জ্বল পরিচয় বহন করে এই অসামান্য পুস্তকটি। সাহিত্যের ইতিহাসে আলফ্রেড 'ইংরাজী গদ্য সাহিত্যের জনক' রূপে চিরবন্দিত।

দ্বিতীয় পর্ব

মধ্যযুগ

প্রথম অধ্যায়

এ্যাঙ্গ্‌লো-নর্মান যুগের সাহিত্য

নর্মানগণ দশম শতক থেকে ফরাসীর উত্তর প্রান্ত জয় করে সেখানে বাস করতে থাকে এবং ফরাসী সভ্যতা ও ভাষা গ্রহণ করে। তারা ১০৬৬ খ্রীষ্টাব্দে হেষ্টিংসের যুদ্ধের পর উইলিয়ামের নেতৃত্বে এ্যাঙ্গ্‌লো-স্যাক্‌সন ইংলণ্ড জয় করে। জুট, এ্যাঙ্গল্‌স ও স্যাক্সনদের ব্রিটেন আক্রমণে তাদের ভাষা ও সাহিত্য ইংরাজীতে পরিণত হয়। ডেনরাও ইংলণ্ড আক্রমণ করে কিন্তু ইংরাজী ভাষা সাহিত্য তখনও অপরিবর্তিত ছিল। ইংরাজ জাতির সমাজ-জীবন ও সাহিত্য সংস্কৃতির সঙ্গে তারা নিজেদের মিশিয়ে দেয়। নর্মানরাও ইংলণ্ড আক্রমণের দ্বারা রাজ্য জয় ব্যতিরেকে ইংরাজ জীবন ও সাহিত্যকে ধ্বংস করতে চাইল কিন্তু তারাও সেই ঐক্য বন্ধনে বিধৃত হল। নর্মানগণ ইংরাজী ভাষা ও আদর্শ গ্রহণ করল এবং ক্রমশঃ ফরাসী সংস্রব ত্যাগ করে। ইংরাজ জাতির উদার উন্মুক্ত জীবনের সঙ্গে নর্মানগণ নিজেদের মিশিয়ে দিল, এবং ফরাসী থেকে আনীত সাহিত্যিক সাংস্কৃতিক উপাদানের সঙ্গে ইংরাজী ভাষা সাহিত্যের ফলপ্রসূ সংমিশ্রণ ঘটল। সাহিত্যের এই পরিবর্তনশীলতা অনতিদ্রুত কিন্তু নিশ্চিত। নর্মান ও ইংরাজী সংস্কৃতির মিলনে নূতন কাব্যসৃষ্টি সম্ভব হয়। এই কাব্যসাহিত্য ধর্মীয় কবিতা, গল্পবহুল কবিতা এই দুই প্রবাহে নিজেকে বিভক্ত করে। বিজয়ী উইলিয়ম ও তাঁর পুত্রের রাজত্বকালে নর্মাণ্ডী থেকে আগত রাজপুরুষ মঠাধ্যক্ষ প্রভৃতির। ইংলণ্ডে মঠ ইত্যাদি স্থাপন করে এবং এইগুলি শিক্ষা-সংস্কৃতির কেন্দ্রে পরিণত হয়; লাতিন ফরাসী প্রভৃতি ভাষার প্রসার ঘটে। এদেশে খ্রীষ্টধর্মের প্রাথমিক বিষয়গুলি অবলম্বনে ইংরাজীতে গ্রন্থ রচিত হয়। Orm-এর লেখা 'Ormulum' এই জাতীয় গ্রন্থ। এই গ্রন্থ আনুমানিক ১২১৫ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়। এর ভাষা ইংরাজী;

আলফ্রিক ও বীডের প্রভাব এতে পাওয়া যায়। সরল ভাষায় ধর্মের বিবরণী এতে লিখিত। আদর্শ সন্ন্যাসীর চিত্র চরিত্র অর্ম বর্ণনা করেছেন—আদর্শ সন্ন্যাসী অত্যন্ত সৎ, নির্লোভ, ভগবদ্‌প্রাণ। তার সাধনা দুঃখের যার মাধ্যমে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। প্রায় ১২২০ খ্রীষ্টাব্দে Ancren Riwle (সন্ন্যাসিনীর শাসন) উৎকৃষ্ট গদ্যে ধর্মগ্রন্থ রচিত হয়। গ্রন্থকর্তা সম্ভবতঃ বিশপ পূর। ১২৫০ খ্রীষ্টাব্দে 'জেনেসিস' ও 'এক্সোডাস' রচিত হয়। প্রায় ফরাসী থেকে অনূদিত ভার্জিন মেরীর উপাসনামূলক স্তোত্র ছন্দোবদ্ধ 'সন্ন্যাসীদের জীবন' ইংরাজী ধর্মকাব্যকে আরও সার্থক করেছে।

ইংরাজী ঐতিহাসিক সাহিত্যের উদ্ভব বোধ করি নর্মানগণ নীত ইতিহাস-চেতনা থেকে। নর্মান ঐতিহাসিকগণ ইতিহাসের ঘটনাপঞ্জীর বিন্যাস করতেন এবং ক্রেশমঃ সেই সব ঘটনাপঞ্জী সুসমন্বিত হয়ে ইতিহাসের রূপ পরিগ্রহ করে—ইংরাজ জাতীয়তা ও দেশপ্রীতির মিশ্রণ এতে ঘটে। এই ঐতিহাসিক সাহিত্য থেকেই প্রথম ইংরাজী গল্পের সূচনা। প্রথম হেনরীর রাজত্বকালে জিওফ্রে অফ মনমাউথ লাতিনে দ্বাদশটি গ্রন্থিকা (১১৩২—৩৫) রচনা করলেন। সেগুলির নাম তিনি (কৌতুকচ্ছলে) দিয়েছেন ইতিহাস। জিওফ্রের Historia Regum Britanniæ হয়ত প্রকৃত তথ্যানুগ ইতিহাস নয়, এতে ওয়েলসের ও উপাখ্যান শিল্পকুশলতার সঙ্গে গ্রথিত হয়েছে, এবং এই গ্রন্থ নর্মাণ বিজয়ের পর গল্পকথনের প্রথম সূচনা। এই গ্রন্থ ইংরাজী সাহিত্যের নূতন পথের সূচনা করল—রাজা আর্থার ও তাঁর নাইটদিগকে কেন্দ্র করে যে আশ্চর্য কাব্যময় রোমান্টিক কাহিনী পরবর্তী সময়ে প্রচলিত, এই গ্রন্থ তারই পূর্বসূরী। Layamon-এর Brut (আঃ ১২০০) অনুপ্রাসবহুল পদ্যে রচিত এবং নর্মান বিজয়োত্তর প্রথম উল্লেখ্য ইংরাজী কাব্য। কাব্যের প্রারম্ভে লেখক ভূমিকাস্বরূপ কয়েকটি কথা বলেছেন—লিওভেনাস-এর পুত্র লায়ামন নামে একজন ধর্মযাজক অনেক গ্রন্থ পাঠ করেছিলেন এবং ইংরাজদের মহৎ কার্য নিয়ে একটি গ্রন্থ রচনা করতে মনস্থ করেন। তিনি দেশভ্রমণপূর্বক তিনটি প্রামাণ্যমূলক গ্রন্থ (বীড রচিত ইংরাজী গ্রন্থ : সেণ্ট এ্যালবিন রচিত লাতিন গ্রন্থ : ও ওয়েম লিখিত গ্রন্থ) থেকে উপাদান নিয়ে এই গ্রন্থ রচনা করেন। এই কাব্যের গুরুত্ব অনেকখানি- এটা ইংরাজদের কল্পনার দ্বার উন্মুক্ত করে দিল ও তারা স্বদেশের বিরাট বিচিত্র

(যদিও কিছুটা কাল্পনিক) অতীত ইতিহাস অনুধাবন করল। ইংরাজী অনুপ্রাসবহুল ছন্দ এতে রক্ষিত : যুদ্ধ বর্ণনায়, করুণ গল্প রূপায়ণে, রোমান্টিক অভিযানে, বীরত্বপূর্ণ কার্য চিত্রণে, সমুদ্র বর্ণনায় কবি অসাধারণ দক্ষতা ও লিপিকুশলতার পরিচয় দিয়েছেন। লায়ামন নূতন কাব্যশিল্পীদের অগ্রদূত।

রোমান্স সাহিত্য ও রোমান্স চক্রঃ—ইংরাজী গল্পকথনের প্রতি ইংলণ্ডের যে আকাঙ্ক্ষা ক্রমবর্ধমান হচ্ছিল ফরাসী সাহিত্য সেই গল্পপিপাসা নিরস্ত করল। ভ্রমণকারী বণিক, সন্ন্যাসী সম্প্রদায় প্রভৃতি কর্তৃক ফরাসী গল্প ইংলণ্ডে আনীত হয় : এবং ভ্রাম্যমাণ গায়কগণ তাদের ইংরাজীতে গান করতে থাকে। এইভাবে এই গল্পসমূহ নগর ও গ্রামাঞ্চলে বিস্তৃত হয়। এই প্রকারে, ও পঠন-পাঠন প্রভৃতির মাধ্যমে ফরাসী রোমান্স জাতীয় সাহিত্য ইংলণ্ডে আসে ও ক্রমশঃ শিল্পসুষমায় অভিব্যক্ত হয়। প্রণয়, রোমান্স ও শিভালরি ছন্দোবদ্ধ রোমান্সের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হল। এই রোমান্সগুলিতে নাইট ও তাদের পবিত্রা প্রেয়সী, ভয়াবহ যুদ্ধ, কোমল প্রণয়, চারণ কবি-গাথা, ক্রীড়াযুদ্ধ, অশ্বারোহী যাত্রী সমারোহ—জীবনের উন্মুক্ত উজ্জ্বল, ঐশ্বর্য-মণ্ডিত রূপ, মধ্যযুগের আত্মার রক্তিম বিকাশ এই সব রোমান্সে পাওয়া যায়। নর্মানগণ প্রথম এই রোমান্স চেতনা ইংলণ্ডে আনয়ন করে এবং যুগোপযোগী রোমান্স চেতনাকে সার্থক ও উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ করে তৎকালীন সাহিত্যের সব রূপকেই ম্লান করে দেয়। ফ্রান্স, রোম ও ব্রিটেনের বিষয়ানুযায়ী রোমান্স কাব্যগুলির ত্রিবিধ বিভাজন সম্ভব। ফরাসী অনুসৃত রোমান্সের বিষয় প্রধানতঃ Charlemagne and His Twelve Peers ও তাদের বীরত্বময় কার্যাবলী। এই প্রকার কাহিনীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ Chanson de Roland জাতীয় মহাকাব্য। রোনাল্ডের বীরত্ব কাহিনী এর প্রধান উপজীব্য। ফরাসী রোমান্স কাব্যগুলি বিখ্যাত বীরদের বীরত্ব মহত্ত্বের কার্য বর্ণনা সংক্ষিপ্ত গীতাকারে, পরে সঙ্গীতগুচ্ছ বিবিধ রূপচক্রে আবর্তিত হলেও একই বীরকে কেন্দ্র করত এবং এইভাবে এপিক কাব্যের রূপ পায়। অথবা কখন কখন প্রবহমান ব্যালাড কাহিনীরও রূপ পরিগ্রহ করে, যেমন রবিন হুডের উপাখ্যান। বীর আলেকজাণ্ডার ও ট্রয় অবরোধের কাহিনী অবলম্বন করে রচিত হয় গ্রীক ও রোমান দুই প্রকারের রোমান্স চক্র। এর সঙ্গে যুক্ত হত

প্রাচ্য দেশীয় কাহিনী ; এবং বিচিত্র কল্পনাশ্রয়ী এই শেষোক্ত কাব্যসমূহ ও এদের স্রষ্টারা ইউরোপীয় সাহিত্যকেও প্রভাবিত করেছিল।

রাজা আর্থার ও তাঁর নাইটদের কেন্দ্র করে কতকগুলি আশ্চর্য কল্পনা-উজ্জ্বল রোমান্স গড়ে উঠেছে। আর্থারীয় রোমান্সের বহুবিধ রূপবৈচিত্র্য দৃষ্ট হয়—তন্মধ্যে প্রধান গাওয়েন, ল্যান্সলট, মার্লিন ও আর্থারের মৃত্যু প্রভৃতি। এই রোমান্সগুলি পূর্বে জিওফ্রে অফ মনমাউথ ও ফরাসী লেখকদের রচনায় ব্যবহৃত হয়েছিল এবং ফরাসী হইতে লায়ামনের 'ব্রাটে' প্রথম ইংরাজী রূপ পরিগ্রহ করেছিল। এই উপাখ্যানসমূহের উৎস সেল্টিক হলেও রূপাঙ্গিক দান করেছেন ফরাসী কবিগণ। আদি ইংরাজী রোমান্স ফরাসী থেকে অনূদিত। গাওয়েন রোমান্সচক্র আর্থারীয় রোমান্সের মধ্যে বিশেষ খ্যাত এবং এদের মধ্যে গাওয়েন ও সবুজ নাইটের গল্প উৎকৃষ্ট। এর বিষয়বস্তু ফরাসীজাত কিন্তু কাব্যাঙ্গিক ইংরাজী। এই কাব্যকথার লেখক অন্যান্য বিখ্যাত উপাখ্যানের রচয়িতা ছিলেন এবং তিনিই নর্মান যুগের শ্রেষ্ঠ কবি। এই কাব্যে তৎকালীন অভিজাত রাজকীয় জীবনের পরিচয় পাই। লেখকের শিকার কাহিনীর বর্ণনা সুন্দর। প্রকৃতি চেতনা কবিচিত্তে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে এবং প্রকৃতির কোমল ও বন্য দৃশ্য বর্ণনায় কবির সফল কৃতিত্ব। নাটকীয় আকর্ষণ, শিল্পকুশল কাহিনী গ্রন্থন, বর্ণনার ঔজ্জ্বল্য ও নীতিবোধ এই গ্রন্থকে প্রাচীন যুগের অন্যতম প্রধান কাব্যে পরিণত করেছে।

'স্যার গাওয়ান'-এর সঙ্গে একই পুঁথিতে পাওয়া গিয়াছে 'দি পার্ল', 'ক্লীননেস' ও 'পেসেন্স'। দি পার্ল (The Pearl) ইংরাজী সাহিত্যের প্রথম শোককাব্য। এই কাব্যে বাস্তবতা ও মানবিক সংবেদনা সার্থক রূপলাভ করেছে পিতৃহৃদয়ের বেদনার মধ্য দিয়ে। কাব্যটি কারুণ্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। প্রিয় বালিকা কন্যার পুষ্পাচ্ছাদিত কবরের উপর পিতার স্নেহ ও দুঃখ বর্ষিত হয় ; এবং একদিন পতঙ্গের গুঞ্জনমুখরিত রৌদ্রালস দিনে পিতা কবরের উপর নিদ্রামগ্ন হন। তিনি স্বপ্ন দেখেন এবং স্বপ্ন একটি সুন্দর দৃশ্যলোক উদ্ঘাটিত করে। তাঁর আত্মা চলে যায় অবর্ণনীয় এক সুন্দর রাজ্যে যেখানে তিনি অতিক্রমে অসমর্থ একটি স্রোতস্বিনীর সম্মুখবর্তী হন। নদীতীরে পরিভ্রমণ করবার কালে এক অপূর্ব দৃশ্য লক্ষিত হয়—একটি স্ফটিক পর্বত এবং এর তলদেশে একটি কুমার বসে। তার সুন্দর মুখ উত্তোলন

করলে দেখা গেল যে, সে তাঁর কন্যা মার্গারেট। পিতা স্তব্ধ হয়ে রইলেন। কিন্তু লিলি ফুলের মত সুন্দর মার্গারেট নিকটে এসে তাঁকে স্বর্গের সুন্দর জীবনের ও এই সুখলাভের উপযোগী জীবনের কথা বলল। প্রথমে পিতা সব দুঃখ ভুলে সব শুনলেন, কিন্তু পরে বেদনার্ত হৃদয়ে নদী অতিক্রম করার প্রয়াস পেলেন কন্যার সঙ্গে মিলিত হবার জন্য। স্বপ্ন ভঙ্গ হল। এই কবিতায় আদ্যন্ত একটি করুণ সুর ধ্বনিত হয়েছে। কাব্যের আঙ্গিকে জীবনসত্য সার্থক রূপায়িত। ভাষার কাঠিন্য থাকলেও একটা গভীর আত্মিক ও আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য এর কাব্যমূল্যের আরও উৎকর্ষ সাধন করেছে। শিল্প-সুষমা ও নীতিবোধের সমন্বয় ঘটেছে এই কাব্যে ; রূপক, অনুপ্রাস প্রভৃতির সার্থক চিত্রণ ও প্রয়োগে কবি স্পেন্সারের পূর্ব সূরী ; এই কাব্যে নৈতিকতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে রোমান্টিক সৌন্দর্য।

হ্যাভলক ও হর্ণ (Havelock ; Horn) :—আনুমানিক ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে হ্যাভলক ও হর্ণ জাতীয় রোমান্স উপাখ্যানগুলি ফরাসী ভাষা থেকে ইংরাজীতে আসে। ফরাসী অপেক্ষা ইংরাজ কবিদের হস্তে কাহিনীগুলির আকর্ষণীয় ও উন্নততর রূপায়ণ ঘটে। প্রথানুযায়ী সমারোহময় অনুষ্ঠানের ও ঐশ্বর্যময় প্রাসাদসমূহের একঘেয়ে বর্ণনা বা অসংখ্য প্রণয়ের সুমার্জিত সুনির্দিষ্ট রূপককে পরিত্যাগ করে ইংরাজী কাহিনীর মধ্যে আনা হয়েছে গতি, আবেগের সারল্য ও বর্ণনার বাস্তবতা। হ্যাভলকের কাহিনী এইরূপ। ইংলণ্ডের রাজার কন্যা Goldburh অনাথ অবস্থায় খুল্লতাত গডরিচ্‌ কর্তৃক পালিত হতে থাকে। গডরিচ্‌ এই কন্যাকে রাজ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষের সঙ্গে বিবাহদানে প্রতিশ্রুত কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে নিজেই ঈর্ষান্বিত হয়ে গোল্ডবার-এর রাজ্য লাভ করতে ইচ্ছুক। অপরদিকে ডেনিসের রাজপুত্র হ্যাভলকও এইভাবে গডার্ডের দ্বারা প্রতিপালিত, আশ্রিত এবং গডার্ড তাঁকে দরিদ্র মৎস্যজীবী গ্রীমের হস্তে সমর্পণ করেছে হত্যার জন্য। গ্রীম বালক হ্যাভলককে মুক্তি দেয়, সে ইংলণ্ডে যায় এবং দীর্ঘ ভ্রমণের পর গোল্ডবার-এর পাচক নিযুক্ত হয়। নীচুস্তরের জীবনযাপন করলেও হ্যাভলক লোকদের তার শক্তি ও সামর্থ্যের পরিচয় দ্বারা বিস্মিত করতে থাকে। রাজ্যের শ্রেষ্ঠ পুরুষ হিসাবে গডরিচ্‌ তাকে ব্যঙ্গভরে রাজকন্যার স্বামী নির্বাচন করে। কিন্তু গোল্ডবার হ্যাভলকের রাজপরিচয় উপলব্ধি করে

তার মুখনিঃসৃত আলোক শিখা ও স্কন্ধোপরি রক্তিম চিহ্ন থেকে। হ্যাভলক ক্রমশঃ ডেনমার্ক জয় করে ও গডরিচের হস্ত থেকে ইংলণ্ডকে উদ্ধার করে। গডার্ডকে শোচনীয় অবস্থায় হত্যা করা হয় ও গডরিচকে জীবন্ত দগ্ধ করা হয়। এই রোমান্সে প্রণয় অপেক্ষা এ্যাডভেঞ্চারই মুখ্য : বর্ণনার মধ্যে সহজ ও সরল লাবণ্য দেখা যায়। দুঃখের প্রাচুর্য সত্ত্বেও তা আনন্দদায়ক। দৃশ্যাবলীর আবেদন বাস্তব ও হৃদয়গ্রাহী ও সর্বশ্রেণীর পাঠকচিত্ত আকর্ষক। অষ্টমাত্রিক যুগ্মপংক্তি সমন্বিত শ্লোকে কাব্যটি রচিত।

'হর্ণ' ক্ষুদ্রপংক্তিক ও ঘাতযুক্ত এবং গীত হইবার যোগ্য গাথা কাহিনীর অনুরূপ। প্রণয় হ্যাভলকে উল্লেখ্য না হলেও এই কাব্যে প্রধান। ফরাসী ক্রুবাদুর কবি টমাসের অপেক্ষা ইংরাজী কাব্য স্বল্পতর আয়তনের, কিন্তু ইংরাজী রোমান্সে গতি ও শক্তি তীব্রতর। এই কাব্য পাঠকালে আমরা যেন কাব্য-পাঠের ভূমিকা বিস্মৃত হই ও বাস্তবদৃশ্যের সম্মুখীন হই। হর্ণের বাল্যাবস্থায় তার পিতা সারাকেনদের দ্বারা নিহত হয় ও তারা হর্ণকে বন্দী করে। অপূর্ব সৌন্দর্যের জন্য তাকে নিহত না করে দ্বাদশটি সদ্বংশীয় বালকের সঙ্গে তাকে দাঁড়পালহীন জাহাজে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। তারা নিরাপদে রাজা এলমারের রাজ্যে আসে। রাজার যত্নে হর্ণ সর্ববিধ শিক্ষা পায়। সকলের ও বিশেষতঃ রাজকন্যার ভালবাসা অর্জন করে ও রাজকন্যা পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করে। তাদের ভালবাসা প্রকাশিত হলে হর্ণ বিতাড়িত হয়। সে যাবার কালে রাজ-কন্যাকে সাত বৎসর অপেক্ষা করতে বলে যে সময়ের ভিতর সে প্রত্যাবর্তনে অসমর্থ হলে রাজকন্যা অপর কাহাকেও বিবাহ করতে পারে। রাজকন্যা তাকে স্মরণ ও শক্তিসূচক অঙ্গুরীয় দেয়। সপ্তবৎসর অতিক্রান্তে রাজা এলমার কন্যাকে বিবাহ করতে বাধ্য করে। হর্ণ বিবাহরাত্রে তীর্থযাত্রীর ছদ্মবেশে উপস্থিত হয় ও রাজকন্যার সঙ্গে মিলিত হয়। তাদের মিলন বর্ণনা লাবণ্য-মণ্ডিত ও কারুণ্যে মৃদু উচ্ছ্বসিত। এই কাব্যগ্রন্থের মূল্য উচ্চস্তরের না হলেও সেই যুগের সাহিত্যে দুর্লভ প্যাশানের প্রচ্ছন্ন পরিচয় এই কাব্যে পাওয়া যায়।

গীতিকবিতা :—এই যুগে আখ্যান কাব্যরচনার ধারা যেমন একদিকে অপ্রতিহত গতিতে প্রবাহিত হয়েছে, তার মধ্যে গীতিকবিতা, প্রেমকবিতা ও আরও পরে যুদ্ধকবিতা ইত্যাদি রচিত হয়। গ্রাম-গামাঞ্চলে গীত চারণ কবিদের গাথাকাব্যও রূপ পেত। আনুমানিক ১২৮০ খ্রীষ্টাব্দে একটি ক্ষুদ্র

কবিতা The Owl and the Nightingale রচিত হয়। এটি নীতি-শাস্ত্রের কৌতূহলজনক ব্যাখ্যা। একটি নাইটিংগেল ও একটি পেচকের তর্ক লাগে। নাইটিংগেল জীবনের আনন্দমুখরতার ও পেচক আইন ও নীতির প্রতীক। প্রথমোক্তটি বলে যে, মানুষ ঈশ্বরের আশিসপূত এবং মানবের সঙ্গীতময়তা ঈশ্বরানন্দানুভূতির অনুরূপ। পেচক বলে যে, মানুষ ঈশ্বরের রাজত্বে কেবল সঙ্গীত নিয়েই আসে নি, পাপ স্মরণ করে ক্রন্দনের ভিতর দিয়ে তার অনুতাপ করা উচিত। এই কবিতাতে সৌন্দর্যবাদী ও নীতিবাদীর চিরন্তন দ্বন্দ্বকেই রূপ দেওয়া হয়েছে। লেখকের কবিত্বশক্তি অসাধারণ। গীতল সুর এর মধ্যে ঝঙ্কৃত; শিল্পিত কাব্যাঙ্গিক সুললিত ভাষা, বিশিষ্ট বাগ্ধারা ও বস্তুরূপের গীতময় পুনরাবৃত্তি লেখককে অন্যতম শ্রেষ্ঠ গীতিকবির মর্যাদা দিয়েছে। আনুমানিক ১৩০০ খ্রীষ্টাব্দে আরও কতকগুলি লাবণ্যমণ্ডিত গীতি-কবিতার নিদর্শন পাওয়া যায়। বসন্তের সৌন্দর্যময় রূপ বর্ণনা, বুলবুল ও নাইটিংগেলের সঙ্গীতমুখরিত অরণ্য, পুষ্প সৌন্দর্য, সূর্য, প্রণয়ের আনন্দ-বেদনা প্রভৃতি চিত্রিত হয়েছে। এদের পটভূমি ইংরাজী, কিন্তু ফরাসী রোমান্সের স্পর্শে এরা সৌন্দর্যসুষম। গীতি কবিতাগুলি ক্রমশঃ প্রণয়াত্মক হয়ে উঠে। ব্যঙ্গকাব্যেরও প্রসার ঘটে। এর পরে এক নূতন ধরণের ধর্মীয় গীতিকাব্য দেখা দেয় এবং এতে প্রথম ঈশ্বরপ্রেম ও প্রকৃতি প্রেমের একাত্মবোধ এবং পরিপূর্ণ সৌন্দর্যের জন্য মানবমনের ব্যাকুলতা পরিদৃষ্ট হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

চসার-পর্ব

উইলিয়ম ল্যাংল্যাণ্ড (**William Langland ১৩৩২ ?—১৪০০ ?**) শর্পশায়ারের অন্তর্গত ক্লিওবেরী মার্টিমার-এ প্রায় ১৩৩২ খ্রীষ্টাব্দে উইলিয়ম ল্যাংল্যাণ্ড জন্মগ্রহণ করেন। সম্ভবতঃ ম্যালভার্ণেই তাঁর শিক্ষা জীবন অতিবাহিত হয়। ল্যাংল্যাণ্ড ছিলেন মেজাজী ও বোধ করি কিছুটা অহংকারী। তাঁর মন উদার ও অনুভূতিশীল, কিন্তু সমসাময়িক চসারের বাগ্‌ভঙ্গীমা ও আচার-আচরণের মাধুর্য তাঁর মধ্যে দুর্লভ। টমাস হার্ডির মত জীবনের ব্যঙ্গ-বেদনা ও যন্ত্রণাই তাঁকে বেশী আকৃষ্ট করেছে, কিন্তু জীবনের উজ্জ্বলতা বুঝি তাঁর নিকট আত্মস্বরূপ উদ্ঘাটিত করে নি। বেদনার্ত, এই জীবন সংগ্রামে পরাজিত কবি ল্যাংল্যাণ্ডের সান্ত্বনা ছিল তাঁর পুস্তকের মধ্যে। কবির শ্রেষ্ঠ কাব্য The Vision of Iiers the Plowman আনুমানিক ১৩৬২ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়। কবির জীবনের দুঃখ-বেদনা, আশা-নিরাশার আশ্চর্য প্রতিফলন এতে পাই। এই গ্রন্থটি কবির জীবন বেদ। তাঁর শেষ কাব্য Richard the Redeless প্রথমটি অপেক্ষা অনুৎকৃষ্ট।

'Vision' কাব্যটি বিভিন্ন আকারে পাওয়া যায়। মূল বিভাজন অধ্যাপক স্কীটের অনুসরণে বলা যায়, 'ক-গ্রন্থাংশ', 'খ-গ্রন্থাংশ', 'গ-গ্রন্থাংশ'। এই কাব্যের প্রথম অংশ রচিত হয় প্রায় ১৩৬২ খ্রীষ্টাব্দে, এবং পীয়ার্স প্লাউম্যানের স্বপ্ন এর বিষয়বস্তু, দ্বিতীয় অংশটি সম্ভবতঃ লণ্ডনে ১৩৭৭ খ্রীষ্টাব্দে রচিত, এবং ইঁদুর ও বিড়ালের কাহিনী এর অন্তর্গত। তৃতীয় অংশ সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও পরবর্তী কালে রচিত। একদা ম্যালভার্ণ পর্বতে নিদ্রামগ্ন কবি স্বপ্নে দেখেন একটি field fool of folk, এবং সেই লোকেরা দৈনন্দিন কর্মে মগ্ন, কিন্তু প্রত্যেকেই আপন হীন সঙ্কীর্ণ স্বার্থ পূরণে ব্যস্ত ও লেডী মীড (বা পুরস্কার) -এর অনুগ্রহ লাভে ব্যাকুল। মীড মিথ্যার কন্যা ও চাটুকারিতার সম্ভাব্য স্ত্রী ; ও বিবেক যুক্তি তার প্রতিকূল এবং অপর এক অসামান্য রমণী হোলি চার্চ

এর সঙ্গে তার বিরূপ বৈপরীত্য। ল্যাংল্যাণ্ড এক অসৎ জগতের প্রতিচ্ছবি অঙ্কন করেছেন—যে জগৎ স্বার্থপরতা, হীনতা, অসততায় পূর্ণ। কাব্যটি রূপক সমন্বিত, কিন্তু রূপক চরিত্র খাঁটি বাস্তব চরিত্রের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। প্রধান চরিত্র কৃষক পীয়াস´—প্রথমে সে সরল কৃষক, যথার্থ ই দরিদ্র শ্রমজীবী। অতঃপর সে বিশ্বস্ত ও বিনত খ্রীষ্ট সেবক—নিজে সৎজীবন যাপন করে ও অপরকে সত্যের পথে পরিচালিত করে। অতঃপর সে যীশুখ্রীষ্টের সঙ্গে একাত্ম —সে যুগের বিকৃত ধর্মব্যবস্থার প্রচণ্ড বিরোধী, ও মানুষকে মুক্তির অভিমুখে পরিচালনা করাতেই তার সকল প্রয়াস। ল্যাংল্যাণ্ডের ধর্মবোধ ছিল আন্তরিক ও উদার কিন্তু দরিদ্র ও অত্যাচারিতদের প্রতি তার তীব্র সহানুভূতি, তাদের অবস্থার উন্নয়নের জন্য ও যথার্থ ধর্ম-জীবন লাভের জন্যই কবির ব্যাকুলতা এবং কবির বিশ্বাস সৎ জীবনযাত্রাই মানুষকে উন্নত করে। তিনি ধর্মসংস্কারক কিন্তু ধর্মমতবাদ অপেক্ষা মানব জীবনেরই প্রতি তাঁর অনুরাগ আন্তরিক ও সুনিবিড়।

সমালোচক Piers Plowman কাব্যটির ত্রিবিধ মূল্যায়ণ সম্ভব বলেছেন। প্রথমতঃ, কাব্যটি সমসাময়িক জীবনের প্রতিরূপ এবং সহর, পল্লী জীবন প্রণালীর রূপালেখ্য। দ্বিতীয়তঃ, ধর্মীয় অনাচার ও যুগের পাপবিদ্ধতার তীব্র ব্যঙ্গ এতে পাওয়া যায়। তৃতীয়তঃ, এটি জীবনের রূপক। কাব্যটির অসামান্যতা জীবন দর্শনের গভীরতায় ও মানবিকতার আন্তরিক সংবেদনে। মধ্যযুগের ইতিহাস যখন জীবন ব্যসনকে নিয়ে কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত, তখন ল্যাংল্যাণ্ড সাধারণ মানুষকে সাহিত্যে উচ্চ স্থান দিলেন। সাম্য ও কর্ম আধুনিক জীবন চেতনার দুই মূল সত্যবাণী এই কাব্যে সার্থকভাবে প্রতিফলিত। কাব্যটির শিল্পমূল্য উপলব্ধি করা যাবে নিম্নোক্ত কয়েক পংক্তিতে—

"A-rys, and go reuerence godes resurreccioun,
And creep on kneos to the croys and cusse hit for a Iuwel,
And ryght fullokests relyk non riccher on erthe.
For godes blesside body hit bar for ourcbote,
And hit a-fereth the feonde for such is the myghte,
May no grysliche gost glyde ther hit shadeweth !"

জিওফ্রে চসার ১৩৫০-১৪০০ (G. Chaucer)

চসার ইংরাজী কাব্য সাহিত্যের জন্মদাতা। জীবনশিল্পী চসারের লেখনী খণ্ডিত ইংরাজ সমাজকে এক আশ্চর্য জীবন কল্পনার স্বর্ণসূত্রে গ্রথিত করেছে। বিশ্বসাহিত্যের দরবারে চসারই ইংরাজীর উচ্চস্থান নির্ণয় করে দিয়ে গিয়েছেন। ল্যাংল্যাণ্ড অথবা সুপণ্ডিত জন গাওয়ার-এর তুলনায় চসারের এইখানেই শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব নিহিত। ইংল্যাণ্ডের আত্মা প্রথম বাণীরূপ পেয়েছে চসারের হাতে। ভাষার বিচারে চসারের শ্রেষ্ঠত্ব আরও সুদূর-প্রসারী। He did more, he welded together the French and English elements in our language and made them into one English tool for the use of literature, and all our prose writers, and poets derive their tongue from the language of the Canterbury Tales.

চসারের কাব্যের শ্রেষ্ঠতম বৈশিষ্ট্য মানবপ্রেম ও সুগভীর সহানুভূতি। সহানুভূতির সূত্রেই তিনি মানবমনকে একসঙ্গে গাঁথতে চেয়েছেন। জীবনের প্রতি নিবিড় ভালবাসা তাঁর সাহিত্যকে বরণীয় করেছে। মানুষের প্রতি অপ্রেময় মমতা, সুস্থ সবল জীবনের আকর্ষণ ক্যাণ্টারবেরী টেলস্-এর ছত্রে ছত্রে এক আশ্চর্য মাধুর্যের স্বাদ এনে দিয়েছে। এই কাব্য জীবনের প্রত্যয়ে দীপ্ত, অনুভূতির নিবিড়তায় চিত্তস্পর্শী, মানবিক সংবেদনার গভীরতায় অতুলন।

জিওফ্রে চসার আনুমানিক ১৩৪০ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা একজন মদ্যবিক্রেতা। চসারের জীবন ও সাহিত্যকে তিনটি পর্বে বিভক্ত করা যায়। অবশ্য তাঁর রচনাবলীর সুস্পষ্ট রচনাকাল নির্ণয় করা সহজ নয়। জীবনের শেষ পর্বে গ্রথিত ক্যাণ্টারবেরী টেলস্-এর অনেকাংশই চসারের জীবনের প্রথম পর্বে রচিত হয়েছিল।

প্রথম পর্ব বা ফরাসী পর্ব—১৬ বৎসর বয়সে চসার Court page নিযুক্ত হলেন। দুই বৎসর পরে ১৩৫৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সৈন্যদলে যোগদান করলেন। বন্দী হলেন এবং ১৩৬০ খ্রীষ্টাব্দে মুক্ত হলেন। এর পরবর্তী সাত বৎসরের জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তথাপি Exchequer Bills হতে জানা যায় যে, তিনি আবার রাজসভার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন

১৩৬৬ হতে ১৩৭২ খ্রীষ্টাব্দ। এই সময়ে তিনি লিখতে আরম্ভ করেন। তাঁর প্রথম পর্বের উল্লেখযোগ্য রচনা Romaunt of the Rose, ফরাসী Roman de la Rose-এর অনুবাদ। প্রেমকে রূপক করে রচিত এই সুন্দর কাব্যটি মধ্যযুগের প্রশংসা ও জনপ্রিয়তা অর্জন করলেও অনেক স্থলেই ক্লান্তিজনক। ভালবাসা, ঘৃণা, ঈর্ষা, অলসতা প্রভৃতি এই কাব্য নাট্যের রূপক চরিত্র। চসার একেই ইংরাজীতে অনুবাদ করেছেন। অবশ্য বর্তমানে Romaunt-এর কতখানি চসারের রচিত সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। প্রথম পর্বে রচিত চসারের শ্রেষ্ঠ কবিতা "Dethe of Blanche the Duchesse" অথবা "Boke of the Duchesse" চসারের পৃষ্ঠপোষক John of Gaunt-এর পত্নীর মৃত্যুর পর রচিত এই শোক রূপক গাথায় নাটকীয়তা ও আবেগের স্ফুরণ দেখতে পাওয়া যায়। "Compleynte to Pite" একটি সুন্দর প্রেম কবিতা। ABC ফরাসী বইতে অনূদিত প্রার্থনা গীতি বিষয়ক পুস্তক।

ফরাসী প্রেম গীতিকার অনুকরণে চসার কয়েকটি কবিতা রচনা করেন। তাঁহার এই সময়ের প্রেম কবিতায় যে ব্যর্থ প্রণয়ের সুর ধ্বনিত তাহা বোধ হয় ব্যক্তিগত। ১৩৬৬ থেকে ১৩৭৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোনও সময়ে Philippa Chaucer-এর সহিত কবির বিবাহ হয়।

দ্বিতীয় পর্ব বা ইতালীয়ান পর্ব—১৩৭২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৩৮৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কে চসারের কাব্যজীবনের দ্বিতীয় পর্ব বা ইতালীয়ান পর্ব বলা যায়। তখন ইতালিয়ান সাহিত্য উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করেছিল এবং ইতালীয় সাহিত্য চসারের কাছে নূতন কল্পলোকের দিগন্ত খুলে দিয়েছিল। তাঁর কাব্যে দান্তের অসংখ্য উদ্ধৃতি দেখে বোঝা যায় তিনি দিভাইনা কামেদিয়ার সঙ্গে অতীব পরিচিত ছিলেন। তিনি পেত্রার্কার সনেটও পাঠ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর উপর দান্তের প্রভাব ছিল অপরিসীম। তিনি বোক্কাচিওর দেকামেরনও পাঠ করেন, এবং এটা থেকে তিনি ছোটগল্পের প্রেরণা লাভ করেন। দ্বিতীয় অথবা ইতালিয়ান পর্বের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল—Troilus and Criseyda আট হাজার পংক্তি সমন্বিত কাব্য। মূল গল্পটি মধ্যযুগে প্রাধান্য লাভ করেছিল এবং এটা অবলম্বন করেই শেক্সপীয়র তাঁহার Troilus and Cressida রচনা করেন। চসার তাঁহার উপাদান সংগ্রহ

করেছিলেন বোক্কাচিওর 'It Filostrato' হইতে ; কিন্তু বিভিন্ন স্থান হতে মধু সংগ্রহ করলেও মধুচক্র গঠনের কৃতিত্ব চসারের। একটি পুরানো কাহিনীকে কাব্যের উপাদানস্বরূপ গ্রহণ করে কবি চসারের মানব জীবনের লীলাবিচিত্র রূপটিকে প্রকাশ করেছেন। নাটকীয় দ্যুতি এবং সৌন্দর্যের দীপ্তিতে কাব্যটি অসামান্য হয়ে উঠেছে। ইতালীয় প্রভাবপুষ্ট অসমাপ্ত রচনা House of Fame সমুন্নত চিন্তারাশি ও সরল ভাষার সমন্বয়ে অপূর্ব। কবি স্বপ্নে ভেনাসের মন্দির হইতে ঈগল পাখীর দ্বারা নির্জন স্থানে অবস্থিত খ্যাতির গৃহে (House of Fame) বাহিত হয়েছিলেন। গৃহটি বরফের পর্বতের উপর অবস্থিত—

"Writen ful of names
Of folk that hadden grete fames"

এই কাব্যের কল্পনার জন্য চসার দান্তে ওভিদ এবং ভার্জিল-এর নিকট ঋণী ; তথাপি চসারের শিল্পনৈপুণ্য এবং অসামান্য প্রতিভার স্পর্শে এই কাব্য অনন্য সাধারণ সৌন্দর্যমণ্ডিত। এই পর্বের তৃতীয় শ্রেষ্ঠ রচনা 'Legende of Goode Wimmen'. একদা কবি ডেজী বনের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েন। একদল নারী তাঁর সম্মুখে এলেন, তাঁদের অগ্রভাগে ছিলেন প্রেমের দেবতা এবং পত্নী শ্রেষ্ঠা এ্যালসেস্টিস। আগত মহিলাগণ সকলেই তাঁদেব প্রেমে বিশ্বস্ত ছিলেন। সকলে কবির চারিদিকে সমবেত হলেন। প্রেমের দেবতা কবিকে Romance of the Rose এবং নারীর মিথ্যা গর্ব এবং চপলতা বিষয়ক কবিতা লিখবার জন্য তিরস্কার করলেন। এ্যালসেস্টিস বললেন যে. কবিকে ক্ষমা করা হবে যদি তিনি প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ লিখেন 'a glorious legend of good women,' চসার প্রতিজ্ঞা করলেন এবং নিদ্রা হতে জাগরণ মাত্রই লেখা আরম্ভ করেন। নয়টি গল্প লেখা হয়েছিল এবং তন্মধ্যে বোধ হয় 'Thisbe' সর্বশ্রেষ্ঠ। নারী জাতি সম্বন্ধে শিভালরী শ্রদ্ধা-সম্ভ্রম-বোধ এই আখ্যানগুলিতে স্পষ্ট।

তৃতীয় পর্ব, ইংরাজী পর্ব ১৩৮৪ হইতে ১৩৯০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত। এই পর্বে চসারের কাব্যে ফরাসী বা ইতালীয়ান প্রভাব বিশেষ দেখা যায় না। কবির অধুনাতম দারিদ্র্য, জন অফ গণ্ট-এর অনুপস্থিতিতে তাঁর কর্মবিয়োগ এবং ১৩৮৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর পত্নীর মৃত্যু কবিকে কাব্যপাঠে মনো-

যোগ দিতে এবং কবিসুলভ নির্জন জীবন যাপন করতে অধিক সুযোগ দিয়েছিল। ১৩৮৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর কর্মনিয়োগ (as clerk of the works) পুনরায় তাঁকে মানুষের মধ্যে ফিরিয়ে আনে। ১৩৯১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পুনরায় কর্মচ্যুত হলেন এবং ১৩৯৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি Compleient to his Purse লিখে রাজার নিকট পেন্‌সন লাভ করেন। ১৩৯০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই তাঁহার শ্রেষ্ঠ রচনা Canterbury Tales-এর ইংরাজী আখ্যানগুলি রচিত হয়—যথা, মিলারের গল্প, কুকের গল্প, দি ওয়াইফ অফ বাথ, বণিকের গল্প, পাদরীর গল্প, পার্ডনারের গল্প। সম্ভবত মুখবন্ধ বা Prologueটি লিখিত হয়েছিল ১৩৮৮ খ্রীষ্টাব্দে। In these, in their humour, in their vividness of portraiture, in their ease of narration, and in the variety of their characters, Chaucer shines supreme. চসার ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দে মারা যান এবং তাঁকে Westminster Abbey-তে সম্মানের সহিত সমাহিত করা হয়।

Canterbury Tales—প্রাচীন লণ্ডনের বিপরীত দিকে লণ্ডন ব্রিজের দক্ষিণে একদা Southwork-এর Tabard Inn স্থাপিত ছিল। এই ট্যাবার্ড ইন কেবল Canterbury Tales-এর সঙ্গেই নয়, শেক্সপীয়ারের নাটকাভিনয়ের সঙ্গেও জড়িত। মধ্যযুগীয় তীর্থযাত্রীদের আশ্রয় ও বিশ্রামস্থল এই ট্যাবার্ড ইন। এক বসন্ত সন্ধ্যায় বৎসরের একটি বিশিষ্ট সময়ে চসার ট্যাবার্ড ইনে তীর্থযাত্রীদের সমাগম Longeer folk to go on pilgrimages দেখলেন। অক্সফোর্ডের পণ্ডিত থেকে মদ্যপ মিলওয়ালা, ওয়াইফ অফ বাথ সকলেই এই দলের মধ্যে ছিল। চসার এদের সঙ্গে যোগদান করলেন। নৈশ ভোজনের সময় সরাইওয়ালা ঘোষণা করল যে, তাদের তীর্থযাত্রীকে আনন্দমুখর করবার জন্য দলের প্রত্যেক তীর্থযাত্রীকে থাকার এবং আসবার সময়ে দুটো করে গল্প বলতে হবে। শ্রেষ্ঠ গল্প বলিয়েকে ফিরবার সময়ে উত্তম নৈশ আহারে আপ্যায়িত করা হবে।

Knight প্রথম গাল্পিক; এবং তাঁর শিভালরিক গল্পটি—Palamon and Arcite সমস্ত গল্পের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ক্যাণ্টারবেরী টেল্‌স অসমাপ্ত থেকে গিয়েছে। তথাপি এই গল্পগুলিতে ইংরেজ সমাজের সামগ্রিক পরিচয় পাই। প্রেম ও শিভালরী, ধর্মযাজক, এ্যাডভেঞ্চার, নীতিবিষয়ক গল্প, রূপক,

স্যাটায়ার এবং সাধারণ লোকের অমার্জিত হাস্যরসের পরিচয় পাই। যদিও প্রায় সবগুলি (দুটি ছাড়া) কবিতায় রচিত এবং কাব্য-কৌশল এদের মধ্যে পরিস্ফুট তথাপি এটা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, এদের অধিকাংশই সার্থক ছোট গল্প। একজন কাব্য লেখকের সঙ্গে একজন উচ্চশ্রেণীর ছোট গল্প রচয়িতার পদধ্বনি চসারের ক্যান্টারবেরী টেলস-এ বেজে উঠেছে—He is our greatest story-teller in verse.

Prologue—Canterbury Tales-এর মুখবন্ধে (Prologue) চসার তাঁর পাত্রপাত্রীদের পরিচয় দিয়েছেন। চসারের সময় পর্যন্ত সাহিত্য দেবতাদের এবং স্বর্ণযুগের বীরদের কাহিনীরই প্রাধান্য। এই সাহিত্য ছিল মূলতঃ রোমান্টিক। তাই সাধারণ মানবিক আবেদন, মানুষের সুখ-দুঃখ-বেদনার প্রকাশ এই যুগের সাহিত্যে পাই না। বস্তুতন্ত্রতা চসারের সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এবং তাঁর সাহিত্যের সঙ্গে জীবনের সংযোগ অতি নিবিড। বেউল্‌ফ এবং রোলাণ্ড আদর্শবীর, কল্পনারাজ্যের অধিবাসী কিন্তু আমুদে সরাইওয়ালা মাদাম, এগলানটাইন, মোটা পাদরী, গীর্জার যাজক, সদয় কৃষক, হতভাগ্য স্কলার সঙ্গে তার bookes black and red—কেবল পুস্তকের চরিত্রই নয় প্রত্যেককেই মনে হয় বাস্তব জীবনের অতি পরিচিত মানুষ। চসারের প্রদত্ত তীর্থযাত্রীদের বর্ণনা বর্ণোজ্জ্বল চিত্রশালিকার মত। তুলির স্থূল ও সূক্ষ্ম আঁচড়ে চসার চরিত্রের রূপগুলিকে আশ্চর্য স্বাভাবিকতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। চসার ইংরাজী সাহিত্যের আদিম সত্তা। ইংরাজী নারী-পুরুষ চসারের নিকট তাহাদের স্বরূপ প্রথম উদ্‌ঘাটিত করেছে। স্মর্তব্য ড্রাইডেন-এর উক্তিটি 'I see all the pilgrims in the Canterbury Tales, their humours, their features and their very dress as distinctly as if I had supped with them at the Tabard in South work.' চসারই প্রথম ইংরাজ সাহিত্যিক যিনি দেখিয়েছেন সাধারণ নরনারীর জীবনের মধ্যে প্রাত্যহিক জীবনের মধ্যে, দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছতার অন্তরালে কি নিবিড় মায়া, কি অপরূপ রহস্যময়তা সঞ্চিত।

সজ্জিত গল্পমালায় জীবনের যে রূপ Gower-এর Confessio Amantis-এ পাওয়া যায় তা চসার অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট। সমাজের সর্বস্তরের

গভীর পরিচয় Decameron-এও অনুপস্থিত। Boccaccioর গল্পে মহামারীর যে অনন্যসাধারণ বর্ণনা দিয়ে গ্রন্থ আরম্ভ এবং দশটি তরুণ-তরুণী যে গল্পগুলি বলেছে তা বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে অসাধারণ, শিল্পের বিচারেও তা অনবদ্য ; কিন্তু চসারের সুতীব্র অনুভূতি, গভীর সমাজচেতনা এবং জীবনের নিগূঢ় পরিচয় তাঁর কাব্যে নেই ; চিরকালের মানুষ চিরন্তন রূপ পেয়েছে চসারের Canterbury Talesএ,—"The characters of Chaucer's pilgrims are the characters which compose all ages and all characters" (Blake). ইংরাজী কাব্য আঙ্গিক গঠনে চসারের অসামান্য দান চিরস্মর্তব্য। কবিতার প্রচলিত আটমাত্রার চরণ (octosyllabic line) ছাড়া সব অঙ্গকলাই তাঁকে সৃষ্টি করতে হয়েছে। তাঁর কাব্যে তিনরকমের ছন্দ দেখতে পাওয়া যায়। Canterbury Tales-এর প্রতি পংক্তিতে দশটি সিলেবল (syllable) এবং পাঁচটি এ্যাক্সেণ্ট (accent) এবং চরণগুলি যুগ্মরূপ (couplet)-এ সজ্জিত :—

'His eyen twinkled in his heed aright
As doon the sterres in the frosty night'.

একই ধরণের সাঙ্গীতিক বিভাজন সপ্তচরণ দ্বারা গঠিত স্তবকে, যদিও অন্যধরণের মিল সমন্বিত Rime Royal ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে Troilus-এ

"O blisful light of whiche the bemes clere
Adorneth at the thridde hevene faire ;
O sonnes leef, O Joves doughter dere,
Plesaunce of love, O goodly debonaire.
O verray cause of hele and of gladnesse
Y-heried be thy might and thy goodness.

—ইত্যাদি।

তৃতীয় ধরণের বিশিষ্ট ছন্দ হল আটটি syllable, চারটি accent সমন্বিত প্রতিটি লাইন যুগ্মরূপে সজ্জিত, যথা, 'Boke of the Duchesse'-এ

'Thereto she coude so wel pleye.
When that hir liste that I dar seye
That she was lyk to torche bright,
That every man may take of light
Ynough and hit hath never the lesse.

এই বিশিষ্ট ছন্দ কয়েকটি ছাড়া আরও কয়েক ধরণের ছন্দ চসারের কাব্যে দেখা যায়। তাঁর ছন্দের সঙ্গীতধর্মিতা কাব্যকে আশ্চর্য সাবলীলতা ও কমনীয়তা দান করেছে। চসার-এর কাব্যের বিশেষতঃ Canterbury Tales-

এর বর্ণোজ্জ্বলতা ও সঙ্গীতময়তা সম্বন্ধে Stopford Brooke-এর উক্তি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মর্তব্য—His eye for colour was superb and distinctive. He had a very fine ear for the music of verse, and the tale and the verse go together like voice and music. Indeed softly flowing and bright are they that to read them is like listening in a meadow full of sunshine to a clear stream rippling over its bed of pebbles.

জন উইক্লিফ (John Wyclif ১৩২৪ ?—১৩৮৪)

উইক্লিফ ছিলেন পণ্ডিত, ধার্মিক, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। যখন ল্যাংল্যাণ্ডের Vision সমগ্র ইংলণ্ডে প্রভূত আগ্রহের সঙ্গে পঠিত হচ্ছে সেই সময়েই উইক্লিফ আনুমানিক ১৩৭৮ খৃষ্টাব্দে ইংরাজী ভাষায় বাইবেলের সমগ্র অংশ অনুবাদ করতে মনস্থ করেন। তিনি স্বয়ং নিউ টেষ্টামেণ্টের অনুবাদ করেন। কিয়ৎপরিমাণে তাঁর সহযোগিতায় তাঁর শিষ্য নিকোলাস অফ হারফোর্ড ওল্ড-টেষ্টামেণ্টের অনুবাদ সম্পূর্ণ করেন। তিনি ইংরাজী গদ্যকে সংস্কৃত করবার চেষ্টা করেন। তাঁর হস্তে ইংরাজী ভাষা ধর্মীয় ভাবানুভূতির প্রকাশের সার্থক বাহন হয়ে ওঠে। উইক্লিফ ধর্মযাজক সম্প্রদায়ের যথেচ্ছাচার, অলসতা ও অর্থলিপ্সার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেন। ১৩৮২ খৃষ্টাব্দে হাউস অফ লর্ডস খ্রীষ্টধর্মবিরোধিতার জন্য তাঁকে অভিযুক্ত করেন। অতঃপর তিনি সাধারণ লোকের ভাষায় ইংলণ্ডের লোকের কাছে তাঁর আবেদন ও ধর্মমত জানান। তিনি অসংখ্য প্রচারপত্র, ধর্মবাণীসমূহ প্রচার করেন নিছক শুষ্ক ধর্মীয় দার্শনিক প্রকাশভঙ্গীর মধ্য দিয়ে নয়, ক্ষুদ্র তীক্ষ্ণ মর্মস্পর্শী বাক্যের মধ্য দিয়ে, এবং বাইবেলের অনুরূপ পরিচিত শব্দসম্ভার দিয়ে। তিনিই প্রথম প্রোটেষ্টাণ্ট যিনি বলেছেন ঈশ্বরকে লাভ করবার জন্য পুরোহিত সন্ন্যাসীর মধ্যস্থতার প্রয়োজন নেই, স্বয়ং ঈশ্বরারাধনা দ্বারা মুক্তি লাভ করা যায়, এই মতই পরবর্তী কালের প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্মমতের মূল নীতি। এই প্রকার বিবিধ ধর্ম সংস্কারের জন্য উইক্লিফ 'ধর্ম সংস্কারের ঊষা-তারকা' আখ্যা পেয়েছেন।

জন গাওয়ার (John Gower ১৩২৫ ?—১৪০৮)

গল্প সাহিত্য এই যুগের সাহিত্যের এক উল্লেখ্য দিক। জন গাওয়ারে এই গল্প সাহিত্য কএ এক নূতন রূপ লাভ করে। গাওয়ার নীতিবাদী,

পণ্ডিত। ইতালি ও অধিকভাবে ফরাসী প্রভাব তাঁর রচনায় পাই। পেত্রার্কার সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। পঞ্চাশটি 'balades' প্রমাণ করে প্রণয় সাহিত্য রচনায় ফরাসী ভাষার উপর তাঁর অধিকার। গাওয়ার একদিকে ধর্ম সংস্কারক ও সমাজ সংস্কারক, অপর দিকে গল্প স্রষ্টা। এই দুই ভাবে তিনি ল্যাংল্যাণ্ড ও চসারের মধ্যবর্তী স্থান পূরণ করেন। তাঁর প্রধান সাহিত্যকর্ম তিনটি—Speculum Meditantis পাপপুণ্য বিষয়ক দীর্ঘ কবিতা ; Vox Clamantis-তে রাজনৈতিক অবস্থা ইত্যাদির আলোচনা ; এবং Confessio Amantis (১৩৯৩)। তিনটি যথাক্রমে ফরাসী, লাতিন ও ইংরাজীতে রচিত।

গাওয়ারের ইংরাজী রচনা 'কনফেসিও এ্যামান্টিস' শতাব্দীর শেষভাগে দ্বিতীয় রিচার্ডের আদেশে রচিত। রাজা বললেন, 'some newe thing I shulde boke', এবং কবি তাই ইতর ভাষায় সাহিত্য রচনা করেন—

And for that fewe men endite
In oure Englisshe, I thenke make
A bok for King Richardes sake

চসারের আবির্ভাবের পূর্বেই একটি সূত্রের সাহায্যে অসংখ্য গল্পের গ্রন্থন-কৃতিত্ব তাঁর। তবে চসারের হাতে যা সার্থকতায় অপরূপ হয়েছে গাওযার তাকেই করেছেন বিশৃঙ্খল ক্লান্তিকর। কবি সাধারণ লোকের রুচির দিকে চেয়ে ভালবাসার কথা বলেছেন। কবির প্রতি প্রসন্ন ভেনাস কবিকে দেবীর পুরোহিত জিনিয়াসের নিকট পাপ স্বীকার করতে উপদেশ দিলেন। জিনিয়াস ও কবির কথোপকথন, এবং পাপ প্রভৃতি বিষয়ে কথিত গল্পমালাই এই কাব্যের বিষয়বস্তু ; যদিও প্রণয়ের আচরণীয়তা বা নৈতিকতার সঙ্গে এই গল্পগুলির যোগসূত্র খুবই ক্ষীণ। ভণ্ডামি সম্বন্ধে বলার কালে জিনিয়াস উল্লেখ করেছে ট্রয়ের অশ্বের কথা। ক্রোধের ফল হত্যা সম্বন্ধে আলোচনার কালে উল্লেখ করা হয়েছে পিরামামে ও থিসরের কাহিনী—যখন তিনি বিশ্বাস করলেন যে, থিসরে সিংহের দ্বারা নিহত হয়েছে তখন পিরেমাস হতাশা তথা ক্রোধের বশবর্তী হয়ে আত্মহত্যা করলেন, এবং এই উপদেশ পাওয়া গেল যে, হঠকারিতার সঙ্গে কোন কাজ করা অনুচিত। এই নূতন আঙ্গিক চেতনা গাওয়ারের প্রতিভাকে সূচিত করে, কিন্তু তা শিথিলবন্ধ। গল্পগুলিও নিটোল

সামগ্রিক রূপ লাভ করেনি, তথাপি গল্পগুলি সুচয়িত এবং তিনিও নিপুণ কথক। সুপণ্ডিত গাওয়ারের উপযুক্ত বিষয়বস্তু হল দার্শনিক ও ধর্মীয় তত্ত্ব, নিছক আনন্দ নয়। গাওয়ারের মধ্যে হিউমারের পর্যাপ্ত অভাব। চসারের প্রসন্ন ও সহানুভূতিময় হিউমার জীবনের অসঙ্গতি বেদনাকে আশ্চর্য সুন্দর করে তুলেছে। কখন কখনও নীতিবাদকে বর্জন করায় কবি দুঃখিত এবং এই বেদনাবোধই গাওয়ারের কাব্যের অন্তরঙ্গ অংশ। চসারের (মৃদু ব্যঙ্গ-ভাষণের) অনুসরণে বলা যায় তিনি ছিলেন 'মরাল গাওয়ার' (moral Gower)। তবে গাওয়ারের ছিল মানবজীবনের প্রতি অপ্রমেয় ভালবাসা। তাঁর মতে সংযম ও নীতির সুষ্ঠু সংবৃত্তিতেই মানব-জীবনের সার্থকতা—এই সুস্থ সবল নৈতিকতাবোধই তাঁর কাব্যে দীপশিখার অচঞ্চল দীপ্তিতে স্থির অকম্পিত প্রোজ্জ্বল।

ইংরাজী সাহিত্যের আদি মধ্যযুগের অবসানে আমরা নবযুগে পদার্পণ করব। ধর্ম, নীতিবাদ আর অপরিণত চেতনার পত্রপুটে যে সাহিত্য কলিকা আবৃত ছিল রেনেশাঁসের আলোক স্পর্শে তার অপরূপ বিকাশ। মধ্যযুগে ব্যক্তিমানুষের অন্তরাত্মা সংহত নিঃসঙ্গ, একক ব্যক্তিসত্তার প্রকাশের দিকে সাহিত্যের গভীর অনীহা। কিন্তু রেনেশাঁসোত্তর যুগে মানুষ আপন ব্যক্তিত্বের দুঃসহ তীব্র তেজে পারিপার্শ্বিকতাকে তুচ্ছ অতিক্রম করেছে। নদীর উপমা দিয়েই বলা যায় প্রথম ও মধ্যযুগে ইংরাজী সাহিত্য উপল-বন্ধুর পথবাহী নদীর মত আঁকাবাঁকা গতিতে কখন গভীর কখনও বালুকশুষ্ক ধারা বেয়ে চলেছে, এলিজাবেথীয় যুগ থেকেই তার দুরবগাহ অতলস্পর্শী গভীরতা আর দিগন্ত ছোঁয়া বিস্তৃতি। সামান্যতা থেকে ইংরাজী সাহিত্যের সুরু হলেও মহাদ্যোতনায় তার ক্রমিক ব্যঞ্জনা। বাস্তবজীবন-বোধে, বস্তুরসসিক্ত ঘটনাচিত্রণে, নিপুণ চরিত্রাঙ্কনে আধুনিকতার সূত্রপাত চসার প্রভৃতি রচনায় দেখা যায়, অবশ্য তা সূচনাই মাত্র। কিন্তু যথার্থ নব-জাগরণোত্তর সাহিত্যেই মননের যন্ত্রণাদিগ্ধ দর্পিত পদসঞ্চারণ, শাণিত-শায়ক জিজ্ঞাসা, রেনেশাঁসের জীবনযন্ত্রণার বেদনাবিধুরতা, বিদ্রোহের তীব্রতা দহনজ্বালা আর মানবিকতার উদাত্ত মহিম বাণী।

তৃতীয় পর্ব

আধুনিক যুগ

প্রথম অধ্যায়

এলিজাবেথীয় সাহিত্য

১

রেনেশাঁসের কথা

ইংরাজী সাহিত্যক্ষেত্রে আধুনিক যুগের সূত্রপাত রেনেশাঁস থেকে। এলিজাবেথীয় যুগের সাহিত্য ও অন্যান্য ক্ষেত্রে মহাজাগরণ রেনেশাঁসেরই জ্যোতির্ময় বিকাশ। রেনেশাঁস বা পুনর্জাগরণের মর্মমূলে দুটো বিশেষ সত্য কার্যকরী হয়েছে। রোম সাম্রাজ্যের পতনানন্তর পূর্ব রোম—যার রাজধানী কনষ্টান্টিনোপল, প্রায় সহস্র বৎসর স্বাভাবিক অবস্থায় ছিল এবং প্রাচীন গ্রীসের জ্ঞানমনীষার সার্থক সঞ্চয় ও সংরক্ষণ এই স্থানেই হয়েছে। কিন্তু ১৪৫৩ সালের তুর্কী আক্রমণে পণ্ডিতগণ দুর্লভ পুঁথিসমূহ নিয়ে ইউরোপের বিভিন্ন প্রান্তে গমন করেন এবং ইতালি ছিল সার্থক আশ্রয়স্থল। মানবতা-বাদের ও ক্লাসিক সাহিত্যের উন্মেষ ইতালিতে হতেছিল এবং এই পণ্ডিতগণ সেই বিশেষ ভাবকে প্রেরণা ও অগ্রগতি দান করেন। শিক্ষার অগ্রগতি নবজাগ্রত চিন্তাধারাকে সংহত, তীব্র ও অগ্রগামী করেছিল তা নিঃসন্দেহ। রেনেশাঁস ত্বরান্বিত হবার অন্যতম কারণ মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কার।* এতে শিক্ষা সংস্কৃতি সংকীর্ণ জীবনে আবদ্ধ না থেকে সমগ্র মানুষের মধ্যে বিস্তৃত হয়ে পড়ল। লোকশিক্ষা জীবনের অগ্রগতির অন্যতম প্রধান প্রেরণা, এবং মুদ্রাযন্ত্র লোকশিক্ষার বিস্তৃতির শ্রেষ্ঠ উপায় হয়ে দাঁড়াল। সামাজিক ও ধর্ম-সংস্কারকদের মত প্রচারের অন্যতম প্রধান উপকরণ মুদ্রাযন্ত্র। ইংলণ্ড এই মহা-অভ্যুত্থানকে বরণ করবার জন্য যেন প্রস্তুত হচ্ছিল। ১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দে গোলাপের যুদ্ধের অবসানের পর সামন্ত-শক্তি হ্রাসপ্রাপ্ত হয়।

*Caxton প্রথম ইংরাজী মুদ্রক। বিদেশ থেকে এই ব্যাপারে শিক্ষালাভ করে তিনি ১৪৭৭ সালে ইংলণ্ডে প্রথম কাঠ মুদ্রণালয় (wooden printing press) প্রতিষ্ঠা করেন।

ব্যারণরা হীনবল হয়ে পড়ে ও মধ্যযুগের কলঙ্কস্বরূপ ফিউডাল প্রথার বিলুপ্তি ঘটে, জনসাধারণ তাদের অত্যাচার থেকে মুক্ত হয়। চার্চের প্রতিপত্তিও হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। লোক সাধারণ চার্চের পীড়ন থেকে মুক্তি লাভ করে। সর্বাপেক্ষা উল্লেখ্য এই যে, তারা এখন চার্চকে বিশেষ মূল্য না দিয়ে আপন বুদ্ধিবৃত্তিকে প্রকাশ ও প্রযুক্ত করে। ভূমিস্বত্ব বিষয়ক আইনসমূহ সামাজিক ও অর্থ নৈতিক বিচারে অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে, এবং ক্রমশঃ দাস প্রথারও বিলোপ ঘটতে থাকে। মানবতাবাদের বিকাশ আমরা এখন থেকেই যথার্থ প্রত্যক্ষ করি। ইংলণ্ডের ক্ষেত্র প্রস্তুত ছিল। রেনেশাঁসের ফলে তাতে উৎপন্ন হোল সোনালী ফসল।

রেনেশাঁসের প্রভাবে ইংরাজী সাহিত্য বিচিত্র অপরূপ সমৃদ্ধ শিল্পিত। স্বাধীন চিন্তা ও জিজ্ঞাসার উদ্দাম প্লাবল্য প্রচলিত জীবনবোধের মর্মমূল আন্দোলিত করে। পাপ-শাস্তি স্বর্গ-নরক ঈশ্বর-শয়তানের বোধ অভিনব দৃষ্টিভঙ্গীতে নবরূপে প্রতিভাত। দেবতা ঐশীবোধ তাদের অধ্যাত্ম ভাবনার নির্মোকচ্যুতিতে তুচ্ছ সাধারণরূপে উদ্ঘাটিত। দৈবনিপীড়িত অধ্যাত্ম-নিগৃহীত জীবনবোধ (এতদিন পাপধিক্কৃত বলে বিবেচিত হলেও) স্বমহিমায় উজ্জ্বল ভাস্বর। এই বিচিত্র স্বভাব মানুষের জীবনায়ণে রেনেশাঁস সাহিত্যের মহিমা—What a piece of work is man! How noble in reason! how infinite in faculty! in form, in moving, how express and admirable! in action how like an angel! in apprehension how like a god! (Hamlet).

রেনেশাঁস মর্ত্যপৃথিবীর প্রতি বিস্মিত দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে। ধূলি-ধূসরিত মৃত্তিকার মেদুর রূপ, প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য মাধুর্য, বৃক্ষলতাদির প্রশান্ত রূপস্থিতি পুষ্পসমূহের বিচিত্র বিলাস নবমানবের বিস্মিত চোখে মোহের কাজল মাখিয়ে দেয়। কবি উপলব্ধি করলেন, এ জগৎ মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধূলি। স্পেনসারের কবিতায় প্রকৃতির সৌন্দর্যমাধুর্যের রূপচ্ছবি। মুগ্ধ বিহ্বল কবিচিত্ত সুন্দরের বিচিত্র আলিম্পন রচনা করেছে 'ফেয়ারী কুইন' কাব্যে। শহর থেকে দূরে গ্রামজীবনের প্রশান্তিতে শেক্সপীয়রের চরিত্ররা শান্তি অন্বেষণ করেছে—

And this our life exempt from public haunt,
Finds tongues in trees, books in the running brooks
Sermons in stones, and good in every thing. (As You Like It).

জীবনের প্রতি গভীর অপ্রমেয় ভালবাসা রেনেশাঁসের বৈশিষ্ট্য। অধ্যাত্মচেতনায় ঐশীলোকে জীবনের মহিমাকে প্রত্যক্ষ না করে বাস্তব পৃথিবীকে তার সুন্দর বিকৃতি আনন্দ যন্ত্রণা প্রাপ্তিবিনাশের পূর্ণতায় বরণ করলেন কবি। মর্ত্যপৃথিবীর আর মর্ত্যমানবের ভালবাসায় এই যুগের সাহিত্য অসামান্য। স্পেনসার বিশ্ব প্রকৃতিকে ভালবেসেছেন, এলিজাবেথীয় জীবনের পূর্ণতায় তাঁর কাব্য বিচিত্রিত, জীবনের উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল অশান্ত রূপ মার্লোর নাটকে রূপায়িত, বেন জনসন জীবনকে সংনিষ্ঠ চিরায়তরূপে প্রত্যক্ষণে ইচ্ছাবান, শেক্সপীয়রে সুতীব্র জীবনশক্তি গভীর মানবপ্রেম—তাঁর সাহিত্যে শাশ্বত মানুষের সামগ্রিক রূপের প্রকাশ।

মধ্যযুগের অন্ধকারকে ভেদ করে রেনেশাঁসের বাণী ভাস্বর হয়ে ওঠল—মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ। সুন্দর অসুন্দর পাপকলঙ্কিত শুচিশুভ্র মানুষ ভয়াবহ অত্যাচারী অত্যাচারিত সকলেই মানবমহিমায় দীপ্ত নৈতিক প্রকৃতিতে স্থিত—নিত্যকালের যে অদ্বয় মানুষ মূল প্রকৃতিতে সে ন্যায়নীতিনিষ্ঠ। শেক্সপীয়রের মানবায়ণে এই মহাবোধের স্বীকৃতি।

রেনেশাঁসের যুগলক্ষণ এলিজাবেথীয় সাহিত্যে পূর্ণ প্রস্ফুটিত। যুগ-বৈশিষ্ট্য সুদূর দুর্গমের প্রতি আকর্ষণ, দুঃসাহসিক অভিযান, নাবিকদের সমুদ্রযাত্রা প্রভৃতি উদ্দাম প্রাবল্য নাট্য সৃষ্টির উৎস। র‍্যালে বলেছেন, 'The dramatist and poets were the children and inheritors of the voyages'. মার্লোর নায়ক ট্যাম্বুরলেন বা তৈমরলঙ্গ প্রাচ্য থেকে প্রতীচ্য পর্যন্ত রাজ্যবিস্তারে প্রয়াসী। ডঃ ফস্টাস-এর উক্তি স্মরণীয়—

'I'll hare them fly to India for gold,
Pansack the ocean for orient pearl,
And search all corners of the new found world,
For pleasant fruits and princely delicates......' (Dr. Faustus).

স্পেন্সারের 'ফেয়ারী কুইনে' বীরত্ব সংগ্রাম, অসত্য নীতিহীনতার বিরুদ্ধে নাইটদের অভিযান ও মানবতার প্রতিষ্ঠা। সমুদ্র মহাদেশের মাত্র নয়, জ্ঞানের সুদূরতম প্রান্ত অন্বেষণ করেছে রেনেশাঁসের নায়ক। গ্রন্থের নায়ক ফস্টাস লাভ করেছে বিশ্বৈক জ্ঞান, জীবনের বিচিত্র নায়ক ফ্রান্সিস বেকন

বৈজ্ঞানিক চেতনায় অসামান্য, জ্ঞানান্বেষণের প্রচণ্ডতায় তিনি বলেছেন—**I have taken all knowledge to be my province.**

রেনেশাঁসের অন্যতম লক্ষণ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য—ব্যক্তিত্বের অসহ্য তেজে পারিপার্শ্বিকতাকে অতিক্রম করে মানুষ আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে। সাহিত্য এতদিন ছিল গোষ্ঠীর, কিন্তু এখন থেকে একক ব্যক্তিত্বের রূপায়ণে সাহিত্য উন্মুখ। হৃদয়ের তীব্র আশা-আকাঙ্ক্ষা, দুর্জ্ঞেয় রহস্যময়তা, অতলস্পর্শ গভীরতা নিয়ে রেনেশাঁস যুগের ইংরাজী সাহিত্য বিশিষ্ট চিহ্নিত। মধ্যযুগীয় সংস্কার বিরোধিতা ও জীবনবিমুখতা নবজাগৃতির বিশেষ লক্ষণ। এলিজাবেথীয় যুগ ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়, রেনেশাঁসের প্রেরণায় কবি কল্পনার অপরূপ অভাবনীয় বিকাশ। বৈশ্বিক সত্যকে ধারণ করেছে এই যুগের সাহিত্য, আর জ্যোতির্ময় সৌররশ্মির মত তাকে করেছে ভাস্বর দীপ্ত। শুধু সাহিত্যে নয়, এই যুগের জ্ঞানবিজ্ঞান মনীষায় রেনেশাঁসের অনশ্বর স্বাক্ষর। কক্ষচ্যুত উল্কার মত ইংরাজরা পরিভ্রমণ করেছে সমগ্র বিশ্ব—জলক্ষেত্রে স্থলবিভাগে সর্বত্র আপনার অধিকারকে করেছে সুপ্রতিষ্ঠিত। বিজ্ঞানের আবিষ্কারে বিশ্ব রহস্যকে উন্মোচিত করতে চেয়েছে। সাহিত্যক্ষেত্রে এই মানসিকতার নিবিড় উপলব্ধিময় প্রকাশ। শেক্সপীয়রের সাহিত্য রেনেশাঁসের বহুবিচিত্র, বিশ্ব-বিথারী অনুভব চেতনার পরিপূর্ণ ভাবনিবিড় ঐক্যরূপ।

পুনরভ্যুত্থান যুগের সাহিত্য (১৪০০-১৫৫০)

পুনরভ্যুত্থান যুগে সার্ধশত বৎসরের সাহিত্যের উল্লেখ্য পরিচয় বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। এলিজাবেথীয় যুগে সাহিত্যের যে অপূর্ব শিল্পিত বিকাশ দেখি, এই যুগের সাহিত্যে তারই প্রস্তুতি। এই যুগের উৎকৃষ্ট সাহিত্য সৃষ্টি না হওয়ার কারণ সম্বন্ধে বলা যায়, রাজনীতিক ও ধর্মীয় বিক্ষুব্ধতা মানবচিত্তকে উদভ্রান্ত ও চঞ্চল করেছিল, জীবনের দিগ্বলয়রেখার সীমা এত সুদূরপ্রসারী হয়েছে যে, সাহিত্যসৃষ্টির উপযোগী শান্তি ও অবসর মন লাভ করেনি। দেশীয় সাহিত্যের উপেক্ষাও এর কারণ। শিক্ষার পুনরভ্যুত্থানে পণ্ডিত ও বিদগ্ধজন ক্লাসিক সাহিত্যকেই বরণ করেন। মানসমনীষা বিকাশের সূচনা, মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কার ও পরিচিতি, আমেরিকা আবিষ্কার, জনসাধারণের রাজনৈতিক চেতনা ও শক্তি প্রসার এই পর্বের ঐতিহাসিক গুরুত্ব।

রেনেশাঁসের আলোক ধারায় স্নাত **এরাসমাস** (Erasmus, ১৪৬৭-১৫৩৬) ছিলেন পণ্ডিত, দার্শনিক, বহুভাষাবিদ ও রাজনীতিক। লাতিনে রচিত ও সমগ্র ইউরোপীয় ভাষায় অনূদিত তাঁর Praise of Folly-তে নবজ্ঞানের জয়গাথা গীত হয়েছে—মানবতার শত্রু পাপ, অজ্ঞতা ও কুসংস্কারকে পরাজিত করে জ্ঞান তার উজ্জ্বল রূপ নিয়ে স্বমহিমায় আত্মপ্রকাশ করেছে। রাজতন্ত্রের অত্যাচার, পুরোহিত সম্প্রদায়ের মূর্খামি ও স্বার্থপরতা এবং শিক্ষার নিম্নমানকে এই গ্রন্থে তীব্রভাবে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। স্যার টমাস মূরের বন্ধু এরাসমাসের প্রতিভার ভিতর ছিল একটি কাঠিন্য, এবং তাঁর ব্যঙ্গ তীব্র তিক্ত। তাঁর প্রচণ্ড মনীষা, সামাজিক চিন্তা ও রাজনৈতিক চেতনার রূপায়ণ ও মানবতার উদাত্ত বাণী তাকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়কের মর্যাদা দান করেছে।

স্যার টমাস মূর (Sir Thomas More ১৪৭৮-১৫৩৫)-এর 'ইউটোপিয়া' সমাজ সম্বন্ধে শক্তিশালী ও মৌলিক চিন্তা। মূর একটা আশ্চর্য রাজ্যের কথা চিন্তা করছেন যেখানে আদর্শ সমাজ পরিবেশ জীবন গড়ে উঠবে। উদার মানবতাবাদের পরিচয় এই গ্রন্থের সর্বত্র। ইউটোপিয়ায় আমরা প্রথম সভ্যসমাজের ভিত্তি দেখতে পাই। এবং ফরাসী বিপ্লবের বীজমন্ত্র সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা তিনটি অসাধারণ শব্দের পরিচয় পাই। তৎকালীন সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনের প্রতি ব্যঙ্গাত্মক এই গ্রন্থ লাতিনে রচিত ও পরে অনূদিত হয়। এই গ্রন্থটি আধুনিক সমাজবাদের প্রথম সূচনা। প্লেটোর রিপাবলিকের সঙ্গে এ সমধর্মী, কিন্তু গণতন্ত্রের বাণী এতে আরও উজ্জ্বল। মুক্ত কল্পনা, উদার যুক্তিবোধ ও সুমহান মানবতাবাদের অপরূপ সাক্ষ্য ইউটোপিয়া গ্রন্থ।

উপরোক্ত গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে পাণ্ডিত্য ও আদর্শবাদের প্রকাশ যতটা থাক, সাধারণ লোকের অন্তরের সঙ্গে যোগ ছিল না। **টিণ্ডেল** (১৪৮৪ ?—১৫৩৬)-এর ওল্ড টেষ্টামেন্টের অনুবাদ ইংরাজীর একটা নবমান নির্ধারিত করে দিল এবং এর আবেদন পণ্ডিত নয় সাধারণ লোকের মর্মে গিয়ে পৌঁছাল। টিণ্ডেল মূল গ্রীক হতে অনুবাদ করেন ও পরে অংশবিশেষ হিব্রু থেকে অনুবাদ করেন। তাঁর বাইবেল বিশেষ খ্যাত ছিল এবং

চার্চে পঠিত হোত। প্রায় শতাব্দীকাল পরে গ্রথিত Authorised Version-এর প্রথম সূচনা এইটা।

স্যার টমাস ম্যালরির Mort d' Arthur (আর্থারের মৃত্যু) আর্থারীয় রোমান্সের মনোরম আখ্যান সুচ্ছন্দ গদ্যে রচিত। প্রথম ইংরাজ মুদ্রাকর ক্যাক্সটন ১৪৭০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত এই গ্রন্থটিকে মুদ্রিত করেন। এই গ্রন্থ আটটি আখ্যান সম্বলিত— বিষয়বস্তুর দিক হতে মধ্যযুগীয় হলেও লেখকের মনে নবজাগরণের প্রেরণা জাগ্রত হয়েছিল। তিনি মধ্যযুগীয় শিভালরি গ্রহণোন্মুখ।. লেখক মানবতাবোধ, নারীজাতির প্রতি শ্রদ্ধা ও মমতা, এবং ন্যায়বোধকে আধুনিক জীবনে বরণীয় মনে করেছিলেন। নির্বাপিত হলেও মধ্যযুগীয় সভ্যতার দীপ্তি বিকাশে নবযুগকে করতে চেয়েছিলেন উজ্জ্বল। ম্যালরি প্রাচীন জীবনের রোমান্টিক ও শিভ্যালরিক ঐশ্বর্যবিলাসকে, বিক্ষিপ্ত আর্থারীয় কাব্যকাহিনীকে সাহিত্যে রূপদান করেছেন সেই যুগে যখন পণ্ডিতগণের গ্রীস ও রোমের ক্লাসিক সাহিত্যের মধ্যেই জীবনের দিগ্‌দর্শনী খোঁজবার ব্যর্থ প্রয়াস। এ্যাডভেঞ্চার ব্যতিরেকে সেই যুগের পক্ষে বিস্ময়কর মানসিক দ্বন্দ্বের উপরেও তাঁর আখ্যানের মূল ভাব নিহিত। ম্যালরির প্রাণবন্ত ভাষা ও সুচ্ছন্দ গদ্য বিশেষভাবে স্মরণীয়, আদর্শ সম্মুখে না থাকলেও তিনি সার্থক শিল্পিত গদ্য রচনা করেছেন।

১৫৫৭ সালে একটি ইংরাজী কবিতা সংকলন Tottel's Miscellany সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। রাজা সপ্তম হেনরীর রাজসভার কবিরা এর রচয়িতা। **টমাস ওয়াট** (Thomas Watt ১৫০৩?—১৫৪২) ও **আর্ল অফ সারে** (Earl Of Sar ১৫১৭?—১৫৪৭) অধিকাংশ কবিতার লেখক এবং এইটি নবজাগরণ পর্বের প্রথম কাব্য। উভয় কবিই প্রেমমূলক সনেট রচনা করেছেন ইতালীয় ধরণে এবং ইংরাজী কাব্যের একটি বিশেষ রূপকে তাঁরা প্রথম শিল্পিত করলেন। ওয়াটের কাব্যে ছন্দের বৈচিত্র্য উল্লেখ্য—রূপাঙ্গিকের অধিকাংশ অনুকরণ জাত হলেও ভাবের লাবণ্য ও খেয়ালী কল্পনার স্পর্শ আছে। ওয়াট পেত্রার্কার ধরণে সনেট লিখেছেন, মিল্টনের হাতে যার চরম প্রকাশ। সারে কিছু পরিবর্তিত আকারে গ্রহণ করেন এবং এই পরিবর্তিত আঙ্গিক সেক্সপীয়রের হাতে অপূর্ব শিল্পরূপ পেয়েছে। সারে ভার্জিলের ঈনিড কাব্যের অনুবাদ করে ইংরাজী সাহিত্যের এক নব সম্ভাবনার পথ

প্রসারিত করলেন, এবং প্রথম ইংরাজীতে অমিত্রাক্ষর ছন্দে কাব্য রচনা করলেন। এই উভয় কবির কাব্যে গতানুগতিকতা ও প্রকাশভঙ্গীর দুরূহতা থাকলেও ব্যক্তিস্পর্শে তা আন্তরিক। গীতলমূর্চ্ছনা, ব্যক্তিচেতনার নিবিড় স্পর্শ ওয়াট ও সারের কাব্যকে প্রথম মন্ময় স্বভাব সাহিত্যের রূপ দিয়েছে।

২

এলিজাবেথীয় কাব্য

(১৫৫৮—১৬০৫)

এডমাণ্ড স্পেন্সার (E. Spenser, ১৫৫২—১৫৯৯) স্পেন্সারের মধ্যে কাব্য সৌন্দর্যের চরম বিকাশ—পৃথিবীর সৌন্দর্য-মাধুর্যে আত্মহারা এক আনন্দসত্তার অনিন্দ্য পরিচয়। স্পেন্সারের কাব্যে পাই চিত্রময়ী বর্ণনা, কবির সংবেদনশীল চিত্তে বিশ্বপ্রকৃতি তুলেছে রসের ঢেউ এবং সেই অনুভূতি গীতল সুরে ঝঙ্কৃত, ব্যঞ্জনায় মাধুর্যমণ্ডিত, ঐকান্তিকতায় অনুপম। কবির ভাবকল্পনাও গভীর আন্তরিক। ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাসে স্পেন্সার প্রথম বর্ণালিম্পনের, গীতল মাধুরীর ও ভাবানিবিড়তার কবি।

Shepherd's Calender (১৫৭৯) বৎসরের প্রতিমাস উপলক্ষ্যে রচিত বারটি গ্রাম্যগাথা : বিষয়বস্তু গ্রাম্যজীবন, প্রকৃতি এবং গ্রাম্য প্রেম, এবং কথকবৃন্দ মেষপালক ও মেষপালিকা। গ্রাম্য ভাব প্রস্ফুটনের জন্য স্পেন্সার বিচিত্র ও অপ্রচলিত শব্দাবলী ও বাক্য ব্যবহার করেছেন। কয়েকটি কবিতায় রোজালিণ্ডের বিরহে কবির বিষণ্ণতা, কয়েকটি পুরোহিত সম্প্রদায়কে ব্যঙ্গ। 'The Briar and the Oak' রূপক কবিতা। রাণী এলিজাবেথের প্রশংসামূলক, পিউরিটানীয় নীতিবোধের দ্বারা পরিশুদ্ধ কাহিনী তিনি রচনা করেন। প্রণয়, বিবাহ, যুগের অন্যায় অবলম্বনে ব্যঙ্গাত্মক কবিতাও তিনি রচনা করেন।

ফেয়ারী কুইন (The Faerie Queene) বা পরীরাণী স্পেন্সারের শ্রেষ্ঠ রচনা ; আর্থার গাথা কাহিনীর বিচিত্র বর্ণবিলসিত রূপ। এই রোমান্সের সঙ্গে নীতিবোধ ও দেশচেতনার রাগরক্তিম রাখীবন্ধন। নাইটরূপী নৈতিক ধর্ম বা শক্তির প্রতীক বীরের এ্যাডভেঞ্চার ও বিজয় অবলম্বনে কবি কাহিনীর পরিকল্পনা গড়ে তুলেছেন। নাইটরূপী ধর্ম বা পুণ্যশক্তি প্রতিদ্বন্দ্বী পাপকে যুদ্ধে পরাজিত করে এবং কাব্যটি এই দ্বন্দ্বের কাহিনী। এটা রূপক কাব্য, কেবল ধর্মের ব্যক্তিরূপ দানে নয়, জীবনের পাপপুণ্য ভালমন্দের দ্বন্দ্ব হিসাবেও

এই গ্রন্থ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। পবিত্রতা, সংযম, সতীত্ব, বন্ধুত্ব, বিচারবুদ্ধি ও শিষ্টাচার রূপায়িত হয়েছে কাব্যটির ছয়টি খণ্ডে। মূল পরিকল্পনার বাকী অধ্যায়গুলি অলিখিত রয়ে গেছে। প্রথম তিনটি পর্ব কাব্য হিসাবে উৎকৃষ্ট। পবিত্রতা বা ন্যায় ধর্মের (Holiness) প্রতীক রেডক্রশ নাইট জীবনের ভুল-ভ্রান্তির প্রতীক ড্রাগণকে হত্যা করেন। সংযমের (Temperance) প্রতীক সার গাওয়ান যাদুকরীকে পরাজিত দেবী আলমাকে (Alma বা আত্মা) রক্ষা করেন। সতীত্বের (Chastity) প্রতীক ব্রিটোমার্টিস অবৈধ প্রেম-কামনাকে পরাভূত করে পবিত্র ভালবাসা (Amoret) উদ্ধার করেন। বন্ধুত্ব (Fidelity) রক্ষিত হয়েছে ক্যাম্পবেল ও টেলামণ্ডের দ্বারা। বিচারবুদ্ধির (Justice) প্রতীক আর্টেগালের দ্বারা সৎ নিম্ন বিচারের জয়। শিষ্টাচারের (Courtesy) প্রতিরূপ সার ক্যালিডোর লোকনিন্দার প্রতীক এক পশুকে পরাজিত করেন। এইভাবে ছয়খণ্ডে চিরায়ত জীবন সত্যের রূপায়ণ। পরিকল্পিত দ্বাদশ নাইটের নেতা আর্থার বীর পরাক্রান্ত। তিনি যুবরাজ এবং পরীরাজ্যের রাণী গ্লোরিয়ার সহিত প্রণয়ে রত। রাণী দ্বাদশদিবস ভোজসভার আয়োজন করেছেন, প্রত্যেক দিনে এক একজন নাইট প্রেরিত হয়েছেন। তাঁদের নামানুযায়ী শ্রেষ্ঠ কর্তব্য সমাপন করতে।

স্পেন্সারকে বলা হয়েছে কবির কবি এবং এই অভিধা সার্থক। ফেয়ারী কুইন একটি পরিমিত, পবিত্র ও সূক্ষ্ম অনুভূতির শিল্পরূপায়ণ। সৌন্দর্য স্পেন্সারের আরাধ্য এবং এই কাব্যে সেই সুন্দরের দীপ্তময় প্রকাশ। এই কাব্যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সৌন্দর্যের বিলসিত রূপ থাকলেও স্থূলতা নেই। স্পেন্সারের কাব্যে সৌন্দর্যের নিবিড়তা, পরিমিত তীব্রতা কীট্‌সের সৌন্দর্যপিপাসু মনকে তৃপ্ত করেছিল এবং তাঁর সৌন্দর্য উপলব্ধি A thing of beauty is a joy for ever স্পেন্সারীয় সৌন্দর্যানুভূতিরই বাণীবহ। স্পেন্সারের রচনাভঙ্গীও তাঁর শ্রেষ্ঠতম পূর্বসূরী চসারের মত স্বচ্ছ ও ঋজু ছিল না। তাই কবি বক্তব্যের ঋজু পথ পরিত্যাগ করে কল্পনার পুষ্পসুরভিত বনপথে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছেন। কাহিনী সুরু করে সমাপ্তির পথে না গিয়ে কবি সৃষ্টি করেছেন মণিমাণিক্য-খচিত ইন্দ্রধনু সদৃশ কাব্যসৌধ যাতে শিভাল্‌রি, চিত্রবৎ কল্পনা ও সুগভীর নীতিবোধের সপ্তবর্ণী দীপ্তি। নীতিবোধ ও শিল্পবোধের রক্তিম রাখীবন্ধন হয়েছে এই কাব্যে।

সমালোচক অনুভব করেছেন স্পেন্সারের কাব্যের এক অনির্বচনীয় শান্ততা। যা তাঁর কাব্যের অনুভূতির তীব্রতার মধ্যেও পরিব্যপ্ত রয়েছে। কবি কল্পনা ও সুন্দরের পিয়াসী, এবং তাঁর কাব্যে আছে স্বপ্নের এক মধুর চেতনা। শেক্সপীয়রীয় অনুভূতির তীক্ষ্ণতা ও একাগ্রতা তাতে অনুপস্থিত, কিন্তু কল্পনার স্বপ্নময়মাধুর্য তাতে বিরাজিত। স্পেন্সারের প্রতিভা এপিক কবির, গীতিকবির নয়। তাঁর উপমা সরল ও প্রত্যক্ষ, আহত নায়কের পতন হয়েছে—

......as an aged tree
High growing on the top of rocky clift.

তাঁর কল্পনা সুন্দর ও অলঙ্কৃত, তাঁর কাব্য বর্ণসুষমায় উজ্জ্বল, রামধনুর সপ্তবর্ণীরূপে ঐশ্বর্যমণ্ডিত। ফেয়ারী কুইনের জন্য স্পেন্সার নূতন ছন্দরূপের উদ্ভব করেন যা স্পেন্সারিয়ান স্তবক নামে খ্যাত। অনুপম সৌন্দর্যের জন্য এই ছন্দ পরবর্তী কালে শ্রেষ্ঠ কবিদের দ্বারা সাদরে গৃহীত।

টমাস স্যাকভিল (**Thomas Sackville** ১৫৩৬—১৬০৮)—কবিত্বশক্তি ও স্বতঃস্ফূর্ত কল্পনা, শিল্পিত আঙ্গিক চেতনা স্যাকভিলের কাব্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাঁর 'মিরর ফর ম্যাজিস্ট্রেট্স' রূপকাশ্রিত কাব্য। কবি বিখ্যাত ইংরাজ পুরুষদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহাদের দুঃখের কাহিনী শ্রবণ করেন ও বর্ণনা করেন—তাই এই কাব্য দর্পণ সদৃশ যাতে বর্তমান শাসকেরা স্বপ্রতিবিম্ব দর্শন করতে ও সাবধান হতে সুযোগ পান। দান্তের অনুকরণে ও লিডগেটের 'ফল অফ প্রিন্সেস'-এর অনুসৃতিতে রচিত এই কাব্যের সবটাই স্যাকভিলের রচনা না হলেও ভূমিকাংশে কিংবা বাকিংহামের ডিউকের দুঃখ অভিযোগ বর্ণনাংশে কাব্যিক অনুভূতি ও সার্থক রূপচেতনার পরিচয় পাওয়া যায়। তবে ইংরাজী সাহিত্যে স্যাকভিলের শ্রেষ্ঠ অবদান প্রথম ট্রাজেডি সৃষ্টিতে এবং সে পরিচয় অন্যত্র প্রদত্ত হয়েছে।

সার ফিলিপ সিডনী (**Sidney** ১৫৫৪—১৫৮৬)—ফিলিপ সিডনী ১৫৫৪ খৃষ্টাব্দের ৩০শে নভেম্বর কেণ্টে সৌন্দর্যবিশিষ্ট এক ঐতিহাসিক প্রাসাদে জন্মগ্রহণ করেন। এক রাজনীতিগত পারিবারিক বিশৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে তাঁর জীবন অতিক্রান্ত হতে থাকে। তাঁর পরিজনবৃন্দ এবং তিনিও রাণীর অনুগ্রহ লাভ করেছিলেন তবে এই অনুগ্রহলাভের পরিণাম বিশেষ সুখজনক নয়। সিডনীর সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর জীবনও সমভাবে চিত্তাকর্ষক। তাঁর

জীবন ব্যক্তিত্ব, সম্মানবোধ ও জাতীয় মহত্ত্বের প্রতীক সদৃশ। জুটফেনের সংগ্রামে আহত সৈনিকের প্রতি সিডনীর অমর কাব্য 'তোমার প্রয়োজন আমার অপেক্ষা বেশী' সিডনীর জীবনেরই মহত্ত্বের ব্যঞ্জনা।

সিডনীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্য **আর্কেডিয়া** (Arcadia) ১৫৯৮ খৃষ্টাব্দে সম্পূর্ণ অবস্থায় প্রকাশিত হয়। 'কবিতার পক্ষে' (এ্যাপলজি ফর পোয়েট্রি) ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত। 'এ্যাষ্ট্রোফেল এণ্ড ষ্টেলা' সনেটগুচ্ছ ১৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দে আত্মপ্রকাশ করে। আর্কেডিয়া একটা রোমান্স জাতীয় গাথা কাহিনী—পল্লীজীবনের আনন্দ-উচ্ছলতা মেষপালকদের গীতিসৌন্দর্যময় গ্রাম্যগাথার মাধ্যমে প্রকাশিত। প্রকৃতির চিত্রময় বর্ণনা, কাব্যরীতি বিশিষ্ট বাচনভঙ্গী ও সুশিল্পিত আঙ্গিক রূপ এই কাব্যের উৎকর্ষের মূলে বিরাজিত। ষ্টীফেন গসনের 'দি স্কুল অফ এবিউস' (১৫৭৯)-এর বিরোধিতা করে সিডনির 'এ্যাপলজি' রচিত হয়, এবং এইটাই ইংরাজী সাহিতের প্রায় প্রথম সার্থক সাহিত্য সমালোচনা। এখানে তিনি কাব্য বা সাহিত্যের উপলব্ধিজাত মূল সত্যাতে পৌঁছিবার প্রয়াস পেয়েছেন। ভাষাগত জটিলতা উপেক্ষা করলে লেখকের রসবোধ কাব্যার্থ ও কাব্যানুভূতির গভীরে পাঠকচিত্তকে নিয়ে যায়। সিডনীর উৎকৃষ্টতম সাহিত্যকৃতি এ্যাষ্ট্রফেল এণ্ড ষ্টেলা কবির প্রণয়িনী পেনিলোপ (ষ্টেলা)-কে উদ্দেশ্য করে রচিত সুন্দর ও শিল্পিত সনেটগুচ্ছ। সৌন্দর্যচেতনায়, ব্যক্তিসত্তার সুনিবিড স্পর্শে ও প্রেমানুভূতির অকুণ্ঠিত প্রকাশে এই কাব্য অপরূপ সুন্দর।

জর্জ চ্যাপম্যান (**G. Chapmen** ১৫৫৯ ?—১৬৩৪) নাটক রচনা ছাড়া চ্যাপম্যানের বিখ্যাত রচনা ইলিয়ড ও ওডিসির অনুবাদ। এলিজাবেথীয় যুগের প্রাণশক্তি, জীবনবোধ ও সৃষ্টিচেতনা এই অনুবাদে পরিস্ফুট। দীর্ঘায়িত ছন্দবিশিষ্ট এই কাব্যে গতির তীব্রতা ও প্রাণোচ্ছলতা বেশী থাকলেও হোমারীয় একাগ্রতা, ঋজু ভাবপ্রবণতা ও মহিম গাম্ভীর্য এতে নেই। হোমারের এই কাব্যানুবাদ পণ্ডিত মহলে যথাযোগ্য সমাদৃত এবং কীট্সের কল্পনা এই কাব্যকে অবলম্বন করে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল। চ্যাপম্যান মার্লোর অসম্পূর্ণ 'হীরো এণ্ড লীণ্ডার' কাব্যকে সম্পূর্ণ করেন।

মাইকেল ড্রেটন (**M. Drayton** ১৫৩৬—১৬৩১)—এঁর রচনা বিপুল। তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা Polyolbion মিত্রাক্ষর যুগ্মপংক্তি শ্লোকবিশিষ্ট বৃহৎ কবিতা। এতে ব্রিটেনের নদী, শহর ও পর্বতের সুন্দর বর্ণনা এবং প্রতিটি স্থানের সঙ্গে

সংশ্লিষ্ট চিত্তাকর্ষক আখ্যান বর্ণিত আছে। কাব্যমূল্য ছাড়াও এদের গবেষণামূল্যও কম নয়। ড্রেটনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি সনেট। আঙ্গিক প্রকরণে, আবেগের নিবিড় প্রকাশে, প্রেমের ভাবাবিষ্ট রসানুভূতিতে তাঁর সনেট সার্থকভাবে শেক্সপীয়রের সনেটের স্বর্ণজগতকে স্মরণ করায়।

৩

ইংরাজী নাটকের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ '

বিশ্বের প্রাচীনতম নাটকাভিনয়ের কাল খ্রীষ্টজন্মের দুই তিন সহস্র বৎসর পূর্বে—মিশরে প্যাশান প্লে জাতীয় অভিনয়ের সময়েই নিহিত। গ্রীক মিশরের নিকট নাটকব্যাপারে ঋণী, মিশর থেকে সে প্রাথমিক উপাদান সংগ্রহ করে; কিন্তু নাটক ও নাট্যশিল্পকে উৎকৃষ্ট পরিপূর্ণ করে তুলেছে তার প্রতিভা। দেবতার মন্দির-প্রাঙ্গণে গ্রীক নাটকের উৎপত্তি ও বিকাশ, সুরাদেব ডাওনিসাসের পূজা ও আহ্বান ছিল এই নাটকের উপজীব্য। ঐতিহাসিক একথাও বলেন আর্যদের অনুকরণে চন্দ্র-সূর্য ইত্যাদি পূজার মাধ্যমেও গ্রীক নাটকের ভূমিকা গড়ে উঠেছে। গ্রীক নাটকের যুগ চলে প্রায় তিন শত খ্রীষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত। রোমানরা গ্রীসের নিকট নাট্যাদর্শের দীক্ষা গ্রহণ করে ও আপন প্রতিভার স্পর্শে নাট্যশিল্পকে স্বতন্ত্র চিহ্নিত করতে প্রয়াস পায়। এই বিবর্তনের পথ বেয়ে ইংলণ্ডে হয়েছে নাটকের উদ্ভব ও তার অসামান্য বিকাশ।

প্রথম ইংলণ্ডে নাটকের সৃষ্টিসময় নিরূপণ করা সংশয়মূলক। তবে রোমানরা ইংলণ্ডে যে নাটকাভিনয়ের প্রচলন করেছিল তার প্রমাণ আছে। রোমান প্রতিষ্ঠিত বৃহৎ গোলাকার রঙ্গমঞ্চ ইংলণ্ডে স্থাপিত হয়েছিল তবে রোমানদের প্রস্থানের সঙ্গে তাদেরও বিলুপ্তি ঘটে।

খ্রীষ্টীয় দুই-তিন শতকে ব্রিটেনে রঙ্গালয়ের নিদর্শন পাওয়া যায় এবং এইগুলি রোমানদের সুস্পষ্ট অনুকরণ। মধ্যযুগের অভিনয়ের মূল বস্তু নাটক নয়, অভিনেতা। নাট্যরূপের সামগ্রিকতার পরিবর্তে স্বতন্ত্র ব্যক্তি বিদূষক, ভাঁড়, গায়ক প্রভৃতি অভিনয় করত। এদের ভিতর minstrel বা গায়ক-

কবি ছিল জনপ্রিয় নট। সে রাজসভায়, প্রাসাদসমূহে, বিবাহবাসর প্রভৃতিতে গান করত। জনসাধারণের সঙ্গে তার যোগ ছিল সুনিবিড়—কোন প্রকাশ্য স্থানে সে কাহিনীসমূহ আবৃত্তি সঙ্গীতের মাধ্যমে তাদের শুনাত। এই চারণকবিগণ অভিজাত ধনীদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিল। প্রথমে চার্চ এই কবিদের প্রীতির চক্ষে দেখেনি কিন্তু চার্চের উপর এদের প্রভাব অপরিসীম। এই গায়কগণ সঙ্গীতের সাহায্যে শ্রান্ত তীর্থযাত্রীদের ক্লান্তি দূরীভূত করবার চেষ্টা করেছে। ধর্মযাজকগণও বক্তৃতা প্রদানকালে জনসাধারণের নিকট সহজ আবেদনের জন্য এইসব গায়কদের রীতি অনুসরণে লোক-কাহিনীর সঙ্গে ধর্ম অনুভূতির গভীর মিশ্রণ ঘটাতেন। এইভাবে সন্ন্যাসিগণ অনেক ক্ষেত্রে চারণকবিতে পরিণত হতেন।

প্রাথমিক স্তরে চার্চ চারণকবিদের পছন্দ করেনি, তাদের এই জাতীয় অভিনয়সুলভ কার্যের বিরোধী ছিল। কিন্তু চার্চই ইংলণ্ডে নাটকের প্রথম প্রবর্তক। চার্চের ধর্মানুষ্ঠানরীতি ছিল নাটকীয় এবং দশম শতাব্দী থেকেই এই ধর্মানুষ্ঠানরীতি নাটকের প্রথম স্তরের সূচনা করে। ইষ্টার উৎসবের সময় কোন বাইবেলের কাহিনী যথা তিনজন রমণীর শূন্য সমাধি পরিদর্শন তিনজন পুরোহিত দ্বারা লাতিন ভাষায় সঙ্গীতের দ্বারা গীত হত। আর একদল পুরোহিত বা বালকগায়ক সমাধি প্রহরারত দেবদূতের অভিনয় করত। অপর তিনজন পুরোহিত তাদের সন্নিকটে আসত। প্রথম সম্প্রদায় লাতিনে গাইত—

Quem quaeritis in sepulchro (o) Christicolae?

অপরদল সঙ্গীতে উত্তর দিত—

Jesum Nazarenum crucifixum, O caelicolae.

তখন প্রথম দল পুনরায় বলত—

Non est hie, surrexit sicut praedixerat.
Ite nuntiate quia surrexit de sepulchro.

অর্থাৎ প্রথম দল বলত—'হে খৃষ্টানুরাগী, তোমরা কাকে সমাধিস্থলে অন্বেষণ করছ?' দ্বিতীয় দল উত্তর দিত—'হে স্বর্গীয় সত্তা (আমরা অন্বেষণ করছি) যিনি কুশবিদ্ধ হয়েছেন, সেই যিশুকে।' তখন উত্তর হত, 'তিনি এখানে নেই, তিনি পূর্ব কথানুযায়ী উত্থিত হয়েছেন, যাও একথা ঘোষণা

কর তিনি সমাধিস্থল থেকে উত্থান করেছেন।' মেষপালকদের শিশু যীশুখৃষ্টকে দেখবার জন্য আগমন উপলক্ষ্যে এইরূপ কথোপকথন ও নাট্য-রীতির অনুসরণ দেখা যায়। প্রকৃতপক্ষে পরবর্তী নাট্যসৃষ্টির প্রয়াসই ইংরাজী নাটকের প্রারম্ভ। Mystery, Miracle, এবং ক্রমিক পর্যায়ে Morality ও Interlude এর সুসম বিন্যাসে নাটকের বিকাশ। ফরাসী নাট্যসাহিত্যে মিষ্ট্রি ও মিরাকল নাটকের পৃথকতা পরিলক্ষিত হয়। ওল্ড টেষ্টামেণ্ট ও নিউ টেষ্টামেণ্টের বিষয়—মানুষের পতন ও মুক্তি প্রভৃতি মিষ্ট্রি নাটকের বক্তব্য : মিরাকলে সন্ন্যাসী অথবা ধর্মসাধকের জীবনকাহিনী। যদিও ইংরাজী নাট্যসাহিত্যে এই দুই রূপের বিভেদ খুব স্পষ্ট নয়। যাই হোক Liturgical drama বা ধর্ম উপাসনা রূপময় সংলাপ ও গতিশীল নাট্য কলাই Quem quaeritis প্রভৃতিতে দৃষ্ট হয়। এই জাতীয় দৃশ্যবস্তুর ক্রমিক উন্নতি পরিলক্ষিত হয় এবং সাধারণ দর্শক সম্প্রদায় এইসব নিছক আনন্দোৎসব হিসাবেও উপভোগ করত। গীর্জার ও ধর্মীয় কর্তৃপক্ষের উদ্বেগ বৃদ্ধি হতে থাকে। গীর্জা নাটকের পুনঃপ্রবর্তন করে ও উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করে যে ধর্মীয় উদ্দেশ্য অপেক্ষা নাটকীয়তাই এতে প্রবল হয়ে উঠেছে। এর পরিণতিও স্পষ্ট—ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যে নাটক লৌকিক ব্যাপারে পরিণত হল। ধর্মীয় কর্তৃপক্ষগণ নাটকের বিপরীতমুখিতা দেখে একে গীর্জা থেকে বহির্দেশে সরিয়ে দিল। অতঃপর অনেক পরিবর্তনের পর নাটকের প্রসার ও অনাধ্যাত্মিকতায় রূপান্তর ঘটে। লাতিনের পরিবর্তে ইংরাজী ব্যবহৃত হতে থাকে ও ক্ষণিক ধর্মীয় বক্তৃতার পরিবর্তে বাইবেলের উপাখ্যান অবলম্বনে সুদীর্ঘ নাটকীয় ভাষণ প্রযুক্ত হয়। নটসম্প্রদায় আর পুরোহিত নয়, সাধারণ সম্প্রদায় এবং নগরের সঙ্ঘ বা সমিতি প্রত্যেকে এক এক অভিনয়ের জন্য নির্দিষ্ট ও দায়ী হত। সহযোগিতার সাহায্যে সঙ্ঘসমূহ কোন উৎসব উপলক্ষ্যে বিশেষতঃ Corpus Christie-র উৎসবের জন্য একাধিক বাইবেলীয় কাহিনী অভিনয়ের উদ্যোগ করত এবং তা শহরের বিভিন্ন স্থানে অভিনীত হত। কোন পাটাতন বা মঞ্চের উপর অভিনয় হত, এর সঙ্গে চাকা লাগান ছিল, ফলে পাটাতনের উপর মঞ্চকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যাওয়া যেত। প্রত্যেক অভিনেতার এই ভ্রাম্যমাণ রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত হবার

সময় সকাল চারটা, রঙ্গমঞ্চ ছিল দ্বিতলে—নীচে ছিল সজ্জাগৃহ ও উপরে প্রকৃত রঙ্গালয়। ·নাট্যসাহিত্যের বিবর্তনের ইতিহাসে এই ধর্মীয় নাটকাদির মূল্য অসীম এবং এই অভিনয়াদির স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি স্বতন্ত্র মূল্য আছে—এখানে নাটক সামাজিক কর্ম, সমবায় প্রচেষ্টার ফল, গিল্ড বা নগরসঙ্ঘের সভ্যদের দ্বারা গঠিত এবং তাদেরই সৌখীন অভিনেতা দ্বারা রূপায়িত। এই সময়ের সব নাটকেব সন্ধান পাওয়া যায় না, স্বল্পসংখ্যক নাটক বিশিষ্ট নাট্যচক্রে রক্ষিত হয়েছে—চেষ্টার, ইয়র্ক, ওয়েকফিল্ড ও কভেন্টি নাট্যচক্রে। এই সব নাটকাদির সঠিক রচনাকাল অথবা রচয়িতাদের পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে এই পর্যন্ত বলা যায় দ্বাদশ শতক থেকে ষোড়শ শতক পর্যন্ত এদের জনপ্রিয়তা ছিল অপরিসীম। চেষ্টার চক্রের আছে পঁচিশটি নাটক, ওয়েকফিল্ডের ত্রিশটি ; কভেন্টির বিয়াল্লিশটি এবং ইয়র্কের আটচল্লিশটি নাটক পাওয়া যায়। ওয়েকফিল্ডের নাটকাদির মধ্যে হিউমার, বৈচিত্র্য ও উন্নত আঙ্গিকের পরিচয় পাওয়া যায়। সমগ্রের মধ্যে ইয়র্কের নাটকই শ্রেষ্ঠ —সর্বাপেক্ষা সম্পূর্ণ। একাধিক নাটকের মধ্যে এই নাটকের সৃষ্টি থেকে শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত বাইবেলের কাহিনীকে প্রকাশ করে। এই চারিটি চক্রের নাট্যাবলীর মধ্যে আঙ্গিকের পার্থক্য আছে, যদিও তাদের মধ্যে স্বকীয়তা ও আন্তরিকতা দেখা যায়। এই সব নাটকে সাধারণ ও কমিক চরিত্রের অনুপ্রবেশ ঘটেছে—যেমন নোয়ার স্ত্রীর কলহপ্রিয়া রমণীরূপে চিত্রণ, স্বামীর সঙ্গে তার কোন্দল দর্শকদের হাস্যরসের প্রেরণা যোগাত। এই ধর্মীয় বা মিবাকল নাটকাদিব মধ্য থেকে অন্য নাট্যকারদের ভিতর একজনের স্থান উল্লেখযোগ্য এবং এই নাট্যকার ওয়েকফিল্ডের পাঁচটি নাটকের উৎকর্ষের জন্য সম্মানিত। তাঁর একটি নাটক Secunda Pastorum-এ মেষপালকদের শিশু যীশুখৃষ্টের দর্শন উপলক্ষ্যে তিনি বাইবেল উপাখ্যানে অনুপস্থিত মেষ অপহরক ম্যাক এবং তাঁর স্ত্রীকে নাটকে প্রবিষ্ট করান এবং মেষ পালকদের জীবন ও দুঃখদুর্দশার একটি বাস্তবচিত্র প্রদান করেন। এই নাটকে সর্বাপেক্ষা কৌতুকজনক ব্যাপার কি করে ম্যাক ও তার পত্নী এক অপহৃত মেষকে মানবশিশু হিসাবে পোষাক পরিয়ে দোলনার মধ্যে লুকিয়ে রাখে এবং অবশেষে কি করে অন্যান্য মেষপালকদ্বারা তা আবিষ্কৃত হয়।

এই ধর্মীয় নাটকের পরবর্তী নাট্যসাহিত্যের নিদর্শন **মরালিটি** (Morality) নাট্যাবলী। এতে চরিত্রাবলী এ্যাব্‌সট্র্যাক্ট বা নির্বিকল্প দোষ ও গুণসমূহ। আপাততঃ নোয়ার স্ত্রী অথবা মেষ অপহরক ম্যাক অপেক্ষা কম মনে হলেও এইগুলি যেন জীবন্ত ও উপাদেয়। মরালিটি নাটকের কয়েকজন লেখক দোষ ও গুণের যথার্থ প্রতিরূপ দান করেন। Mankynd নাটকের নায়ক, তিনজন বদমায়েস Nought, New-gyse এবং Nowadays দ্বারা আক্রান্ত হয়; এর অন্তরালে যদিও একটা প্রচ্ছন্ন নৈতিক চেতনা আছে, তথাপি অপরাধী তিনজনের দল দ্বারা হাস্যরসাত্মক ও বাস্তব আক্রমণ হিসাবে রূপায়িত। ইংলণ্ডে এই মরালিটি নাটকের বিপুল সম্ভাবনা প্রমাণিত হয়েছে পঞ্চদশ শতকের উত্তরকালের **'এভরিম্যান'** (Everyman) নাটকের কৃতকার্যতার দ্বারা। মৃত্যু মানুষকে (এভরিম্যানকে) ঈশ্বর সমীপে নিয়ে যায়, তার পার্থিব সঙ্গিগণ তাকে পরিত্যাগ করে, কেবলমাত্র সৎকার্য শেষ পরীক্ষা পর্যন্ত তার অনুগামী হয়। যদিও চরিত্রসমূহ নৈর্বস্তুক, তথাপি তারা মানবজীবনের সঙ্গে সংযুক্ত; এবং যদিও নাটকের দ্বন্দ্ব ও গতিবেগ নৈতিক শিক্ষার বাঁধনে সংবৃত্ত, তথাপি এতে আছে খাঁটি বাস্তবতা কখনও আন্তরিক ও বিষণ্ণময়। মরালিটি নাটকের চরিত্রাবলী রূপক, মানব চরিত্রের রূপায়ণ এতে দৃষ্ট হয় না। তথাপি মিরাকল নাটক অপেক্ষা এতে নবতর প্লট ও ঘটনার প্রকাশ দেখা যায়। স্পেন ও পোর্তুগালে এই নাটকের প্রভূত উন্নতি দৃষ্ট হয়, ইংলণ্ডে সেই পরিমাণ নাট্য উৎকর্ষ দেখা যায় না। মরালিটি নাটকের রচনাকাল ও লেখকের কথা সঠিক জানা যায় না, যে কয়জন নাট্যকারের সন্ধান পাওয়া যায় তাঁদের মধ্যে খ্যাত ম্যাগনিফিসেন্স রচয়িতা জন স্কেলটন এবং স্কচ রিফর্মেশনএর কবি ডেভিড লিণ্ডসে (১৪৯০—১৫৫৫)—তাঁর কর্তব্য ছিল কাব্যাকারে অপ্রিয় সত্য বলে শাসকদিগকে বিব্রত করা। তাঁদের রচিত 'মরালিটি'তে একটা নূতন উপাদান প্রবেশ করে—তাঁরা গীর্জা ও রাষ্ট্রকে ব্যঙ্গ করেন এবং ক্ষীণ রূপকের অন্তরালে জীবন্ত চরিত্রকে নাটকে প্রবিষ্ট করান। যথেষ্ট প্রমাণাভাবে এই সময়ের নাটকের অগ্রগতির ইতিহাসানুসন্ধান সুকঠিন। এই সময়ে মরালিটি নাটক ছাড়া **Interlude** নামক নাটিকার অস্তিত্ব দেখা যায়। এইগুলি ধর্মীয় মিরাকল বা মরালিটির মত রূপক নাটক নয়, টিউডর

সম্প্রদায়ের গৃহে অভিনয়ের জন্য জনপ্রিয় নাটিকা। টমাস মূর এই নাটকের-অনুরাগী ছিলেন। 'ইণ্টারলুডে'র ভিতর প্রসিদ্ধ সম্প্রতিকালে আবিষ্কৃত হেনরী মেডওয়ানের **Fulgens and Lucres**, গল্পাংশ হল লিউক্রিসের অভিজাত ও অনভিজাত প্রেমিকদ্বয় সম্বন্ধে দ্বিধা ও শেষোক্তকে গ্রহণ। এই কাহিনীতে নৈতিকতার সামান্য স্পর্শ থাকলেও কোন রূপকার্থ ও বাইবেলীয় উপাখ্যান নেই। এখানে নাট্যকার স্বাধীনভাবে তাঁর প্রতিভা দ্বারা চালিত হন। কাহিনী ব্যতিরেকে এই নাটকের দৃশ্যাবলীও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, গঠনশিল্পেও অন্যান্য ইণ্টারলুড অপেক্ষা উন্নততর। Calisto and Melebea নাটক স্প্যানিশ কাহিনী সেলিষ্টনা হতে গৃহীত এবং মূল ভাব নীতিবোধের দ্বারা আচ্ছন্ন। ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত হেউডের The Play of the Wether এর বিষয়বস্তু সরল ও কৌতুকজনক। জুপিটার মানুষের পরস্পরবিরোধী ইচ্ছা পালনের প্রয়াস করেন। এতে প্লটের জটিলতা না থাকলেও কৌতুককর সংলাপ আছে। কখনও ইণ্টারলুড-এ আছে আমোদজনক বক্তৃতামালা, চরিত্রাবলী বা প্লট সেখানে গৌণ স্থান অধিকার করে। 'Mery Play...' (আনুমানিক ১৫২০) নাটকে চারজন বৃহত্তম মিথ্যাকথা বলার প্রতিযোগিতা করে। Johan the Husbande···(মুদ্রিত ১৫৩৩)-এ আছে বাগ্‌বৈদগ্ধপূর্ণ সংলাপ, কিন্তু এতে আরও পাওয়া যায় প্লটের মূলসূত্র ও বিবিধ চরিত্র—রায়-বাঘিনী স্ত্রী, দুশ্চরিত্র পাদরী ও কাপুরুষ স্বামী।

সাহিত্যের গতিপথ বিচিত্র। এই বৈচিত্র্যের চরম দেখা যায় ইংরাজী নাট্য সাহিত্যের ঐতিহাসিক বিবর্তনে। মিরাকল, মরালিটি ও তৎপরে ইণ্টারলুড থেকে এলিজাবেথীয় যুগের নাট্য সৃষ্টির মধ্যে বিস্ময়কর অগ্রগতি ও সমুন্নতি আছে। ইণ্টারলুড আনন্দও কিছু পরিমাণে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে রচিত ও অভিনীত, এর হাস্যরস স্থূল, গতি স্তিমিত ও জড়িমালিপ্ত এবং নীতিচেতনা ও রূপকবোধ স্পষ্ট। এই নাটক থেকে এলিজাবেথীয় নাট্যা-লোকে উত্তরণ জ্যোতির্ময় বিস্ময়কর কিন্তু নিশ্চিত, প্রত্যয়দীপ্ত। এর কারণ সম্বন্ধে সাধারণভাবে বলা যায় রেনেশাঁসের তীব্র দীপ্তি, ক্লাসিক সাহিত্যের প্রভাব, ইতিহাসের বিবর্তন ও এলিজাবেথীয় যুগের কর্মশক্তির প্রচণ্ডতা নূতন দিগন্তের দ্বার খুলে দিয়েছিল এবং ইংলণ্ডের সাহিত্যগগনে নাটক উজ্জ্বল দীপ্তি নিয়ে জ্যোতির্ময় প্রকাশ লাভ করল।

নাটকের দুই শ্রেষ্ঠ রূপ কমেডি ও ট্র্যাজেডি। এবং ইংরাজ লেখক তাঁর কমেডির আদর্শ লাতিন থেকে গ্রহণ করেছেন। ইংরাজী ট্রাজেডি মিরাকল বা মরালিটির দুর্ভেদ্য জাল উন্মুক্ত করে আত্মপ্রকাশ করেছে ক্লাসিক নাটকেরই প্রেরণায়। কমেডিতে লাতিন আদর্শ ছিল প্লটাস ও টেরেন্স-এর সাহিত্য এবং তাদের প্রভাব কিয়দংশে দৃষ্ট হয় প্রথম যুগের কমেডি নাটক **নিকোলাস উডল (N. Udall)** এর 'রাল্‌ফ রয়ষ্টার ডয়ষ্টার' এ (আনুমানিক ১৫৫৩, মুদ্রিত ১৫৫৬)। দৃশ্য ও অঙ্কে বিভক্ত, সুপরিকল্পিত কাহিনী সমন্বিত প্রথম সার্থক ইংরাজী নাটক এই কমেডিটি। এই নাটকটি ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দের কিছু পূর্বে স্কুলবালকদিগের দ্বারা অভিনীত হয়। একজন নির্বোধ পুরুষের (রয়ষ্টার ডয়ষ্টার) অপরের প্রতি প্রণয়াসক্তা একটি বিধবা স্ত্রীলোকের (কুষ্টাণস) প্রতি প্রেম এই নাটকের বিষয়বস্তু। এই নাটকটি প্লটাসের ক্লাসিক কমেডি Miles Gloriosus অবলম্বনে রচিত। ক্ষীণ ঘটনার উপর নির্ভরশীল কমিক সংলাপের পরিবর্তে ক্লাসিক মডেলের আদর্শে নাট্যকার একটি পূর্ণাবয়ব নাটক রচনা করতে সমর্থ হয়েছেন। এই নাটকের সমসাময়িক কালে রচিত Gammer Gurton's Needle সার্থক ইংরাজী কমেডি—এও ক্লাসিক সাহিত্যকে (লাতিন) আদর্শ গ্রহণ করেছে। এর রচয়িতা বিশপ ষ্টীল বা সম্ভবতঃ উইলিয়ম ষ্টিভেনশন। এই গার্হস্থ্য কমেডি ইংরাজ জীবনানুগ ও কৃষকশ্রেণীর চরিত্রের সার্থক রূপায়ণ। বৃদ্ধা গ্যামার গার্টন সীবনকালে সেই সময়ে অতি মূল্যবান ছুঁচ হারিয়ে ফেলে, সমস্ত ঘরে গোলমাল সুরু হয়, এবং সারা গ্রাম আলোড়িত হয়। প্রতিবেশিনী ডেম চ্যাটে অভিযুক্ত হয়। রসিক ডিক্কনের অপচেষ্টায় দুই কলহপ্রিয়া গ্যামার গার্টন ও ডেম চ্যাটের মধ্যে ঝগড়া সুরু হয়। পাদরী, কনষ্টেবল, ডঃ র‍্যাট প্রমুখ উপস্থিত হয়, গোলমাল বেড়ে ওঠে—সকলেই বিচারকের সম্মুখে নীত হয়। চরম উত্তেজনার মুহূর্তে গৃহকর্তা (যার বস্ত্রকেই সীবন করা হচ্ছিল) অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে আবিষ্কার করে যে হৃত বস্তুটি তার পরিধেয় বস্ত্রের সঙ্গে সংযুক্ত। এই নাটকের রসিকতা স্থূল, কিন্তু বিষয়বস্তু বাস্তব-জীবনানুগ ও চরিত্রায়ণ শিল্পসম্মত। পরিবেশ চিত্রণ উৎকৃষ্ট এবং মাতালের সঙ্গীত প্রভৃতি দ্বারা তাকে আরও সজীব উজ্জ্বল করা হয়েছে—

'Backe and syde go bare go bare.
Both hand and foot go colde;
But Belly God sende thee good ale inoughe
Whether it be newe or olde...........

—ইত্যাদি

ট্রাজেডি রচনায় আদর্শ ছিল সেনেকা। সেনেকায় গ্রীক আদর্শের কিছুটা বিচ্যুতি লক্ষ্য করা যায়। পৌরাণিক কাহিনী ও রূপাঙ্গিককে গ্রহণ করলেও গ্রীসীয় ধর্মানুভূতি বর্জন ও ভাগ্যের পরিবর্তে মানবিক প্রতিহিংসার প্রবর্তন করেন। এলিজাবেথীয়গণ ক্লাসিক নাটকের রূপ প্রকৃতি গ্রহণ করে, কিন্তু অন্যায়, ভয়াবহতা ও নিষ্ঠুরতাও তাদের কাছে আকর্ষণীয়। নৈতিকতার সুরও ইংরাজী নাটকে শ্রুত হতে থাকে। সেনেকার নাটক ১৫৫৯ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৫৮৯ খৃষ্টাব্দে অনূদিত ও প্রকাশিত হয়েছিল। ১৫৬২ খৃষ্টাব্দে প্রথম ইংরাজী ট্র্যাজেডি টমাস স্যাকভিল ও টমাস নর্টন রচিত **গর্বোডাক (Gorboduc)** অভিনীত হয়। সেনেকার রূপাঙ্গিক গ্রহণ করলেও এর বিষয় ইংরাজ জীবনানুগ: এই নাটক অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। এই কাহিনী অনেকটা লীয়রের অনুরূপ। ব্রিটেনরাজ গর্বোডাক তাঁর জীবৎকালেই তাঁর সাম্রাজ্য দুই পুত্র ফোরেক্স ও পেরেক্সের মধ্যে ভাগ করে দেন। ভ্রাতৃদ্বয় সংঘর্ষে লিপ্ত হয় এবং কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠকে হত্যা করে। জ্যেষ্ঠ পুত্রের অনুরক্ত তাদের মাতা ভিদেনা প্রতিশোধার্থে পেরেক্সকে হত্যা করে। জনসাধারণ ঘটনার নিষ্ঠুরতায় বিদ্রোহী হয়ে মাতাপিতা উভয়কেই নিহত করে। অভিজাতগণ মিলিত হয়ে বিদ্রোহীদের দমন করে ও উত্তরাধিকারের অভাবে সিংহাসনের জন্য পরস্পর তীব্র সংঘর্ষে লিপ্ত হয় ও অনেকে নিহত হয়। রক্তপাত ও প্রচণ্ড বিশৃঙ্খলার মধ্যে যবনিকাপাত হয়। এটা 'হরর ট্রাজেডি'রই এক বিশিষ্ট রূপ। কাহিনী পঞ্চাঙ্ক সমন্বিত। নর্টন প্রথম তিনটি ও স্যাকভিল পরবর্তী অঙ্কদ্বয়ের রচয়িতা। সেনেকার আদর্শেই রূপায়ণ। মঞ্চের উপর ঘটনা বিশেষ প্রদর্শিত হয়নি— রক্তক্ষয় ও যুদ্ধ ঘোষণা করেছে দূত। কোরাসের প্রয়োগ আছে; সংলাপ ও ভাষণ দীর্ঘ ও অমিত্রাক্ষরে রচিত। এই পর্বে কতকগুলি অনুল্লেখ্য ঐতিহাসিক নাটকও রচিত হয়। কিন্তু শিল্পসৃষ্টির সার্থক পরিচয় পাওয়া যায় **টমাস কীড** (Thomas Kyd ১৫৫৭-১৫৯৫)এর রচনায়। কীডের **'স্প্যানিশ ট্রাজেডি'** (Spanish Tragedy) তৎকালীন রঙ্গালয়ের

চাহিদাকে পূর্ণ করেছিল। ভয়াবহ রক্তাক্ত ট্র্যাজেডি রচনায় কীড সফল শিল্পী। কীড সেনেকার নাটককে আদর্শ করে সুগঠিত শিল্পরূপে নাটককে রূপায়িত করেছেন। অমিত্রাক্ষর ছন্দের নাটকীয় রূপ দেখতে পাওয়া যায়। ভয়াবহতা অন্যায় ও প্রতিহিংসা নাটকে প্রধান : কিন্তু চরিত্রের সুস্পষ্ট চিত্রণ, ঘটনা-বৈচিত্র্যের পারম্পর্য্য উপস্থাপনা ও শিল্পিত রূপায়ণ কীডের নাটককে উচ্চ সার্থকতায় পরিণতি দিয়েছে। তবে মেলোড্রামার চরম রূপও এই নাটকে দেখা যায়। পুত্র হোরেশিওর হত্যায় পিতা হীরোনিমো (Hieronimo)র প্রতিশোধের কাহিনী প্লটেব কেন্দ্ররূপ। Hieronimo নিদ্রা· থেকে রাজকুমারী Bel Imperaর চীৎকারে জাগ্রত হয়ে উদ্যানে দেখলেন যে তাঁর পুত্র Horatioর মৃতদেহ। হোরেশিও বেলইমপেরার ভ্রাতা লরেঞ্জো কর্তৃক রাজকুমারীর সম্মুখেই নিহত হয়েছে কারণ লরেঞ্জো রাজকুমারীর বিবাহ চায় Balthazarএর সঙ্গে, হোরেশিওর সঙ্গে নয়। মাতা Isabel আত্মহত্যা করে। হিরোনিমো প্রতিশোধার্থে উন্মত্ত, সে রাজসভায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে অভিনয়ের আয়োজন করে। অভিনয় কালে বেল ইমপেরা লরেঞ্জোকে হত্যা ও আত্মহত্যা করে ; হিরোনিমো বালথাজারকে হত্যা করে, নিজের জিহ্বাকে দন্তদ্বারা ছিন্ন করে এবং শেষে পর্যন্ত আত্মহত্যার দ্বারা যন্ত্রণাকাতর জীবনের সমাপন ঘটায়। শেক্সপীয়র এই পূর্বসূরীর নিকট কোন কোন স্থলে ঋণী ছিলেন প্রতীয়মান হয়।

ক্রীষ্টোফার মার্লো (C. Marlowe ১৫৬৪—১৫৯৩)—রেনেশাঁস যুগের বৈশিষ্ট্য ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, মানবচিত্তের দুর্জ্ঞেয় রহস্যানুসন্ধান, কেন্দ্রোৎক্ষিপ্ত ভাবোচ্ছ্বাস। শেক্সপীয়ারের পূর্ববর্তী শ্রেষ্ঠ নাট্যকার মার্লো ইংরাজী রেনেশাঁসের ব্যঞ্জনাগর্ভ আবির্ভাব। মার্লোর স্বল্পায়ু অশান্ত জীবনে যুগের মত্তবিক্ষুব্ধ চেতনার প্রকাশ। রেনেশাঁস চেতনাসমৃদ্ধ বিদ্যুৎদীপ্ত 'হীরো এণ্ড লীণ্ডার'এর কবি মার্লোর খ্যাতি চারিটি নাটকের উপর নির্ভরশীল। এইগুলি একব্যক্তিক ট্র্যাজেডি, প্রচণ্ড শক্তির আকাঙ্ক্ষায় ক্ষয়িত কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্বের চতুর্দিকে এরা আবর্তিত। এদের মধ্যে প্রথম রচনা **Tamburlaine** (১৫৮৭), এই নাটকে মার্লোর কল্পনার অভূতপূর্ব বিকাশ। তাঁর নায়ক চতুর্দশ শতকের তার্তার মেষপালক প্রভু। বিশ্বজয়ের বাসনায় ট্যাম্বুরলেন বিদ্রোহ করেন এবং পার্সিয়ান রাজাকে পরাজিত

করেন। বিজয়ে উত্তেজিত ট্যাম্বুরলেন সমগ্র পূর্বাঞ্চলের উপর দিয়ে মত্ত ঝটিকার মত বহে যান। বন্দীরাজগণ রথরশ্মি টেনে তাঁকে বহন করত এবং চরমশক্তির অধিকারীরূপে তিনি অহঙ্কৃত ও বন্দিত। অতঃপর তিনি দেবতাদিগকে পার্থিব শাসনকর্তাদের ন্যায় উৎক্ষেপিত করতে চেয়েছেন। তাঁর ছিল প্রচণ্ড ও অদমনীয় ব্যক্তিত্ব। মার্লোর বৈশিষ্ট্য এই নাটকে প্রকাশিত। ট্যাম্বুরলেনকে প্রচণ্ড নিষ্ঠুর শক্তিরূপে চিত্রিত করতেই মার্লোর শিল্পী মনের আনন্দ ও সার্থকতা। রেনেশাঁসের উৎক্ষিপ্ত প্রচণ্ডতা ট্যাম্বুরলেন চরিত্রে সঞ্চারিত, ব্যক্তিত্বের অদম্য তেজে চতুঃপার্শ্বস্থ জগতকে অতিক্রম করে তার প্রচণ্ড বিজয় অভিযান। তিনি বিশ্ববিজয়ী বিদ্রোহী তাঁর মধ্যে রেনেশাঁসধর্মী জীবনের সার্থক পরিচয়। কেবল বিজয় ও নিষ্ঠুরতার প্রতিমূর্তি হিসাবে নয়, ট্যাম্বুরলেনের শক্তিলালসার একটি দার্শনিক ব্যাখ্যাও দিতে চেয়েছেন মার্লো। তিনি হলেন মানবিক ব্যক্তিত্ব ; পৃথিবীতে কেবল-মাত্র এই রাজাই মানব ও ঈশ্বরকে শক্তিপ্রতিযোগিতার আহ্বান করে। মৃত্যু ব্যতীত কোন কিছুই তাঁহাকে পরাজিত করতে অক্ষম। এইরূপ মৃত্যুবোধ 'এভরিম্যান' নাটকেও আছে, কিন্তু এর সঙ্গে মার্লোর নাটকের পার্থক্য মধ্যযুগ থেকে রেনেশাঁসের পার্থক্যবোধে। শিল্পরূপোজ্জ্বল আঙ্গিকে মার্লো এই জীবন উপলব্ধিকে গ্রথিত করেন।

পরবর্তী নাটক ডঃ ফস্টাসের ট্র্যাজিক কাহিনী **(Dr. Faustus.** ১৫৮৮)তে মার্লো মধ্যযুগীয় উপাখ্যানকে রেনেশাঁসের আলোকে নূতন উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ করেন। পণ্ডিত ফস্টাস জ্ঞানপিপাসায় আকুল, এবং তিনি ধর্মতত্ত্ব, দর্শন, চিকিৎসাশাস্ত্র, আইন পাঠ সমাপনান্তে ম্যাজিকের প্রতি আকৃষ্ট হন। ম্যাজিক শিক্ষার্থে তিনি শয়তানের নিকট নিজেকে বিক্রয় করেন এই সর্তে যে চব্বিশ বৎসর তিনি চরম জ্ঞান ও ক্ষমতার অধিকারী হবেন। নাটকের শেষ দৃশ্যাবলীর কারুণ্য ও বিশালত্ব অপূর্ব, সমগ্র নাটক হতে বিচ্ছিন্ন তাদের এক স্বতন্ত্র মূল্য আছে। মার্লোর সমগ্র সৃষ্টি চরম শিল্প উৎকর্ষতার পরিচায়ক না হলেও বিচ্ছিন্ন অংশসমূহের এক অপূর্ব সৌন্দর্য ও সমুন্নিত মহিমা আছে। এবং সৃষ্টির এই চরম পর্যায়ে শেক্সপীয়র বা গ্যেটে স্বল্পই পৌঁছিয়েছেন। কয়েকটি ক্ষেত্রে ব্যঞ্জনাময় সৌন্দর্য সৃষ্টিতে মার্লো আশ্চর্য নিপুণ, যেমন হেলেনের রূপচিত্রণে—

Was this the face that launched a thousand ships,
And brunt the topless tower of Ilium ?......

শেষ মুহূর্তে মৃত্যুপ্রতীক্ষাকামী ফস্টাসের যন্ত্রণা তীব্র প্রচণ্ড—

Ah Faustus.
Now hast thou but one bare hour to live,
And then thou must be damn'd perpetually !
Stand still, you ever moving spheres of heaven.
That time may cease, and midnight never come......

মার্লোর তৃতীয় নাটক দি জু অফ মাল্টা (The Jew of Malta, ১৫৮৯) অদম্য ধনপিপাসার চিত্ররূপ। ঋণদাতা বারাবাস বৃদ্ধ ও নিষ্ঠুর শাইলকের অনুরূপ। নাটকটি পূর্ব নাটকদ্বয়ের মত উৎকৃষ্ট নয়। বারাবাসের নিষ্ঠুরতা ও তার শোচনীয় মৃত্যুতে অতি নাটকীয়তার চরম। নাটকে আর একটি বারাবাসের ভৃত্য ও নিষ্ঠুর কর্মের সহায়ক ইয়ামোর চরিত্র সুঅঙ্কিত। এই নাটকে মার্লোর লিরিক অনুভূতির প্রকাশ।

মার্লোর শ্রেষ্ঠ নাটক বোধ করি **২য় এডওয়ার্ড** (প্রথম অভিনীত, ১৫৯২) ঐতিহাসিকতা অবলম্বনে রচিত। মার্লোর পরিণত প্রতিভার বিকাশ এই নাটকে পাওয়া যায়। এতে নাটকীয়তা উৎকৃষ্ট, গীতল আবেগ সংযত, সংলাপ সুপরিবেশিত, অমিত্রাক্ষর ছন্দ নমনীয়, চরিত্রচিত্রণ উন্নত। রাজা এডওয়ার্ড দুর্বলচিত্ত—তিনি গেভস্টন ও মর্টিমার দুই প্রিয়পাত্র দ্বারা প্রভাবিত। রাণী ইসাবেলা ও তাদের চক্রান্তে রাজা বন্দী ও নিহত হন ; কিন্তু বিশ্বাস-ঘাতকদেরও মৃত্যু ঘটে। অন্যান্য নাটক অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হলেও শেক্সপীয়রের তুলনায় এই নাটক শিল্পাপকর্ষের পরিচায়ক। কাহিনী গ্রন্থন শিথিল, বৈচিত্র্য স্বল্প ও নাটকি অগ্রগতি সুপ্রকাশিত নয়, ঐতিহাসিক দেশপ্রেমেরও অভাব। তথাপি একথা সত্য, শেক্সপীয়রের সাহিত্য রচনার পূর্বে এই নাটকই শ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারী হয়েছে।

শিল্পী হিসাবে মার্লোর ত্রুটি অনেক। তাঁর প্রতিভার আতিশয্যই তাঁর শিল্পসৃষ্টির প্রতিবন্ধক। মার্লো উৎকৃষ্ট নারীচরিত্র সৃষ্টিতে একেবারে অক্ষম। তাঁর নায়ক ব্যতীত অন্য চরিত্রও পরিপূর্ণ হয় নি। মার্লো যথার্থ হাস্যরস সৃষ্টি করতে একেবারেই সক্ষম হননি। মার্লোর প্রতিভা মূলতঃ কাব্যধর্মী, নাট্য শিল্পীর নয়। হৃদয়োচ্ছ্বাসের অনিয়ন্ত্রিত প্রবাহে তার কাব্য উত্তুঙ্গ উদ্বেল, তীব্র শক্তিগর্ভ। নাট্যকার অপেক্ষা কবি হিসাবেই তিনি শেক্সপীয়র প্রভৃতির

সমধর্মী। ইংরাজী সাহিত্যে তিনি আধুনিক নাটকের রচয়িতা। কাব্যছন্দকে তিনি ভাবগর্ভী ও বলিষ্ঠ করে তোলেন, তাঁর হাতেই ইংরাজী নাটক ক্লাসিক নিয়মরীতির শৃঙ্খলমুক্ত হয়ে রোমান্টিক আদর্শে আপন স্বরূপে আপনি ধন্য হয়ে ওঠে। সূক্ষ্ম ভাবনিবিড়তা, মঞ্জুসুষমা নয়, মার্লোর বৈশিষ্ট্য প্রচণ্ড জীবন-তেজ, অমিত শক্তি ও বলিষ্ঠ রূপাঙ্গিক। মার্লোর শিল্প সাধনায় রেনেশাঁস জাগ্রত ইংরাজ জীবনের মর্মবাণীর প্রকাশ, প্রাণসত্তার সুগভীর দুরন্ত উত্তাল পরিচয়।

শেক্সপীয়রের **পূর্ববর্তী অপর নাট্যকারদের** ভিতর খ্যাত টমাস ন্যাশ, জন লাইলি, রবার্ট গ্রীন, জর্জ পীল। ন্যাসের ঔপন্যাসিক প্রতিভাই বেশী। তাঁর Jack Wilton কতকগুলি এ্যাডভেঞ্চারের গ্রথিত রূপ, গ্রন্থের নায়কের মধ্যে বোধ করি ন্যাশেরই চরিত্রের ছাপ। উপন্যাসকে বাস্তব-জীবনানুগ করে তোলার ক্ষীণ প্রয়াস এতে আছে। লাইলিকে উপন্যাসকার বলা হয় তবে তাঁর জগৎ জাঁকজমকপূর্ণ, আড়ম্বরময় ও কৃত্রিম। এই সব শিল্পীদের হাতে নাটক আধুনিক রূপে সুরু হয়েছে, শেক্সপীয়রে তা মহাদ্যোতনায় ব্যঞ্জিত।

. জন লাইলি (John Lyly ১৫৫৪—১৬০৬)—ইংরাজী নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাসে কমেডি বা মিলনান্তক নাট্যকার হিসাবে লাইলির স্থান সুনির্দিষ্ট। তাঁর নাটকগুলি ষোড়শ শতকের অষ্টম দশকে অভিনীত ও নবম দশকে মুদ্রিত হয়েছিল। এডওয়ার্ড ব্লাউন্ট ১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে তাদের শ্রেষ্ঠ কয়টিকে 'সিক্স কোর্ট কমেডিস' রূপে সংগ্রহ করেন, এইগুলি হল—আলেকজাণ্ডার, ক্যাম্পাস্পে (১৫৮৪), স্যাফো এণ্ড ফাও (১৫৮৪), গ্যালাথিয়া (১৫৮৮), এণ্ডিমিঅন (১৫৮৮), মিডাস (১৫৮৪) ও মাদার বোম্বি (১৫৯০)। এছাড়া তিনি রচনা করেন লাভ্স মেটামরফসিস এবং দি উওম্যান ইন দি মুন। লাইলির নাটট আঙ্গিকের মৌলিকতায় ও পরিচ্ছন্ন উপস্থাপনায় সুসৃষ্ট। নাটকীয় অথবা মানবিক আবেদন তাঁর কমেডিতে নেই, অনুভূতির তীব্রতাও সার্থক চরিত্রায়ণ তাঁর নাটকে পরিদৃষ্ট হয় না। হাস্যরসসিক্ত সংলাপই তাঁর নাটককে দীপ্তি দান করেছে—বাগ্ভঙ্গী বাগ্বৈদগ্ধ, শ্লেষাত্মক উপমার সমন্বয়েই এই উজ্জ্বল সংলাপ শেক্স-পীয়রের উপর লাইলির প্রভাব অনস্বীকার্য। বাগ্বৈদগ্ধ তীক্ষ্ণোজ্জ্বল

সংলাপ শেক্সপীয়রের স্বভাবজ—তথাপি লাভস লেবার লষ্ট বা টু জেণ্টেলমেন অফ ভেরোনা লাইলি দ্বারা প্রভাবিত। এণ্ডিমিয়ান নাটকে টফাস ডন আর্মাডোর (লাভ্‌স লেবার লষ্ট) পূর্বসূরী; এবং এই নাটকের বিদূষক কনষ্টেবল স্মরণ করায় ডগবেরী (মাচ এডো এবায়ুট নাথিং)-কে। গীতি অংশ প্রভৃতির দিক দিয়েও শেক্সপীয়রের সঙ্গে লাইলির সাদৃশ্য আছে। লাইলি প্রথম নাটকে গদ্যভাষা সার্থকভাবে ব্যবহার করেন; বিশুদ্ধ কমেডি প্রথম রচনা করেন; অনতি সূক্ষ্মতা সত্ত্বেও তাঁর নাটকের আবেদন সৌন্দর্য ও মননের নিকট।

রবার্ট গ্রীন (**Robert Greene** ১৫৬০—১৫৯২)—গ্রীণের প্রতিভার ভিতর স্বতঃস্ফূর্ততা ছিল—কবিতা ও গদ্য উভয়বিধ রচনাতেই তিনি সিদ্ধহস্ত। তাঁর সাহিত্যের মূল্য চিরস্থায়ী না হলেও এলিজাবেথীয় ইংলণ্ডের রোমান্টিকতার ইতিহাস তিনি সরল ও তরান্বিত করেছেন। তাঁর রচনায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র গীতি ও কবিতার উপরও গ্রীণের খ্যাতি নিহিত। তাঁর উপন্যাসিকা ও গ্রন্থিকার ভিতর দুইটি বিশেষ খ্যাত—(ক) Pandosty (১৫৮৮)-ইহা অবলম্বনে শেক্সপীয়র উইনটার্স টেল রচনা করেন; এবং—(খ) শেক্সপীয়রকে আক্রমণ করে লেখা A Groatsworth of wit…' (১৫৯২)। গ্রীণ 'অর্ল্যাণ্ডো ফিউরিওসো' 'ফ্রায়ার বেকন ও ফ্রায়ার বাঙ্গে' (১৫৮৯), 'জেম্‌স্ চতুর্থ' (আঃ ১৫৯১) প্রভৃতি নাটকের রচয়িতা। **ফ্রায়ার বেকনে** গোপকন্যা মার্গারেটের প্রতি ওয়েলশের যুবরাজের আকর্ষণ কিন্তু রাজপুত্র-বান্ধব লেসির সঙ্গে মার্গারেটের বিবাহের কৌতুককর কাহিনী। এই নাটকে প্রাচীন মরালিটি ও উদ্ভট হাস্যরসের পরিচয় পাই। পরিসমাপ্তির পথে লণ্ডন রঙ্গমঞ্চে শয়তান আবির্ভূত হল; এবং ঐন্দ্রজালিক ঘটনাসমূহ ভীতি অপেক্ষা অধিক মাত্রায় হাস্যোদ্রেক করে। গ্রীণের নাটকগুলি প্রণয়স্নিগ্ধ, মাধুর্যমণ্ডিত। **'চতুর্থ জেম্‌স্'** নাটক ঐতিহাসিককল্প রোমান্টিক ভাবসুষম কাহিনী। চতুর্থ জেম্‌স্ ইংলণ্ড রাজকন্যা ডরোথিয়াকে বিবাহ করেন কিন্তু অপর এক রমণী ইডার তিনি প্রণয়াসক্ত। কুমারী ইডা নির্মলহৃদয়া রমণী। সে রাজাকে প্রত্যাখ্যান করে ও রাজা তাঁর পত্নীর হত্যাসাধনে প্রয়াসী হন। রাণী ডরোথিয়া আহত হন এবং যখন ইংলণ্ডের রাজা কন্যার উপর অবিচারের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য আক্রমণ করেন তখন রাণী ডরোথিয়া জেম্‌স্‌কে রক্ষা

করেন। উভয় নাটকেই কল্পনার মাধুর্যময় বিকাশের সঙ্গে সুকুমার সুষম নারী চরিত্র সৃষ্টিতেও গ্রীণের ক্ষমতা বিস্ময় উদ্রেক করে। শেক্সপীয়রের পূর্বে একমাত্র গ্রীণই ইংরাজ জীবনকে রসোজ্জ্বল করে প্রকাশ করেছেন। দৃশ্য বর্ণনা, চরিত্র চিত্রণ ও ভাবপ্রকাশে গ্রীণের নাটক ইংরাজ জীবনানুগ।

জর্জ পীল (George Peele, ১৫৫৮—১৫৯৮)—জর্জ পীল কেবল অভিনেতা নন, নাট্যকারও ছিলেন। তিনি শিক্ষা সমাপনান্তে অক্সফোর্ড থেকে লণ্ডনে এসে মার্লো, গ্রীণ, ন্যাশ প্রভৃতির সহযোগিতায় নাটক লিখতে আরম্ভ করেন। নাটক কবিতা ছাড়া তিনি 'প্যাজান্ট' জাতীয় সাহিত্যও রচনা করেছেন। Arraigment of Paris, Edward I, The Old Wives Tale প্রভৃতি তাঁর রচনা। পীলের নাটক কাব্য সৌন্দর্যে অপূর্ব। প্রথম নাটকটিতে রাণীর স্তুতি বন্দনা আছে এবং একটি মাস্ক জাতীয় রচনা—লাইলির প্রভাবিত ও সাদৃশ্য ধর্মান্বিত হলেও তীব্র নাটকীয়তায় সার্থক। গ্রাম্য গাথা জাতীয় এই রচনার বৈশিষ্ট্য ছন্দোনৈপুণ্য, সঙ্গীতময়তা ও সৌন্দর্যবোধ। 'ডেভিড এণ্ড বাথসেবা'য় সৌন্দর্য নিবিড় কাব্যস্তবক আছে—মার্লোর প্রখর সৌন্দর্য চেতনা না থাকলেও তা স্নিগ্ধ ও লাবণ্যময়। পীল মার্লোর সহযোগিতায় অমিত্রাক্ষর ছন্দে যে স্বরলয়যুক্ত বিশিষ্টতা আনয়ন করেছেন তাই পরে শেক্সপীয়রে চরম সার্থকতা লাভ করেছে।

উইলিয়ম শেক্সপীয়র (William Shakespeare, ১৫৬৪-১৬১৬ **)**

শেক্সপীয়র বিশ্বের বিপুল বিস্ময়। আকাশের অসীম শূন্যতার রহস্য পাতলস্পর্শী সাগরিকার অতল গভীরতা, দিগন্তের সীমাহীন ব্যাপ্তির উদার বিস্ময়, তমালতালি বনরাজিনীলার চিরায়ত মর্মরবাণী, উত্তুঙ্গ দেবতাত্মা শৈলমালার অচঞ্চল স্তব্ধতা যেমন মানবজিজ্ঞাসার ঊর্ধ্বে মহাকাশের অনন্ত বাণীকে প্রকাশ করছে, শেক্সপীয়রও তাই। যে প্রতিভার সূর্য ১৫৬৪ সালের ২৩শে এপ্রিল দূর সিন্ধুপারে উদিত হয়েছিল কুয়াশা অঞ্চল অন্তরালে বনপুষ্প-বিকশিত তৃণঘন শিশির উজ্জ্বল ইংলণ্ডের দিকপ্রান্তে, সেই দীপ্তজ্যোতি ক্রমশঃ দিগন্তের কোণ ছেড়ে অনন্তের নিঃশব্দ ইঙ্গিতে শতাব্দীর প্রহরে প্রহরে উত্থিত হয়ে বিশ্বচিত্ত উদ্ভাসিত করে সকল দিকের কেন্দ্রদেশে আপনার স্থান অক্ষয় করে নিয়েছে।

রোমান্স, ও বিশুদ্ধকাব্য ও নাটকীয়তার অপূর্ব সংমিশ্রণে শেক্সপীরীয় বাতাবরণের সৃষ্টি ; শেক্সপীরীয় সাহিত্য উপলব্ধির সহায়ক রোমান্টিকতার মায়াজাল ও কাব্যিক ব্যঞ্জনা। তবে এই কাব্যিক ব্যঞ্জনা যুক্তি শৃঙ্খলা ও অনুভববেদ্যতায় সুস্পষ্ট ; এবং দার্শনিক ভাব গভীরতায় ও সুগভীর জীবনবোধে বিশিষ্ট শিল্পিত ; নাটকীয়তা এর মধ্যে এনেছে মনন, গতি ও তীব্র সংহতি।

(চরিত্রচিত্রণে শেক্সপীয়র অতুলনীয় : লেখকের মতবাহন না করেও তারা চিরপ্রাণ শ্বাশ্বত মানবধর্মকে প্রকাশ করেছে নিজস্ব স্বরূপের মধ্য দিয়েই। অতলসঞ্চারী কবিমন মানবসত্তার সুগভীরে অন্তর্প্রবিষ্ট হয়ে জীবনসত্যকে উদ্ভাসিত করে তুলেছে অনন্তকালের প্রেক্ষাপটে। কবিকল্পনায় অপরূপ বিকাশ কেবল রঙ্গরসে নতুন রূপলোকই সৃষ্টি করেনি ; মানব মনের অনুভূতির বৈচিত্র্যতায় সুখ-দুঃখ ভালবাসা মন্দলাগায়, মানবচেতনার সুগভীর বিস্তৃতি ও অতলান্ত গভীরতার সার্থক প্রকাশ তাকে করেছে চিরন্তন সত্য। বিশিষ্ট একটি যুগের জনচেতনার স্বরূপ প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর সাহিত্যে কিন্তু ক্ষুদ্র মুহূর্তে অনন্ত রূপ সৃষ্টি করার অসাধারণ কৃতিত্ব তার ছিল। শিল্প-নিঃসন্দেহে জীবনের অনুকরণ ; অভিজ্ঞতা ও পাণ্ডিত্য আশ্রয়ী বেন জনসন একই জীবনের বহিঃসত্তাকে দেখেছেন—সামাজিক অবনতি তাঁর নাটকে রূপায়িত, কিন্তু আত্মিক নীতিহীনতার স্বরূপ তিনি উপলব্ধি করেন নি। বস্তুসত্যকে বেন জনসন উপলব্ধি করেছেন ; কিন্তু মর্মসত্যকে পারেন নি। ক্ষণিকতা তাঁর চেতনায় অনন্তকালের বাণী বহন করে নিয়ে আসে নি। জীবনের অনন্তরূপ সেক্সপীয়র উপলব্ধি করেছিলেন। জীবন রঙ্গমঞ্চের সুখ-দুঃখ, বেদনার অভিনয় দেখে তিনি সাধারণ দর্শকের মত মুগ্ধ হননি। জীবনের মহান রূপদর্শন তাহার চিত্তকে ভীতিবিভোর করে তুলেছে। জীবনের সুগভীর রহস্যময়তা, জন্মজীবন মৃত্যুর ছন্দবদ্ধ অনুক্রম মানবজীবনেরই প্রতীকী সত্য। জীবনসত্য উপলব্ধির বিবর্তনের ধারা অনুসরণ করে সেক্সপীয়রের নাটকে এই সত্যই প্রকাশিত। কীটস্ সম্ভবতঃ এই উপলব্ধির বশে বলে-ছিলেন—'Shakespeare led a life of allegory ; his works are the comment of it'.)

শেক্সপীয়রের সাহিত্যে রেনেশাঁসের পূর্ণ সমৃদ্ধ বিকাশ। রেনেশাঁসের উচ্ছ্বাস উন্মাদনা শেক্সপীয়রে সংহত সুন্দর। তাঁর সাহিত্যে রেনেশাঁস

এসেছে মানবিকতাবোধে। মানবচরিত্রের বিপুল বিস্ময় তার অতলস্পর্শী দুরবগাহ গভীরতা স্বাতন্ত্র্যমহিমা সংগ্রামদ্বন্দ্বসংক্ষোভ মর্মযন্ত্রণা পূর্ণতায় উদ্ভাসিত। সুখদুঃখ হাসিকান্না আনন্দ যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে শাশ্বত মানুষের প্রকাশ। এই মানুষ নিখুঁত সুন্দর হয় ত নয়, কিন্তু পূর্ণতায় প্রত্যক্ষতায় রূপবান, যেমন ফলষ্টাফ। তাঁর চরিত্রায়নের অন্যতম বৈশিষ্ট্য মানবিক সংবেদনা—ক্ষুদ্র তুচ্ছ নিপীড়িত মানবতার মহিমাকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। নীচতার দুঃসহতাকে বিস্ফারিত করে অন্তর দৈবী মহিমায় ঝলসে উঠেছে, ব্যক্তিত্বের মর্মমূল শিল্পীর সহৃদয় চিত্তের অনুভূতি স্পর্শে দিব্যদাহে আলোকিত হয়ে উঠেছে। কন্যার প্রতি নিবিড় ভালবাসা শাইলকের অন্ধকারাচ্ছন্ন চেতনার সোনালী নক্ষত্র, শাইলকের নিপীড়িত বেদনাকে কবি জ্বলন্ত জিজ্ঞাসায় তুলে ধরেছেন—I am a Jew. Hath not a Jew eyes, hath not a Jew hands, organs, dimensions, senses, affections, passions ? fed with the same food, hurt with the same weapons, subject to the same diseases, healed by the same means, warmed and cooled by the same winter and summer as a christian is ? If you prick us, do we not bleed !

(মানবিক সংবেদনা ও চরিত্রচিত্রণের অসামান্য উৎকর্ষ ব্যতীত শেক্স-পীয়রের নাটকের বৈশিষ্ট্য কাহিনী সংগ্রন্থনের নৈপুণ্য। কাহিনী সাধারণ, পুরাণো কাহিনী অনেকক্ষেত্রে মূলারূপে বিরাজিত—তাই শিল্পরূপায়ণে একান্ত। প্লট কখনও সরল কখন জটিলও বটে, সর্বত্রই ভাবনায় উত্তুঙ্গ উদ্বেল নাট্যরসে তীব্র অখণ্ডতায় মণ্ডিত। শেক্সপীয়রের কল্পনা অসামান্য দুরবগাহ অনন্ত ব্যাপ্ত। কল্পনা দ্বারা বিশ্বরহস্যের অনুধ্যান উপলব্ধি ও রূপ প্রকাশ। ভূতপ্রেত-ডাইনির মধ্য থেকে চিরায়ত জীবন-জিজ্ঞাসায় এই কল্পনা অভিব্যক্ত। এর দ্বারা মানবজীবনের প্রত্যেকটি স্পন্দন চেতনা চিরায়ত বাণীতে বিধৃত। এমার্সন লিখেছিলেন তরুণী কুমারীর অন্তরের মধ্যকার সেক্সপীয়র গ্রাম্য তরুণকে রোমিওতে পরিণত করেন এবং তিনিই তরুণতরুণীর হৃদয়ে প্রেমের সঞ্চার করেন। কাব্যপ্রযুক্তিতে চিত্ররূপে বাঙ্‌বিন্যাসে শব্দচয়নে এই কল্পনা সার্থক রূপসমন্বিত।

শেক্সপীয়র ৩৭টি নাটক রচনা করেন। তাঁর মৃত্যুকালে ২১টি নাটক

পুঁথি আকারে বিভিন্ন রঙ্গালয়ে ছিল আর কয়েকটা quarto সংস্করণে ছাপা হয়েছিল। মনে হয় এই মুদ্রিত পুস্তকগুলি কবির অনুমোদন লাভ করেছে। দুইজন নাট্যকার হেমিং ও কণ্ডেল শেক্সপীয়র গ্রন্থাবলী মুদ্রিতভাবে প্রকাশ করেন, প্রথম ফোলিও (folio) সংস্করণে। তবে রচনাকাল নির্ণয়ে ও শ্রেণীবিচারে এই সংস্করণ সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য নয়। শেক্সপীয়রের সাহিত্যকে শিল্পরূপ ও অনুভূতির ক্রমবিবর্তন অনুসরণে চার প্রকার বিশিষ্টপর্বে বিভক্ত করতে পারা যায়।

(১) প্রথম পর্ব—পরীক্ষা-নিরীক্ষার যুগ। উচ্ছ্বাস, কল্পনার উদ্দামতা ভাষার আড়ম্বর ও অমিত্রাক্ষর ছন্দের সঙ্গে, মিত্রাক্ষর ছন্দের প্রয়োগ এই পর্বের বৈশিষ্ট্য ; এই পর্বের সাহিত্যের নিদর্শন—কমেডি : লাভস্ লেবার লস্ট (Loves Labour Lost, ১৫৫৪), কমেডি অফ এররস্, টু জেন্টলমেন অফ ভেরোনা প্রভৃতি ; ট্র্যাজিডি : কিং জন (King John, ১৫৯৪), তৃতীয় রিচার্ড, দ্বিতীয় রিচার্ড, রোমিও-জুলিয়েট প্রভৃতি। লাভস্ লেবার লস্ট প্লট বিচারে ও মঞ্চগ্রহণোপযোগিতায় উৎকৃষ্ট। এই নাটকটি পূর্ববর্তী নাট্যকার লাইলি প্রভৃতি অপেক্ষা নাটকীয় ও শিল্পচেতনায় নিকৃষ্ট কিন্তু খেয়ালী কল্পনার বিলাস ও বাক্‌বৈদগ্ধ্যে অতুলনীয় ; ভেরোনার দুই ভদ্রলোক লাইলির প্রভাবান্বিত হলেও নাট্যকার গ্রীণের শিল্পধর্মের সঙ্গে অধিক সাদৃশ্য ধর্মান্বিত। স্ত্রী-চরিত্র সিলভিয়া ও জুলিয়ার চিত্রণে নাট্যকার অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তৃতীয় রিচার্ডে মার্লোর অনুকরণ থাকলেও চরিত্রচিত্রণে ও শিল্পচেতনায় মার্লো অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। বোলিংব্রোক প্রভৃতি চরিত্রের মধ্যে শেক্সপীয়রের শিল্পক্ষমতার পরিচয় সুস্পষ্ট। রোমিও-জুলিয়েট নাট্যকারের স্বকীয়তার পরিচয়বহ। প্রথম পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ নাটক Romeo and Juliet-এ (১৫৯৪) পরস্পর শত্রুভাবাপন্ন দুই পরিবারের ছেলে ও মেয়ে রোমিও (মন্টেগু) ও জুলিয়েট (ক্যাপুলেট) গভীর আন্তরিক প্রণয়াবেগে গোপনে বিবাহিত হল। রোমিও ক্যাপুলেট বংশের টাইবল্টকে হত্যা করে নির্বাসন দণ্ড পায়। জুলিয়েটের মাতাপিতা তার প্রবল অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিবাহের আয়োজন করে প্যারিসএর সঙ্গে। নিরুপায় জুলিয়েট যাজক লরেন্সের সহায়তায় বিষপান করে যা মৃতের মতো দেখালেও প্রকৃতপক্ষে আটচল্লিশ ঘণ্টা অজ্ঞান করে রাখে ; প্রভাতে পরম বেদনার সঙ্গে জুলিয়েটের মৃত

অনুমিত দেহকে বংশের সমাধিস্থলে লওয়া হয়। স্থির ছিল রোমিও সেখানে এসে জুলিয়েটকে নিয়ে দেশত্যাগ করবে। কিন্তু লরেন্সের প্রেরিত এই সংবাদ রোমিওর কাছে যাবার আগেই জুলিয়েটের মৃত্যু সংবাদ জ্ঞাত হয়ে রোমিও বিষ সমেত উন্মত্ত হয়ে সমাধিস্থলে যায়, সেখানে দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্যারিসকে হত্যা করে ও বিষপান করে। অতঃপর জাগ্রত জুলিয়েট সমস্ত দেখে রোমিওর ছুরিকার দ্বারা আত্মহত্যা করে। এই ট্র্যাজিডির মধ্যে যে সূক্ষ্মতা, পীনবদ্ধতা ও স্বাভাবিকতা দেখা যায় তা ছিল সে যুগে অদৃষ্টপূর্ব। চরিত্র-চিত্রণ, গ্রন্থন' ও অন্তিম পরিণতি (catastrophe) উৎকৃষ্ট। বলা যায়, শেক্সপীয়রের ট্র্যাজিডি রচনার প্রথম সার্থক সূচনা রোমিও জুলিয়েট।

(২) দ্বিতীয় পর্ব—ক্রমবিকাশ (১৫৯৫-১৬০০)। 'দি মার্চেণ্ট অফ্ ভেনিস' (The Merchant of Venice) (১৫৯৭), 'মিড-সামার নাইট্‌স ড্রিম', 'অ্যাজ ইউ লাইক ইট', 'চতুর্থ হেনরী' এ যুগে রচিত হয়েছিল। মিড সামার নাইটে শেক্সপীয়র আমাদের এক স্বপ্নালোকের মায়াপুরীতে নিয়ে গেছেন। যে উপাদানসমূহ পূর্বে রোমান্স জাতীয় সাহিত্যসৃষ্টিতে ব্যবহৃত হত তাদের শেক্সপীয়র সার্থক কমেডির অঙ্গরূপে সৃষ্টি করেছেন। কৌতুক উদ্ভাসিত নাটকীয় পীনবদ্ধতায় চরিত্রের সার্থক রূপায়ণে Puck-এর হিউমারের বর্ণচ্ছটায় নাটকটি অপূর্ব শিল্পমণ্ডিত। এ্যাজ ইউ লাইক ইট-এ (As You Like It) রোমান্টিকতার শ্রেষ্ঠ বিকাশ। হিংসা, দ্বেষ পরিপূর্ণ সমাজ থেকে দূরে আদর্শ শান্তিরাজ্যে কাহিনীর পরিবেশ। নির্বাসিত ডিউক ও তাঁর অনুচরবৃন্দ, রোজালিণ্ড সিলিয়া, অরল্যাণ্ডো, টাচ্‌ষ্টোন প্রভৃতি এই পটভূমিকাকে করেছে আরও উজ্জ্বল ও মাধুর্যমণ্ডিত। এই নাটকের প্রায় প্রতিটি অংশ আনন্দমাধুর্যের নিরবচ্ছিন্নতায় অপূর্ব সুখসৃষ্টি। রোজালিণ্ড অরল্যাণ্ডোর প্রেমকাহিনী, টাচ্‌ষ্টোনের হিউমার, এমন কি জেকসের cynicism-ও কাহিনীকে ইন্দ্রধনু বর্ণে রঞ্জিত করে তুলেছে। কেবল রোমান্সের চরম বিকাশে নয়, শিল্পকর্মে, কাহিনীগ্রন্থনে, মানবচরিত্রের সার্থক উপলব্ধিজাত প্রকাশে এই কাব্য সার্থক সৃষ্টি।

শেক্সপীয়রের কমেডিতে সুন্দরের আলপনা, যৌবন স্বপ্নের মদির বিকাশ, প্রাণের অপরূপ উজ্জ্বল প্রবাহ। এখানে শেক্সপীয়র বাস্তবের মৃত্তিকার

উপর কল্পনার রঙীন পুষ্প সৃজন করেছেন যা বৈচিত্র্যে মাধুর্যে সৌন্দর্যে রামধনুর সপ্তবর্ণী বিস্তারকে আনয়ন করে। তাঁর কমেডির প্রধান উপজীব্য প্রেম ; জীবন প্রেমের স্পর্শে সুন্দর মধুময়, প্রেম কখনও দূরদিগন্তের নক্ষত্র, জীবন তারই আলোকে প্রাতিস্বিক ভাস্বর। যৌবনের বিচিত্র বেদনা অশ্রু-গান হাসিতে এরা পূর্ণ। এই সাহিত্য যেন প্রেমের মাল্যরচনা এবং তার 'রক্তপত্রপুটে কম্পিত কুণ্ঠিত কত চুম্বন ইতিহাস রহিয়াছে ফুটে।' কমেডিতে কল্পনার অজস্র সমারোহ। সুন্দর কাল্পনিক রাজ্যে কাহিনীর অধিষ্ঠান যেখানে পরীদেবতারা মানবস্বভাবযুক্ত, নারীপুরুষের ভেদাভেদ অনুপস্থিত, জীবনের সমস্যা হাল্‌কা মেঘের মত স্বচ্ছন্দ প্রবহমান। হাস্য-রসিকতা এদের বৈশিষ্ট্য, তবে স্যাটায়ারের তীক্ষ্ণতার পরিবর্তে হিউমারের স্নিগ্ধ মাধুর্যে এরা দীপ্ত। কমেডিতে নায়িকার প্রাধান্য—তারা রূপবতী, বুদ্ধিনিপুণা, রসিকা এবং সর্বোপরি প্রেমের মহিমায় দীপ্যমান। কিন্তু প্রেম যৌবন-স্বপ্নের বর্ণাঢ্য উচ্ছ্বাস নয়, এক গভীর দার্শনিকতা এদের মর্মমূলে বিরাজিত। তা হল জীবনকে পূর্ণ সমৃদ্ধ রূপে লাভ করবার জন্য মূল্য দিতে হবে। দুঃখের সাধনায় পরমকে লাভ করা যায়। দুঃখের যজ্ঞ-অনল-জ্বলনে জন্মে যে প্রেম, দীপ্ত সে হেম, নিত্য সে নিঃসংশয়, গৌরব তার অক্ষয়।

(৩) তৃতীয় পর্ব—হতাশা ও বিষাদময়তার যুগ (১৬০০-১৬০৭)। এই যুগের সাহিত্যে শেক্সপীয়রের পূর্ণ প্রতিভার বিকাশ দেখতে পাওয়া যায়। বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডি হ্যামলেট (**Hamlet**), ওথেলো (Othelo ১৬০৪). কিং লিয়ার (**King Lear** ১৬০৬), জুলিয়াস সীজার (**Julius Cæsar**, ১৬০১) প্রভৃতি এই পর্বের অন্তর্গত।

দ্বন্দ্বই নাটকের প্রাণ এবং দুই বিরুদ্ধ প্রবল সংঘর্ষে নাটকীয়তার বিকাশ। নাটকীয় দ্বন্দ বিদ্যুৎস্ফুরিত হয় দুই পরস্পর-বিরোধী শক্তির মেঘমালার সংঘর্ষে। শেক্সপীয়রের ট্র্যাজেডিতে এই নাটকীয়তা তীব্র ও প্রচণ্ড আকার ধারণ করেছে। বহির্দ্বন্দ্বের এই তীব্র সংঘাত শেক্সপীয়রের ট্র্যাজেডিতে রূপায়িত, তবে বহির্দ্বন্দ্বই শেক্সপীয়রের নাটকের শেষকথা নয়। এই দ্বন্দ্ব যখন একক ব্যক্তি হৃদয়ে প্রচণ্ড বিক্ষোভ সৃষ্টি করে, মানবমন সৎ-অসৎ, পাপ-পুণ্যের তীব্র সংঘাতে বিদীর্ণ হয়ে যায়, কামনা-বাসনা অপরিমিত অভিলাষের জ্বালাময়ী স্পর্শ যখন শুভ চেতনা কল্যাণবোধকে ক্ষতবিক্ষত করতে চায়

তখনই সার্থক নাটকীয়তার সৃষ্টি। এই বহির্দ্বন্দ্ব ও অন্তর্দ্বন্দ্বের দুই ধারা শেক্সপীয়রের ট্র্যাজেডিতে অবিশ্রান্ত গতিতে প্রবহমান। হ্যামলেটের বাহিরের সংঘাত রাজা ক্লডিয়াস পলনিয়স প্রভৃতির সংগে; কিন্তু তার মন ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে প্রতিহিংসা ও নীতিবোধের দ্বন্দ্বে। ওথেলোর সংঘাত ইয়াগো, ক্যাসিও, ডেসডেমনার সঙ্গে, কিন্তু তার অন্তরের সংগ্রাম তার নিজেরই সঙ্গে। কিং লিয়র নাটকে দুই বিরুদ্ধ শক্তির দ্বন্দ্ব অতি স্পষ্ট, কিন্তু লিয়রের অসহ্য বেদনাময়তা রাজশক্তি, দম্ভ অথচ স্নেহ-প্রেম-করুণার আশ্চর্য মাধুর্য তার মনে এনেছে তীব্র হাহাকার। এই প্রচণ্ড অন্তর্দ্বন্দ্ব ও অন্তর্বেদনা পরিসমাপ্তি তার উন্মত্ততায়, কর্ডেলিয়ার মৃত্যুতে ও শেষপর্যন্ত রাজার জীবনাবসানে। ম্যাকবেথের বাইরের সংগ্রাম তীব্র কিন্তু ম্যাকবেথের মনে উচ্চাশা ও বিবেকের সংগ্রাম পূর্বোক্ত অপেক্ষা তীব্রতর; inner conflict বা অন্তর্দ্বন্দ্বেই শেক্সপীয়রীয় ট্র্যাজেডির অন্যতম স্বরূপ নিহিত। বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডি Hamlet (১৬০১) নাটকে হ্যামলেট আদর্শবাদী দার্শনিক, সংবেদনশীল। পিতার মৃত্যুর পর তিনি বিহ্বল তীব্র বেদনার্ত, কারণ পিতার মৃত্যু সন্দেহময়, এবং হ্যামলেটের মাতা স্বামীর মৃত্যুর অল্পপরেই হ্যামলেটের কাকার সঙ্গে বিবাহিত। আশ্চর্য, রাত্রিতে হ্যামলেটের পিতার প্রেতমূর্তি আবির্ভূত হয়ে সব ব্যক্ত করেছেন। হ্যামলেট দ্বিধাগ্রস্ত বিচলিত, তিনি পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণে তীব্র ব্যাকুল, কিন্তু অসমর্থ হচ্ছেন; রাজাকে পরীক্ষার্থে তিনি উন্মত্ততার ভাণ করেছেন, হ্যামলেটের দেওয়া ঔদাসীন্য আঘাত উন্মত্ততা তার প্রেমিকা ওফেলিয়ার চিত্তকে বিপর্যস্ত করে, সে মৃত্যু বরণ করে। হ্যামলেট রাজাকে হত্যা করেন, নিজেও আত্মহত্যা করেন। নাটকটি মনস্তত্ত্বপ্রধান—হ্যামলেটের অন্তর্দ্বন্দ্ব তার সত্তার বিক্ষুব্ধ অসহ্য দহন জ্বালা, কর্তব্য চেতনার দ্বন্দ্ব ট্র্যাজেডিকে গভীর করেছে। শেক্সপীয়র পুরাতন কথার রক্ত প্রতিহিংসাময় ঘটনাকে মনস্তাত্ত্বিকতায় গভীর করেছেন। হ্যামলেট কেন রাজাকে সত্বর হত্যা করেন নি, সে বিষয়ে পণ্ডিতদের বিভিন্ন মত—(১) চিত্তের দুর্বলতার জন্য হ্যামলেট সিদ্ধান্ত গ্রহণে অসমর্থ; (২) বহির্জগতের দুষ্করতার জন্য কর্তব্যহীনতা; (৩) বিষয়টি সম্বন্ধে শেক্সপীয়রও স্পষ্ট নন; (৪) পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির মধ্যেই বিলম্বের মূল, হ্যামলেট যার দ্বারা প্রভাবিত। নাটকটি

জীবনের মূল্যায়ন, শ্রেষ্ঠ মানব প্রকৃতপক্ষে সামান্য মৃত্তিকা অপেক্ষা অধিকতর মূল্যময় নয়।

আলংকারিকগণের মতে ট্র্যাজিডির নায়ক উচ্চবংশজাত সর্বগুণসম্পন্ন; তবে তাঁর চরিত্রের একটি দুর্বলতাই পতন আনয়ন করবে। গ্রীক নাটকে নিয়তিই নায়কের পতনের জন্য প্রায় অনিবার্যভাবে দায়ী। অধ্যাপক ব্র্যাডলীর মতে শেক্সপীয়রের নাটকে চরিত্রই হল নিয়তি, এর মধ্যে কিছু অত্যুক্তি থাকতে পারে, তবে সেটা একটা অভ্রান্ত সত্যরই অত্যুক্তি (The dictum that with Shakespeare character is destiny is no doubt an exaggeration; but it is the exaggeration of a vital truth).

শেক্সপীয়রের ট্র্যাজেডিতে শেষ পর্যন্ত একটা বিষাদময়তা এক প্রচণ্ড হাহাকারের মধ্যে নাটকের পরিসমাপ্তি ঘটে—বিরুদ্ধশক্তির পরাজয় ঘটে, কল্যাণবোধ শুভসত্তা শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করে। এই যে catastrophe বা অন্তিম পরিণতি, এরজন্য দায়ী কে? তিনটি উপাদানের সমন্বয়ে এই পতন সঙ্ঘটিত হয়—নাটকের নায়কের অন্তর্নিহিত দুর্বলতা, নিয়তি ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা এই তিনটি উপাদান অনিবার্য পরিণতির সূত্রজাল বয়ন করে চলে। ম্যাকবেথের মনের উচ্চাশা, লেডী ম্যাকবেথ ও উইচদের প্রভাব, নিয়তির অমোঘ নির্দেশের ফলে ডানকানের আগমন, ম্যাকবেথের অপচ্ছায়া দর্শন প্রভৃতি সবকিছুর সমন্বয়ে ট্র্যাজেডি গড়ে উঠেছে। রাজা লীয়র প্রতিকূল পরিবেশ ও নিয়তির বিষাক্ত অভিশাপে মৃত্যু বরণ করেন, এমন কি কর্ডেলিয়ারও মৃত্যু হয় এডগারের বিলম্বিত উপস্থিতিতে। ওথেলো সর্বনাশের চরম মুহূর্তে বলেছিল 'Who can control fate'; ক্যাসিয়াস ব্রুটাসকে বলেছিল

'The fault dear Brutus is not in our stars
But in ourselves.'

এই দুয়ের চিরন্তন সত্যের সমন্বয়েরই ভিতরই শেক্সপীয়রের ট্র্যাজেডির স্বরূপ নিহিত।

৪

চতুর্থ পর্ব—শান্ত প্রসন্নতার যুগ। জীবনের শেষ পর্বে প্রায় ১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে শেক্সপীয়রের কাব্যচেতনা ও শিল্পরীতিতে নতুন পালা বদলের যুগ। মানবজীবনের দুঃখবেদনা প্রতিহিংসার ভয়াবহরূপ তিনি দেখেছেন। অদমনীয় প্রবৃত্তি, অপরিমিত উচ্চাশা, রিক্ততার তীব্র বেদনা প্রকাশিত হয়েছে তাঁর কাব্যে। আজ সেই ডার্ক ট্র্যাজেডির যুগকে তিনি অতিক্রম করে এসেছেন, ট্র্যাজেডির কৃষ্ণমেঘ ভেদ করে সূর্যের প্রসন্ন রৌদ্র দেখা দিয়েছে। এই যুগ সৌন্দর্য, প্রশান্তি, ক্ষমা ও মিলনের মহামন্ত্রগুঞ্জরণে প্রসন্ন স্নিগ্ধ। এই নতুন কাব্যাদর্শের সঙ্গে কাব্যরীতি ও নাট্যাঙ্গিকে এসেছে পরিবর্তন। 'সিম্বেলিন', 'দি উইনটার্স টেল', 'দি টেমপেস্ট', প্রভৃতি এই যুগের কাব্য। এই পর্বের কাব্যগুলিকে রোমান্স বলা হয়। অধিকাংশ সমালোচকের মতেই এই পর্বের সাহিত্যে শান্ত প্রসন্নতার সুরটাই বেশী ফুটেছে। ষ্ট্রাটফোর্ডের শান্ত জীবন, উন্মুক্ত আকাশ, ফুল, পাখী প্রকৃতির সৌন্দর্যের অজস্র সমারোহ, গার্হস্থ্য প্রেমতন্ময়তা বিশেষতঃ কনিষ্ঠ কন্যার ভালবাসা সব কিছু মিলেই শেক্সপীয়রের জীবনের এই প্রসন্ন মুহূর্তটুকু গড়ে উঠেছিল। অবশ্য সমালোচক লিটন ষ্ট্রাচির মতে এই পর্বে শেক্সপীয়রের জীবনের প্রতি অনাসক্তির সুরটুকুই তীব্রভাবে ঝংকৃত। শেক্সপীয়রের নাট্যরীতির অসামান্যতা এই পর্বে পরিদৃষ্ট হয় না। তাঁর ট্র্যাজিডির দৃঢ়পিনদ্ধ শিল্পিত রূপ এই পর্বের কাব্যে অনুপস্থিত। কিন্তু ডঃ টিলিয়ার্ড এই মতের বিরোধিতা করে দেখিয়েছেন যে শেক্সপীয়রের শেষ কাব্যসমূহ প্রাণস্পন্দনে ছন্দোবন্ধে, উপমারূপকের অভিনবত্বে ও কাব্যিক উৎকর্ষে অপরূপ শিল্প রূপায়িত।

The Winter's Tale (১৬১০) নাটকে সিসিলির রাজা Leontes তাঁর রাজ্যে অতিথি বাল্যবন্ধু বোহেমিয়ার রাজা Polixenesকে মিথ্যা সন্দেহ করায় পলিক্সেনেস পলায়ন করেন ও লিওনটেসের সাধ্বী স্ত্রী Hermione কারারুদ্ধ হন ও সেখানে একটি কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করে। কন্যাকে রাজা সমুদ্রে ভাসিয়ে দেন, রাণীর নির্দোষিতা প্রতিপন্ন হওয়া সত্ত্বেও তিনি ক্ষমা না পাওয়ায় অসুস্থ হন এবং প্রচারিত হয় যে, তিনি মৃত।

তৎপরে রাজার একমাত্র পুত্রের মৃত্যু রাজাকে চকিত করে। তিনি উপলব্ধি করেন তাঁর মূঢ়তা অপরাধ। ষোল বছর পর। লেওনটেসের সমুদ্রে ভাসানো কন্যা Perdita পলিকসেনেসের পুত্র Florizelএর সঙ্গে প্রণয়ে লিপ্ত। পলিক্সেনেস ক্রুদ্ধ হওয়াতে তারা বোহেমিয়া থেকে সিসিলিতে পলায়ন করে। পরিপূর্ণ মিলনে নাটকের সমাপ্তি। অনুতপ্ত আহতচিত্ত লেওনটেসের সঙ্গে হরিমওনের, পিতার সঙ্গে কন্যার, দুই বন্ধুর এবং প্রেমিক-প্রেমিকার মিলনে নাটকের মধুময় উপসংহার। The Tempest (১৬১১) শেক্স-পীয়রের শেষ রচনা। কাহিনীর পটভূমি অসীম সমুদ্রের মধ্যস্থিত দ্বীপ। সেখানে Prospero ও তাঁর কন্যা Miranda স্বরাজ্য থেকে প্রসপেরোর ভাই Antonio কর্তৃক ষড়যন্ত্রে রাজ্যচ্যুত ও নির্বাসিত। একদিন প্রসপেরো দেখলেন জাহাজে করে যাচ্ছে তার ভাই এণ্টনিও ও তার সাহায্য-কারী Alonso ও এ্যালোননোর ছেলে Ferdinand. প্রসপেরো যাদুবিদ্যার দ্বারা সমুদ্রে ঝড় তুললেন ও মানুষদের দ্বীপের বিভিন্ন দিকে আনলেন। ফার্দিনান্দ ও মিরান্দা পরস্পরকে দেখে ভালবাসল। দ্বীপে সুন্দর আত্মা Ariel ও অর্ধপশু Calibanএর সাহায্যে প্রসপেরো সব কাজ করলেন। ক্যালিবান প্রসপেরোকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিল, তা নির্মূল করা হল। এণ্টেনিও ও এ্যালেনজো পুরাতন অপরাধের জন্য প্রকৃত অনুতপ্ত, তারা ক্ষমা প্রার্থনা করল। সকলের মিলন-ভালবাসার মধ্যে নাটকের সমাপ্তি।

রোমান্সত্রয়ীতে উচ্চ আদর্শ, নৈতিকতা ও কল্যাণবোধ বাণীরূপে প্রকাশিত ; বিষয়বস্তু ট্র্যাজিক হলেও শেষপর্যন্ত শুভত্বকে সূচিত করে। ডেসডেমনার মত ইমোজেন (সিম্বেলিন) ও হার্মিওন (উইনটার্স টেল) নিষ্ঠুর অত্যাচার সহ্য করেছে। রাজা লীয়রের মত প্রসপেরো রাজ্য থেকে বিতাড়িত হয়েছে তথাপি ট্র্যাজেডির বিষণ্ণময়তা ও ভয়াবহতা সমগ্র কাব্যকে পরিব্যাপ্ত করেনি ; ক্ষমা মিলনবোধ ও শান্তির প্রসন্নতার মধ্যে কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটেছে, পুণ্য ও ধর্মবোধ পাপবোধকে পরাজিত করেছে। এই সুখ চেতনা কবির সুগভীর জীবনদর্শনের ফল। সিম্বেলিন নাটকে শেষ পর্যন্ত রাজা তার পুত্র-কন্যাদের সঙ্গে মিলিত হন। ইমোজেন তার প্রতি অন্যায়কারী স্বামীকে লাভ করল, রোম সাম্রাজ্যের সঙ্গে ব্রিটেনের মিলন স্থাপিত হয়। "দি টেমপেষ্ট" এক মায়াময় রূপলোকে আমাদের নিয়ে যায়। প্রসপেরোর

ঐন্দ্রজালিকতা, মিরান্দার স্বর্গীয় প্রেম, অর্ধমানবশিশু ক্যালিবানের রূপমুগ্ধতা, এরিয়লের সৌন্দর্য সংগীত এক ইন্দ্রধনুবর্ণসদৃশ কল্পলোকের সৃষ্টি করেছে, এবং শেষ পর্যন্ত প্রাথমিক বিষাদময়তা অতিক্রম করে এক মহামিলনের মন্ত্র-গুঞ্জরণ ধ্বনিত হয়েছে নাটকের মধ্যে।

কবিতাবলী :—'ভেনাস এণ্ড এডনিস' (Venus and Adonis) শেক্সপীয়রের প্রথম জীবনে রচিত। ভেনাস ও এডনিসের সুপ্রাচীন কাহিনী অবলম্বনে (সিসিলির কবি থিওক্রিটাস ওরিয়ন, ওভিদ—মেটামরফসিস·) শেক্সপীয়র এই গ্রন্থ রচনা করেন। এই কাব্যকে শৃঙ্গাররসের কাব্য বলা যায়। প্রেমের মাধুর্য, প্রেমের উদ্দেশ্য ও স্বরূপ এই কাব্যে প্রকাশিত হয়েছে। এর পরে 'দি রেপ অফ লিউক্রিস' রচিত হয়, এই গ্রন্থে কামনার বিষময় ফল সম্বন্ধে সচেতন করা হয়েছে : প্রেমহীন কামনা যে সর্বনাশ সাধন করে সেটাই এই কাব্যের বক্তব্য। যতদূর মনে হয় কবি তার বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক আর্ল অফ সাউদাম্পটনকে উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য সাবধান করেছিলেন এই কাব্যে। **সনেট**—বার্ণার্ড শ দুঃখ করে বলেছিলেন যে, শেক্সপীয়র যদি নাটক কিছু কম লিখে অন্ততঃ একটা ভূমিকা রচনা করতেন তাহলে শেক্সপীয়র মানুষটা কেমন ছিলেন, তাঁর জীবনবোধ চেতনা ইত্যাদি কিরূপ ছিল তা আমরা জ্ঞাত হতে পারতাম। ব্রাউনিংএর ভ্রূকুটিকে অস্বীকার করে বলেই সনেটগুলির মধ্যে শেক্সপীয়রের ব্যক্তিস্বরূপ যেন অনেকটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যে মানুষ শেক্সপীয়র বাস্তব জীবনচেতনার ঊর্ধ্বচারী এক রহস্যময় মহামানবরূপে আমাদের কাছে প্রতিভাত, সেই নৈর্ব্যক্তিকস্বরূপ মহামানবের হৃদয় যেন উন্মোচিত করেছে এই সনেটগুচ্ছ। ওয়ার্ডসওয়ার্থ শেক্সপীয়রের সনেট সম্বন্ধে বলেছেন—

With this key
Shakespeare unlocked his heart.

শেক্সপীয়রের অধিকাংশ সনেটই ১৫৯৪ খ্রীষ্টাব্দের নিকটবর্তী সময়ে রচিত হয়েছিল। সনেট রচনা এই যুগে বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছিল। তবে শেক্সপীয়র ইতালীয় রীতি অনুসরণ না করে স্বকীয়তায় মণ্ডিত করে প্রকাশ করেছেন। সনেটগুলি আলোচনাকালে কয়েকটি জটিল প্রশ্নের সম্মুখীন হতে

হয়। প্রথমেই মনে হয় এগুলো নিছক প্রথানুগ বা literary exercise কি না, অথবা এক লেখকের অন্তর্জীবনের কুহেলিকাচ্ছন্ন ইতিহাস। তারপর মনে জাগে কবির উদ্দিষ্ট বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষকের পরিচয় কি। এই ব্যক্তি হয়ত আর্ল অফ সাউদাম্পটন। কৃষ্ণবর্ণা রমণী কে ছিলেন—মেরি ফিটন না অন্য কেউ? প্রতিদ্বন্দ্বী কবি কে—জনসন না চ্যাপম্যান? এই সব জটিল প্রশ্নের গবেষণাজাত উত্তর যাই হোক, আমাদের বিচার্য এই সনেটগুলি কবিতা হিসাবে কতদূর সার্থকতা লাভ করেছে। সনেটের মোট সংখ্যা ১৫৪। প্রথম ১২৬টি বন্ধুপৃষ্ঠপোষকের উদ্দেশ্যে রচিত; ১৫২ পর্যন্ত তন্বীশ্যামায় অর্পিত; অপর দুইটি প্রণয় দেবতার প্রথানুরূপ বন্দনা। বন্ধুসম্ভাষণে সখ্যপ্রীতি, বন্ধুকে বিবাহ প্রেরণা, সুন্দর উজ্জ্বল সুকান্ত যুবকের প্রতি অনুরাগে আনন্দ, বিচ্ছেদবেদনার মর্মযন্ত্রণা, বিশ্বাসঘাতকতার রূঢ়াঘাত কাব্যে রূপবিধৃত। সহজমন প্রেমিক শেক্সপীয়র আপনার সত্তাকে নিভূ‍ষণ সারল্যে, মুক্তাদ্যুতিতে ঝলসে তুলেছেন শ্যামাঙ্গিনী দ্বিচারিণী প্রেয়সীর প্রেমানুরাগে। অপ্রতিরোধ্য আসক্তি যৌবনমদির রসোচ্ছলতা আতপ্ত কামনায় এই সনেটগুলি রোমান্টিক ইন্দ্রিয় সংবেদনায় সংরক্ত। প্রসঙ্গ-প্রযুক্তিতে অসামান্য যে কোন সনেট উল্লেখ করা যায়—

Shall I compare thee to a summer's day?
Thou art more lovely and more temperate:
Rough winds do shake the darling buds of May,
And Summer's lease hath all too short a date:
Sometime too hot the eye of heaven Shines,
And often is his gold complexion dimm'd;
And every fair from fair Sometime declines,
By chance, or nature's changing course untrimm'd;
But thy eternal summer shall not fade
Nor lose possession of that fair thou ow'st,
Nor shall death brag thou wandes'st in his shade,
When in eternal lines to time thou grow'st;
So long as men can breathe, or eyes can see,
So long lives this, and this gives life to thee.

সনেটগুচ্ছ প্রকৃতই শৈল্পিক উৎকর্ষতায় অপূর্ব। এই সনেটগুচ্ছ আমাদের এক অনাস্বাদিত সৌন্দর্যের স্বাদ দেয়। রীতি ও ভাবের বিচারে একদিকে আছে দৃঢ়পিনদ্ধ আঙ্গিক, অপর দিকে অনুভূতির অসামান্য তীব্রতা ও

গীতলতা। মৃত্যুভাবনা, বন্ধুপ্রীতি, নারীপ্রেম প্রভৃতি সনেটগুলির বিষয়বস্তু। প্রত্যেকটি সনেট মুক্তোর মত—কোনটি অশ্রুতে সিক্ত, বেদনায় স্থির দীপ্ত, আর প্রণয়াবেগে রক্তিম। কাব্যমন্ত্রে পরিশুদ্ধ হয়ে এরা সাহিত্যের দরবারে চিরস্থায়ী আসন পেয়েছে।

৫

শেক্সপীয়রের সমসাময়িক ও পরবর্তী নাট্যকারগণ

Ben Jonson (বেন জনসন ১৫৭৩—১৬৩৭ **)**—জনসনের সাহিত্যে একদিকে বিখ্যাত সমসাময়িকদের তীব্র ও তীক্ষ্ণ আক্রমণ, অপরদিকে শেক্সপীয়র প্রমুখের বিপরীতপন্থী সুপরিকল্পিত নাট্যতত্ত্বকে অনুসরণ। বেন জনসনের সমালোচনা ক্ষুদ্র ঈর্ষাদ্বেষহীন। তিনি মহৎ প্রতিভাকে ব্যঙ্গ করলেও অপূর্ব স্মরণীয় শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেছেন শেক্সপীয়রকে, যার শিল্পসৃষ্টি হল not of an age, but for all time. দ্বন্দ্বসংকুল মন থাকলেও বেন জনসনের অজেয় সততা ও মহৎ ব্যক্তিত্ব ছিল এবং এই বোধই তাঁর সমালোচনাকে ক্ষুদ্রতার উর্ধ্বচারী এক মহান সত্যাভিমুখী করেছে।

বেন জনসনের প্রবণতা ক্লাসিক সাহিত্যের প্রতি। তিনি শেক্সপীয়রের অননুরূপ মানবজীবনের খণ্ডাংশের উপর তাঁর আশ্চর্য আর্টের মায়াবী আলো ফেলেছেন। জীবনের সমগ্রতা তাঁর সাহিত্যে রূপায়িত নয়, তিনি মানুষের ভাব ও চরিত্রের ব্যঙ্গকার, জীবনরূপকার নহেন। তিনি প্রথমে নীতিবাদী, পরে শিল্পী। কিন্তু তাঁর সাহিত্য রচনার ক্ষেত্র বহুমুখী—ট্রাজেডি, কমেডি, মাস্ক বা প্রহসন সর্বত্রই বেন জনসনের প্রতিভা তার অনশ্বর স্বাক্ষর রেখে গেছে। বেন জনসনের 'masques' রচনায় গ্রাম্য গাথা ও ক্লাসিক রূপকল্পনার অপরূপ প্রকাশ পাই ; উজ্জ্বল আনন্দদীপ্ত 'ইণ্টারলুড'ও খেয়ালী কল্পনার সমন্বয়ে অপরূপ। গীতল মাধুর্যের প্রকাশ, কল্পনার বিস্তৃতিতে অনেক সমসাময়িক তাঁর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কিন্তু এই মাস্কগুলিব সর্বাঙ্গীণ উৎকর্ষ এবং পাণ্ডিত্য ও কল্পনার সংমিশ্রণ দৃষ্ট হয়। আনন্দের উচ্ছ্বসিত দীপ্তি, কল্পনার অনুপম মাধুর্যে এই সাহিত্যসৃষ্টি সার্থক শিল্পিত। এর অনুরূপ অসমাপ্ত গ্রাম্যগাথা The Sad Shepherd কবির সুখাবিষ্ট চেতনা ও আনন্দ

রসোদ্বেলতার শিল্পিত প্রকাশ। জনসনের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য—এভরিম্যান ইন হিজ্ হিউমার (১৬০১) ; এভরি ম্যান আউট অফ হিজ্ হিউমার (১৬০০) ; সিনথিয়া'জ রেভল্স (১৬০১) ; সেজানাস হিজ্ ফল (১৬০৫) ; ভলপোন অর দি ফক্স (১৬০৭) ; দি এ্যালকেমিস্ট (১৬১২)।

এক অর্থে যদি মৌলিকতাকে সৃষ্টির চরম বলিয়া ধরা হয়, তাহলে বেন জনসন শেক্সপীয়র অপেক্ষা মৌলিক স্রষ্টা। শেক্সপীয়র সমসাময়িক রঙ্গমঞ্চের ক্রটি সম্বন্ধে সচেতন হলেও একে গ্রহণ করেছেন, সাধারণের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক সহানুভূতির, কিন্তু জনসন এলিজাবেথীয় নাট্যকলার ঘোর বিরোধী ; এবং তিনি নিজের রুচি পছন্দ, ধারণা ও তত্ত্বানুযায়ী তাকে গঠন করেছেন। শেক্সপীয়র পূর্বধারাকে মেনে নিয়েছেন, জনসন আপনার বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। Everyman In His Humour-এ জনসনের নাটকের কেন্দ্রীয় সুর ধ্বনিত। জনসন তাঁর চরিত্রাবলীকে 'হিউমার'-এর সহযোগে অতিরঞ্জিত করে চিত্রিত করেছেন, যেমন করে ব্যঙ্গ চিত্রশিল্পী কোন বিশেষ অঙ্গকে বৃহৎ আকারে চিত্রিত করে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। জনসনের প্রকৃতি ব্যঙ্গপ্রবণ এবং তাঁর শিক্ষা তাঁকে করেছে বাস্তববাদী। 'এভরি ম্যান'-এ তাঁর স্বকীয়তা প্রতিফলিত। এই নাটকের চরিত্রাবলী ইংরাজ ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাজাত। নাটকে কতকগুলি অসাধারণ খামখেয়ালী চরিত্রের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। প্রত্যেকের আছে তার নির্দিষ্ট 'হিউমার'—বিশেষ মেজাজ ও উদ্ভটত্ব, মানসিক বিকৃতি বা খেয়াল। ব্যঙ্গ রচনায় জনসন অনেকটা ডিকেন্সধর্মী যদিও ডিকেন্সের হাস্যরসের উজ্জ্বলতা ও সমপ্রমাণতা তাঁর নাটকে নেই। এই গ্রন্থে স্বেচ্ছা-উৎপীড়িত পিতা, কবিপুত্র, ঈর্ষিত স্বামী, বণিক, দুইজন ফুলবাবু, সৎ আশাবাদী ম্যাজিস্ট্রেট সর্বোপরি শ্রেষ্ঠতম ববেডিল তাদের হিউমারের চরম নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। বৃথা বাক্যাড়ম্বরকারী ববেডিল ফলষ্টাফের সঙ্গে তুলনীয়, যদিও এই চরিত্র নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্যে অতুলনীয়। Every Man Out of His Humour খণ্ডবিচ্ছিন্ন রূপ বিচারে সুন্দর, কিন্তু সামগ্রিক হিসাবে ব্যর্থ ও কৃত্রিমতা দোষে দুষ্ট। Cynthia's Revels-এ তীব্র ব্যঙ্গ ও ব্যাজস্তুতিমূলক আক্রমণ বিশেষ উপভোগ্য, নাটকটির কাব্যিক মূল্যও অস্বীকার করা যায় না। Volpone or the Fox (প্রকাশিত ১৬০৭, অভিনীত ১৬০৫) জনসনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কমেডি, নাট্যকারের

খেয়ালী কল্পনার শিল্পপ্রকাশ। ভলপোন কৃপণ কিন্তু ধনসঞ্চয় অপেক্ষা বিচিত্র কুটিল উপায়ে ধনসংগ্রহ করাতেই তার কৃতিত্ব। কৌশলী তীক্ষ্ণধী ও দুর্নীতিপরায়ণ ভলপোন চরিত্রটি সার্থক, বিচিত্র কাহিনী চাতুর্যময় ও সুগ্রথিত। তবে যে গুণের প্রাচুর্যে বেন জনসন অপেক্ষা শেক্সপীয়র শ্রেষ্ঠ সেই মানবিকতার অভাবই নাটকটিতে নিষ্প্রাণ কাঠিন্য এনে দিয়েছে। নাটকের পটভূমি ভেনিস। ভলপোন মৃত্যুশয্যায় শয়নের ভাণে তার অসৎ প্রকৃতির ভৃত্য Mosca দ্বারা আকর্ষণ করে কিছু নীচমনা লোভী মানুষ Corbaccio, Corvino, Voltore প্রভৃতিকে যাদের প্রত্যেককে স্বতন্ত্রভাবে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে যে, মুমূর্ষু ভলপোনকে তাদের অর্থসম্পদ দান করলে ভলপোনের মৃত্যুর পর তার সম্পত্তির অধিকারী হবে। এই চাতুর্যের পরও গৃধ্নু মানবচরিত্র অভিজ্ঞ অতি বুদ্ধিমান ভলপোন ক্ষান্ত হল না। যে করভিনোর সুন্দরী স্ত্রী Celiaর প্রণয়াসক্ত হয় ও তাকে গ্রাস করাব প্রয়াসে সে ধরা পড়ে। সশয্যশিবিকায় বাহিত সে বিচারালয়ে ভৃত্য মস্কার দ্বারা জ্ঞাপন করায় যে, সে অসুস্থ, কথাবার্তায় অক্ষম, প্রতিপক্ষরা নীরব হয়। ভলপোন শেষ আর একটি কৌশল করে, ঘোষণা করে যে, সে মৃত, মস্কাই তার উত্তরাধিকারী। এই কৌশল মারাত্মক হয়ে দেখা দেয়। অর্থসম্পত্তি পরিত্যাগে অনিচ্ছুক মস্কার মতলব ভাঙবার জন্য ভলপোন তার সমস্ত কৌশল ষড়যন্ত্র প্রকাশে বাধ্য হয় ও ভলপোন অপমানিত হয় ও শাস্তিলাভ করে।

The Alchemist (১৬১০) নাটকের পটভূমি প্লেগ আক্রান্ত লণ্ডন, যেখান থেকে ভয়ার্ত ধনীব্যক্তিরা গ্রামাঞ্চলে পলায়ন করছে ভৃত্যদের গৃহের তত্ত্বাবধানে রেখে। এইরূপ Lovewitএর অনুপস্থিতিতে তার একটি গৃহে ভৃত্য Face প্রবঞ্চক স্পর্শমণিবিশারদ Subtleএর সঙ্গে বারবণিতা Dol Commonএর সহযোগিতায় পরশপাথরের সাহায্যে সোনা তৈরীর জন্য অনেককে প্রতারিত করে—তাম্রকূট বিক্রয়কারক Abel Drugger, করণিক Dapper, অর্থগর্বী Sir Epicure Mammon প্রভৃতি। লাভউইট-এর আকস্মিক উপস্থিতিতে এই বিচিত্র ষড়যন্ত্র ধরা পড়ে। The Alchemist জনসনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক, চাতুর্যময় ও প্রহাসনিক কাহিনী সুগ্রথিত, অধিক বাস্তববোধসম্পন্ন। বিশুদ্ধ কমেডি এই নাটকটি ভলপোনের মত

অমিত্রাক্ষরে রচিত। কোলরিজ 'দি এ্যালকেমিষ্টের' কাহিনী গ্রন্থনকে অত্যুৎকৃষ্ট বলে উল্লেখ করেছেন। জনসন দুইটি রোমান ট্র্যাজেডি রচনা করেন—Sejanus—His Fall (১৬০৩) ও Catiline—His Cons. piracy (১৬১১)। এই দুই নাটকে জনসন ট্র্যাজেডী সম্বন্ধে এ্যারিষ্টটলও মধ্যযুগের রীতি অনুসরণ করেন। নাটকের প্রাচীন রীতি অনুবর্তন ছাড়াও জনসন এই দুই নাটকে ঐতিহাসিক উপাদানের প্রতি অধিকতর মনোযোগী। যে সকল উপাদান নাটকীয় সংঘাত ও চরিত্র সৃষ্টিতে উপযোগী সেইগুলির প্রতি শেক্সপীয়রের দৃষ্টি স্থির নিবদ্ধ; কিন্তু পণ্ডিত জনসন তথ্য ও যুগের প্রতি বেশী দৃষ্টি দিয়েছেন। তাঁর নাটকে সুগভীর পাণ্ডিত্য, তথ্যপঞ্জী বাস্তবচেতনা ও মননের পরিচয় স্পষ্ট। কিন্তু বর্ণোজ্জ্বলতা, প্রাণচাঞ্চল্য ও মানবিক সংবেদনা তাঁর ঐতিহাসিক নাটকে অনুপস্থিত। 'সেজানাস—তাঁর পতন'-এ ঐতিহাসিক তথ্য-চেতনা স্পষ্ট নয়। সেজানাসের মনের সামগ্রিক রূপ কয়েকটি সুগ্রথিত প্রশংসনীয় দৃশ্যের মধ্যে উদ্ঘাটিত হয়েছে। সেজানাসের পতনের বর্ণনার দৃশ্য শিল্পসংগ্রন্থনে উৎকৃষ্ট; কয়েকটি অপ্রধান চরিত্র রূপায়ণও সুন্দর। সর্বোপরি রোম সাম্রাজ্যের একটি বিশ্বস্ত চিত্র এই নাটকে ফুটে উঠেছে। 'ক্যাটিলাইন'এ ষড়যন্ত্রকারীদের চরিত্রের রূপ সার্থক প্রকাশিত। পুরুষ চরিত্রের মধ্যে বৈচিত্র্য থাকলেও জনসন নারী চরিত্রকে সুঅঙ্কিত ও জীবন্ত করতে পারেন নি—ফালভিয়া, সেমপ্রোনিয়া পরিচারিকা প্রভৃতির চরিত্র তীব্র ব্যঙ্গ ও কমেডির উপকরণ। নাটক পাঠে দেখা যায় রোম সাম্রাজ্যের অধঃপতনের কারণ সম্বন্ধে জনসন অবহিত ছিলেন। প্লট বিচারে, চরিত্র রূপায়ণে, শৈল্পিক উৎকর্ষতায় ক্যাটিলাইন অপেক্ষা সেজানাস শ্রেষ্ঠ।)

বোমণ্ট ও ফ্লেচার

বোমণ্ট ও ফ্লেচারের রচনা পরস্পর অঙ্গাঙ্গীসূত্রে আবদ্ধ। 'নাটকের যমজ আত্মাদ্বয়'এর রচনা অভেদ্য ও অবিচ্ছেদ্য রূপ ও বাণী নিয়ে প্রকাশিত। কল্পনার বিস্ময়কর সাধর্ম্য তাঁদের মধ্যে একাত্মতা এনেছিল এবং উভয় রচিত একই নাটকে এই সাধর্ম্য বিরাজিত। এই উভয়ের নাটকের বর্ণিত জগত দৈনন্দিন জগতের পরিচিতি আনয়ন করে না। রাজকীয় জীবনের পটভূমিকায়

তাঁরা প্রকাশ করেছেন আবেগ বাহুল্য—কখনও তা বিকৃত, অস্বাভাবিক; কখনও সেন্টিমেন্টের তীব্র প্রবাহ। নাট্যাঙ্গিকে আছে বিস্তৃতি ও বৈচিত্র্য, নাট্যরূপ বিচিত্র কৌশল সমন্বিত ও সুশিল্পিত। তাঁদের নাটকে গীতাংশ কোমল লাবণ্যময় ও ইমোশানাল।

· **Beaumont** (১৫৮৪—১৬১৬)—লাইসেষ্টায়ারের গ্রেস ডিউতে জন্মগ্রহণ করেন এবং পেমব্রোক কলেজে অধ্যয়ন করেন। লণ্ডনে আইন পড়বার কালে তিনি রঙ্গমঞ্চের অনুরাগী হন ও এর জন্য লিখতে সুরু করেন। ১৬০২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কবিতা রচনা করেন 'দি মেটামরফসিস অফ টোবাকো' এবং পর বৎসর রচনা করেন 'সালামাসিস' ও 'হার্মাফ্রোডাইট্স'। এর পর তিনি নাট্যমঞ্চের জন্য লিখতে আরম্ভ করেন এবং জনসনের অনেক নাটকই তাঁর প্রশংসামূলক কবিতা সমন্বয়ে প্রকাশিত হয়। মনে হয়, বোমণ্টই জনসনের 'সেজানাস' নাটকের ভূমিকায় উল্লেখিত তাঁর 'second hand'. বোমণ্টের শেষ রচনা রাণীর বিবাহ উপলক্ষে রচিত মাস্ক। প্রায় একই সময়ে তাঁর বিবাহ হয় যদিও মিলনকে সম্পূর্ণ উপভোগ ও উপলব্ধি করতে তিনি পারেন নি। ১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

. **ফ্লেচার (Fletcher** ১৫৭৯—১৬২৫)—সাসেক্সের 'রাই'এ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন লণ্ডনের বিশপ। ছাত্র হিসাবে তাঁর পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রতিভাবান নাট্যকার হিসাবে খ্যাত হবার পর তিনি অকস্মাৎ মারা যান।

বোমণ্ট ও ফ্লেচার একক অথবা মিলিতভাবে প্রায় ৫২টি নাটক রচনা করেন। পণ্ডিতরা অনেক গবেষণার পর তাঁদের ব্যক্তিগত একক রচনাকে নির্দিষ্ট করতে সমর্থ হয়েছেন। বোমণ্ট লিখেছেন—The Woman Hater (১৬০৭), The Maske of the Gentlemen...প্রভৃতি। ফ্লেচার লিখেছেন The Faithful Shepheardesse ; The Mad Lover ; The Pilgrim ইত্যাদি। উভয়ে লিখেছেন—The Maid's Tragedy (১৬১৯) ; Philaster ; The Knight of the Burning Pestle প্রভৃতি। শেষোক্তটি প্রহসনাত্মক রচনা—লণ্ডনের সাধারণ মানুষ নিজেকে নাইট মনে করেছে ও নায়িকার স্বপ্ন দেখছে। এই গ্রন্থে রোমান্টিকসাহিত্যপঠিত মধ্যযুগের নায়ক হতে ইচ্ছুক নগরবাসীদের প্রতি ব্যঙ্গ ও নগরেব শূন্যগর্ভ অহমিকাকে আঘাত করা

হয়েছে। 'ফাইলেস্টার' বারংবার শেক্সপীয়রকে স্মরণ করায়। নায়ক কখনও হ্যামলেট, কখনও ওথেলোর মত। সুন্দরী নায়িকা ইউফ্রেজিয়া টুয়েলফ্‌থ নাইটের ভায়োলার মত ভৃত্যের ছদ্মবেশে ফাইলেস্টারকে লাভ করবার জন্য ব্যাকুল। 'দি মেড্‌স ট্র্যাজেডি'তে রাজার সঙ্গে এভাডনির অবৈধ প্রণয়, এ্যামিনটরের সঙ্গে তার বিবাহ, এভাডনি ভ্রাতা মেলানটিয়াসের যুদ্ধান্তে আগমন, এভাডনি বিবাহিতা হলেও রাজাকে প্রণয়ী করায় ক্ষোভ, উত্তেজনা ও তার পরামর্শে এভাডনি কর্তৃক রাজহত্যা, এভাডনির আত্মহত্যা ও এ্যামিনটরের তরবারিতে তার প্রণয়িনী ও বাগ্‌দত্তা এ্যাসপেসিয়ার মৃত্যু—এই নাটকের কাহিনী। সুগ্রন্থিত কাহিনী, উৎকৃষ্ট বিন্যাস, প্লটের চমৎকারিত্ব ও দৃশ্যের উৎকর্ষে এটি গ্রন্থকারদ্বয়ের শ্রেষ্ঠ রচনা। বিভিন্নমুখী প্রতিভার বিকাশে, উদ্ভাবননিপুণতায়, গ্রন্থনচাতুর্যে এলিজাবেথীয় অপ্রধান নাট্যকারদের ভিতর ফ্লেচারই শ্রেষ্ঠ। গীতল মাধুর্যময় ও আনন্দোজ্জ্বল কবিতা, শিল্পিত রূপচেতনা ও কারুকৌশলের সঙ্গে জীবনদর্শনের অগভীরতা ও নীতিহীনতা সংযোগে সিরিওকমিক বা ফার্সিকাল কমেডির উদ্ভব হয়েছে তাঁর হাতে। তাঁর লঘুচপল শিল্পচেতনা কমিক রোমান্সকে (যথা, দি পিলগ্রিমস্) এক কৌতুকময় রূপ-কথায় পরিণত করেছে। ফ্লেচার উঁচুদরের রূপশিল্পী। তাঁর চরিত্রায়ণও তীক্ষ্ণ, মননসমৃদ্ধ ; কিন্তু ফ্লেচারের জীবনদর্শনের গভীরতা ছিল না এবং এর অভাবে তাঁর নাটক প্রথম শ্রেণীর সৃষ্টি হয়ে ওঠে নি। বোমণ্ট-এর কাহিনীর বিষয়বস্তু রোমান্টিক অথবা ট্র্যাজিক। তাঁর কবিতা স্বচ্ছ, সুন্দর, ভাবদ্যোতক ও অভিনব তানলয়বিশিষ্ট। ছন্দোনৈপুণ্য, বিশিষ্ট বাক্‌রীতি প্রয়োগ ও সুগভীর কল্পনার সম্মিলনেই তাঁর সাহিত্য। শেক্সপীয়র ও জনসন ব্যতিরেকে তিনি সে যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ষ্টাইলশিল্পী। কিন্তু চরিত্রচিত্রণ ও প্লট বিচারে তাঁর দুর্বলতা পরিস্ফুট। বিশুদ্ধ কমেডির নিদর্শনও তাঁর সাহিত্যে পাওয়া যায়।

জন ওয়েবষ্টার (John Webster, ১৫৮১—১৬২৫)

বোমণ্ট ও ফ্লেচার-এর ট্র্যাজেডি যথার্থ শেক্সপীয়রসুলভ স্বাভাবিক ও গভীর ভাবদ্যোতক নয় ; অবশ্য এই অক্ষমতা তাঁদেরই মাত্র ছিল না। সপ্তদশ শতকের প্রথম চার দশক পর্যন্ত কিছু ট্র্যাজেডি রচনা হতে থাকে স্বাভাবিকত্ব পরিহার করে ও অদ্ভুত অপ্রাকৃত বা রক্তাক্তময় রূপে। এই পর্বের ট্র্যাজেডি-

রচয়িতাদের ভিতর John Webster বিশিষ্ট এবং তিনি দুইটি নাটকের জন্য বিখ্যাত—The White Devil (১৬১১) ও The Duchess of Malfi (১৬১৪)। এই যুগের নাট্যকারদের সৎ অসৎ বা নৈতিকতাবোধের কোন বালাই ছিল না এবং এই নাটকদ্বয়ে সেই জীবন সত্যের প্রকাশ। 'হোয়াইট ডেভিল' নায়িকা ভিত্তোরিয়াকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। সৌন্দর্যময়ী, সাহসিনী কিন্তু চরিত্রহীনা ভ্রষ্টা রমণী ভিত্তোরিয়ার অবৈধ প্রণয়, হত্যা-ষড়যন্ত্র, বিচার ও অন্তিম মহিমময় মৃত্যু নাটককে উৎকৃষ্ট শিল্প করে তুলেছে ; যদিও অতি নাটকীয়তা, কৃত্রিমতা প্রাধান্য পেয়েছে সর্বত্রই। নাটকের উল্লেখ্য অংশ ভিত্তোরিয়ার (ও পাডুয়ার ডিউকের-যে তার অবৈধ-প্রণয়ী) বিচার দৃশ্য এবং মৃত্যু সম্মুখীন ভিত্তোরিয়ার মুহূর্ত, যখন সে বলে—

> My soul, like to a ship in a black storm,
> Is driven, I know not whither.

'ডাচেস অফ ম্যালফি'ও এই ধরণের নাটক—ষডযন্ত্র, হত্যা, প্রতিহিংসা ও নারীর অসামান্য মহিমায় উজ্জ্বল। আপাতদৃষ্টিতে ওয়েবষ্টারের নাটককে মেলোড্রামা বলেই মনে হয়—তা ভয়াবহতা ও প্রতিহিংসার বিভীষিকাময় রূপ। অবশ্য আঙ্গিক রূপ গঠনেও তিনি অমনোযোগী, অতি নাটকীয় ভাবসৃষ্টিকারী দৃশ্যাবলীর প্রতি তাঁর দৃষ্টি আবদ্ধ। সামগ্রিক সুষম রূপ-বিকাশ উপেক্ষিত। কিন্তু নাট্যকারের জীবনবোধ কার্যকরী হয়েছে বিশেষ-ভাবে। অতিনাটকীয় বিক্ষুব্ধ ও প্রচণ্ড জগতের পশ্চাতে ওয়েবষ্টার কবির দৃষ্টি নিয়ে জীবনকে দেখেছেন নির্দয় ও বিকৃত রূপে এবং এতে তার প্রচণ্ডতা যেন সত্যালোকে উন্নীত। তিনি বিশ্বপ্রকৃতির নির্দয়তা সম্বন্ধে সচেতন এবং এই অস্তিত্বের রূপও বেদনার্ত। জীবনের বিকৃতিকে উপেক্ষাপরায়ণ, পাপপুণ্যে উদাসীন ভালমন্দের অতিক্রান্তী চরিত্রের প্রতি লেখকের অপরিসীম অনুরাগ কারণ এই বিকৃত ব্যভিচারী জগতে তারাই আপন স্বরূপে আপনি ধন্য।

জর্জ চ্যাপম্যান (George Chapman, ১৫৫৯—১৬৩৪)

এলিজাবেথীয় নাট্যকারদের মধ্যে বেন জনসন ব্যতীত চ্যাপম্যানের (Chapman) পাণ্ডিত্য ছিল সুগভীর। ১৫৯৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রথম কমেডি 'আলেকজান্দ্রিয়ার অন্ধ ভিক্ষুক' রচনা করেন মঞ্চের উপযোগী করে। তাঁর

অন্যতম শ্রেষ্ঠ কমেডি 'অল ফুল্‌স' ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়। Bussy d' Ambois (১৬০৭), The Conspiracy, The Tragedy of Biron তাঁর প্রখ্যাত নাটক। শার্লীর সহযোগিতায় তিনি কয়েকটি নাটক রচনা করেন। নাট্যকার হিসাবে চ্যাপম্যানের আমরা অনেক মহৎ গুণের পরিচয় পাই, কিন্তু নাট্যগুণের পরিচয় পাই না। চরিত্ররূপায়ণের ও দৃঢ়পিনদ্ধ আঙ্গিক সৃষ্টিতে তাঁর ক্ষমতা ছিল না। তাঁর চরিত্র লেখকেরই যেন মুখপত্র : তাঁর নাটকের প্লট, সামান্য ব্যতিক্রম ব্যতীত, স্থূল ও নাটকীয়তাবিহীন। চ্যাপম্যানের নাটকের ভিতর 'অল ফুল্‌স' নাটকটি শ্রেষ্ঠ। গঠন নৈপুণ্যে, কমিক ঘটনার নাটকীয় সন্নিবেশে অসার্থক হলেও চরিত্রচিত্রণে নাটকটি সার্থক শিল্পিত। তবে বাগ্‌বৈদগ্ধ্য ও বিশুদ্ধ হাস্যরসসৃষ্টি দুস্থানেই চ্যাপম্যানের অক্ষমতা। চ্যাপম্যানের অন্যান্য নাটকও উচ্চ সৃষ্টি নয়, তবে খণ্ডাংশের সৌন্দর্যে ও কাব্যময়তায় তারা উৎকৃষ্ট।

টমাস মিড্‌লটন (১৫৭০—১৬২৭)

Middleton প্রথম রাউলের সহযোগিতায় রঙ্গমঞ্চের জন্য লিখতে আরম্ভ করেন। তিনি ওয়েবষ্টার, ড্রেটন প্রভৃতির সঙ্গেও নাটক রচনা করেন। ১৬২৪ সালে 'এ গেম অফ চেস' নাটকটিতে সুপরিচিত ভদ্রলোকদিগকে চিত্রিত করবার অভিযোগে অভিযুক্ত হন, এবং নাটকটি জনসাধারণকে আকর্ষণ করতে সক্ষম হলেও এর অভিনয় বন্ধ হয়ে যায়। মিড্‌লটনের রচনার মধ্যে 'দি মেয়র অফ কুইনবারা', 'এ ফেয়ার কোয়ারেল', 'দি চেঞ্জলিং' প্রভৃতি খ্যাত। নাট্যকার হিসাবে মিড্‌লটন ওয়েবষ্টারের সমপর্যায়ী। কল্পনার বিকাশে, করুণরস সৃষ্টিতে ওয়েবষ্টার সিদ্ধহস্ত ; কিন্তু মিড্‌লটনের উচ্চ হাস্যরস সৃষ্টি ওয়েবষ্টারের ক্ষমতাবহির্ভূত। তাঁর ট্রাজিক নাটক 'দি চেঞ্জলিং'-এ ভয়াবহ ঘটনার অপ্রীতিকর সমাবেশ থাকলেও বিয়াত্রিচে, দে ফ্লোরেজ প্রভৃতির চরিত্রচিত্রণে তিনি ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। অপরদিকে তাঁকে রেষ্টোরেশন কমেডির পূর্বসূরী বলা যায়। হাস্যরস সৃষ্টিতে নাটকীয় জটিলতার উদ্ভাবনে ও সহজ সংলাপে তাঁর কৃতিত্ব ছিল। হাস্যরসিকতা ও দর্শকদের আনন্দ বিধানই তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য।

টমাস হেউড (১৫৭৫—১৬৪১)

Heywood অসংখ্য নাটক রচনা করেন। প্রায় ২২৫টি নাটক তাঁর লেখনী স্পর্শ করেছে। তাঁর রচনার যে স্বল্পাংশ পাওয়া যায় তাতে নাট্য-প্রতিভার অসামান্যতা দৃষ্ট না হলেও চমৎকারিত্বের ও ট্রাজেডি কমেডি উভয়বিধ সৃষ্টি ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। চার্লস্ ল্যাম্ব হেউডকে বলেছেন 'গদ্যে শেক্সপীয়র', তথাপি মহৎ নাট্যকারের সম্মান তাঁকে প্রদান করা যায় না। তাঁর নাটক বিচিত্রমুখী হলেও গভীর সত্যব্যঞ্জক নয়। তাঁর ঐতিহাসিক নাটক ('চতুর্থ এডওয়ার্ড', 'ইফ ইয়ু নো নট মি ইয়ু নো নোবডি') প্রভৃতিতে ইতিহাসের স্থূল গ্রন্থন, গদ্যময়তা ও ঐক্যের অভাব সুস্পষ্ট। রয়াল এক্সচেঞ্জের চতুষ্পার্শ্বস্থ সহর ও বিপণি প্রভৃতির বাস্তব চিত্র 'দি ফেয়ার মেড অফ এক্সচেঞ্জ'-এর নায়ক খঞ্জ ক্রিপল এর গভীর ভালবাসা ও স্বার্থহীনতার কথা। চতুর্থ এডওয়ার্ড এ স্বর্ণকার পত্নী জেন সোবের প্রতি রাজার আকর্ষণ, তাকে প্রলুব্ধকরণ ও ঐশ্বর্যের মধ্যে স্থাপন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত জেন সোর ও তার স্বামীর অসহায় মৃত্যুর কথা রূপায়িত। রূপক-জাতীয় 'লাভ্'স মিস্ট্রেস' (১৬৩৬) কিউপিড সাইকি আখ্যান অবলম্বনে রচিত ও কাব্যিক উৎকর্ষতায় শ্রেষ্ঠ। গার্হস্থ্য রোমান্স চিত্রণে হেউড বিশেষ পারদর্শী। রোমান্সের স্বর্ণরাজ্যকে দূরে রেখে বাস্তবজীবনের রোমান্সকে তিনি বর্ণনা করেছেন। জীবনের সহজ সত্য ও তার স্বচ্ছন্দ প্রকাশ, চরিত্র ধর্ম ও বিষাদময়তা হেউডের নাটকাবলীকে অসংখ্য ত্রুটি সত্ত্বেও প্রীতিপ্রদ ও মানবিক সংবেদনায় গভীর করে তুলেছে। তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা বলে অভিহিত করা হয় 'A Woman killed with Kindness' (অভিনীত ১৬০৩) নাটককে। ফ্রাঙ্কফোর্ড নামক সহৃদয় ভদ্রলোককে তাঁর স্ত্রী প্রতারিত করে ও তার স্বামী কর্তৃক বিশেষ উপকৃত ও আশ্রিত ওয়েণ্ডল নামক ব্যক্তির সঙ্গে প্রণয়ে লিপ্ত হয়। ফ্রাঙ্কফোর্ড জানতে পেরে স্ত্রীকে পুত্রকন্যাদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে দূরে প্রেরণ করে। সেখানে স্ত্রী অনুতপ্ত, পীড়িত হয় ও মারা যায়, মৃত্যুশয্যায় স্বামীর সঙ্গে পুনর্মিলন ঘটে। কাহিনীর সরলতা, পরিণতির সৌন্দর্য ও ফ্রাঙ্কফোর্ড চরিত্রের মাধুর্যেই কাহিনীর প্রধান গুণ নিহিত। গঠনপরিকল্পনা, স্ত্রী প্রভৃতির চরিত্র অসার্থক

সৃষ্ট, কাহিনীর দৈর্ঘ্য পীড়াদায়ক ; তথাপি সহজ আন্তরিকতা, কোমলতা ও বাস্তব সৌন্দর্যে নাটকটি উৎকৃষ্ট।

সিরিল টুর্নিউর (১৫৭৫—১৬২৬)

Tourneur-এর নাট্যপ্রতিভা বিশেষ পরিদৃষ্ট হয় না, কবিতা হিসাবেও তাঁর সৃষ্টি অসার্থক। দি ট্রান্সফর্মড মেটামরফসিস (১৬০০) তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতা। রূপকাশ্রিত এই কবিতায় ব্যঙ্গ, পাণ্ডিত্য, বিবিধ তথ্যচেতনা এবং লাতিন গ্রীক প্রভৃতি ভাষা সাহিত্যের অনুকরণ থাকলেও কাব্যসৌন্দর্য নেই। The Atheist's Tragedy ও The Revenger's Tragedy তাঁর শ্রেষ্ঠ নাটক—টমাস কীডসুলভ ভয়াবহ ঘটনা, রক্তময়তা ও ভীষণতার সংমিশ্রণ। এই দুই নাটকের সামগ্রিক মূল্য যতই ব্যর্থ হোক, খণ্ড অংশ-সমূহের মধ্যে অনুভূতির তীব্রতা ও কাব্যিকতা সার্থক রূপায়ণ লাভ করেছে। ট্রাজেডি রচনায় নাট্যকার ব্যর্থ, শিল্প চেতনাও স্থূল ও অসার্থক, তথাপি টুর্নিউর-এর তিক্ত ও ভয়াবহ জীবনদর্শনটুকুও এতে স্পষ্ট। কিন্তু একই মানসপ্রবণতাসত্ত্বেও অনুভূতির বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্যবোধে ওয়েবস্টার শ্রেষ্ঠ।

টমাস ডেকার (১৫৭০—১৬৪১)

Thomas Dekker-এর জীবনেতিহাস অন্ধকারাচ্ছন্ন। তবে তাঁর নৈতিক অবনতির কথা জানা যায়। কাব্যরচনার স্বাভাবিক ক্ষমতা তাঁর ছিল, জীবনের প্রতি তাঁর আকর্ষণও ছিল, সহজ প্রাণচাঞ্চল্যে তাঁর চিত্ত উচ্ছল—এই সমস্ত গুণ তাঁর রচনাকেও সরল নবীন করে রেখেছে। তাঁর গদ্য কৌতুকময় ব্যঙ্গাত্মক এবং লণ্ডন সহরের চিত্রময় বর্ণনায় পূর্ণ। ডেকারের প্রথম নাটক The Shoemaker's Holiday (১৫৯৯)-এর পর তিনি রচনা করেন 'ওল্ড ফরচুনেট, 'দি অনেষ্ট হোর' প্রভৃতি ; (অন্যান্য নাট্যকার সহযোগিতায়ও নাট্য সৃষ্টি করেন।) সমালোচক বলেছেন Dekker is a humourous and good-humoured realist with a fantastic lyrical vein. প্রত্যহ দৃষ্ট জীবনকে কেন্দ্র করে তিনি নাটক লিখেছেন। তাই তাঁর নাটকে বাস্তবতার সুরটুকু সার্থকভাবে ধ্বনিত। প্রাণচঞ্চল চরিত্র-চিত্রণেও তাঁর অসাধারণ কৃতিত্ব ছিল। বাস্তবতার সহজ স্পর্শে তাঁর নাটক জীবনের শিল্পিত রূপায়ণ।

জন মার্স´টন (১৫৭৫—১৬৩৪)

Marston পিতার অনুরোধে প্রথমে আইন অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হন। পরে সাহিত্যের অনুরাগী ছাত্র হিসাবে সাহিত্যে আকৃষ্ট হন এবং ১৫৯৮ সালে কয়েকটি ব্যঙ্গ নাটক প্রকাশ করেন। এদের মধ্যে Scourge of Villanie এবং The Metamorphosis of Pygmalion's Image ধর্মানুরাগীদের নিকট অতীব বিতৃষ্ণাজনক বোধে আর্চবিশপ হুইটগিফ্টের আদেশে ১৫৯৯ সালে দগ্ধ করা হয়। যাই হোক সাহিত্যের রাজপথে মার্স´টনের প্রথম পদক্ষেপ শুভত্বমণ্ডিত হয়নি। মার্স´টন ট্রাজিক রসসৃজনে নিপুণ, যদিও সমসাময়িক কালে তিনি তীব্র ব্যঙ্গাত্মক নাটকের স্রষ্টা হিসাবে অধিকতর খ্যাত ছিলেন। মার্স´টনের তীক্ষ্ণ ও তীব্র প্রকাশভঙ্গী, অনুভূতির তিক্ততা টুর্ণিউরকে স্মরণ করায়। তাঁর রচনায় আন্তরিকতা ছিল না, তবে কাব্যবোধ মার্স´টনের ছিল। এই দুই পংক্তিতে কাব্যিকতা পরিস্ফুট—

Night like a masque, is entered heaven's great hall
With thousand torches ushering the way.
(The Insatiate Countess, ১৬১৩)

তাঁব নাটকের মধ্যে 'এ্যাণ্টনিও এণ্ড মেলিডা' শ্রেষ্ঠ। তাঁর নাটকের সামগ্রিক মূল্য সামান্য, তবে বিশেষ ক্ষেত্রে সুগভীর বিষণ্ণময়তা ও তীব্র ব্যঙ্গ আশ্চর্যভাবে প্রকাশিত।

শেক্সপীয়রের পরবর্তী নাট্যকারদের ভিতর **ম্যাসিংগার** (Massinger, ১৫৮৩-১৬৪০), **ফোর্ড** (John Ford, ১৫৮৬-১৬৩৯) ও **শার্লে** (James Shirley, ১৫৯৬-১৬৬৬) বিশেষ খ্যাত। ম্যাসিংগার তাঁর কমেডি A New Way to pay Old Debts-এর জন্য আপনার স্থান করে নিয়েছেন ইংরাজী নাটকের ইতিহাসে। এই নাটকের অন্যতম প্রধান চরিত্র স্যার গাইল্‌স ওভাররীচ কৃপণতা, নিষ্ঠুরতা ও শক্তিকামনার মিশ্রিত রূপ, সে যেন জনসনের ভলপোনকে স্মরণ করায়। ম্যাসিংগার ব্যঙ্গনিপুণ; তিনি মানবজীবনকে বিকৃতরূপেই দেখেছেন এবং তার মানব অনুভূতি আরও তিক্ত তীব্র। উঠতি অর্থবান সম্প্রদায়ের লালসা বিকৃতির চিত্র তুলে ধরেছেন তিনি তাঁর নাটকে ম্যাসিংগারের The Roman Actor (১৬২৬)এ রোমের রঙ্গমঞ্চ ও রোমজীবনের উদ্দাম কামনা-বাসনার চিত্র। The Maid of Honor

(১৬২২)এ যেন এক বিপরীত চিত্র, মানুষের বীরত্বের কথা, নীতিনিয়মের উৎকৃষ্ট কাহিনী। ফোর্ডের নাটকে কাব্য ও বিষাদময়তার সুসংমিশ্রণ কিন্তু এলিজাবেথীয় অন্তক্ষণের অধোগতি তাঁর নাটককে স্পর্শ করেছে। তাই বিকৃতিব্যভিচারের চিত্রায়ণেই ফোর্ডের নাটকের সার্থকতা। তাঁর The Broken Heart (১৬২৯)এ মানসিক বিকৃতি, অবক্ষয় ও ভয়ঙ্করতার প্রকাশ। 'Tis a Pity She is a Whore (১৬২৭) ভ্রাতা-ভগ্নীর নির্লজ্জ প্রণয়ের কথা—ভয়ঙ্কর ট্র্যাজেডিতে যার পরিসমাপ্তি। শার্লের ছিল অসাধারণ নাট্যপ্রতিভা, তাঁর সঙ্গে সাযুজ্যকৃত হয়েছিল কাব্যরচনার ক্ষমতা। একটি কবিপ্রাণের স্পর্শ তাঁর নাটককে উজ্জ্বল দীপ্ত করেছে। কিন্তু নৈতিক বিকৃতিকে তিনিও অস্বীকার করতে অক্ষম—বোধ করি এটা কালেরই অভিশাপ।

এলিজাবেথীয় গদ্য সাহিত্য

+(কবিত্বের অসামান্যতা লাভ না করলেও এলিজাবেথীয় যুগে গদ্য-সাহিত্যের সমৃদ্ধি দৃষ্ট হয়। কারণ প্রথমতঃ, ধর্মীয় বিতর্কের উদ্ভব; দ্বিতীয়তঃ প্লেটো এ্যারিস্টটল সিসেরো সেনেকা প্রভৃতির নবলব্ধ ভাবধারাকে (সমালোচনামূলক ও দার্শনিক) ইংরাজী সাহিত্যে সঞ্চরণ; তৃতীয়তঃ মানবচেতনার নবজাগরণে সাহিত্য ধর্মীয় ও দার্শনিক ধ্যানধারণার বিশ্লেষণ প্রয়াস; এবং সৃষ্টির ও আনন্দ আস্বাদনের প্রেরণায় গল্প উপন্যাস প্রবন্ধের অভিনব সৃষ্টি। বিষয়ের মাত্র নয়, রীতির আশ্চর্য বৈচিত্র্যেই এই পর্বের গদ্যরূপের সার্থকতা—বেকনের তীক্ষ্ণ ঋজু প্রকাশ, লিলির বিরোধালঙ্কার সমন্বিত ভারসম বাকভঙ্গী ও সিডনির ভাষার লাবণ্যস্নিগ্ধ উজ্জ্বলতা। ভাষারীতির এই সমৃদ্ধ বিচিত্রতার কারণ বাইবেলের প্রভাব ও ক্লাসিকের প্রভাব। প্রথমটির কাছ থেকে ইংরাজী গদ্য পেয়েছে রূপকল্প বাগভঙ্গীর বিশিষ্টতা; দ্বিতীয় দিয়েছে অলংকৃত ভাষা (rhetorical diction) মননপ্রকর্ষ।

বাইবেলের অনুবাদ—Miles Coverdale (১৪৮৮—১৫৬৮) বাইবেলের লাতিন সংস্করণ Valgateএর উপর নির্ভর করে পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনা করেন। টিণ্ডেল অপেক্ষা তার পাণ্ডিত্য স্বল্প, কিন্তু লালিত্য, ভাষার সঙ্গীতময়তা, সৌন্দর্য (স্তোত্র বা Psalms প্রভৃতির স্থলে) অসামান্য। কুইন মেরীর

নির্দেশে জেনেভায় নির্বাসিত পণ্ডিতগণ উৎকৃষ্টতর অনুবাদ করেন, তাঁদের গ্রন্থ The Geneva Bible (১৫৬০) নামে খ্যাত। টিণ্ডেল কভারডেল ও অন্যান্য বাইবেল সংস্কৃত পরিমার্জিত করে ১৫৬৮ সালে Bishop's Bible নামে প্রকাশিত হয় এবং এটা ১৬১১ খ্রীষ্টাব্দের Authorised Bibleএর পূর্ব রূপ। রোমান ক্যাথলিকগণও বাইবেল সম্পাদনা করেন এবং তা Donai Version (১৫৮২—১৬০৯) নামে অভিহিত। বাইবেলের প্রামাণ্য শ্রেষ্ঠ সংস্কৃত অনুবাদ সাধিত হয় রাজা প্রথম জেম্‌সের নির্দেশনায় প্রায় পঞ্চাশ জন পণ্ডিত রচিত বাইবেলের প্রামাণ্য সংস্করণে (Authorised Version of the Bible, ১৬১১)। বিশ্বের খৃষ্টানমণ্ডলীর নিকট এই গ্রন্থ অতি প্রামাণ্য, ধর্মতত্ত্বের শ্রেষ্ঠতম রূপায়ণ হিসাবে পূজ্য ও সমাদৃত। এর সাহিত্যিক মূল্যও অসাধারণ। এই গ্রন্থ ইংরাজী গদ্যভাষার গাম্ভীর্য মহিমার স্রষ্টা। ভাবের উদাত্ত গাম্ভীর্য সুদূর বিকাশ অসামান্য ব্যঞ্জনা এই গদ্যভাষায় লব্ধ। বাক্যের সুষম বিন্যাস সঙ্গীত ঝঙ্কার পদসমূহের নিপুণ অর্থদ্যোতক প্রয়োগ বাইবেল মহাগ্রন্থের প্রযুক্তির অসামান্য বৈশিষ্ট্য।

উপন্যাস—এলিজাবেথীয় যুগে গল্প উপন্যাসের স্বাদ নাট্যকলা তৃপ্ত করেছে, নাটকের দ্বন্দ্ব সংঘাত তীব্র উন্মাদনা চরিত্রের নিভৃত রূপের প্রকাশ গল্পপিপাসু চিত্তকে মুগ্ধ করেছিল। কিন্তু কয়েকজন স্রষ্টা কাহিনী রচনাতেও বৈচিত্র্যের পরিচয় রেখেছেন। য়ুরোপীয় গল্প কথা প্রধানতঃ বোক্কাচ্চো, জোভান্নি বানদেল্লো প্রমুখের নভেল্লা বা কাহিনী-কথা ইংরাজ উপন্যাসের প্রেরণা রূপে দৃষ্ট হয়। William Painter (১৫৪০—১৫৯৪) এই জাতীয় কাহিনীর ও ইতিহাস কথার জনপ্রিয় অনুবাদ করেন The Palace of Pleasure (১৫৬৬-৭৫) সংকলন গ্রন্থে। Bartheolomew Yonge স্প্যানিশ রোমান্সসমূহের (Diana Enamorada) অতি জনপ্রিয় অনুবাদ প্রকাশ করেন ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে।

রোমান্টিক প্যাস্টোরাল ঢঙে কাহিনী রচনা করা হয় এই যুগে। ম্যালরিই প্রথম স্রষ্টা। সিডনীর Arcadia গদ্য-রোমান্স ইতালিয়ান স্রষ্টাদের নিকট ঋণী (Sannazaroর 'Arcadia' এবং Montemayorএর 'Diana')। এই গ্রন্থে দুই রাজপুত্র ও দুই রাজকন্যার চিত্র—দুঃসাহসিক অভিযান সমুদ্রে

জাহাজ নিমজ্জন উদ্ধার সুন্দর প্রণয় প্রভৃতির মাধ্যমে কাহিনী রূপ নির্মিত। বহির্সংঘাত মাত্র নয় নৈতিক সংগ্রামেও কাহিনী দীপ্ত। বিভিন্ন প্রলোভন কামনা প্রভৃতি থেকে নায়ক নায়িকার বিবেক চেতনাকে রক্ষাও বিশেষ মহিমময়। কাহিনী প্যাগানধর্মী এর সঙ্গে খ্রীষ্টীয় ধর্ম-ভাবনার সংমিশ্রণ। অভিজাততন্ত্রকে আদর্শায়িত জনজীবনকে কৌতুক করা হয়েছে। ষ্টাইল কৃত্রিম ; হিউমার ও উইটের স্পর্শে কখনও বক্তব্যরূপ উজ্জ্বল।

John Lyly ইংরাজী গদ্য ভাষায় আপনার পরিচয় চিরমুদ্রিত রেখেছেন একই ঢঙে রচিত দুইটি গ্রন্থের মাধ্যমে—Euphues or the Anatomy of Wit (১৫৭৯) এবং Euphues and his England. বোক্কাচ্চোর গল্পের উপর নির্ভরশীল কাহিনী সামান্য, রোমান্স ভাবনা নীতিবোধ ও দেশহিতৈষণা অপরূপ প্রকাশিত। গল্পকথনের দ্বারা প্রধানতঃ প্রণয় বন্ধুত্ব ধর্ম অমরতা প্রভৃতির আলোচনা। চরিত্রচিত্রণ ও অগভীর অনুল্লেখ্য। 'ইউফুস' গ্রন্থটি তার বাচনভঙ্গীর জন্য চিরস্মরণীয়। বিরোধভাবমূলক ভারসম বাক্‌ভঙ্গী বা এ্যান্টিথেসিস উপমা রূপকের অবিশ্রাম প্রয়োগ, বিদগ্ধ রূপদী ও অভিনব উল্লেখ, উল্লসিত অনুপ্রাস ও বাকবৈদগ্ধ এই ষ্টাইলের বৈশিষ্ট্য (যা Euphuism নামে খ্যাত)। নিম্নোদ্ধৃত প্রকাশভঙ্গীটি স্মরণীয়—

"For although the worm entereth in every wood, yet he eateth not the cedar tree ; though the stone Cylindrus as every thunderclap roll from the hill, yet the pure sleek-stone mounteth at the noise ; though the rust fret the hardest steel, yet it doth not eat into the emerald ; though Polypus change his hue, yet the salamander keepeth his colour."

এলিজাবেথীয় প্রবন্ধ—এলিজাবেথীয় যুগে রেনেশাঁসের প্রেরণায় পরিকল্পনার অপরূপ অভাবনীয় বিকাশ এবং সেই জ্যোতিতে সেই যুগের গদ্য মহিমা ম্লান ছায়াচ্ছন্ন। তীক্ষ্ণ ঋজু মননদিগ্ধ মিতভাষিত গদ্য এই যুগে দেখা যায় না—সমস্তই কাব্যময় গদ্য : লাইলির ইউফুসীয় বা সিডনীর আর্কেডীয় গদ্যই সর্বত্র প্রভাবশালী ও অনুকৃত। **রবার্ট গ্রীণ** লাইলির অনুকরণে রচনা সুরু করেন এবং তাঁর সৃষ্টি এই

শিল্পরীতি সমন্বিত Pandosto (১৫৮৯) অবলম্বনে শেক্সপীয়র বিখ্যাত উইনটার্স টেল রচনা করেন। গ্রীণ এক আত্মস্বীকারোক্তিমূলক বাস্তব ও জনপ্রিয় গ্রন্থের (Groatsworth of Wit) রচয়িতা। এতে তাঁর বেদনার্ত অবস্থা ও স্বকৃত পাপের চিত্র পাওয়া যায়। একটি রচনাংশে তিনি শেক্সপীয়রের কবিখ্যাতির প্রতি বিরূপতা প্রদর্শন করে বলেন যে, তাঁর ও অন্যান্য বন্ধুদের রচনার চৌর্যবৃত্তি দ্বারাই শেক্সপীয়রের বিখ্যাতি। ইউফুসীয় জাতীয় উপন্যাসের শ্রেষ্ঠ রচয়িতা **টমাস লজ**-এর উৎকৃষ্ট রচনা 'রোজালিণ্ড' (১৫৯০) লাইলির অনুসৃত বাক্‌রীতি ও আত্মকথনের সংমিশ্রণ; কয়েকটি উৎকৃষ্ট গীতি-কবিতাও এখানে আছে। শেক্সপীয়র এই রোমান্স থেকে 'এ্যাজ ইউ লাইক ইটের' উপাদান লাভ করেন।

টমাস ন্যাশ-এর আকর্ষণ উদ্ভট কৌতুকের প্রতি। তাঁর প্রতিভা তীব্র ও ব্যঙ্গাত্মক; পিউরিটানদের প্রতি তীব্র আক্রমণেব জন্য তিনি স্মরণীয়। তাঁর উদ্ভট ও রোমাঞ্চময় উপন্যাস 'হতভাগ্য পথিক বা জ্যাক উইলটনের জীবনী' (১৫৯৪) সমগ্র ইউরোপে জনপ্রিয় হয়েছিল (পৃঃ ৬০)। গ্রীণ ও ন্যাশের পর গদ্য সাহিত্যিক হিসাবে **টমাস ডেকার** স্মরণীয়। তিনি প্রথম দুইজনের প্রভাবিত হলেও Guls Horne booke (১৬০৯) স্বকীয়তাপুষ্ট। পল্লী অঞ্চল হতে আগত সভ্যকামী এক ব্যক্তির শিক্ষার কথা এতে ব্যক্ত। থিয়েটারে আচরণ (যা প্রকৃতই অন্য দর্শকের কাছে বিরক্তিকর) সম্বন্ধে তার প্রতি প্রদত্ত উপদেশ কৌতুকজনক। ডেকার উৎকৃষ্ট গদ্যভাষা রচয়িতা। ন্যাশের রচনা যেখানে ক্যারিকেচার ধর্মী. সেখানে ডেকারে পবিমিতি, সামঞ্জস্যবোধ পাওয়া যায়।

এই যুগের গদ্য-সাহিত্য সাহিত্য-সমালোচনায় বিস্তৃত। সাহিত্যের নৈতিক উদ্দেশ্য ও সাহিত্যে ক্লাসিক ভাবরূপের প্রয়োগ এই দুই ছিল সমালোচকদের প্রধান আলোচ্য বিষয়। **ষ্টিফেন গসন** ১৫৭৯ খৃষ্টাব্দে সাহিত্য নীতিহীনতাকে তীব্র আক্রমণ করেন। **গ্যাব্রিয়েল হার্ভে** ক্লাসিক কাব্যের ছন্দের সমর্থনে প্রবন্ধ লেখেন। উৎকৃষ্ট গীতিকাব্যকার **টমাস ক্যাম্পিয়ন**-এর প্রবন্ধে কবিতায় মিত্রাক্ষরত্বের বিরোধিতা ও **স্যামুয়েল ডানিয়েলের** রচনায় এর সমর্থন পাওয়া যায়। ধর্মীয় বিতর্কমূলক প্রবন্ধও এ যুগে লিখিত হয়েছিল।

ইংরাজী গদ্যসাহিত্যের ইতিহাসে **ওয়াল্টার র‍্যালের** নাম স্মরণীয় 'পৃথিবীর ইতিহাস' গ্রন্থ রচয়িতা হিসাবে। ইতিহাস হিসাবে এই গ্রন্থ খ্যাত নয়, উৎকৃষ্ট সাহিত্যসৃষ্টিও এটা হয়ে ওঠেনি। তথাপি গ্রন্থের মধ্যে কয়েকটি স্থান অত্যুচ্চ শিল্পচেতনার পরিচায়ক। র‍্যালের কবিতাও এইরূপ সাহিত্যাংশের জন্যই তিনি এলিজাবেথীয় যুগের স্মরণীয় সাহিত্যিক। 'পৃথিবীর ইতিহাস'-এর শেষের অংশটি গদ্যসাহিত্যের এক অসামান্য নিদর্শন "O eloquent, just and mighty Death! whom none could advise, thou hast persuaded; what none hath dared, thou hast done; and whom all the world hath flattered thou only hast cast out of the world and despised; thou hast drawn together all the far stretched greatness, all the pride, cruelty and ambition of man, and covered it all over with these two narrow word Hic Jacet!

স্যার ফ্রান্সিস বেকন (Sir Francis Bacon ১৫৬১—১৬২৬)

এলিজাবেথীয় যুগের শ্রেষ্ঠ গদ্যশিল্পী বেকন ১৫৬১ সালের ২২শে জানুয়ারী ইয়র্ক হাউসে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল থেকেই তাঁর মধ্যে প্রতিভার স্ফুরণ দেখা যায়। বেকনের মধ্যে রেনেশাঁসধর্মী বিপরীত কোটীস্থিত চরিত্রধর্মের বিকাশ। বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন, উচ্চাকাঙ্ক্ষী, মানবপ্রেমী ও হীনমনা বেকন সম্বন্ধে কবি পোপ বলেছেন যে, বেকন ছিলেন the wisest, brightest and meanest of mankind, বেকন জীবনে চরম সম্মান আয়ত্ত করেছেন, রাজানুকূল্য লাভে সমর্থ হয়েছেন, প্রতিভার দীপ্তিতে তাঁর চেতনা ছিল উদ্ভাসিত, কিন্তু তিনি অবৈধভাবে অর্থ সংগ্রহের জন্য দণ্ডিত হয়েছেন। তাঁর জীবন রেনেশাঁসের উচ্ছ্বসিত ভাবসুষমায় বিচিত্রান্বিত।

সাহিত্য, বিজ্ঞান চেতনা ও মননশীলতায় বেকনের স্থান সুনির্দিষ্ট। তিনি চিন্তাক্ষেত্রে আরোহ প্রণালীর (Inductive Method-এর) প্রবর্তন করেন—বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্ত থেকে সাধারণ নিয়মের অনুমান করাই এই পদ্ধতির ধর্ম। বিজ্ঞান প্রক্রিয়ায় বেকন যৌক্তিক শৃঙ্খলতার পক্ষপাতী। স্বচ্ছ মুক্ত বিজ্ঞানী দৃষ্টিতে তিনি বস্তুর স্বরূপ উপলব্ধি করতে চেয়েছেন। Advancement of Learningএ (১৬০৫)এ বেকনের চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া যায়

—এখানে শিক্ষা ও জ্ঞানের বৈচিত্র্য ও তাদের আয়ত্তের কথা বলা হয়েছে। এখানেও বেকন দার্শনিকতা প্রভৃতি অপেক্ষা বিজ্ঞানীয় অনুভূতির উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। 'সপ্তম হেনরীর ইতিহাস' শান্ত পরিমিত ও যথার্থ ঐতিহাসিক বিবরণ। মৃত্যুর পরে প্রকাশিত The New Atlantis (১৬২৭) মূরের ইউটোপিয়ার মত পণ্ডিতদের সাধারণতন্ত্ররাজ্যের অবাস্তব বর্ণনা। এই গ্রন্থেও বেকনের বিজ্ঞানী মত সুপরিস্ফুট। বেকনের প্রতিভার শ্রেষ্ঠ পরিচয় Novum Organum তাঁর চিন্তাধারারও পরিচয়বহ। সাহিত্যিক বেকনের শ্রেষ্ঠ পরিচয় বহন করে তাঁর প্রবন্ধগুলি (Essays ১৫৯৭—১৬২৬) ভাবগভীরতা ও ভাববিস্তৃতি, তন্ময় সাহিত্যচেতনা ও বাগ্‌বৈদগ্ধ্যো-জ্জ্বল প্রবন্ধগুলি মন্‌তেনের প্রবন্ধাবলীর সঙ্গে পার্থক্য কৌণিকতা সূচিত করেছে। মনতেনের মন্ময় প্রবন্ধে একটি ব্যক্তিহৃদয়ই বড় হয়ে উঠেছে—ব্যক্তিস্পর্শ সেখানে সুনিবিড়। অপরপক্ষে বেকনের রচনায় দার্ঢ্যবোধ, সুশৃঙ্খল যৌক্তিকতা ও বিজ্ঞানানুভূতি ঋজু প্রকাশভঙ্গীতে উজ্জ্বল। স্বচ্ছতা ও মিতভাষণ তাঁর প্রবন্ধের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উৎকর্ষ। বেকন রচনা হিসাবে নিকৃষ্ট কতকগুলি স্তোত্রগীতি রচনা করেছেন। কিন্তু তার চিঠিপত্র ও অন্যান্য (সাধারণ) রচনায় তাঁর জ্ঞানবিস্তৃতি ও মননশীলতার পরিচয় স্পষ্ট। রেনেশাঁসের বিপুল উন্মাদনায় বেকন বলেছিলেন, 'I have taken all knowledge to be my province'; জ্ঞান সাধনা ও তীক্ষ্ণ মনীষার সার্থক পরিচয়বহ তাঁর প্রবন্ধসাহিত্য।

এলিজাবেথীয় যুগের অদ্ভুত মানবতাবাদী গদ্যশিল্পী **রবার্ট বার্টন (Robert Burton,** ১৫৭৬-১৬৪০) তাঁর Anatomy of Melancholy গ্রন্থের জন্য খ্যাত। বেন জনসনের সমসাময়িক বার্টন ছিলেন অসাধারণ পণ্ডিত—গ্রীক লাতিন ও সমসাময়িক সাহিত্যে তাঁর সুগভীর পাণ্ডিত্য। রেনেশাঁসের পরিপূর্ণ জ্ঞান-চেতনা তাঁর উপরোক্ত গ্রন্থে সমন্বয় লাভ করেছে। এ্যানাটমি অফ্ মেলাংকলিতে এই সুবিশাল জ্ঞানভাণ্ডার উপস্থাপিত; বহু গ্রন্থ থেকে বার্টন উপাদান সংগ্রহ করে এতে প্রকাশ করেছেন। মূলতঃ বিভিন্ন জ্ঞানের সংকলন হলেও লেখকের তীব্র ব্যক্তিত্ব এদের স্বকীয় আপন করেছে। গ্রন্থের নায়িকা মেলাংকলি রোমান্টিক কবিশিল্পীদের প্রিয় চিন্তাপরায়ণা প্রকৃতির আনন্দসৌন্দর্যে মধুর বেদনামগ্না বিষাদ নায়িকা নয়। রেনেশাঁসের

মানুষ 'বিষাদ'কে মনোবিকার বলেই মনে করেছে এবং চিকিৎসা দ্বারাই এই রোগের উপশম হয়। বার্টনের মতে প্রকৃতই উন্মত্ততার সঙ্গে এর কোন পার্থক্য নেই ; যা আছে নিতান্তই স্বল্প। বার্টনের এই বিষাদময়তার পূর্বসূরী শেক্সপীয়রের এ্যাজ ইউ লাইক ইটের জেক্‌স। বার্টনের 'এ্যানাটমি' প্রকৃতপক্ষে মানুষের ভুলভ্রান্তির চিত্র এবং বার্টনের সমাজ সচেতন মনের পরিচয় এখানে লাভ করি। বার্টনের ষ্টাইলও উৎকেন্দ্রিকতার পরিচায়ক ; কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীতে এর অদ্ভুত বৈচিত্র্য ছিল আকর্ষণীয় এবং উনবিংশ শতাব্দীতে চার্লস ল্যাম্ব এই গ্রন্থকে স্বমহিমায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াসী হয়েছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সপ্তদশ শতাব্দীর সাহিত্য

১

যুগের কথা

সপ্তদশ শতাব্দী যুক্তির যুগ, মননশীলতার কাল। রেনেশাঁসের তীব্র আলোক প্রথম জেম্‌সের সময়কাল (১৬০৩-২৫) ছাড়িয়েও দূরবিস্তৃত হয়েছে—তা সুন্দর কিন্তু এলিজাবেথীয় যুগের মত তীক্ষ্ণ দীপ্ত নয়। এই শতাব্দীতে রেনেশাঁসের আবেগ-উচ্ছ্বাসের পরিবর্তে মননদিপ্ততা, যুক্তিপ্রাবল্য ও সংযমই প্রবল। প্রকৃতই মননশীলতা, ক্লাসিক নিয়মনিষ্ঠা, দার্ঢ্য জীবনচেতনা, ভাবগম্ভীরতা ও ধর্মনিষ্ঠাই এই যুগের সাহিত্যে বারংবার অসাধারণ মহিমা নিয়ে প্রত্যক্ষ হয়েছে। এই সময়ের রাজনৈতিক ইতিহাস জীবনকে প্রভাবিত করেছে—গণতান্ত্রিকতা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে এই যুগের ইংলণ্ড। প্রথম চার্লস্‌ পার্লামেণ্টের সঙ্গে বিবাদ করে রাজত্ব করতে ব্যর্থ হলেন, বিচারের প্রহসনের পর ১৬৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে জানুয়ারী প্রকাশ্য রাজপথে তাঁকে হত্যা করা হয়। প্রতিষ্ঠিত হয় সাধারণতন্ত্র। এই গণতন্ত্রের জীবনে রাজকীয় বিলাস-ব্যসন অপেক্ষা, অকারণ ঐশ্বর্যবাহুল্য অপেক্ষা যথার্থ মনন, যুক্তিধর্ম ও জীবন-গভীরতা বড় হয়ে ওঠে। এই সময়ের সাহিত্য তারই প্রতিফলন। অলিভার ক্রমওয়েলের পর রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রবর্তন হয়। স্টুয়ার্ট রাজ-শাসনে জীবন তারল্য, লঘুত্ব, চপলতায় সহজ উচ্ছল হয়ে পড়ে। দ্বিতীয় চার্লস্‌ স্বয়ং ছিলেন দুশ্চরিত্র ও অলস। চরিত্র-শিথিলতা, অপরিমিত মদ্যপান সে যুগে অতি সহজ ছিল—রেস্টোরেশন নাটকে এই বিকৃত ব্যভিচারী জীবনের সার্থক পরিচয়। সপ্তদশ শতাব্দীর সাহিত্যে বহু বিচিত্র ভাবরূপের বিপুল বৈচিত্র্য আকর্ষণীয়। দার্শনিক কবিগোষ্ঠীর ধর্মনিষ্ঠা মনন-দিপ্ততা ; মিল্টনের কাব্যের কঠোরতা, ধ্রুবনক্ষত্রের মত স্থৈর্য ও ভাবমহিমা ; আবার রেস্টোরেশন নাট্য সাহিত্যের নীতিহীন ভোগবিলাসিতা ও রঙ্গ পরিহাস ;—সার্বিক সমন্বয়ে এই পর্বের সাহিত্য গড়ে উঠেছে। নব্য ক্লাসিক যুগের (অগাষ্টান যুগের) বিস্তৃত পরিচয় পরবর্তী অংশে আমরা সম্যক লাভ করব।

২

Metaphysical Poets

দার্শনিক কবিগোষ্ঠী ও অন্যান্য কবিগণ

ডঃ জনসন ব্যঙ্গচ্ছলে প্রধানতঃ জন ডন এবং তাঁর সমর্থক কবিদের দার্শনিক কবিগোষ্ঠী আখ্যা দিয়েছেন। অবশ্য দার্শনিকতা ডনের কবিতায় আছে। মৃত্যু-ভাবনা ডনের কাব্যের এক উল্লেখ্য সুর ; দেহ ও আত্মার বিচিত্র সম্পর্কও কবিচেতনাকে আলোড়িত করেছে। নাস্তিকতা রেনেশাঁসের নবচেতনা, বিজ্ঞানের আবিষ্কার ডনের প্রবল ধর্মপরায়ণ চিত্তকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে এবং ডন মনে করলেন ভৌতিক ও নৈতিক জগতের অশোধনীয় বিকৃতিও অনিবার্য ; এবং তিনি শেষ পর্যন্ত গীর্জায় আশ্রয় গ্রহণ করলেন। কিন্তু ডঃ জনসন ডনের দর্শন চেতনাকে কেন্দ্র করে এই আখ্যা দেননি বরং ডনের কতকগুলি অতি অদ্ভুত ধারণাকে কেন্দ্র করেই এই নামকরণ। উদ্ভট কল্পনার অজস্র সমারোহ ডনের কাব্যে দেখি—যেমন বিচ্ছিন্ন প্রেমিক-যুগলকে কম্পাসের কাঁটার সঙ্গে তুলনা—

"If they be too, they are two so
As strife twin compasses are two,
The soul, fixet, foot, makes no show
To move, but doth if they other do."

এইরূপ সাদৃশ্য বোধকরি কবির ভান নয় ; বহুপঠনশীল খেয়ালী কবিমন এইভাবে অসম জিনিসের সাদৃশ্য কল্পনা করেছে। অবশ্য এই বিচিত্র কল্পনা পাঠকচিত্তকে গভীরভাবে আলোড়িত করে না এবং সেইখানেই কবিহিসাবে ডনের ব্যর্থতা। ভাবধারা অথবা প্রকাশভঙ্গীর সম্পূর্ণ সাম্য না থাকলেও ডন, হার্বার্ট, ক্রেশ, ভন, কাউলে প্রভৃতিদের দার্শনিক কবিগোষ্ঠী আখ্যা দেওয়া হয় এবং জন ডন এই গোষ্ঠীর নায়ক। এই কবিগোষ্ঠীর কল্পনার উৎকেন্দ্রিকতা, উপমারূপকের অকাম্য অভিনবত্ব প্রভৃতিকে অবলম্বন করেই সমালোচক ব্যঙ্গোক্তি করেছেন—**Poets are born not made, but metaphysical poets are made not born.**

জন ডন (**John Donne,** ১৫৭৩—১৬৩১)—ড্রেটন বা স্পেন্সারের

তুলনায় ডনের প্রেম কবিতাগুলি চমকপ্রদ এবং বিভ্রান্তিকর। এলিজাবেথীয় গীতিকবিতা প্রায় নৈর্ব্যক্তিক, ব্যক্তিমানসের উত্তাপ তাকে কবোষ্ণ করেনি, তা প্রেমের আদর্শায়িত রূপ। ডনের প্রেমের কবিতায় কবির ব্যক্তি অভিজ্ঞতা প্রকাশিত—তা আত্মভাবনামূলক এবং আবেগস্পন্দিত। তবে মনন আধিক্য তাঁর প্রেমকাব্যে একটা কাঠিন্য আনয়ন করেছে। এত সমুন্নত ইন্দ্রিয়বিলাস এবং সুগভীর মনন তাঁর কবিতার বৈশিষ্ট্য। নারী দেবী নয় সৌন্দর্যময়ী মানবী মাত্র, সে কাম্য কিন্তু পূজনীয় নয় এই বোধ ডনের চিন্তাকে নিয়ন্ত্রিত করেছে, কিন্তু নারীপ্রশস্তি তাঁর কবিতায় বিশিষ্ট স্থান পেয়েছে। ডনের কতকগুলি প্রেম-কবিতায় ইন্দ্রিয়বাদের আধিক্য, কোথাও আবেগের তীব্রতা, যেমন 'For God's sake hold your tongue and let me love'; 'If yet I have not all thy love' প্রভৃতি। কয়েকটি কবিতায় প্রেমের আন্তরিক, সমুন্নত ভাবসুষমা ব্যঞ্জিত। The Ecstasy কবিতায় তাঁর প্রেমের দার্শনিকতার প্রকাশ যা তাঁর পরবর্তী ধর্মভাবনার সমরূপ—দেহ ও মনের পারস্পরিক প্রত্যয় ও নির্ভরশীলতা। কোন কবিতায় ডনের প্রেম-ভাবনা আন্তরিকতা উল্লাসে সহজ উচ্ছ্বসিত হয়েছে—

When thou sigh'st, thou sigh'st not wind,
But sigh'st my soul away,
When thou weep'st unkindly kind,
My life blood doth decay :
It cannot be
That thou lov'st me, as thou say'st,
It in thine my life thou waste,
That art the best of me.

ডনের কবিতার মর্মমূলে তীব্র প্যাশান এবং প্রচণ্ড আত্মভাবনা বিরাজিত তাই তাঁর কবিতায় সুষমা বা সহজ মাধুর্য দৃষ্ট হয় না। তাঁর প্রণয়-কাব্য অসুন্দর অত্যুল্লসিত বৈচিত্র্যময় ও অদ্ভুত—কিন্তু হৃদয়ের তীব্রতা নিয়ে তারা আন্তরিক ও সহজ।

ডনের শেষ পর্যায়ের কবিতা মুখ্যতঃ ধর্মমূলক। ব্যক্তিজীবনের ধর্মচেতনা তাঁর কবিতাতে আন্তরিক অভিব্যক্ত। তবে শিল্পপ্রকাশের বিচারে তা নিষ্প্রাণ এবং কৃত্রিম মনে হয়। এই কবিতাসমূহে তাঁর ধর্মচেতনা কঠিন তত্ত্বরূপায়িত এবং দার্শনিকতায় পর্যবসিত। অবশ্য এই ধর্মানুভূতি কখনও

গভীর ও আন্তরিক। The Litany প্রভৃতিতে ডনের ধর্মচেতনা আন্তরিকতায় নিবিড়। Anatomy of the Worldএ এক বালিকার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে কবি পার্থিব জীবন ও ধর্মের স্বরূপকে ব্যক্ত করার প্রয়াস পেয়েছেন। ডনের কবিতায় চিন্তাধারার সমুন্নতি দৃষ্ট হয়, কিন্তু সুগভীর মননসমৃদ্ধ ভাবধারাকে শিল্পসুষম বাণীরূপ দান করার ক্ষমতা বোধ হয় তাঁর ছিল না। তাঁর কবিতায় উপমা রূপকের বৈচিত্র্য পাঠককে বিমূঢ় করে, প্রকাশরূপের কাঠিন্য রসসংস্কারে ব্যাঘাত ঘটায়। তাঁর কবিতা যতটা চমক দেয় ততটা তৃপ্তি দেয় না। বেন জনসন ডনকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবির মর্যাদা দিয়েও বলেছিলেন— 'Donne for not being understood, would perish'; কালের বিচারে এই অভিমত সত্য প্রতিপন্ন হয়েছে।

জর্জ হার্বার্ট (**George Herbert,** ১৫৯৩—১৬৩৩)—হার্বার্টের কাব্যগ্রন্থ The Temple কবির কাব্যপ্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এই গ্রন্থটিতে যীশুর নিকট আত্মসমর্পণের পূর্বে কবির চিত্তে মানসিক অধ্যাত্ম সংগ্রামের স্বরূপকথা চিত্রিত। অধিকাংশ কবিতার বিষয় ধর্মকথা; প্রকাশভঙ্গী বিচিত্র কিন্তু সুন্দর। জন ডনের মত হার্টের চিত্ররূপ কষ্টকল্পিত কিন্তু তাঁর কাব্য নীরস নয়। তিনি অনুধ্যানী ধর্মপরায়ণ কবি ও আন্তরিক, এবং তাঁর কাব্যস্থিত প্রতীকরূপকল্পনার আবেদন সর্বজনীন। কখনও তাঁর কবিতা মৃদু লাবণ্যে ও সুষমায় উচ্ছ্বসিত—

Sweet day : so cool, so calm, so bright—
The bridal of the earth and sky;
The dew shall weep thy fall to night;
For thou must die.

The Church Porch কবিতাটি দীর্ঘাকৃতি, কাব্যরূপ ক্লাসিকধর্মী মার্জিত, কিন্তু কাব্যময় নয়। এতে ধর্মোপদেশ, নীতিশাসন ও প্রজ্ঞাভাষণের বিচিত্র গ্রন্থন। 'দি টেম্পল'-এর অপর কবিতা The Pilgrimage ছয়টি স্তবক সমন্বিত ও ভাবগভীর এবং বানিয়নের 'পিলগ্রিমস্ প্রগ্রেস'এর পূর্বসূরী। অনুপ্রেরক না হলেও এই কবিতা যে বানিয়ানের কাব্যভাবের পূর্বদ্যোতক সেই সত্য অনস্বীকার্য।

রিচার্ড ক্রশ (**Richard Crawshaw,** ১৬১২—১৬৪৯)—১৬৪৬ খ্রীষ্টাব্দে

ক্রশ'র প্রথম কাব্যগ্রন্থ Steps to the Temple প্রকাশিত হয়—নামকরণে হার্বার্টের কবিতার ছায়া স্পষ্ট। এই সংগ্রহে উল্লেখ্য শিল্পধর্মান্বিত কবিতা দৃষ্ট হয় না। ধর্মবিষয় ছাড়া সাধারণ কবিতার মধ্যে সুরম্য হলেও বিরক্তিকর হল 'Wishes...'। কবিতার প্রারম্ভিক পংক্তিগুলি এইরূপ—

Who e'er she be,
That not impossible she,
That shall command my heart and me.

এইরূপ অন্যান্য কবিতায় ক্রশ'র কোন গভীর অনুধ্যান ও আন্তরিকতার পরিচয় পাই না। কিন্তু ক্রমশঃ ধর্মপ্রেরণায় ক্রশ'র কাব্যকল্পনা যেন অকস্মাৎ তীব্র গতিবেগে উদ্দাম প্রসারিত হয়েছে। কবির চিত্ত অত্যুল্লসিত ও স্বর্গীয় ভাবসুষমা কাব্যে সার্থক বাণী রূপায়িত। The Flaming Heart কবিতার মধ্যে কবিকল্পনার সেই উন্মুক্ত বিহার, ধর্মবোধের গভীরতা ও কবিচিত্তের অগ্নিদীপ্ত উচ্ছ্বাস। তবে ক্রশ'র কাব্যভাষার মধ্যে অসংগতি ও বৈষম্য ছিল, তাই ভাবের সুমহান সমুন্নতি ও অতি তারল্য একত্র শিল্পবদ্ধ হয়েছে তাঁর কাব্যে। কবিকল্পনার এই অসংগতির জন্যই ক্বচিৎ উচ্চভাববিলাস থাকলেও ক্রশ আজ স্বল্প পঠিত কবি।

হেনরী ভন (Henry Vaughan ১৬২২—১৬৯৫)—হেনরী ভনের প্রেমবিষয়ক কবিতাগুচ্ছ ১৬৪৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় কিন্তু এদের শিল্পমূল্য উচ্চস্তরের নয়। এরপর কবির চিত্তে অকস্মাৎ ঈশ্বরীয় প্রেমের উন্মেষ হয় এবং ধর্মীয় কবিতাগুলি তিনি রচনা করতে থাকেন। ১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ Silex Scintillans-এর প্রথম পর্ব এবং দ্বিতীয়ার্ধ ১৬৫৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই কাব্যে হার্বার্টের কাব্যভাবনা অনুস্যূত। ভন-এর কাব্য সুরঝঙ্কার স্পন্দিত, কাব্যভাবনা মৌলিক ও গভীর। প্রকৃতির শিক্ষার প্রতি তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এবং শৈশব অবস্থার রহস্যময়তার উপলব্ধিও কবির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ওয়ার্ডসওয়ার্থের 'ওড টু ইমর্টালিটি' কবিতার বীজরূপ দেখতে পাওয়া যায় ভনের শিশুবিষয়ক কবিতাকে—The Retreat-এ ওয়ার্ডসওয়ার্থের ধারণার পূর্বরূপ অভ্রান্ত প্রকাশিত। কয়েকটি কবিতায় উৎকৃষ্ট চিত্রকল্প প্রভৃতির মধ্য দিয়ে কবির ভাবনার কাব্যময় রূপ দেখি—

I saw Eternity the other night,
Like a great ring of pure and endless light,
All calm as it was bright. (The World).

ভনের কবিতার মধ্যে কাব্যময়তার স্পর্শ আছে ; কিন্তু উপস্থাপনা ও প্রকাশরীতির সৌন্দর্যহীনতা ক্রশ'র মত ভনের কাব্যকেও করেছে বিরল-পাঠক।

টমাস ক্যারু (**Thomas Carew,** ১৫৯৮—১৬৩৯)—ক্যারুর দীর্ঘতম গ্রন্থ Cælum Britannicum মাস্ক জাতীয় রচনা। কিন্তু মিতভাষিত প্রণয় কবিতাগুলিই তাঁকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ গীতিকবির মর্যাদা দিয়েছে। তাঁর কবিতার আঙ্গিক প্রকরণ সুসৃষ্ট ও লাবণ্যযুক্ত। ভন প্রভৃতির কাব্যের অনুরূপ উপমারূপকের উৎকেন্দ্রিক অভিনবত্ব তাঁর কবিতায় পাই না। জীবনের ক্ষণবাসন্তিক প্রেম সৌন্দর্যকে কেন্দ্র করে কবির ভাবনা সহজ প্রকাশিত হয়েছে। ইন্দ্রিয় অতিরেকও কোন কোন কবিতায় (যথা, Rapture) দেখা যায়। গীতিঝঙ্কার, মননচেতনা ও শিল্প প্রযুক্তির জন্য ক্যারু ইংরাজী সাহিত্যে স্মরণীয় কবি।

জন সাকলিং (**John Suckling,** ১৬০৯—১৬৪২)—রাজভক্তি, সাহস, সহজ নীতিবাদ ও আনন্দপ্রিয়তা নিয়ে সাকলিং যথার্থ ক্যাভালিয়ার। সাকলিং চারটি নাটক রচনা করেছিলেন। একটা সহজ স্পষ্ট জীবনচেতনা তাঁর কবিতায় অনুভূত হয়। নারীদের প্রতি ব্যঙ্গ ও আত্মচিত্রণে তিনি ডনের সমধর্মী ; কিন্তু ডনের শিল্পরীতি তাঁর কাব্যে অনেকস্থলে অনুস্যূত হলেও দার্শনিকতা স্থান পায় নি। Out upon it জাতীয় কবিতায় কবি ব্যঙ্গপ্রবণ ; Ballad Upon a Wedding-এ বিবাহের সৌন্দর্যময় বর্ণনা —বাস্তব বর্ণনার নৈপুণ্যে সরস স্নিগ্ধতায় কবিতাটি সুন্দর। সাকলিং-এর কয়েকটি কবিতায় প্রসন্নদীপ্তি সহজ লাবণ্য পাওয়া যায়। 'প্রেমিককে সান্ত্বনা দান' কবিতাটি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়—

"Why so pale and wan fond lover ?
Pry thee, why so pale ?
Will, when looking well can't move her.
Looking ill pervail ?
Pry thee why so pale ?"

রিচার্ড লাভলেস (**Richard Lovelace,** ১৬১৮—১৬৫৮)—রাজভক্ত,

অতিসুদর্শন লাভলেসের কাব্যপ্রতিভা বিশেষ ছিল না। তাঁর কবিতা অতিপল্লবতা, নীরক্ত ভাবচেতনা ও ডনসুলভ আতিশয্যে বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত। শিল্পহীনতা ও ম্যানারিজ্‌ম দুইই তাঁর রচনাকে যথার্থ কাব্যমূল্য দান করেনি। তবে স্বল্প কয়েকটি কবিতার জন্য তিনি স্মরণীয়—

'Tell me not Sweet, I am unkind
    That from the nunnery
Of thy chaste breast and quiet mind
    To war and arms I fly;'

To Althea, from Prison কবিতার শেষ কয়টি পংক্তিও উল্লেখ্য—

Stone walls do not a prison make,
    Nor iron bars a cage;
Minds innocent and quite take
    That for an harmitage.'

ইত্যাদি।

রবার্ট হেরিক (Robert Herrick, ১৫৯১—১৬৭৪)—ক্যারোলাইন কবিগোষ্ঠীর মধ্যে হেরিক সর্বশ্রেষ্ঠ—তাঁর কাব্যের অসামান্য গীতল আবেদন, সঙ্গীত ঝঙ্কৃত বাক্যবিন্যাস এবং সুষম আঙ্গিক সেই যুগে বিরল দর্শন। বেন জনসনের দ্বারা তিনি প্রভাবিত। রূপকথা লোকের শেষ গীতিকার হেরিকের ঐ জাতীয় কয়েকটি কবিতায় জনসনের প্রভাব আছে। তাঁর কবিতার অসামান্য গীতলতা ও সুরঝঙ্কারের জন্য হেরিককে শেলীর পূর্বসূরী বলা হয়; অত্যুক্তি হলেও মন্তব্যটি হেরিকের যথার্থ স্বরূপকে প্রকাশ করে।

হেরিকের কাব্যগ্রন্থ Hesperides (১৬৪৮) ধর্মীয় ও অন্যান্য কবিতার সংকলন। ধর্মীয় কবিতাগুলিতে সুগভীর অধ্যাত্মবাণী প্রকাশিত হয়নি, কিন্তু কবির ধর্মানুভূতির আন্তরিক পরিচয় রূপঋদ্ধ। The Litany, Thanks-giving প্রভৃতি কবির ধর্মভাবনার সাক্ষ্যবহ। তাঁর এপিগ্রাম জাতীয় কবিতাগুলি ভাব ও শিল্পবিচারে নিকৃষ্ট। কিন্তু প্রাকৃতিক জীবন, সহজ সৌন্দর্য, সুগন্ধি পুষ্পরাজি হেরিকের অন্তরে সৌন্দর্যের নির্ঝরিণী প্রবাহিত করেছে এবং তাঁর এই কবিতাগুলি সেই সৌন্দর্যরসে সিক্ত। কোন কবিতায় গ্রাম্যজীবনের সহজ সুষমা ও সৌন্দর্য শিল্পায়িত—

Ye have been fresh and green
    Ye have been filled with flowers :
And ye the walks have been
    Where maids have spent their hours.
(To Meadows)

বাসন্তিক দিন, বিচিত্র পুষ্পসম্ভার, পুষ্পসুরভিস্নিগ্ধ বাতাস হেরিকের কাব্যে মাধুর্যমণ্ডিত হয়ে রূপায়িত। কিন্তু একটি বেদনার অন্তর্লীন প্রবাহ ভাব-সুষমাকে আচ্ছন্ন করেছে—পুষ্পের বিবর্ণতা ও বাসন্তিক দিনের অবসানে তাদের সৌন্দর্য হয়েছে বিষাদকরুণ। হেরিকের প্রণয় কবিতাগুলি ইন্দ্রিয়-সৌন্দর্য বিলাসে ও ভাবসুষমায় অনুপম। কবির নারীর প্রতি ভালবাসা পুষ্পপ্রীতির মত—তাদের সৌন্দর্য কবির চিত্তকে আনন্দপ্লাবী করে। কবির আন্তরিকতা ও কখনও সত্যস্পর্শ এই কবিতাগুলিতে অনুভূত হয়। অনুভূতির নিবিড়তায় প্রেমের সহজ প্রকাশে ও খেয়ালী কল্পনার মধুর সরসতায় (হেরিকের অনেক কবিতা ও) নিম্নোদ্ধৃত কবিতাটি অপূর্ব সুন্দর—

I dare not ask a kiss
    I dare not beg a smile,
Lest having that or this
    I might grow proud the while,
No, no : the utmost share
    Of my desire shall be
Only to kiss the air
    That lately kissed thee.

৩

মিল্টন ও অন্যান্য সাহিত্যস্রষ্টা

মিল্টন (**John Milton,** ১৬০৮—১৬৭৪)—মিল্টনের কাব্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য বিশালতা ও উদাত্ত গম্ভীর ভাবমহিমা। মিল্টনের সত্তা দূর গগনস্থিত জ্যোতিষ্কের মত যা মানুষের সংকীর্ণ জীবনচেতনার উপর চিরন্তন জ্যোতি বিকীরণ করেছে। এই ভাবানুভূতি তাঁর কাব্যের কেন্দ্রশায়ী ও প্রাণস্বরূপ। সমালোচক High Seriousness-কে কাব্যের প্রাণ বলেছেন এবং তাই মিল্টনের জীবন ও কাব্যের মর্মমূলে বিরাজ করছে। কল্পনার অসাধারণ মহিমা ও বিস্তার মিল্টনের কাব্যে অভিনবত্ব আনয়ন করেছে। প্যারাডাইস লষ্ট কাব্যের বিষয়বস্তু ও বিশ্ব-জনীন আবেদন মিল্টনের পূর্ববর্তী কবিদের রচনায় দেখা যায় না, সমগ্র

মানবজাতির ভাগ্যই এর বিষয়বস্তু। এই কাব্যপাঠে মনে অনন্ত বিশালতার আভাস আনে এবং পাঠকসত্তা যেন সূর্যকরোজ্জ্বল অথবা নক্ষত্র সমাকীর্ণ অসীম আকাশে ভাসমান হয়। প্যারাডাইস লষ্ট কাব্যের আদি-অন্তহীন মহাশূন্য চিত্তকে স্তম্ভিত করে, মহাসাগরের উদাত্ত গম্ভীর তাল-সমন্বিত সঙ্গীত শ্রুত হয়, দিক্‌চক্রবাল বজ্রধ্বনি গর্জন করে। মিল্টনের কাব্য আশ্চর্য সঙ্গীতস্পন্দিত ও সুরসমন্বিত বাক্‌রীতি শিল্পবদ্ধ। মিল্টন চিত্রধর্মী নন, সঙ্গীতধর্মী কবি। এক অসাধারণ কবিদৃষ্টি তাঁর কল্পনাকে উল্লসিত করেছে, কিন্তু সঙ্গীতধ্বনিগাম্ভীর্য তাঁর সত্তাকে সুগভীর ভাব-নিবিড়তায় আচ্ছন্ন করেছে। অবশ্য মিল্টন এক সঙ্গীতের যুগেই জন্মগ্রহণ করেছেন—সঙ্গীত, ক্লাসিকস্ এবং বাইবেল এই মহান ত্রিভাব সমন্বয়ে তদানীন্তন ইংরাজ সংস্কৃতির পূর্ণতালাভ ও মিল্টন-প্রতিভা—God-gifted organ voice of England উদ্দীপিত হয়েছে। মিল্টনের ছিল অসাধারণ ব্যঞ্জনাশক্তি। ভাব এবং ভাষার ব্যঞ্জনা মিল্টনের কাব্যে ভাবদ্যোতক সাঙ্কেতিকতার পরিমণ্ডল রচনা করেছে। তাঁর কবিতা কুহক মন্ত্রের মত যথাযথ উচ্চারণ মাত্রই এই ভাবচৈতন্যলোকের দ্বার উন্মোচিত করে দেয়। মিল্টন ছিলেন সৌন্দর্যতন্ময় কবি—এক অসাধারণ ভাব-সৌন্দর্যের উপাসক। তাঁর বন্ধুকে লিখিত এক পত্রে এই সৌন্দর্যপ্রিয়তার পরিচয় পাওয়া যাবে—"God has certainly inspired me, if any ever were inspired, with a passion for the good and the beautiful. Nor did Ceres, according to the fable seek her daughter Prosperine with such unceasing solicitude as I have sought this idea of the beautiful in all the forms and appearances of things for many are the shapes of things divine. Day and night I am wont to continue my search." এই পত্রে মিল্টনের সৌন্দর্যব্যাকুলতা কীট্‌সীয় অনুভূতি অপেক্ষা সুন্দরতর ও গভীরতার ভাবাভিব্যক্ত। মিল্টন ছিলেন রেনেশাঁসের সার্থক উত্তর-সূরী এবং তাঁর প্রথম কবিতাসমূহে এক তীব্র সৌন্দর্যকামনা প্রকাশিত।

L 'Allegro এবং Il Penseroso (১৬৩২) দিবস ও সন্ধ্যার কাব্য—মিল্টনের প্রথম জীবনে রচিত এই কাব্যদ্বয় গীতল অনুভূতি ও সৌন্দর্যনিবিড়

চিত্র সমন্বয়ে অনুপম। প্রথম কবিতাতে প্রভাত সূর্যকিরণ-স্নিগ্ধ ইংলণ্ডের প্রান্তর বর্ণনা—সুমিষ্ট প্রভাতবায়ু, সঙ্গীতরত পাখী, অপূর্ব দৃশ্যবর্ণগন্ধের সমন্বয় চিত্তকে পরিতৃপ্ত করে। পুষ্প-সৌন্দর্য, সঙ্গীতঝঙ্কার যেন মানব-জীবনেরই প্রতীক এবং উভয়েই সমধর্মান্বিত। গ্রাম্য দৃশ্যের জীবনের চিত্ররূপটি আন্তরিকতায় ও লাবণ্যে সুন্দর—

.........the ploughman, near at hand
Whistles o'or the furrowed land,
And the milkmaid singeth blithc.
And the mower whets his scythe
and every shepherd tells his tale,
Under the hawthorn in the dale.

দ্বিতীয় কাব্যটি সেই এক স্থানের সন্ধ্যাপ্রদোষের ও চন্দ্রালোকিত রাত্রির বর্ণনা। সেই মাধুর্য সৌন্দর্য সমভাবে বিরাজিত হলেও কবি উপলব্ধি করেন এক নির্জন অনুধ্যানের আনন্দ ; বর্ণনা করেছেন সূর্যাস্ত শোভা, নাইটিংগিলের সঙ্গীত ও জ্যোৎস্না রাত্রির মধুর রূপ এবং কবি শুনতে পান—

The far off curfew sound
Ovcr some wide-watered shorc.

প্রভাত আনন্দের স্থলে বিরাজ করে এই প্রশান্ত অনুধ্যান এবং মানুষের গভীরতম সত্তা উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

Comus ব্রিজওয়াটারের আর্লের অভিষেক উপলক্ষে ১৬৩৪ খ্রীষ্টাব্দে রচিত ও অভিনীত। বিষয়বস্তু সাধারণ ও পরিচিত কিন্তু সঙ্গীত নৃত্যদৃশ্য সমন্বয়ে এই অভিনয়রূপ অপূর্ব সুন্দর। এটি 'মাস্ক' জাতীয় রচনা এবং এলিজাবেথীয় যুগের ঐশ্বর্যমণ্ডিত রচনার অনুরূপ। ছন্দ সুললিত ও মসৃণ এবং সঙ্গীত প্রাচীন গ্রীকস্থাপত্য ডোরিক শিল্পের অনুরূপ। প্রধানতঃ ইতালী হতে গৃহীত এই জাতীয় নাট্যরূপের প্রধান উদ্দেশ্য আনন্দ দান করা। Comus ঐশ্বর্যময় দৃশ্যবর্ণনা, সুঝঙ্কৃত সঙ্গীত এবং লীলায়িত নৃত্যরূপে ইন্দ্রধনুর বর্ণে অপরূপ হয়েছে। কিন্তু নীতিবাদের সুর এর মধ্যে ধ্বনিত—আনন্দ এবং পবিত্রতার অধিষ্ঠান একত্র নয় এবং পবিত্রতার জন্য আনন্দ বর্জনীয়। অসৎ-এর উপর সত্যের জয়ের কথাই এখানে বিবৃত। সমস্ত পার্থিব অন্যায়কে অস্বীকার ও অতিক্রম করে ন্যায়ধর্মই যে ধ্রুবনক্ষত্রের ন্যায় স্থির ও

চিরন্তন এই গভীরতম সত্যই এখানে প্রকাশিত। Lycidas মিল্টনের কলেজ জীবনের সহপাঠী এডওয়ার্ড কিং-এর নিমজ্জন উপলক্ষ্যে ১৬৬৭ খ্রীষ্টাব্দে রচিত গ্রাম্য বা গোষ্ঠ শোকগাথা (Pastoral elegy)। ইংরাজীতে এই জাতীয় সাহিত্যের উদাহরণ শেলীর Adonais (কীট্‌স স্মরণে) এবং ম্যাথু আর্ণল্ডের Thyrsis (Clough স্মরণে)। লিসিডাস ব্যক্তিগত দুঃখের কাব্য নয়। তরুণ কবির অকালমৃত্যু মিল্টনের মনে শিক্ষা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের ব্যর্থতা জাগিয়ে তুলেছে। ক্রমশঃ কবি বিকৃত যাজক সম্প্রদায়ের কথা স্মরণ করেছেন, শেষে ঈশ্বরের কাছে কবি সান্ত্বনা চেয়েছেন। এই চিন্তাধারা সুসৃষ্ট শব্দঝঙ্কার সঙ্গীত স্পন্দনে সার্থক শিল্পরূপায়িত। মিল্টন প্রথানুযায়ী নিজেকে ও বন্ধুকে পল্লীজীবনবাহী মেষপালকরূপে কল্পনা করেছেন এবং পূর্বসূরীদের প্রতীক—রোমীয় সপুচ্ছ ও সশৃঙ্গ পৌরাণিক অপদেবতা ফন, বনদেবতা, জলপরী প্রভৃতি—গ্রহণ করেছেন। নৈতিকতার উজ্জ্বল প্রকাশে, সুনিপুণ ব্যঙ্গের তীব্রতায়, আবেগের উত্থান-পতনে ও সৌন্দর্যময়তায় এই কাব্য সুন্দর-শিল্পিত।

সনেট ঃ মিল্টন পাঁচটি ইতালি ও উনিশটি ইংরাজী ভাষায় সনেট রচনা করেন। ইতালিয় সনেটগুলি প্রেমমূলক। মিল্টনের ইংরাজী সনেটগুলিও গভীর অনুভূতি ও অনুধ্যানে মহান এবং মননদীপ্ত। কবি বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য আনয়ন করেছেন—রাজনৈতিক, সাময়িক বিষয়ানুসারী, শোকমূলক, প্রণয়-মূলক এবং আত্মভাবমূলক সনেট রচনা করেছেন। ঘনপিনদ্ধ ভাবধারা সুগভীর মনন এদের বৈশিষ্ট্য। **গদ্যসাহিত্য ঃ** মিল্টনের গদ্যসাহিত্য রচনা ঋজু, বলিষ্ঠ ও তীব্র আঘাতকারী। কোমল সুষমা সর্বদা দৃষ্টিগোচর হয় না কারণ তাঁর গদ্যসাহিত্য সংগ্রামের জন্য সৃষ্ট। মিল্টন অন্যায় অসত্যের বিরোধী এবং তাঁর লেখনী গদ্যভাষার মাধ্যমে এদের বিরুদ্ধে অগ্নিবর্ষণ করেছে। মিল্টনের প্রথম পর্যায়ের পদ্যসমূহ গীর্জা ও ধর্মসংক্রান্ত। Of Reformation touching Church Discipline in England; Of Prelatical Episcopacy ; The Reason of Church Government প্রভৃতিতে ধর্মভাবনা ন্যায়-নিষ্ঠার কথা ও অন্যায়-অসত্যের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ। মিল্টনের পত্নীর সঙ্গে মনান্তর হলে মিল্টন বিশেষ বিদ্বেষপরায়ণ হয়ে বিবাহবিচ্ছেদের প্রয়াসী হন ও প্রসঙ্গত রচনা করেন কয়েকটি পুস্তিকা (১৬৪৩-৫)। এখানে

তিনি বললেন যে, 'Marriage was a private matter, and that therefore, it should be freely dissoluble by mutual consent, even at the desire of one of the parties.' মিল্টনের শ্রেষ্ঠ গদ্যরচনা Areopagitica (or the Liberty of Unlicensed Printing, ১৬৪৪) মুদ্রণ স্বাধীনতার সপক্ষে রচিত। ১৬৪৩ সালের সরকারী আদেশে সরকারের আদেশ ও অনুমোদন ব্যতীত কোন কিছু মুদ্রণ বন্ধ হলে মিল্টন পার্লামেন্টের কাছে আবেদনসূচক এই তীব্র প্রতিবাদপত্র রচনা করেন। গ্রন্থমধ্যস্থিত কয়েকটি উক্তি স্মরণীয়—'A good book is the precious life blood of a master spirit'; 'Books are not absolutely dead things but do contain a potency of life' ইত্যাদি। মিল্টনের অন্যান্য গদ্যরচনায় যুক্তিনিষ্ঠ মন, সংহত ভাষা ও প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুট। অবশ্য আবেগের তীব্রতায় কখনও ভাষা কাব্যের দিগন্ত স্পর্শ করেছে ও গদ্যসাহিত্যকে করেছে প্রাণময় ও প্রসাদগুণে সমুজ্জ্বল।

প্যারাডাইস লষ্ট (Paradise Lost)—কাব্যের বিষয়বস্তু মানুষের পতন। ঈশ্বরদ্রোহিতার জন্য শয়তান স্বর্গ থেকে বিতাড়িত এবং প্রতিশোধকামী। সে ঈশ্বরের প্রিয়-সৃষ্টিদের সর্বনাশ করে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে চায়। সে ইভকে নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল গ্রহণ করতে প্রলুব্ধ করে এবং ইভ আদমকেও খাওয়ায়। উভয়ে শাস্তিস্বরূপ স্বর্গ থেকে নির্বাসিত হয়। ঈশ্বরপুত্র যীশু মানুষের পাপ গ্রহণ করে মানুষের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। ঈশ্বর দয়ার্দ্র হয়ে আদম-ইভকে অন্য স্বর্গে স্থাপন করেন। আদম-ইভের স্বর্গ থেকে বিদায়ের মধ্যে কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটে। একটি মহৎ কাব্য রচনার আকাঙ্ক্ষা মিল্টনের চিত্তে প্রথমাবধি এবং তাঁর প্রতিভার স্বল্পতা সত্ত্বেও ঈশ্বরানুগ্রহে এই কার্য সফল হবে এই কামনাও তাঁর ছিল। ১৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে একটি রচনায় কবির এই মহান আকাঙ্ক্ষার পরিচয় লাভ করি—I might perhaps leave something so written to after times as they should not willingly let it die. মিল্টন নবনবতিটি (৯৯) খসড়া প্রণয়ন করেছিলেন বিষয়বস্তুর জন্য। মানুষের পাপ এবং ঈশ্বরের মহান করুণাকে মর্মবস্তু করে তিনি মহাকাব্য-রচনায় ব্রতী হন। তাই তিনি মানুষের প্রথম অবাধ্যতা, এর সুদূরপ্রসারী ফলশ্রুতি এবং মানুষের প্রতি ঈশ্বরের

কার্যবিধি সমর্থন (justify the ways of God to man)-কে নিয়ে কাব্যসৃষ্টি করলেন। ক্রমওয়েলের মৃত্যুর বৎসর ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে কাব্যরচনা সুরু হয় এবং পরিমার্জিতরূপে প্রকাশিত হয় ১৬৬৭ খ্রীষ্টাব্দে।

প্যারাডাইস লষ্ট কাব্যের বিষয়বস্তু ও কাব্যরীতি সুমহান। মিউজ বন্দনায় প্রারম্ভিক পংক্তিসমূহে মিল্টন বক্তব্যকে প্রকাশ করেছেন—

Of man's first disobedience, and the fruit
Of that forbidden tree whose mortal taste
Brought death into the World, and all our woe,
With loss of Eden till one greater Man
Restore us, and regian the blissful seat,
Sing, Heavenly Muse.

কবিতার মর্মসত্য কবিচিত্তে নিহিত। এক অসাধারণ ভাবসমুন্নতি কাব্যকে মহান ভাবগভীর করেছে। মিল্টনের ধর্মচেতনা, নীতিবাদ এবং আদর্শান্বিত কল্পনার উপর এর অধিষ্ঠান। মিল্টনের কবিস্বরূপের ধর্মই এই। তাঁর মতে কবি হলেন প্রফেট এবং ঈশ্বরীয় ভাবসত্যের বাণীকার। প্যারাডাইস লষ্ট কাব্যের বিষয়বস্তু নির্বাচনে বিশালতার আভাস পাই, the poem justifies the ways of God to man. এর স্থান মহাশূন্য, কাল অনন্ত মুহূর্ত, কুশীলব ঈশ্বর, দেবদূত, মানব।

মিল্টনের কবিচিত্তে বাইবেলের কাহিনী প্রামাণ্যরূপে প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু কোন কোন অংশ যেন হয়েছে স্বতন্ত্রচিহ্নিত। কবির পাণ্ডিত্য, যুগচেতনা, বিশেষ মানসিকতা ও স্বাধীন সত্তা যেন অভ্রান্ত সত্যকে পরিবর্তিতরূপে গ্রহণ করেছে। কবির ধর্মবিশ্বাস ও মানসিক প্রবণতার দ্বন্দ্ব তাই এত তীব্র। মিল্টনের ব্যক্তিজীবনে স্বাধীনতারই মন্ত্রবাণীরূপ। তাই স্বর্গের বিদ্রোহী ও ঈশ্বরের শত্রু শয়তানের প্রতি কবির সহানুভূতি। শয়তানের অদম্য তেজ ও সাহস কবিচিত্তকে উদ্রিক্ত করেছে। মিল্টন এই 'ধর্মবিদ্রোহী মহাদম্ভের' মধ্যে মনুষ্যত্বের অজেয় শক্তিকে প্রত্যক্ষ করে তাকেই বরণ করেছেন। প্রসঙ্গ ব্যতিরেকে প্রযুক্তির ক্ষেত্রেও মিল্টন অভিনয়ত্ব আনয়ন করেছেন। বাক্-বিন্যাসের নবরূপায়ণ বিশেষ উদ্দেশ্যেপ্রণোদিত। মহৎ কবিতার বিষয়ানুগ করবার জন্য তিনি ভাষার মান উন্নয়নে ব্রতী হয়েছেন। মিল্টন লাতিনে পারদর্শী এবং স্বভাবতই লাতিন ভাষার সহায়তায় নবশব্দরূপসৃষ্টিতে সচেষ্ট হলেন। এতদ্ব্যতীত সুপ্রয়োগের দ্বারা জীর্ণ ও অতি প্রচলিত ইংরাজী

শব্দসমূহকে অকৃত্রিম, মসৃণ, সুখকর ও ব্যঞ্জনাময় রূপে প্রয়োগ করলেন। অতএব ইংরাজী ভাষারূপ গঠনে তাঁর কৃতিত্ব অবিস্মরণীয়। মিল্টনের শ্রুতি শেক্সপীয়র অপেক্ষা সূক্ষ্ম নয়, কিন্তু অধিকতর পরিমার্জিত। সঙ্গীতের সুগম্ভীর অনুরণন তাঁর কাব্যে শ্রুত হয়। প্যারাডাইস লষ্ট অমিত্রাক্ষর মিলহীন দশমাত্রিক ছন্দে রচিত। মার্লো ও শেক্সপীয়রে এই ছন্দ অনেকাংশে অমসৃণ। মিল্টন এই ছন্দকে স্বচ্ছন্দ-গতি, নমনীয় ও তীব্র প্রবহমান করে তুলেছেন ছন্দোরূপের বৈচিত্র্য কাব্যাঙ্গিককে সমৃদ্ধ করেছে। তাঁর কাব্যের সৌন্দর্য, স্বর ও ব্যঞ্জনের অনুপ্রাস ও ধ্বনিসাদৃশ্যজাত ঐকতানের উপর অধিষ্ঠিত—

The angel ended and in Adam's ear
To save the Athenian walls from ruin bare.

প্রভৃতি বাণীরূপের সৌন্দর্য অতুলনীয়। মিল্টনের কবিতায় শব্দগন্ধ ও রূপের সৌন্দর্যময় সংমিশ্রণ দেখি। তাঁর কবিতায় শব্দস্পন্দন যেন সুগন্ধবহ এবং ধ্বনি চিত্ররচনায় সার্থক। পল্লীপ্রকৃতির সহজ সৌন্দর্য আশ্চর্য শিল্প-লাবণ্যে অভিব্যক্ত।

The smell of grain, or tedded grass or kine.
Or dairy—each rural sight—each rural sound ;
If chance, with nymph-like step fair virgin pass,
What pleasing seem'd for her now pleases more.

প্যারাডাইস লষ্ট কাব্যের ত্রুটির দিকেও সমালোচকেরা অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। এই কাব্যের মানবিক আবেদন অল্প। মানবীয় কাব্য-বিধি, অনুভূতি এতে রূপায়িত নয় ও পাঠকবৃন্দ স্বজীবনের প্রতিরূপ দর্শনে অক্ষম হয়ে এই কাব্যপাঠে বীতস্পৃহ হয়। আধুনিক পাঠক বিষয়বস্তুর যথার্থতায় সন্দিহান, কাব্যের ধর্মভাবনাও আজ অপরিচিত। পাঠক আজ প্যারাডাইস লষ্ট পাঠ করে কর্তব্যের খাতিরে, আনন্দ গ্রহণ করে অন্য সাহিত্য থেকে। মিল্টনের শিল্পরূপও আজ নিন্দিত—তাঁর ভাষা ব্যঞ্জনাহীন ও পাঠক-চিত্তে আবেদন জানাতে অক্ষম, **his language is artificial and conventional (Eliot).** তাঁর শব্দ গম্ভীর, ব্যঞ্জনাবহুল, কঠিন কিন্তু আন্তরিক নয়। দৃশ্যচিত্র বর্ণনায় মিল্টনের অক্ষমতার কথাও সমালোচক উল্লেখ করেছেন। মিল্টন ভাব ও ভাষার সমুন্নতি সর্বত্র রক্ষা করতে সমর্থ হননি। মহান সুন্দর

চিত্ররূপ সৃষ্টির পর অকস্মাৎ পতন পীড়াদায়ক ও কাব্যসৌন্দর্যের হানিকর। মিল্টনের প্রভাব যে পরবর্তী সাহিত্যের পক্ষে ক্ষতিকর সমালোচক (টি. এস. এলিয়ট) তারও উল্লেখ করেছেন।

প্যারাডাইস রিগেন্‌ড (Paradise Regained)—মিল্টনের বন্ধু টমাস এলউড প্যারাডাইস লষ্ট পাঠান্তে বলেছিলেন, 'Thou hast said much here of Paradise Lost, but what hast thou to say of Paradise found ?' এই প্রশ্নের উত্তরে এই কাব্যের সৃষ্টি। প্যারাডাইস লষ্টে মানুষের পতন ও স্বর্গচ্যুতির শিল্পবিবৃতি ; দ্বিতীয়টিতে মানবের (যীশুখ্রীষ্টের) কামনা জয় ও ঈশ্বরীয় কৃপালাভের কাহিনীই রূপঋদ্ধ। মিল্টনের প্রিয় এই কাব্যটি অপেক্ষা প্যারাডাইস লষ্ট উন্নততর শিল্পসৃষ্টি ও ভাবসম্পদে পূর্ণ। প্রযুক্তির ক্ষেত্রে দেখা যায় ষ্টাইল সামগ্রিক সুষমামণ্ডিত হলেও পূর্ববর্তী কাব্যের মত প্যারাডাইস রিগেনডের বলিষ্ঠ শব্দসম্ভার ও ঐশ্বর্যমণ্ডন নেই। এই কাব্যে বাক্‌রীতিতে লাতিন প্রভাব অতবেশী নেই, কাব্যছন্দ মসৃণ, তরল ও সুরঝঙ্কারময়। মহান ভাবচিন্তা এবং কখনও উন্নত চিত্ররূপ থাকলেও সামগ্রিক বিচারে এই কাব্য অপেক্ষা প্যারাডাইস লষ্ট উচ্চস্তরের শিল্পসৃষ্টি।

স্যামসন এ্যাগনিষ্টেস (Samson Agonistes)—সম্ভবতঃ ১৬৬৭ খ্রীষ্টাব্দে রচিত ও ১৬৭১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত। নাট্যশিল্পের প্রতি মিল্টনের আকর্ষণ চিরন্তন। তিনি স্বয়ং নাট্যানুরাগী এবং Comus ও Arcades রচনা করেছেন। যখন তিনি অমর সাহিত্যসৃষ্টিকামী তখন তাঁর মন মহাকাব্য ও নাটকের মধ্যে দ্বিধাসঞ্চালিত হয়েছে। তাঁর শেষ মহৎ রচনায় এই প্রয়াস সার্থক। বাইবেলের স্যামসনের গল্প, প্রাচীন ঐতিহাসিক কাহিনী ও বোক্কাচিওর রচনা থেকেই মিল্টন উপাদান সংগ্রহ করেছেন। ডাচ কবি ভণ্ডেল-এর লেখা 'স্যামসন' গ্রন্থটিও মিল্টনকে প্রভাবিত করেছিল।

গ্রীক নাটকের অনুকরণে রচিত এই নাটকে ক্লাসিক নীতিই অনুসৃত। গ্রীক নাটকের মত একটি কাহিনীই অবিচ্ছিন্ন গতিতে প্রবাহিত হয়ে চরম ট্র্যাজেডিতে শেষ হয়েছে। রঙ্গমঞ্চে ভয়ঙ্কর দৃশ্যসমূহের অবতারণা হয় নি—বার্তাবাহক কর্তৃক ধ্বনিত হয়েছে। মিল্টন গ্রীক নাট্যকারদের মত পাঠক চিত্তের কল্পনার কাছে সৌন্দর্যের আবেদন নিয়ে গেছেন, রঙ্গমঞ্চে ঘটনা সংঘটনের দ্বারা শিল্পমূল্যের অবনমন ঘটাননি। গ্রীক নাটকের কোরাসের

সার্থক পরিচয় এখানেই লাভ করি। এ্যারিস্টটল কৃত নাটকীয় ঐক্যত্রয়ী স্যামসন এ্যাগনিষ্টেসে যথাযথ অনুসৃত।

উৎকৃষ্ট নাট্যশিল্পরূপ ব্যতিরেকেও মিল্টনের আত্মজীবনের রূপচিত্রণ হিসাবে এই কাব্যের মূল্য অসাধারণ। তাঁর রাজনৈতিক জীবনের ছায়াসম্পাত অনেকাংশে ঘটেছে। কিন্তু তাঁর ব্যক্তিজীবনই এখানে বেদনার মধ্যে অভিব্যক্ত। নিজ জীবনের ব্যর্থতা ও বেদনা স্যামসনের উক্তির মধ্যে প্রকাশিত। নারী জাতির প্রতি কঠোর ব্যঙ্গ মিল্টনের জীবনের বেদনাকেই স্মরণ করায়। সর্বোপরি অন্ধ মিল্টনের কারুণ্য স্যামসনের ক্রন্দনের মধ্যে উচ্ছ্বসিত হয়েছে—

'Oh dark, dark, dark amid the blaze of noon.'

গ্রীক নাট্যকলার সর্বশ্রেষ্ঠ রূপায়ণে, ক্লাসিক সংযমে, আবেগের তীব্রতায় ও সংহত সৌন্দর্যের শিল্পায়ণে স্যামসন এ্যাগনিষ্টেস ইংরাজী সাহিত্যে অমর।

টমাস ব্রাউন (**T. Browne,** ১৬০৬—১৬৮২)—সপ্তদশ শতকের এক বিচিত্র ব্যক্তিত্ব। রাজনীতি ব্রাউনের জীবনকে প্রভাবিত করেনি, রাজনৈতিক আবর্ত থেকে দূরে আপন কর্ম ও চিন্তাধারার শান্ত ধ্যানতন্ময় জগৎ সৃষ্টি করেছেন ব্রাউন। টমাস ব্রাউন বিজ্ঞানসাধক—সে যুগের বিজ্ঞানীয় ভাবভাবনায় তাঁর জীবন ও কর্ম প্রভাবিত; কিন্তু কুসংস্কার ইন্দ্রজাল প্রভৃতিতে তাঁর চিত্ত আচ্ছন্ন। বিজ্ঞানচেতনা ও অন্ধ-বিশ্বাস উভয়ের সমন্বয়েই ব্রাউনের মানস-পরিমণ্ডল রচিত। ব্রাউনের সাহিত্যের মধ্যে আমরা আরও লাভ করি কল্পনাপ্রবণ এক কবিপ্রাণের পরিচয়—ব্রাউনের ধর্মবিশ্বাস ও বিজ্ঞানচেতনা ভাবকল্পনায় সার্থক রূপায়িত।

Religio Medici (১৬৪২) বা চিকিৎসাবিদের ধর্ম লেখকের খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসের স্বীকারোক্তি এবং প্রধানত ধর্ম-সম্বন্ধীয় বিভিন্ন বিষয়ের উপর লেখকের মতবাদ আলোচনা। কতকগুলি বিষয়ের শিরোনাম, বক্তব্যের নামাঙ্কিত নির্দেশনা, বিষয় বৈচিত্র্যকে প্রকাশ করে—'প্রকৃতি অকারণে কিছু করে না,' 'অলৌকিকতা প্রসঙ্গে,' 'জাদুবিদ্যা প্রসঙ্গে' 'বিবাহ ও ঐক্য', 'নিদ্রা' 'লোভ ও অসংগত পাপ' প্রভৃতি। গ্রন্থে দুইটি সুন্দর প্রার্থনা কবিতা আছে। গ্রন্থের প্রথমার্ধে লেখকের ধর্মবিশ্বাস এবং দ্বিতীয়ার্ধে বিশ্বজনীন ভালবাসা, সহানুভূতি বা চ্যারিটির স্বরূপ বিশ্লেষণ। লেখক বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে মহামুক্তির

রূপ দর্শন করেছেন এবং বিশুদ্ধ ধর্মবিষয় হয়েছে ভাবমহিম। Vulgar Errors (১৬৪৬) লোকপ্রচলিত ভ্রান্ত কুসংস্কার সম্বন্ধীয় বিচার। এই গ্রন্থে ব্রাউনের অদ্ভুত বৈচিত্র্য ও রহস্যময়তার প্রতি অনুরাগ স্পষ্ট। লোকপ্রচলিত কয়েকটি ধারণার পরিচয় আমরা এই গ্রন্থে পাই—'স্ফটিক ঘনীভূত বরফ ব্যতীত অন্য কিছু নয়', 'হীরককে ছাগরক্ত দ্বারা নরম বা ভগ্ন করা যায়', ময়ূরের মাংস বিকৃত হয় না' ইত্যাদি। ব্রাউনের যুক্তিহীন বিশ্বাস, সংস্কার-প্রবণতা এই গ্রন্থে ধরা পড়েছে। Urn Burial গ্রন্থে লেখক নরফোকে কয়েকটি আবিষ্কৃত শবাধার অবলম্বন করে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন জাতির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার রূপ পরিচয় তুলে ধরেছেন। ক্রমশঃ লেখকের গভীর অনুধ্যান জীবনের মহাপ্রতীকী সত্যকে ব্যঞ্জিত করেছে; এবং লেখক কর্তৃক পার্থিব আশা-আকাঙ্ক্ষার ব্যর্থতার রূপটি বিধৃত।

ব্রাউনের গদ্য ষ্টাইলে বাচন বৈদগ্ধ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে প্রশান্ত গভীর আন্তরিকতা। তাঁর ভাষ্য ও ভাব চিন্তাধারাকে উদ্রিক্ত করে, চেতনাকে করে জাগ্রত। জীবনের সমুন্নতি ব্রাউনের সাহিত্যে অন্তর্লীনস্থিত। মৃত্যু লেখকের নিকট চিররহস্যময় কিন্তু আন্তরিক কাম্য। ক্ষুদ্র বস্তুর মধ্যে ব্যঞ্জনার গভীরতা, প্রকৃতি জীবনের সঙ্গে কবিচিত্তের একাত্মতার উল্লাস পরবর্তী কালে ওয়ার্ডস-ওয়ার্থের জীবনে একান্ত হয়ে দেখা দিয়েছে। ব্রাউনের বাক্‌বিন্যাস-রীতি সুসংযত, সুঝঙ্কৃত ও প্রতিধ্বনিশীল। বাক্যের ছন্দোস্পন্দন প্যারাডাইস লষ্টএর অমিত্রাক্ষর ছন্দকে স্মরণ করায়। ব্রাউনের শব্দভাণ্ডার বিচিত্র ও লাতিন শব্দসম্ভারে পরিপূর্ণ, এবং বাচ্যাতীত রসসৌন্দর্যের পরিচয় তাঁর রচনায় লাভ করি। হাস্যরসিকতা ব্রাউনের অপর বৈশিষ্ট্য। লেখকের অন্তর্দৃষ্টি, তাত্ত্বিক মনোভঙ্গী হিউমারের সংযোগে সমুজ্জ্বল। পরবর্তী কালে ডঃ জনসনের এবং বিশেষতঃ চার্লস্ ল্যাম্বের রচনায় ব্রাউনের রচনারীতির ভাস্বর প্রভাব মুদ্রিত দেখি।

জেরেমি টেলর (Jeremy Taylor, ১৬১৩—১৬৬৭)—জেরেমি টেলর ধর্মবিষয়ক বক্তা হিসাবে খ্যাত; এবং সপ্তদশ শতাব্দীর প্রধান গদ্য-শিল্পীদের অন্যতম। চিন্তাপরায়ণ ও ধর্মশাস্ত্রবিদ্ হিসাবেও টেলর বিশেষ স্মরণীয় এবং তাঁকে ধর্ম উপাসনা জগতের শেক্সপীয়র ও স্পেন্সার বলা হয়। তিনি ধর্মব্যাপারে ছিলেন সহনশীল ও সংবেদনশীল এবং ধর্মমতের

জন্য তাঁর নির্যাতনও ঘটেছিল। তাঁর ধর্মভাষণগুলির মধ্যে অন্তরের ও ধর্ম-বোধের পরিচয় পাওয়া যায় এবং এইগুলি সাহিত্য হিসাবে উৎকৃষ্ট। টেলর দুইটি গ্রন্থের জন্য বিখ্যাত—Holy Living (১৬৫০) এবং Holy Dying (১৬৫১)। কল্পনাপ্রবণ গদ্যশিল্পী হিসাবেই সাহিত্যের ইতিহাসে টেলরের বিশিষ্ট স্থান। যুক্তিশৃঙ্খলা অপেক্ষা কল্পনার আধিক্য তাঁর প্রবন্ধে দেখা যায়। প্রাচীন সাহিত্যে টেলরের গভীর পাণ্ডিত্য এবং তাঁর রচনাতে এর সুপ্রয়োগ। তাঁর সাহিত্যের মধ্যে প্রকৃতির সৌন্দর্য-মাধুর্যে আত্মহারা এক কবিপ্রাণের পরিচয় বারংবার উদ্ভাসিত। সুন্দরের প্রতি তাঁর ছিল কবিসুলভ আকর্ষণ। সর্বোপরি তাঁর গদ্যভাষা ছিল ঐশ্বর্যময় অলঙ্কারবহুল। তাঁর সাহিত্য সৌন্দর্যপিয়াসী রূপমুগ্ধ এক কবিমনের আন্তরিকতায়, কল্পনার প্রসন্ন বিস্তৃতিতে এবং বর্ণাঢ্য ভাবোচ্ছ্বাসময় গদ্যভাষার ঐশ্বর্য বিলসনে প্রথম শ্রেণীর সৃষ্টি হয়ে উঠেছে।

টমাস ফুলার (**Thomas Fuller,** ১৬০৮—১৬৬১)-ও একজন ধর্মপ্রবক্তা, কিন্তু ধর্মভাবনা অপেক্ষা তাঁর সহৃদয় ও রসিকচিত্তের স্পর্শদীপ্ত প্রবন্ধই অধিকতর প্রীতিকর। ফুলারের মধ্যে চিন্তার সমুন্নতি ও ভাবগভীরতা দেখা যায়, কিন্তু খামখেয়ালী কল্পনা, কৌতুকদীপ্তি ও মানসবৈচিত্র্য তাঁর সাহিত্যকে ধর্মেতর সৃষ্টি হিসাবে খ্যাত করেছে। ফুলারের রচনার মধ্যে শ্রেষ্ঠ The Church History of Britain (১৬৫৫), The Holy State and the Profane State (১৬৪২) এবং The Worthies of England (১৬৬১)। প্রথমটিতে নীতিবাদী ঐতিহ্যানুরাগী এক সরস মন প্রধান হয়ে উঠেছে। দ্বিতীয়টি জীবনীমূলক বিবরণ; এতে সামাজিক জীবনে কতকগুলি আদর্শ চরিত্রের পরিচয়—আদর্শ পিতা, যোগ্য সৈনিক, সৎ শিক্ষক প্রভৃতি এবং ঐতিহাসিক বিবরণ পাওয়া যায়। তৃতীয়টিতে ইংলণ্ডের বিখ্যাত ব্যক্তিদের পরিচয়। স্বদেশ চিত্রণ, ঐতিহাসিক নিষ্ঠা ও ঘটনা সমাবেশে সর্বোপরি হাস্যরসিকতার, স্পর্শে এই গ্রন্থ উজ্জ্বল। একটি রসিক পরিহাসপ্রিয় ও আন্তরিক মনের পরিচয় বারংবার প্রকাশিত হয়েছে ফুলারের সকল প্রবন্ধে।

আইজ্যাক ওয়াল্টন (**Izaac Walton,** ১৫৯৩—১৬৮৩)-এর সাহিত্যখ্যাতি, রাজনীতি, দার্শনিকতা বা ধর্মভাবনা সমন্বিত শিল্প;

উপর নির্ভরশীল নয়। একটি রসিকমনের লাবণ্যময় স্পর্শে তাঁর অকিঞ্চিৎকর সাহিত্য ভাবসুষম রূপ পরিগ্রহ করেছে। ওয়াল্টন ছিলেন সংস্কৃতি ও সৎ সাহিত্যের অনুরাগী। তিনি জন ডন, হুকার ও অনেক বিখ্যাত লোকের জীবনী সাহিত্য রচয়িতা ; এইগুলি লেখকের তত্ত্বতথ্যময়তা ও সহানুভূতিপরায়ণ মনের পরিচয় ব্যক্ত করে। তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা Compleat Angler (১৫৫৩) মাছ ধরার বিভিন্ন কৌশলের বর্ণনা, কিন্তু ইংলণ্ডের পল্লী অঞ্চলের একটা সুন্দর বর্ণনা এতে পাই। ওয়াল্টন চিত্রিত করেছেন বিবিধ বিষয়—মাছধরার রূপালী জলস্রোতের প্রতি লেখকের অনুরাগ, শৌণ্ডিকালয়, পথচলার কালে অদ্ভুত সঙ্গী প্রভৃতি স্বচ্ছ প্রাঞ্জল গদ্য ভাষার মাধ্যমে সহজবর্ণিত।

জন বানিয়ন (**J. Bunyan,** ১৬২৮—১৬৮৮)—পিউরিটান ধর্ম-ভাবনার আন্তরিক প্রকাশ বানিয়নের The Pilgrim's Progress গ্রন্থে। এই ধর্মবোধ যখন মিল্টনের লেখনীতে অসাধারণ শিল্পরূপে ও ভাবমহিমায় উন্নত হল, তখন বানিয়ন এই ধর্মবোধকেই সহজ রূপকের মাধ্যমে জীবন-রসতন্ময় করে তুলেছেন ; মিল্টন পিউরিটান যুগের শ্রেষ্ঠ কবি, আর বানিয়ন পুণ্যসত্তার, ধর্মস্বরূপের সহজ রূপকার। বানিয়নের জীবন বিদ্যালয়ের বা নিয়মিত পঠন-পাঠনের মাধ্যমে বিদগ্ধরূপে গড়ে ওঠেনি। তিনি ছিলেন বাইবেলের একনিষ্ঠ পাঠক—বাইবেল তাঁর চিত্তকে সুন্দর মধুময় করে তুলতে সাহায্য করেছে এবং তাঁর ভাষারীতিও সহজ লাবণ্যে, প্রসন্ন সুষমায় ও ভাবনিবিড় আন্তরিকতায়, বাইবেলকে বাদ দিয়ে, সমগ্র পাশ্চাত্য সাহিত্যে দোসরহীন অনন্য। বানিয়ন প্রথম জীবনে বোধ করি খুব সৎচরিত্রবান ছিলেন না। ক্রমশঃ তাঁর মধ্যে এক আত্মিক সংগ্রাম সুরু হয় এবং পাপভীতি, পতন-আতঙ্ক ভয়াবহ কৃষ্ণবর্ণ মেঘের মত তাঁর সমগ্র সত্তাকে আচ্ছন্ন করেছিল। অবশেষে তিনি ঈশ্বরের কৃপালাভ করেন এবং ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি হিসাবে খ্যাত হন। অবৈধ ধর্মপ্রচারের জন্য তিনি কারারুদ্ধ হন এবং বেডফোর্ড কারাগারে অসাধারণ গ্রন্থ 'দি পিলগ্রিমস প্রগ্রেস' রচনা করেন। এটি একটি রূপক গ্রন্থ—পাপময় জগৎ থেকে স্বর্গীয় রাজ্যের আনন্দ মাধুর্যে আত্মার ভ্রমণের কথাই এতে রূপকথিত। এমন সার্বিক আবেদন আর কোন গ্রন্থের নেই—জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষের মনে ধর্মের

সহজ আবেদনটি পৌঁছে দেয়। একটি ভক্তিবিনম্র আন্তরিক প্রাণের পরিচয় ছাড়াও শিল্পী বানিয়নের পরিচয়ও এখানে স্পষ্ট। তাঁর কল্পনাজাত বিবিধ জীবনবোধ ও সত্যবাণীকে তিনি রক্তমাংসের জীবন্ত মূর্তি দান করেছেন—আশা-নিরাশা, পাপপুণ্য প্রভৃতি হয়েছে প্রাণোজ্জ্বল জীবন্ত। এই গ্রন্থের ভাষাও ভাবসুষম, প্রাঞ্জল ও আন্তরিক। এই গ্রন্থ ভক্তিপুণ্য, পাপ-প্রলোভনের মধ্য দিয়ে মানবাত্মার তীর্থযাত্রার কথা—লেখকের অধ্যাত্ম উপলব্ধির জীবনরসসুনিবিড় ভক্তিভাবসমৃদ্ধ রসতন্ময় শিল্পালেখ্য।

৪

রেষ্টোরেশন সাহিত্য

১৬৬০ খৃষ্টাব্দে রাজা দ্বিতীয় চার্লসের ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ রাজনীতিকে মাত্র নয়, সংস্কৃতিকেও তীব্র প্রভাবিত করে। পিউরিটান শাসনের নিশ্ছিদ্র কাঠিন্য জীবনের অবকাশ উচ্ছলতাকে রুদ্ধ করেছিল, আনন্দ উল্লাসের সপ্তবর্ণী বিস্তারকে নীতিচেতনার এককবোধে শুভ্রসংযত করেছিল। রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় বন্ধনাপসারিত স্রোতধারার ন্যায় জীবন উদ্দাম উল্লাসে প্রধাবিত হয়। অবদমিত স্তব্ধ কামনা উচ্ছল আবেগে হিল্লোলিত হল। রেষ্টোরেশন সাহিত্যে তাই বিলাসকলার প্রাচুর্য যৌবনমদির রসোচ্ছলতা ইন্দ্রিয় সংবক্তির প্রাবল্য পরিদৃষ্ট হয়। নাট্যশালার নবরূপ প্রতিষ্ঠা, নটজীবনের অসংযত আতিশয্য স্বয়ং রাজসমাদৃত ফরাসী শিক্ষা-কলার বিলাস যুগকে প্রভাবিত করে (দ্রষ্টব্য রেষ্টোরেশন নাটকের আলোচনা)। কিন্তু উদ্দাম অনৈতিকতা রুচিবিকার সত্ত্বেও রেষ্টোরেশন সাহিত্য কয়েকটি সৎ কারণে স্মরণীয়। এলিজাবেথীয় যুগের কল্পনার বিশ্ববিথারী মহিমা বা গণতন্ত্রকালের নৈতিকতার পরিবর্তে এই ক্ষেত্রে এক প্রজ্ঞাশীল মননভাবনা সাহিত্যে দৃষ্ট হয়। মানুষের মন যুক্তিশীল হয়ে ওঠে—বুদ্ধিমনীষায় জীবনকে নববিচারে সাহিত্যস্রষ্টা সচেষ্ট। ব্যঙ্গবিদ্রূপ আঘাতে মানুষের কৃত্রিমতা ভণ্ডামির নির্মোক ছিন্ন করে মানুষকে চিত্তের দীপ্তিতে উজ্জ্বল বলিষ্ঠ দেখতে চান শিল্পী। বিজ্ঞানচেতনার বিশেষ বিকাশ ঘটে। ১৬৬২ খৃষ্টাব্দে Royal Society প্রতিষ্ঠিত হয়, এর সভাপতি নিউটন—স্মরণীয় নিউটন সম্বন্ধে কবি পোপের অসামান্য উক্তি :

Nature and Nature's laws lay hid at night
God said, 'Let Newton be' and all was light.

বিজ্ঞানচেতনায় জীবন তার অলৌকিকত্বের মায়া পরিহার করে বস্তুময় রূপে দৃষ্ট হয়, জীবনবোধ কল্পনা আবেগবর্জিত বস্তুচেতনার প্রকাশ। বস্তু-চেতনা, বিজ্ঞাননিষ্ঠা, মননদিপ্ততা, ব্যঙ্গপ্রবণতায় এই যুগ চিহ্নিত এবং তীব্র ক্ষুরধার ব্যঙ্গকাব্যে উচ্ছল জীবনবোধাত্মক কমেডিতে ও তীক্ষ্ণ মনীষ গদ্য রচনায় তারই পরিচয়।

. **জন ড্রাইডেন** (**John Dryden,** ১৬৩১-১৭০০)—জন ড্রাইডেন রেস্টোরেশন যুগের সার্থক প্রতিভূ। তিনি এই যুগের ক্লাসিক ভাব-ভাবনার প্রবক্তা। নিখুঁত সুনিয়ন্ত্রিত রূপাঙ্গিক তাঁর সাহিত্য-সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য। রেস্টোরেশন যুগের নীতি অথবা নীতিহীনতার প্রকাশ তাঁর সাহিত্যে ঘটেছে। কিন্তু জীবনে আত্মসত্যোপলব্ধির প্রয়াসও ড্রাইডেনের মধ্যে দেখি। এই যুগের আনন্দোচ্ছলতা, মনন দীপ্তি, উজ্জ্বল বাক্‌নৈপুণ্যের তিনি অধিকারী। রেস্টোরেশন যুগের গদ্য, কবিতা, নাটক সর্বত্রই ড্রাইডেন তাঁর অনশ্বর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন।

অলিভার ক্রমওয়েলের মৃত্যুতে রচিত 'হিরোয়িক ষ্ট্যাঞ্জাস' (১৬৫৯) দিয়ে ড্রাইডেনের কাব্যরচনার সুরু। রাজা দ্বিতীয় চার্লসের পুনরভ্যুত্থানকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করে পরবৎসর রচিত হয় 'জাস্টিস রিটার্ণড'। ডাচদের বিরুদ্ধে সমুদ্র বিজয় এবং ১৬৬৬ সালে লণ্ডনের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড অবলম্বনে রচিত হয় Annus Mirabilis—তাঁর প্রথম দীর্ঘ কবিতা। ড্রাইডেন ব্যঙ্গ কবি হিসাবেই অধিকতর স্মরণীয়; তাঁর ব্যঙ্গ লক্ষিত ব্যক্তি ও বস্তুর উপর পতিত হয়ে তাকে মর্মান্তিক আঘাত হানে। তাঁর বিদ্রূপ তীব্র মর্মঘাতী, কিন্তু সর্বদাই ব্যক্তি আক্রমণ নয়। তাই তাঁর ব্যঙ্গকাব্য যথার্থ রস-সাহিত্যের মর্যাদা লাভ করেছে। ব্যঙ্গ যদি হয় নিছক স্বার্থপ্রণোদিত অসূয়াতিক্ত তবে তার আবেদন সীমিত পরিবেশেই সম্ভব, কিন্তু ড্রাইডেন ব্যঙ্গরসকে সাহিত্য করে তুলেছেন। রাজনীতিক ব্যঙ্গাত্মক রচনাগুলিতেই তিনি অধিকতর পারদর্শী। Absalom and Achitophel (১৬৮১) হিরোয়িক কাপলেটে রচিত রূপক ব্যঙ্গকাব্য। ওল্ড টেস্টামেন্টে রাজা ডেভিডের পুত্র এ্যাবস্যালম যেরূপ এ্যাকিটোফেল-এর প্ররোচনায় পিতার

বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন যেরূপ লর্ড স্যাফ্‌ট্‌সবেরীর দল ইয়র্কএর ডিউককে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করে ২য় চার্লসের অবৈধ পুত্র বিদ্রোহী মনমাউথের ডিউককে সেই স্থানে অভিষিক্ত করতে চায়। স্যাফ্‌ট্‌সবেরীর এক সঙ্কটজনক মুহূর্তে এটা রচিত হয়। এই কাব্যে রাজনৈতিক নেতাদের যথার্থ স্বরূপকে উদ্‌ঘাটিত করা হয়েছে; তাঁদের মধ্যে প্রধান মনমাউথ (এ্যাবস্যালম); স্যাফ্‌ট্‌সবেরী (আর্কিটোফেল); বাকিংহামের ডিউক (জিমরি) প্রভৃতি। এই কবিতার দ্বিতীয় অংশ (১৬৮২) প্রধানতঃ অপরের রচনা হলেও ড্রাইডেন দ্বিশতপংক্তি রচনা করেন এবং এতে কয়েকটি তীব্র ব্যঙ্গাত্মক চিত্র আছে। The Medal কাব্য স্যাফ্‌ট্‌সবেরীর মুক্তি উপলক্ষ্যে হুইগদল কর্তৃক আনন্দ প্রকাশের জন্য 'আমরা আনন্দিত' কথাটি মুদ্রিত করা মেডাল বা পদক নির্মাণ উপলক্ষ্যে রচিত। উত্তরে স্যাডওয়েল ড্রাইডেনকে তীব্র আক্রমণ করলে ড্রাইডেন লেখেন Mac Flecknoe (১৬৮২)—রিচার্ড ফ্লেকনো নামক এক অতি অক্ষম গর্বী কবি তাঁর নির্বুদ্ধিতা উত্তরাধিকারী স্যাডওয়েলকে প্রদান করছে। কারণ

> Others to some faint meaning make pretence,
> But Shadwell never deviates into sense,

সে এখন সম্পূর্ণ নির্বুদ্ধিতার রাজ্যের রাজা। তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ ও হিউমারের সাহায্যে ড্রাইডেন স্যাডওয়েলের রাজ্যাভিষেক বর্ণনা করেন।

রেষ্টোরেশন যুগের প্রাণসত্তাকে প্রকাশ করেছে এই পর্বের নাটক। ড্রাইডেন সার্থক নাট্যশিল্পী এবং প্রতিভাবান। এই স্রষ্টা নাটকেও তাঁর প্রতিভার অসামান্য স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁর নাটকের মধ্যে বিখ্যাত 'দি মেডেন কুইন', 'অল ফর লাভ', 'দি স্প্যানিশ ফায়ার', 'টিরনিক লাভ' প্রভৃতি। সুনিপুণ শিল্পী ও মনন-সমৃদ্ধ কবি ড্রাইডেনের নাট্যকলা যথার্থ সৃষ্টি হয়ে উঠেছে। হিরোয়িক কাপলেট ও অমিত্রাক্ষর উভয় ছন্দের সার্থক প্রয়োগ তাঁর নাটকে পাওয়া যায়। তিনি রেষ্টোরেশন ট্রাজেডির শ্রেষ্ঠ রচয়িতা। 'অল ফর লাভ' (All for Love) ঐতিহাসিক ট্রাজেডি। এই উৎকৃষ্ট নাটকে ড্রাইডেন সমিল যুগ্মপংক্তিক ছন্দের পরিবর্তে অমিত্রাক্ষরের প্রয়োগ করেছেন। এ্যান্টনি ও ক্লিওপেট্রার কাহিনী অবলম্বনে রচিত

এই নাটকের রূপায়ণ শেক্সপীয়র অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ভিন্ন রূপ। আলেকজান্ড্রিয়াতে অবস্থিত এ্যাণ্টনীর জীবনের শেষ পর্যায়ের কথা এখানে ব্যক্ত। তাঁর সেনাপতি ভেন্টিডিয়াস, বন্ধু ডোলাবেলা, পত্নী অক্টেভিয়া একদিকে; এবং অপরদিকে ক্লিওপেট্রার প্রতি আকর্ষণে এ্যাণ্টনীর চিত্তের দ্বিধাবিক্ষোভ নাটককে সংঘাতময় করেছে। এ্যাণ্টনীকে ক্লিওপেট্রার নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন করায় প্রথমোক্তদের প্রায় কৃতকার্যতা, ডোলাবেলার প্রতি এ্যাণ্টনীর সন্দেহ প্রভৃতি নাট্যরসকে ঘনীভূত করেছে। অবশেষে ক্লিওপেট্রা আত্মহত্যা করার ভ্রান্ত সংবাদে এ্যাণ্টনী আত্মহত্যা করেন; এবং ক্লিওপেট্রা তাঁকে মুমূর্ষ দেখে সর্পদংশনে স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করে।

ড্রাইডেন গদ্যরচনায় নিপুণ। তাঁর গদ্যভাষা ঋজু, প্রত্যক্ষ ও মর্মস্পর্শী। অলংকরণের সাহায্যে বক্তব্যকে কাব্যময় বা পল্লবিত করার পরিবর্তে প্রত্যক্ষ মিতভাষণের মাধ্যমে সহজ প্রকাশ করেছেন। তাই তাঁর সাহিত্য প্রাঞ্জল, সরল ও আবেদনশীল। ড্রাইডেন ইংরাজী গদ্যের একটা মান নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সাহিত্য সমালোচক হিসাবেও ড্রাইডেনের প্রতিভা অবিস্মরণীয়। 'ফেবল্স'-এর ভূমিকা, 'হিরোয়িক নাটক', 'এসে অফ ড্রামাটিক পোয়েজি', (১৬৬৮)এ তাঁর সমালোচক প্রতিভার বিকাশ। শেষোক্তটি চারজন সংলাপীর (Crites, Eugenius, Lisideius, Neander) কথোপকথনোচ্ছলে রচিত। আলোচনার বিষয় ইংরাজী ও ফরাসী নাটকের উৎকর্ষ-অপকর্ষের বিচার, প্রাচীন ও আধুনিক ইংরাজী নাটক আলোচনা ও প্রাচীন সাহিত্য আলোচনার বিচার। নাটকে মিত্রাক্ষরের ব্যবহার সমর্থিত হয়েছে এই আলোচনায়। শেক্সপীয়রের উৎকৃষ্ট শিল্পবিচার এই গ্রন্থের উল্লেখ্য অংশ।

ড্রাইডেনের যতটা মনন ও শিল্পচাতুর্য ছিল, সহজ কাব্যানুভূতি সেই পরিমাণে ছিল না। তাই তাঁর সাহিত্য বৈদগ্ধ্যময়, বুদ্ধিদীপ্ত কিন্তু হৃদয়স্পর্শে তা সুনিবিড় নয়। তাঁর কবিতা সৃষ্টি হয়ে উঠেছে নিঃসন্দেহে; হৃদয়জাত হোক আর মননসমৃদ্ধ হোক, রসই কবিতার লক্ষ্য এবং সেই রসসৃষ্টিতে ড্রাইডেন সমর্থ। ইংরাজী সাহিত্যে ড্রাইডেন নবপথ স্রষ্টা এবং আপন মহিমায় দীপ্যমান। কাব্যপংক্তি হিসাবে হিরোয়িক কাপলেটের সার্থক সূচনা ও প্রয়োগ তাঁর কাব্যে পাই; সাহিত্য শিল্প সমালোচনার উচ্চতর পদ্ধতি তিনি নিরূপণ করেন; সর্বোপরি ড্রাইডেন এক অসাধারণ গদ্যশিল্পী। তাঁর গদ্যভাষা

কাব্যমণ্ডিত সুঅলঙ্কৃত নয়, কিন্তু ঋজু আন্তরিক ও সহজ আবেদনশীল। প্রতিভাবান কবি, অসাধারণ ব্যঙ্গশিল্পী, নিপুণ নাট্যকার, সাহিত্য-সমালোচক, আধুনিক ইংরাজী গদ্যের স্রষ্টা—ড্রাইডেনের শিল্প ও জীবন এই বহুবিচিত্র প্রতিভার আশ্চর্য সমন্বয়।

স্যামুয়েল বাটলার (**Samuel Butler**, ১৬১২—১৬৮০)—বাটলার রেষ্টোরেশন যুগের বিশেষ উল্লেখ্য ব্যঙ্গকবি। কিন্তু ড্রাইডেনের মনন, ব্যঙ্গ-নৈপুণ্য ও শিল্পবোধ তাঁর ছিল না। সেই যুগে পিউরিটানিজ্‌ম-এর বিরুদ্ধে যে পরিহাসিত বিদ্রোহের সঞ্চার হয়েছিল বাটলার তাঁর একটি মাত্র কাব্যে তাকে সার্থক রূপ দিয়েছেন। এই গ্রন্থ Hudibras—বাটলারের শ্রেষ্ঠ রচনা 'ব্যঙ্গ মহাকাব্য' চরমবাদী পিউরিটানদের অবলম্বনে বিদ্রূপ কাহিনী। স্যার হুডিব্রাস ও তাঁর অনুচর র‍্যালফো ডন কুইকসট ও সাঙ্কোপাঞ্জার অনুকরণ কিন্তু তাদের কৌতুক এ্যাডভেঞ্চার বাটলারের স্বসৃষ্ট। কাব্যটির প্রথম অংশ রচিত হয় ১৬৬৩ সালে এবং জনপ্রিয়তার জন্য বাট্‌লার ক্রমশ এর কলেবর বৃদ্ধি করেন। গ্রন্থটির যথার্থ শিল্পমূল্য কিছুই নেই—প্লট সংগ্রন্থন বা চরিত্রচিত্রণ সামান্য শিল্পবোধক। কিন্তু বাটলারের ছিল বিদ্রূপের তীক্ষ্ণ ক্ষমতা এবং কবিতাটিতে সেই মর্মান্তিক বিদ্রূপ ও উদ্ভট কৌতুক প্রকট। যেমন অন্যান্য ভাবের সঙ্গে লেখক বলেছেন, পিউরিটানরা—

Compound for sins they are inclined to
By damning those they have no mind to.

রেষ্টোরেশন যুগের দুই প্রখ্যাত গদ্যশিল্পী এভেলিন ও পেপিস—এই যুগের দুই শ্রেষ্ঠ দিনলিপি রচয়িতা। বিষয়ের চমৎকারিত্বে, ও ব্যক্তিত্বের দীপ্তিতে তাঁদের রচনা স্মরণীয়। **জন এভেলিন** (**J. Evelyn,** ১৬২০—১৭০৬)-এর রচনায় সপ্তদশ শতকের ফরাসী, ইতালি, হল্যাণ্ডে লেখকের ভ্রমণ-কাহিনীর নিপুণ চিত্র। ষ্টুয়ার্ট রাজবংশের শেষ রাজার ও তৃতীয় উইলিয়মের আমলে ইংরাজ জীবনের একটা ধারণাও আমরা লাভ করি। অরণ্য ও উদ্ভিদ-বিদ্যার আলোচনা ইংরাজী সাহিত্যে প্রথম এভিলিনের লেখা 'Sylva'তে পাওয়া যায় এবং 'Terra'তে কৃষিবিদ্যার বিজ্ঞানীয় অনুশীলনের প্রথম প্রয়াস।

স্যামুয়েল পেপিস (**S. Pepys,** ১৬৩৩—১৭০৩)-এর দিনলিপিতে

সমাজস্থিত একটি রসিক চিত্তের পরিচয় নিবিড় হয়ে ফুটেছে। এই রচনা প্রকৃতপক্ষে লেখকের ব্যক্তি অনুভবের ফল ; এর সঙ্গে অন্য কোন পাঠকের পরিচয় লেখকের ছিল অনভিপ্রেত এবং এইটি দীর্ঘকাল সংগোপনে থাকার পর ১৮২৮ সালে আবিষ্কৃত হয়। সংক্ষেপ লিপিতে রচিত এই দিনলিপি গ্রন্থে লেখকের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় কর্মপ্রবাহের সরল অকপট আত্ম-প্রকাশ। কোন সাহিত্যিক বা ঐতিহাসিক উদ্দেশ্য লেখককে এই গ্রন্থ রচনায় প্রণোদিত করেনি। কিন্তু অযত্ন সেচনসিক্ত এই দিনলিপির পুত্রপুটে একটি সাধারণ মানুষের জীবনের সত্য সামান্য ইতিহাস পরিপূর্ণ, নিখুঁত ও আন্তরিকতায় অঙ্কিত। পেপিসের পারিবারিক জীবন, তাঁর বন্ধুবৎসলতা, নিজ দোষত্রুটি, নৌ-বিভাগীয় কর্মচারী হিসাবে রাজার নৌ-সৈন্যদলের জন্য উদ্বেগ, পৃথিবীর মানুষ হিসাবে তাঁর পরিচয়, সঙ্গীত ও অভিনয়ের প্রতি লেখকের অনুরাগ—সরল আন্তরিক অনলংকৃত ভাষায় রূপঋদ্ধ হয়েছে। এই গ্রন্থ পৃথিবীর এক সাধারণ মানুষের সহজ প্রাত্যহিক জীবনভাষ্য।

রেস্টোরেশন যুগের অপর দুই বিখ্যাত পুরুষ **টমাস হব্‌স** (**T. Hobbes,** ১৫৮৮—১৬৭৯) ও **জন লক** রাজনীতিবিদ্‌ ও দার্শনিক হিসাবে স্মরণীয় নিঃসন্দেহে, কিন্তু গদ্যশিল্পী হিসাবে সেরূপ নহেন। লেভিয়াথান (Leviathan, ১৬৫১) গ্রন্থে হব্‌সের রাজনৈতিক চিন্তাধারার প্রকাশ এবং তিনি বলেছেন রাজতন্ত্রই সমাজ অনাচারের প্রতিবিধানে সমর্থ। লকের (J. Locke, ১৬৩২—১৭০৪) ভাবচিন্তা রূপ পেয়েছে 'Essay Concerning Human Understanding' ও 'Treatises on Government' এ। অসাধারণ শিল্পময় না হলেও উভয়ের গদ্য সহজ প্রাঞ্জল। অনলঙ্কৃত ঋজু আবেদনশীল সহজ গদ্য ভাষা ড্রাইডেনের সহজ লাবণ্যকে স্মরণ করায়।

রেস্টোরেশন নাটক

রেস্টোরেশন যুগের নাট্যসাহিত্যের গোত্র নিরূপণে দেখা যায় মূলতঃ দ্বিতীয় চার্লসের রাজসভার পক্ষপাতিত্বে ও উন্নত উন্নাসিক নীতিহীন সমাজের পটভূমিতে রেস্টোরেশন যুগের ইংরাজী নাটকের আবির্ভাব কতকটা স্প্যানিশ ও ফরাসী নাট্যসংস্কৃতির উত্তরাধিকারী হয়ে। তৎকালীন সমাজ পরিবেশ

যেমন নাট্যকলাকে বহির্মুখী সভ্যতার আবরণ পরিয়েছে, অন্তর্স্পন্দনবিচ্যুত জীবনের অতলান্ত গভীরতা পরিহারী ব্যষ্টি পরিচয়ই এতে মুখ্য হয়ে উঠেছে। এই পর্বের নাট্যকারদের ভিতর চিন্তাহীনতার ও আপন খণ্ডিত সীমিত সমাজের অতিক্রান্ত জীবনের প্রতি ব্যঙ্গ আর অনুকম্পার পরিচয় উগ্র। সৌন্দর্যানুভূতি ও নীতিবোধ এই যুগের নাট্যকার ও দর্শকদের চিত্ত থেকে লুপ্ত। তবে এই যুগের নাটকেও এমন কিছু শিল্পিত অনুভূতি ও প্রকাশ ছিল যা ত্রিশ হাজার দর্শক সমন্বিত এথেন্সের থিয়েটার বা উন্নত এলিজাবেথান থিয়েটারেও পাওয়া যেত না। নাটকের পরিধি যে যুগে এত সঙ্কীর্ণ সে যুগে সেডলে বা রচেষ্টার-এর মত লেখকদের নাটকে শান্ত লাবণ্যময় ক্লাসিক অনুভূতি দেখতে পাওয়া বিস্ময়কর বৈকি। অপরদিকে ড্রাইডেনের ব্যঙ্গের ব্যঞ্জনা, হিরোয়িক কাপলেটের স্বর্ণদ্যুতি, নাট্যিক গদ্যসৃষ্টির আশ্চর্য সহজনৈপুণ্য—এগুলি স্থূলভাবে হলেও উচ্চতর নাট্যসৃষ্টির ক্ষমতার পরিচয় বহন করে।

ট্রাজেডির থেকে কমেডিই অধিক ইংরাজী ঐতিহ্যানুযায়ী। মূলতঃ বুমণ্ট ফ্লেচার ও জনসনের নাট্যভাবপটভূমিতে রেস্টোরেশন কমেডি গড়ে ওঠে ; বিদেশী সাহিত্যের প্রভাবও এতে আছে। কিন্তু ইংরাজী অনুভূতি প্রায় প্রত্যেক নাটকের মধ্যে প্রবল হয়ে স্বীয় ঐতিহ্যের পরিচয় বহন করছে। ক্লাসিক প্রভাব, টেরেন্স বা প্লটাসের প্রভাব অপেক্ষা বেন জনসনের প্রভাবই এই যুগের নাট্য সাহিত্যে অধিক। মলিয়রের প্রভাবও বিশেষ অনুভূত হয়—তবে এই সমস্ত নাটক সর্বদা নিছক অনূদিত হত না। অনেক সময় ইংরাজ নাট্যকারেরা একটি নাটকে তিন-চারটি ফরাসী নাটকের ঘটনার বা জটিলতার সমাবেশ করতেন। এতে প্লট-পরিকল্পনা জটিল হয়ে উঠত। মলিয়র ছাড়া কর্ণীল প্রভৃতির নাটকও যথেষ্ট পরিমাণে প্রভাব বিস্তার করেছিল। রেস্টোরেশন নাটকে ফরাসী রোমান্সের প্রভাব উভয়তঃ শিল্পাদর্শে ও শিল্পরূপায়ণে। ক্যালপ্রেণেড ও স্কুডারি গোষ্ঠীর শিল্পরূপ ইংরাজী নাট্যকারদের বিষয়-বৈচিত্র্য গঠনে অনেকটাই সাহায্য করেছিল সন্দেহ নেই। মলিয়র, রেসিন প্রভৃতির লেখা যথেচ্ছ অনূদিত ও ব্যবহৃত হত। এমন কি ইংরাজী নাট্য-সাহিত্যে ত্রি-ঐক্য ও অমিত্রাক্ষরের পরিবর্তে ছন্দোবৈচিত্র্যও গ্রহণ করা হয়েছিল ফরাসী থেকে। তবু স্বীকার না করে পারা যায় না, ফরাসী ট্রাজেডি

বা কমেডির হৃদয়স্পন্দন, নাট্যিক শিল্পরূপ ও শিল্পভাব কিছুই ইংরাজীতে যথাযথ আত্মীকরণ হয়নি ; শিল্পসৃষ্টির এই উচ্চতম অন্তস্বরূপ এবং বহিরঙ্গচারী রূপ ও বিষয়কে গ্রহণ করার যথেষ্ট ক্ষমতা তখনকার যুগের ইংরাজী নাট্য-কারদের ছিল না বললে সত্যের অপলাপ হবে না।

ইংলণ্ডের রঙ্গমঞ্চ জগতে এই সময়ে কয়েকটি পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। টমাস কিলিগ্রু ও ড্যাভেনাণ্টের পরিচালনায় দুটি নাট্যগোষ্ঠী প্রতিষ্ঠা লাভ করে। মহিলা অভিনেতা এই প্রথম রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হল। ব্যালেটিরও প্রচলন এই যুগে হয় এবং পূর্বে যে দৃশ্যপট মানসনেত্রে দর্শন ও কল্পনা করতে হত তার পরিবর্তে এখন যথার্থ চিত্রপট ব্যবহৃত হতে লাগল। পাত্র-পাত্রীদের আসা-যাওয়া, অকস্মাৎ মূর্ছিত হওয়ার হাস্যকর অসংগতিরও পরিবর্তন এই সঙ্গে সাধিত হয়। সঙ্গীত, নৃত্য ও বাদ্যের আড়ম্বর দেখা দিল। দৃশ্যাবলী বা রঙ্গপটের আড়ম্বরপূর্ণ বৈচিত্র্য এ যুগে প্রথম—আগে যা কেবল মাস্কে ছিল। এই যুগের নাটকে পরিবর্তন—অভিনেত্রীর ভূমিকা গ্রহণ, দৃশ্যাবলীর প্রয়োগ ও পূর্বযুগের প্লাটফর্ম থেকে পিক্‌চার ফ্রেম ষ্টেজে পরিবর্তন। রাজা চার্লসের রাজসভার আবহাওয়া বিকৃতির চরমে গিয়ে থেমেছে। নৈতিকতার সকল বন্ধন, শালীনতা ও সংযম সব কিছুই বিসর্জন দেওয়া হয়েছিল। নীতিহীন ও উচ্ছৃঙ্খলতা স্ত্রীলোকদের মধ্যেও চরম হয়ে দেখা দিল ; রেষ্টোরেশন নাটকে এ সবেরই প্রকাশ। ড্রাইডেনের 'গোপন প্রণয়ে' সেলাডন ও ফ্লোরিমেলের কথাবার্তা প্রচুর বাক্‌চাতুরী ও বৈদগ্ধ্যপূর্ণ সত্ত্বেও স্থানে স্থানে ঘৃণার উদ্রেক করে। অবশ্য এই সব হয়েছে পূর্ববর্তী পিউরিটান যুগের তীব্র গোঁড়ামির অনিবার্য ফলশ্রুতি হিসাবে। এই রেষ্টো-রেশন কমেডিতে নীতি ও শালীনতাবোধকে ভাঙ্গবার চেষ্টা পদে পদে করা হয়েছে ; নারীর পবিত্রতা ও অশ্লীলতাবোধের কোন ভেদ ছিল না ; নাটকে অভিনেত্রীদের ঘৃণ্য ও জুগুপ্সাব্যঞ্জক ভাবভঙ্গী ও কথোপকথন দর্শকদের নিকট যথেষ্ট সমাদৃত হত ; কামলীলা ও যৌন বিকৃতি ছিল যথেষ্ট সমাদরণীয়।

যে বাস্তবভাবচেতনা আজকের ইংরাজী নাট্যসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য তার প্রথম বিকাশ দেখা যায় রেষ্টোরেশন নাটকের মধ্যে। বুদ্ধির দীপ্তিতে ও

রসিকতার আলোকে এই যুগের নাটক উজ্জ্বল ও ভাস্বর। উভয়তঃ স্বতঃ-স্ফূর্ত ও ব্যঙ্গাত্মক হাস্যরসের প্রাবল্য এই কমেডিগুলিকে আশ্চর্য দীপ্তি দান করেছে। মূলতঃ **জর্জ এথিরেজের** (১৬৩৫-১৬৯১) মধ্য দিয়েই এই যুগের নাট্য-সাহিত্য তার বিশিষ্ট আঙ্গিক ও বিষয়বস্তু নিয়ে আত্মপ্রকাশ করল। ইংলণ্ডে নূতন ধরণের নাটক প্রকাশিত হল জর্জ এথিরেজের She Would if She Could (১৬৬৮)। ইংরাজী নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে এই ধরণের নাটক নিশ্চয়ই প্রথম। শেক্সপীয়রের এর অপেক্ষা উচ্চতর নাট্যসৃষ্টির সঙ্গে যেখানে পার্থক্য সেখানেই এর বৈশিষ্ট্য। নাট্যপ্রবাহের দ্যুতিসম্পন্ন উজ্জ্বল এই ধারা সেডলে, লেসি প্রভৃতির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে উইচারলীতে এসে একটা বিস্তৃতি লাভ করল; এবং কিছু পরিবর্তিত হলেও কন্‌গ্রীভে এসে একটা পরিণতি লাভ করল। উইচারলী ও কন্‌গ্রীভের ক্ষমতা পূর্ববর্তী নাট্যকারগণ অপেক্ষা অধিকই ছিল। প্লটের সার্থক পরিকল্পনায়, আঙ্গিকের বৈচিত্র্যে, মননশীলতায়, বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্যে তাঁরা কমেড অফ ম্যানারসকে শিল্পসৃষ্টির উন্নত পর্যায়ে নিয়ে গেলেন। জীবনের মহৎ বৃত্তির সন্ধান, জীবনের গভীর দুঃখ-সুখের বেদনা-আনন্দের প্রকাশ যেখানে শেক্সপীয়রীয় নাটকে প্রধান, সেখানে বেন জনসনের সিনিক মানসানুসারী এই রেস্টোরেশন নাটক যে সাহিত্যের ইতিহাসে পাদটীকায় স্থান পান তাতে দুঃখের কারণ ঘটলেও বিস্ময়ের কিছু নেই। রেস্টোরেশন যুগের ভঙ্গীসর্বস্ব ও আবেগবর্জিত নাট্য সরস্বতীর চোখের কোণে বিদ্রূপের কটাক্ষ, চলনে-বলনে গাণিতিক নিয়মকুশলতা ও অধরে ব্যঙ্গের হাসি। কেবল রাজনীতি নয়, অশোভন নীতিবিরুদ্ধতা, অসংহত শৈল্পিক চেতনা এই জাতীয় নাটকের মানবনয়নের জন্য দায়ী। তা ছাড়া এই ভঙ্গীপ্রধান নাটক শিল্পসৃষ্টির উচ্চতরও চিরন্তন উদ্দেশ্য বিস্মৃত হয়ে খণ্ড সীমিত জীবনের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ করে ফেলল। জীবনের সুন্দর মহৎ উপলব্ধি এই সাহিত্যকে কালাতিক্রান্তী করেনি, প্রাণের আশ্চর্য স্পন্দন ঝঙ্কার তোলেনি নাট্যসরস্বতীর মনের বীণায়। রেস্টোরেশন যুগের নাট্যকারদের মধ্যে বিখ্যাত এথিরেজ, উইচারলী, কন্‌গ্রীভ, ফারকিউহার, ভ্যানব্রু প্রভৃতি। তাঁদের রচিত নাটক আবেগবিহীন, বুদ্ধিসর্বস্ব, জীবনের স্পর্শহীন।

স্যার উইলিয়ম ড্যাভেনান্ট (Sir William Davenant, ১৬০৬—১৬৬৮) আধুনিক ইংলণ্ডের রঙ্গশালার জনক এবং তাঁর স্থাপিত রঙ্গমঞ্চ ১৬০০

সালের গ্লোব থিয়েটার ও ১৯০০ সালের কনভেন্ট গার্ডেন-এর সংযোগস্থল। এইযুগে এতগুলি নাট্যপ্রতিভা ছিল কিন্তু 'The dramas laws the dramas patrons give' নীতিই রেষ্টোরেশন যুগের নাট্যসাহিত্য গ্রহণ করেছিল। অভিজাতবর্গ ও রাজসভাসদগণ রঙ্গালয়কে তাঁদের কামকলার কেন্দ্রে পরিণত করেছে এবং এতে সামান্য রুচিবোধসম্পন্ন ব্যক্তিরও স্থান হত না। রাজা চার্লস্ নাট্যসংস্কৃতির উপর একটা আকর্ষণ নিয়েই নির্বাসন থেকে ফিরে এসেছিলেন। হোয়াইট হল-এ তাঁর নিজস্ব রঙ্গমঞ্চ থাকলেও তিনি অন্যান্য রঙ্গমঞ্চকে, বিশেষত থিয়েটার রয়াল ও ডিউক্স থিয়েটারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে যথেষ্ট সাহায্য করেন। রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় তৎকালীন অভিনেতা ও লেখক রাজসভার রীতিনীতির অনুসরণ করতে লাগলেন। শিল্পকে জীবনের অনুভূতির প্রকাশ হিসাবে দেখার চেয়ে শিল্প তাঁদের কাছে নিছক একটা অবসর বিনোদনের ক্রীড়া রূপে দেখা দিল। এই নাট্যকারেরা জীবনের বিকৃতি অসঙ্গতিকে রূপ দিয়েছেন মানবমনের অস্বাভাবিক প্রবণতা থেকে হাস্যরসের উপাদান আহরণ করার জন্য। তা ছাড়া, এই প্রতিভাবান নাট্যকারেরা জীবনের ঘৃণিত বিকৃত রূপকে শিল্প সত্যে রূপান্তরিত করতে প্রয়াস পেয়েছেন। জীবনের ক্ষণিক রূপ এঁদের কাছে শাশ্বত হয়ে দেখা দিয়েছে। নীতিবোধকে পরিহার করে পিউরি-টানীয় গোঁড়ামিকে নির্বাসন দিয়ে ধর্মের আবরণকে দূরে সরিয়ে রেখে পাঠক ক্ষণিকের জন্যও হাস্যোজ্জ্বল, দীপ্ত জীবনকে উপলব্ধি করতে পারে। অধ্যাপক নিকল-এর ভাষায়, "With emotion only, with only one side of life treated, we become for the moment pagan, without a thought of the morrow, existing solely for the joy of the hour." এই রসোপলব্ধির মধ্যেই রেষ্টোরেশন নাটকের চরম সার্থকতা, এই স্থানেই এর ব্যর্থতা।

রেষ্টোরেশন কমেডির শ্রেষ্ঠ রচয়িতা **উইলিয়ম কন্‌গ্রীভ (W. Congreve,** ১৬৭০—১৭২৯)। তাঁর শ্রেষ্ঠ নাটক 'লাভ ফর লাভ' (১৬৯৫) ও 'দি ওয়ে অফ দি ওয়ার্লড' (১৭০০)। কন্‌গ্রীভে যুক্তিবোধ আছে কিন্তু শুষ্কতা নেই, আঘাত আছে কিন্তু তা নিছক ব্যক্তিগত আক্রমণে পর্যবসিত নয়। মননশীলতার বিচিত্র বিকাশ তাঁর নাটকে পাই।

তাঁর নাটক নিছক বাক্‌চাতুরী মননদিগ্ধ অনুভূতির প্রকাশ নয়, হৃদয়াবেগের স্পর্শও আমরা লাভ করি। 'লাভ ফর লাভ' (Love for Love) নাটক ভ্যালেন্টাইন ও এঞ্জেলিকার কাহিনী। Valentine ও Angelica প্রণয়ী-যুগল। তার অমিতব্যয়িতার জন্য নায়ক পিতা Sir Sampson Legendএর বিরাগভাজন। এক আকস্মিক চিন্তাহীন মুহূর্তে নায়ক ভ্যালেন্টাইন এক চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করে যার দ্বারা স্যাম্পসন লিজেণ্ড তার ঋণ পরিশোধ করে কিন্তু সম্পত্তির উত্তরাধিকার তার ভাই নাবিক Benএর উপর বর্তায়। ভ্যালেন্টাইন অনুতাপ করে, উন্মত্ততার ভাণ করে এবং আংশিকভাবে বেন-এর কর্কশ ব্যবহারের জন্যও আংশিকভাবে এঞ্জেলিকার উপস্থিত বুদ্ধিও চাতুর্যের দ্বারা রক্ষা পায়। এই সাধারণ কাহিনী আরও আকর্ষণীয় এবং কৌতূহলোদ্দীপক হয়েছে বিশেষ কয়েকটি চরিত্রের উপস্থাপনার দ্বারা—ভ্যালেন্টাইনের স্পষ্টভাষী বন্ধু স্ক্যাণ্ডাল; বাক্যবাগীশ ট্যাটল; কুসংস্কার-পরায়ণ বৃদ্ধ ফোরসাইট; এবং নির্বোধ গ্রাম্য তরুণী মিস প্রু। সার স্যাম্পসন ও ফোরসাইট, বেন ও মিস প্রু, মিসেস ফোরসাইট ও মিসেস ফ্রেল-এর কথোপকথন ও সমস্থিতি কৌতুকভাবনাকে উচ্ছল সুন্দর করে। দি ওয়ে অফ দি ওয়ার্লড (The Way of the World)-এ মিরাবেল মিলিমেণ্টের প্রণয় উপাখ্যানে কল্পনা ও হৃদয়ানুভূতির পরিচয় পাওয়া যায়। প্লটের বৈচিত্র্য ও স্বাভাবিকত্ব, হাস্যরসের ঔজ্জ্বল্য, ঘটনার সহজ উদ্ভটত্ব, আঙ্গিকের সংযম—এসমস্ত তাঁর নাটককে যথার্থ সৃষ্টি করে তুলেছে।

জন ভ্যানব্রু (**J. Vanbrough,** ১৬৬৪—১৭২৬)'র নাটকের মধ্যে খ্যাত 'দি রিল্যাপ্‌স', 'দি কন্‌ফেডারেসি' প্রভৃতি। হাস্যরসের অনাবিলতা, সামান্য রুচিবোধ ও নৈতিকতা তাঁর নাটককে অনন্যসাধারণত্ব দান করেছে। শিল্পচেতনা ও আঙ্গিকবৈচিত্র্য নিয়ে তাঁর নাটক শিল্প রূপায়িত। তাঁর সৃষ্ট চরিত্র স্যার টানবেলী ক্লামসেলী, মিস হেডেন প্রভৃতি ক্যারিকেচার ও টাইপে পরিণত হয়েও স্বাভাবিকতা হারায়নি।

ফার্কুহারের (**Farquhar** ১৬৭৮—১৭০৭) নাটককে ঠিক কন্‌গ্রীভ বা ভ্যানব্রুর পর্যায়ে ফেলা যায় না। তাঁর বিখ্যাত নাটক 'দি রিক্রুটিং অফিসার' (১৭০৬), 'দি বো ষ্ট্রাটাজেম' (১৭০৭) প্রভৃতি প্রমাণ করে যথেষ্ট প্রতিভা-সম্পন্ন হলেও পূর্ববর্তী নাট্যকারদের প্রখর মননশীলতা ফারকুহারের ছিল না।

ভাবাবেগ তাঁর শিল্পসৃষ্টিকে দুর্বল করে তুলেছে। মনে হয় তিনি জেরেমি কলিয়রের রেষ্টোরেশন নাটকের বিরুদ্ধে আঘাতকে কিছুটা স্বীকার করে নিয়েছেন। তবে কয়েকটি শিল্পমানবৈশিষ্ট্য তাঁর ছিল। স্বাভাবিকতা ও সত্যের প্রতি একটা সহজ প্রবণতা তাঁর মধ্যে দেখি। চরিত্রচিত্রণের দক্ষতা ও প্লট গঠনের সামর্থ্য তাঁর আছে। কান্না মেশানো সত্যকারের হাস্যরস সৃষ্টির প্রয়াসও তাঁর নাটকে বিশেষভাবে চোখে পড়ে। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও ব্যক্তিত্বের অভাবে, স্বাতন্ত্র্যের অপ্রাচুর্যে ও মনন চেতনার স্বল্পতায় তাঁর নাট্যসৃষ্টি পূর্ণ শিল্পরূপ পায়নি ও শেষ পর্যন্ত সেন্টিমেণ্টাল নাটকের দিকে ঝুঁকে পড়েছে।

জেরেমি কলিয়র ১৬৯৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর Short View of the Immorality and Profaneness of the English Stage-এ রেষ্টোরেশন কমেডিকে তীব্র আঘাত করলেন। অতঃপর রেষ্টোরেশন নাটকের ও ধর্মনীতি বোধের সমর্থকদের মধ্যে তীব্র দ্বন্দ্ব চলে। কিন্তু অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকেও কন্‌গ্রীভ প্রভৃতির নাটক পঠিত হত যথেষ্ট পরিমাণে; এবং এক শ্রেণীর দর্শক ধর্মীয় ভাবপূর্ণ নীতিগর্ভ ও তরল কারুণ্যবহুল সেন্টিমেণ্টাল কমেডিকে বেশী পছন্দ করতে লাগে। অষ্টাদশ শতকের পঞ্চম ও ষষ্ঠ দশকে সেন্টিমেণ্টাল কমেডি ইংরাজী নাট্যসাহিত্যে নিজেদের স্থান দখল করে নিল। নীতিবোধের ধ্বজা তুলে সেন্টিমেণ্টাল কমেডি সাহিত্য-জগতে প্রবেশ করল। রিচার্ড ষ্টীলের 'লায়িং লাভার' তাঁকে সেন্টিমেণ্টাল কমেডির স্রষ্টার সম্মান দিল। এই ধরণের নাটক রচয়িতা হিসাবে ষ্টীলের পরেই বিখ্যাত **কাম্বারল্যাণ্ড** (১৭৩২—১৮১১)—তাঁর বিখ্যাত নাটক 'দি ব্রাদার্স', 'দি ফ্যাশানেবল লাভার' প্রভৃতি। এঁদের নাটকে ভঙ্গীসর্বস্বতা হয়ত প্রধান হয়ে রইল না, কিন্তু তাঁদের নাটক কোনদিন সার্থক শিল্পসৃষ্টি হয়ে উঠতে পারেনি।

তৃতীয় অধ্যায়

অষ্টাদশ শতাব্দীর সাহিত্য

যুগের কথা

ইংরাজী সাহিত্যে Augustan যুগ বলতে সাধারণতঃ ১৬৮০ হইতে ১৭৫০ খৃষ্টাব্দ বোঝায়। যদিও মূল তাৎপর্য হতে দেখলে ১৬৬০ থেকে ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়টাকে অগষ্টান যুগ বলতে পারি। এই সুবিস্তৃত সময়ের সাহিত্যের ইতিহাস অত্যন্ত জটিল এবং এই জটিলতা আরও বেড়েছে, এই সময়কার সাহিত্য সম্পর্কে আমাদের কয়েকটা ভ্রান্ত বদ্ধমূল ধারণায়। একদল বিশ্বাস করেন, যে যুগটা আড়ম্বরময় ও সৌখিন, যার সাহিত্যিক প্রতিফলন শতবর্ষ-ব্যাপী পোষাক পরিচ্ছদ কেন্দ্রিক নাটকে। অপরদল মনে করেন যে, যুগটা ছিল প্রায় গতিহীন পৌনঃপুনিক রীতিসংস্কারে আচ্ছন্ন, যখন কল্পনা ছিল সাহিত্যের বহির্ভূত, যে যুগকে চিহ্নিত করা হয় an age of prose and reason বলে। আসলে এই যুগে বস্তুতান্ত্রিকতার উন্মেষ হয়, যাতে একীভূত ছিল নৈতিক ও ধর্মীয় দায়িত্ব জ্ঞান। ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাসে সর্বপ্রথম এই যুগেই সাধারণ মানুষকে 'norm' হিসাবে বিবেচনা করা হয়, যে সাধারণ মানুষ বলতে বোঝায় বহুবিধ সজীব মানুষ, যথা কর্মপটু ব্যবসায়ী, দায়িত্বনিষ্ঠ ধর্মযাজক, নির্বাচনরত রাজনীতিবিদ, ভ্রমণকারী, পল্লীর ভদ্রসমাজ, সামাজিক রীতিনীতিনিষ্ঠ ভদ্রমহিলা, চিকিৎসক, আইনবিদ, সৈনিক ইত্যাদি। এই বিরাট জনসমাজ ছিল লেখকগোষ্ঠীর অন্তর্গত। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে লেখক অর্থাগমের জন্য এক বা একাধিক অনুরাগী (Patron) বিত্তবানের উপর নির্ভর করতেন। এই পদ্ধতির অসংখ্য দোষ-ত্রুটি থাকা সত্বেও একথা অনস্বীকার্য যে, লেখকগোষ্ঠীর সঙ্গে এতে সমাজের একটি বিশেষ অংশের নিবিড়তা বাড়ে। অতঃপর ১৭০৯ খৃঃ 'কপিরাইট' আইন প্রবর্তনের ফলে লেখকগোষ্ঠীর প্রকাশক-শ্রেণীর উপর নির্ভরতা কমে স্বাধীনতা বাড়ে এবং রাণী এ্যানের রাজত্বকালে Sermons Pamphlets বিক্রয় দ্রুত বৃদ্ধির সাথে পাঠক সংখ্যাও বাড়তে থাকে।

Pope-এর 'Iliad' অনুবাদ প্রকাশিত (১৭১৫-২০ খৃঃ) হওয়ার পর পোপ প্রভৃত অর্থ উপার্জন করেন জনসাধারণের পৃষ্ঠপোষকতায়। সুতরাং দেখা যায় যে, এই যুগে সাহিত্যের পাঠকগোষ্ঠী জনসাধারণ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। কিন্তু একমাত্র পাঠকসংখ্যা বৃদ্ধিই সাহিত্যকে সামাজিক ইতিহাস (Social record) করার পক্ষে যথেষ্ট নয়; তাই প্রশ্ন জাগে—কেন সমাজ নিজের প্রতি আকৃষ্ট হল এবং কেন দৈনন্দিন জীবন এতখানি সাহিত্যের বিষয়বস্তু হ'ল? কেনই বা সে যুগের সাহিত্যে প্রধানতঃ প্রবন্ধ, উপন্যাস এবং সামাজিক কবিতা (Social Poetry) উপজীব্য হল ?

এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে সে যুগের সমাজ ইতিহাসের পাতায়। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং বুদ্ধি বৃত্তির দিক হতে সে যুগটা ছিল Practical humanism-এর অনুকূল। ধর্মীয় ও রাজনৈতিক দিক হতে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের ইংলণ্ড পরস্পর বিরুদ্ধ মতবাদের প্রাবল্যে খণ্ডিত হয়; অতঃপর সমাজ ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার পরিবর্তে সাধারণ মানুষকে একসূত্রে গ্রথিত করার জন্য ঐক্যবোধের প্রয়োজন অনুভব করে। এই মনোভাবের প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই Burke-এর Reflections on the French Revolution গ্রন্থখানিতে—

......The individuals could do better to avail themselves of the general bank and capital of nations and of ages.

গৃহযুদ্ধ, ১৬৮৫ খৃঃ এর মনমাউথের ব্যর্থ বিদ্রোহ ইত্যাদির ফলে ঐক্য-বোধের প্রয়োজন অনুভূত হয়; তদুপরি শহর ও গ্রামের অর্থনৈতিক প্রসার, পারস্পরিক বুঝাপড়া ও সহযোগিতার মনোভাব বৃদ্ধি করে। রাষ্ট্রযন্ত্রের বিভিন্ন অংশ সম্পর্কে মধ্যযুগীয় এলিজাবেথান চিন্তা অর্থনৈতিক স্বাধীনতার পরিপ্রেক্ষিতে অষ্টাদশ শতাব্দীতে নবতর ব্যাখ্যা লাভ করে। বিভিন্ন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান জন্মলাভ করে, এবং সাহিত্যের ক্ষেত্রে ব্যবসায়ী শ্রেণীর একটি অংশ জনসাধারণের উপকারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় যথা Defoe'র উপন্যাসের ব্যবসায়ী ও শ্রমিকশ্রেণী। বৃত্তি হিসেবে ব্যবসায় নিন্দিত হওয়ার পরিবর্তে এইসময় প্রভূত সমাদৃত হয় এবং এই মনোভাবের স্বীকৃতি দেখি এক শক্তিশালী ব্যাপক মধ্যবিত্ত সমাজের উন্মেষে, যা এযুগের সাহিত্যের অন্যতম উপাদান।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে গ্রাম-ইংলণ্ডও ক্রমোন্নতির পথে এগিয়ে যাচ্ছিল ; লণ্ডনের প্রাধান্য গ্রামীণ জীবন শক্তিকে ব্যাহত করার পরিবর্তে পরস্পরের পরিপূরণ হতে সাহায্য করেছিল ; Defoe তাঁর ভ্রমণ-কাহিনীতে ইংলণ্ডের গ্রাম্যজীবনের স্বভাবসিদ্ধ বর্ণনা দিয়েছেন ; উন্নত ধরণের সেচ-ব্যবস্থা, চাষ-ব্যবস্থা প্রবর্তনের কালে গ্রাম্যজীবনের পুনর্গঠন হয় যার প্রভাব সাহিত্যে লক্ষিত হয়। বিষয়টি আরও বিশ্লেষণ-সাপেক্ষ এই কারণে যে, আমাদের ধারণা অগাষ্টান সাহিত্য মুখ্যত নগরকেন্দ্রিক। গ্রাম্যজীবন লেখকদের অনেকক্ষেত্রে প্রকৃতিতে ঈশ্বর অনুভূতিতে প্রেরণা সঞ্চার করে। Shadwell-এর Bury Fair পুস্তকের Bellamy চরিত্র গ্রাম্যজীবনের উল্লেখযোগ্য সমর্থক। প্রকৃতপক্ষে গ্রাম্যজীবন ছিল জীবনীশক্তির প্রতীক এবং একথা স্মরণীয় যে, অগাষ্টান সাহিত্য শিল্পপূর্ব যুগের সাহিত্য। অতীত হতে অগাষ্টান সাহিত্য একদিকে জীবনীশক্তি আহরণ করেছে অপরদিকে নবতর কর্মপ্রেরণা এই সাহিত্যকে ভবিষ্যতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করেছে। এই যুগের ক্রমোন্নতি সম্পর্কে সচেতন ধারণা রাষ্ট্র-বিজ্ঞানে অধিক অভিব্যক্তি লাভ করে।

১৬৮৮ খ্রীঃ-এর গৌরবময় বিপ্লবের ফলে স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্রের ক্ষমতা খর্ব হয় ও শাসনতান্ত্রিক বিধিব্যবস্থা দৃঢ় হয় ; জনগণের যথেচ্ছাচারের বিরুদ্ধেও জনমত গঠিত হয় যার সাহিত্যিক রূপ আমরা পাই নীতি-বিবর্জিত রাজনীতি-বিদের বিরুদ্ধে Drydenর ব্যঙ্গাত্মক Absalom and Achitophel রচনায় ; কিন্তু এই যুগের সর্বাপেক্ষা লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে, তীব্র মতবিরোধ বিপ্লবাত্মক অভ্যুত্থান, আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং ফরাসী বিপ্লব প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সত্ত্বেও রাষ্ট্রে শৃঙ্খলা প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তার অনুভূতি কোনো বড় রকমের গৃহযুদ্ধ সংঘটিত হতে দেয়নি। যেহেতু রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপারে সাধারণ মানুষের উপলব্ধি ও প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয়েছিল তাই লেখক হিসাবে এই যুগে বার্ক রাষ্ট্রীয় ও নৈতিক দর্শনের ক্ষেত্রে মানুষকে যুক্তিশীল সত্ত্বা হিসেবে গ্রহণ করছেন। কিন্তু পরবর্তী কালের রচনায় বার্ক সংস্কারবিমুখ ও প্রতিক্রিয়াশীল বলে মনে হয়, তবুও আসল সত্য এই যে, স্থান ও কালের পরিপ্রেক্ষিতে বার্ক সাধারণ মানুষের সামাজিক ও নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর মুখ্য আলোচনায় ঐতিহাসিক দিক হতে বিবেচ্য। নিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতার উপযোগিতা এইযুগে তীব্রভাবে অনুভূত

হয় এবং রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপারে অংশগ্রহণ অগাষ্টান লেখকদের অন্যতম কাজ ছিল। আবার অন্যপক্ষে বার্ক তাঁর আলোচনা দ্বারা সৌন্দর্যতত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞানকে যেভাবে বিস্তৃত করেছেন, তেমনি রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপারে আবেগের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ দ্বারা পরোক্ষভাবে রোমান্টিক সাহিত্যকে প্রভাবিত করেছেন। মোটকথা সে যুগের লেখকদের রাজনৈতিক চেতনা কেবল দর্শন-সংশ্লিষ্ট ছিল না, সামাজিক ব্যাপারেও বিশেষতঃ ধর্মীয় ব্যাপারেও লেখকরা স্ব স্ব ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন।

ঐক্য ও স্বাধীনতাবোধ সত্ত্বেও ধীরে ধীরে অগাষ্টান যুগে সামাজিক বৈষম্য তীব্রতর আকারে দেখা দেয়, যার সাহিত্যিক প্রকাশ আমরা পাই জনসন-এর জীবনেতিহাসের পাতায়, ফিল্ডিং-এর Amelia উপন্যাসে। এ সত্ত্বেও সাহিত্যের যে ধারা অব্যাহত ছিল তা এই যে, বিত্তবান অভিজাত সমাজের রুচি মোটামুটিভাবে সাহিত্যিকদের যেমন নিয়ন্ত্রিত করত, তেমনি সাহিত্যিকরাও অভিজাত সম্প্রদায়ের কর্মবিমুখতা ও দায়িত্বহীনতাকে তীব্রভাবে বিদ্রূপ করতেন। বস্তুতঃ 'ভদ্রলোক' সংজ্ঞাটি অগাষ্টান সাহিত্যে অসাধারণ গুরুত্ব অর্জন করেছিল। ভদ্রতা নিছক বাহ্যিক সৌষ্ঠবকেই বোঝাত না, এতে নিহিত ছিল সংযত ব্যবহার, ধর্মীয় আস্থা, নৈতিক সাহস, মানসিক, শারীরিক কর্মক্ষমতা, এককথায় দৃঢ় সমাজ-জীবন গঠনের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা। Swift, Defoe এবং Johnsonএর ক্ষেত্রে ভদ্রতার সংজ্ঞা তাঁদের সাহিত্যকে চিহ্নিত করার পক্ষে যথেষ্ট না হলেও সাহিত্যে পরিমিতিবোধের দিক হতে বিবেচনা করলে মূলগতভাবে এঁদের সাহিত্য যুগ হতে বিচ্ছিন্ন নয়।

সাধারণের শিক্ষাপ্রসঙ্গে সংক্ষেপে বলা চলে যে, অগাষ্টান যুগে লাতিন লেখকদের রচনা পাঠ এবং অল্পবিস্তর লাতিন লেখবার ক্ষমতা অপরিহার্য বিবেচিত হয়। Renaissance যুগের লেখকদের মধ্যে মানব-চরিত্রের বিশেষজ্ঞ হিসাবে শেক্সপীয়র, সার্ভেন্টেস, র‍্যাবলে এবং মলিয়ের, নৈতিক সততার জন্য মিল্টন ইত্যাদি পঠিত হয়।

আপাতদৃষ্টিতে যদিও মনে হয় অগাষ্টান যুগের সমাজেতিহাস আস্তিকতা-বিরোধী, মূলগতভাবে কিন্তু অগাষ্টানযুগ একেশ্বরের অপ্রতিহত সত্তায় বিশ্বাসী, পূর্বযুগ হতে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিপ্রেক্ষিতে। নিউটনের পদার্থবিদ্যা বিশ্বচরাচরের অভ্যন্তরে সুনির্দিষ্ট সত্তার আবিষ্কার করেছিল এবং Locke হতে

Hartley পর্যন্ত লেখকরা mechanistic philosophy প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্তু এই মেকানিষ্টিক দর্শন মোটেই ধর্মবিরোধী ছিল না। Account of Isaac Newton's Discoveries (১৭৪৮) গ্রন্থে বলা হয়েছে প্রাকৃতিক দর্শন অত্যন্ত সন্তোষজনক উপায়ে ঈশ্বর সম্পর্কে জ্ঞান বৃদ্ধি করে। স্বভাবতঃ সমগ্র বিশ্ব যখন সুনির্দিষ্ট নিয়ম-শৃঙ্খলার অধীন বলে বিবেচিত হল, তখন Paley প্রভৃতি লেখকেরা বিশ্বের নিয়ন্তা হিসাবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সপ্রমাণিত করবার চেষ্টা করলেন। যাই হোক, তৎকালীন ধর্মীয় আন্দোলন অনিবার্য-ভাবে নবতর পর্যায়ে প্রবেশ করে মেথডিষ্ট আন্দোলনের সঙ্গে যা মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেয় পাপ ও পাপ হতে মুক্তির কথা। সাহিত্যের সঙ্গে এই আন্দোলনের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। সামাজিক দুরবস্থা সম্পর্কে লেখকদের চেতনাও সহানুভূতিপুষ্ট হয়েছিল এবং যুক্তির পরিবর্তে ধীরে ধীরে অনুভূতির অনুকূলে লেখকদের চেষ্টা চালিত হচ্ছিল। অগাষ্টান যুগের অনু-ভূতির অস্তিত্ব কেউই অস্বীকার করেনি। কিন্তু বিজ্ঞানের জয়যাত্রা এবং রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয় ব্যাপারে যুক্তির সহায়তা অগাষ্টান সমাজকে যেভাবে প্রভাবিত করেছিল তাতে অনুভূতি গৌণ বলে বিবেচিত হত। কিন্তু অন্যান্য কারণের সঙ্গে এই মেথডিষ্ট আন্দোলনের ফলে ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দের পর অগাষ্টান সাহিত্য অনেকখানি অনুভূতি ও আবেগনির্ভর হয়ে পড়ে। উদাহরণ—রিচার্ডসন, ষ্টার্ণ, ফিল্ডিং, গ্রে. গোল্ডস্মিথ, কুপার প্রভৃতি। সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর বেলায়ও যুক্তির তুলনায় অনুভূতি আশ্রিত মানবতাবোধের অনুকূলে নির্ভরতা বাড়ে, যার বাহ্যিক প্রকাশ হয় অবৈতনিক বিদ্যালয় ও দাতব্য-চিকিৎসালয় ইত্যাদির প্রসার বৃদ্ধিতে। এই যুগের আবেগের ক্রমবিকাশের ঐতিহাসিক পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ক্রমশঃ আবেগকেন্দ্রিক বিষয়বস্তুতে শিল্পীদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়, যেমন প্রাকৃতিক পরিবেষ্টনীর প্রতি অধিকতর মনোযোগ, গথিক স্থাপত্যের পুনরভ্যুদয়, গ্রামীণ পরিবেশের প্রতি দৃষ্টি—যার পরিচয় পাওয়া যায় টমসনের কবিতায়, এমন কি প্রাক্-রেষ্টোরেশন সাহিত্যিক ভঙ্গীর অনুকরণে, যথা টমসনের 'ক্যাসল অফ ইনডোলেন্স'এ। পাঠক সাধারণের ওসিয়াণীয় কবিতার প্রতি উৎসাহে, মধ্যযুগীয় সাহিত্য ও শিল্পের প্রতি ক্রমবর্ধমান অনুরাগে এই জটিল মানসিকতা পরিণতি লাভ করে ঊনবিংশ শতাব্দীতে আর একটি সাহিত্যিক আন্দোলনে—'রোমান্টিক সাহিত্যের

পুনরভ্যুদয়ে।' অষ্টাদশ শতাব্দীর সমাজ ও জীবন সম্বন্ধে সাহিত্যে পাঠকের সম্যক বোধ থাকা প্রয়োজন কারণ এই যুগের সাহিত্য ও সমাজ যেন এক ও অবিচ্ছিন্ন।

সাহিত্যিক পটভূমিকা: অগাষ্টান সাহিত্যের বৈচিত্র্য প্রায়শই উপেক্ষিত হয়েছে। কিন্তু এই যুগের সাহিত্য বৈচিত্র্যহীনতার পরিবর্তে গতিময়তার তরঙ্গে আন্দোলিত হতে হতে শেষ পর্যন্ত উনবিংশ শতাব্দীতে অন্য একটি সাহিত্যিক আন্দোলনের রূপ নেয়। অগাষ্টান সাহিত্যের মূল সূত্রটি ছিল 'প্রকৃতির অনুসরণ'। প্রকৃতির অনুসরণ বলতে বোঝায় সমগ্র বিশ্বকে সুনির্দিষ্ট নিয়মের অধীন বলে গ্রহণ করা, এবং মানব প্রকৃতিকে সেই সুশৃঙ্খল বিশ্বপ্রকৃতির একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ রূপে বিবেচনা করা। রেষ্টোরেশন নাটকে দেখা যায় প্রকৃতির অনুকরণ সংজ্ঞাটি সমাজের অনুলিপি চিত্রণের সমপর্যায়ভুক্ত। মোট কথা প্রকৃতির অনুকরণ বলতে বোঝাত সুস্থ চেতনা-সম্পন্ন মানুষের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাসঞ্জাত জীবনের প্রতিলিপি। হব্স কাব্যের উপজীব্য হিসাবে বলেছেন 'The manners of men' এবং ভিন্নতর ভাষায় পোপও একই বক্তব্য প্রকাশ করেছেন। এই যুগে সাহিত্য দায়িত্বপূর্ণ শিল্প--কলার পর্যায়ে উন্নীত হয়। এই দায়িত্ববোধের পরিচয় পাওয়া যায় সাহিত্যিকদের সাহিত্য সম্পর্কে সমালোচনা প্রবণতায়, অন্যদিকে সামাজিক রীতিনীতির বিদ্রূপাত্মক রচনায়। সুইফট্ 'ব্যাট্ল অফ বুকস' এ সমালোচনাকে অভিহিত করেছেন Malignant Deity হিসাবে। বিধি-বদ্ধতার প্রতি অগাষ্টান সাহিত্যিকদের অনুরাগের ঐতিহাসিক কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যায় যে, পূর্বযুগের সাহিত্যিক শৃঙ্খলাবিহীনতা ও অমিতব্যয়িতার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হতেই এর উৎপত্তি। কিন্তু এসব সত্ত্বেও স্মরণীয় এই যে, সৃজনশীল কবির কাব্যের ক্ষেত্রে শৃঙ্খলার গুরুত্ব সমালোচনা সাহিত্যের উল্লেখ্যভাবে প্রভাবিত করতে পারেনি—পোপ 'দি ইলিয়াড'-এর ভূমিকায় বলেছেন যে, হোমার-এর **'unequalled-fire and rapture'** তার মহাকাব্যকে অসামান্য জীবনীশক্তিতে পূর্ণ করেছে। প্রসঙ্গত তিনি এও বলেছেন—**"Invention (that is imaginative creation) is the very foundation of poetry."** সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, অগাষ্টান লেখকেরা তাঁদের লেখার মধ্য হতেই এই তত্ত্ব সংগ্রহ করেন যে, যন্ত্র-সদৃশ

শৃঙ্খলা ও পরিমিতিবোধ কোন মহৎ সাহিত্য সৃষ্টি করতে অক্ষম। এই উপলব্ধি হতেই সাহিত্যে 'wit' এর গুরুত্ব স্বীকৃত হয়। 'উইট' বলতে বোঝায় মানসিক ধ্যান-ধারণার সঠিক সাহিত্যিক প্রতিফলন। ড্রাইডেন উইট-এর সংজ্ঞা নির্ণয় করতে গিয়ে বলেছেন "deep thoughts in common language."। অগাষ্টান সমালোচনা সাহিত্যে যা-কিছুই সাধারণ, বিধিবদ্ধ ও ঐতিহ্য অনুসারী তারই প্রশংসা করেছে, কারণ লেখকেরা বিশ্বাস করতেন যে, মানব চরিত্রের সত্য বিচ্ছিন্নতা, বৈচিত্র্য ও মৌলিকত্বে নিহিত নয়, বরং "Human nature is ever the same." (পোপ)। একথার তাৎপর্য এই নয় যে, অগাষ্টান সাহিত্যে মৌলিকত্ব বিসর্জিত হয়েছে। বরং সত্য এই যে মৌলিকত্ব যদি বাস্তব অভিজ্ঞতা সঞ্জাত না হয়ে, যদি তা প্রত্যক্ষগম্য জীবনের অভিজ্ঞতাকে বিস্তৃত না করে তবে তা অগাষ্টান লেখক-দের কাছে মূল্যহীন বিবেচিত হত। সাহিত্যিক রীতির ক্ষেত্রে অগাষ্টান লেখকেরা Horace-এর 'Ars Poetica' এবং Boileau-র 'L'Art Poetique' দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছেন, অন্যপক্ষে সংযত ও সুষ্ঠু কথোপকথনের ভঙ্গীও যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল। পরিচ্ছন্নতা, অস্পষ্টতা-বিহীনতা, শালীন ভাষা প্রয়োগ এবং ভদ্রজনোচিত সামাজিক সুরারোপ ইত্যাদি ছিল সাহিত্যিক রীতির অপরিহার্য উপাদান। তবুও টি, এস, এলিয়ট এর 'অনুভূতির বিচ্ছিন্ন করণ' (Dissociation of Sensibility) তত্ত্ব সামগ্রিকভাবে অগাষ্টান সাহিত্যে প্রযোজ্য নয়। ড্রাইডেন, সুইফট এবং পোপের শ্রেষ্ঠ রচনায় অনুভূতি চিন্তা হতে বিচ্ছিন্ন নয়। অবশ্য একথা অনস্বীকার্য যে কল্পনার বিশালতা অগাষ্টান সাহিত্যে প্রায় অনুপস্থিত, কিন্তু প্রাত্যহিক জীবনের ঘটনাবলী আয়ত্ত করতে এবং তা ভাষায় প্রকাশ করতে যে কল্পনার প্রয়োজন, তার পরিচয় আছে অগাষ্টান সাহিত্যে। ওয়ার্ডস-ওয়ার্থের 'টিনটার্ণ এ্যাবি' (Tintern Abbey) তে সে কল্পনাশক্তির পরিচয় আছে। পোপের 'Epistle to Arbuthnot'এ সেই পরিমাণ কল্পনাশক্তি ক্রিয়াশীল, যদিও শেষোক্ত ক্ষেত্রে কল্পনাশক্তির রূপটি ভিন্নতর সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য।

আলেকজাণ্ডার পোপ (**A. Pope,** ১৬৮৮—১৭৪৪)—অত্যুচ্চ পরিকল্পনা, সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি, মানবজীবনের প্রতি সুগভীর সহানুভূতি পোপের

ছিল না কিন্তু কাব্যাঙ্গিকের তিনি সুনিপুণ শিল্পী। হিরোয়িক কাপলেটের অসাধারণ ছন্দরূপ, উজ্জ্বল বাগ্‌বৈদগ্ধ্য এবং সুতীব্র ব্যঙ্গ তাঁর কাব্যকে 'সৃষ্টি' করে তুলেছে। তিনি ছিলেন যুগাশ্রয়ী কবি, সৎ কবিতামাত্রই যুগধর্মপ্রভাবিত, পোপ সেই যুগের জীবন ভাবনাকেই কাব্যে স্থান দিয়েছেন। খেয়ালী কল্পনার অজস্র বিলাসিতায়, বক্রোক্তির সুনিপুণ প্রয়োগে এবং তীক্ষ্ণ মননে পোপের কবিতা সার্থক—এর প্রেক্ষাপটে অষ্টাদশ শতাব্দীর জীবন চেতনা ভাস্বর হয়ে উঠেছে। পোপের সাহিত্য সাধনাকে তিনটি পর্যায়ে বিন্যস্ত করা যায়—প্রথমপর্বে Pastorals, Windsor Forest, Rape of the Lock, Essay on Criticism। দ্বিতীয় পর্বে হোমারের অনুবাদ। তৃতীয় পর্বে Dunciad, Epistles প্রভৃতি।

প্যাষ্টোরাল্‌সগুলি গোষ্ঠগাথা জাতীয় কাব্য এবং ঋতুর বর্ণনা এতে আছে। কবিতাগুলি কৃত্রিম ও গতানুগতিক কিন্তু পোপের প্রতিভার দুর্লভ ধর্ম, রোমান্টিকতা এখানে প্রকাশিত। কবিতার কোন অংশে বিষণ্ণতা ও লাবণ্যের আশ্চর্য ব্যঞ্জনা—

Resound, ye hills, resound my mournful lay !
Beneath yon poplar oft we passed the day,
Often the rind I carved her amorous vows ;
While she with garlands hung the bending boughts ;
The garlands fade, the vows are worn away
So dies her love, and so my hopes decay.

'এসে অন ক্রিটিসিজম্‌' (১৮১১) এ যুগের সাহিত্য সমালোচনার ধারার কথা এবং প্রধানতঃ হোরেস ও বয়ল্‌ কথিত ও পরবর্তী ক্লাসিক কবিগণ সমর্থিত কাব্য-শিল্পের কথা বিবৃত। এই শিল্পমতবাদ পোপের মৌলিক সৃষ্টি নয়—প্রকৃতিবাদ ও ক্লাসিক অনুসরণ—

First follow Nature and your judgment frame
By her just standard which is still the same.

ক্লাসিক সাহিত্যই প্রকৃতি অনুসরণের পথপ্রদর্শক—

Those rules of old discover'd not devis'd,
Are Nature still, but Nature methodiz'd,

বলাই বাহুল্য এখানে 'প্রকৃতি' ওয়ার্ডসওয়ার্থ-সুলভ নয়, প্রকৃতি বলতে শুভ উপলব্ধি বা সৎ-চৈতন্যকেই বোঝান হচ্ছে। পোপ সাহিত্যশিল্পের সঙ্গে

প্রকৃতির সম্পর্ক, সমালোচকের কর্তব্য, সত্যনিষ্ঠা, স্পষ্টবাদিতা প্রভৃতি সমালোচকদের গুণের কথা বলেছেন। এই কাব্যের কোন কোন অংশ চাতুর্যে তির্যক ভাষণে চিরস্মরণীয়—'To err is human to forgive divine.' 'A little learning is a dangerous thing.' 'True ease in writing comes from art not chance' ইত্যাদি।

'দি রেপ অফ দি লক' (১৭১২) খেয়ালী কল্পনার, অসাধারণ কাব্য-চাতুর্যের এবং হাস্যরসের পরিচয়বহ। তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর ঘটনা কবিচিত্তকে কতটা উদ্দীপিত করতে সমর্থ এই কাব্য তার উদাহরণ। লর্ড পিটর মিস্ আরাবেলা ফারামোরের একগুচ্ছ কেশ কর্তন করে। দুই পরিবারে তীব্র কলহ উপস্থিত হয়, এবং তা নিবারণের জন্য এই বিষয় অবলম্বনে কৌতুককর কাব্যরচনায় পোপ অনুরুদ্ধ হন। এই কাব্য তারই ফল। মহাকাব্যের মিউজ বন্দনার ঢঙে লেখা, প্রারম্ভিক পংক্তি সমূহ স্মরণীয়—

What dire offence from am'rous causes springs,
What mighty contests rise from trivial things,
I sing—This verse to Caryl, Muse ! is due :
This even Belinda may vouchsafe to view :
Slight is the subject, but not so the praise
If She inspire, and He approve my lays.
Say what strange motive, Goddes ! could compel
A well-bred Lord to assault a gentle Belle
In tasks so bold, can little men engage,
And in soft bosoms dwells such mighty Rage.

'দি রেপ অফ দি লক' ব্যঙ্গাত্মক মহাকাব্য—একটি তুচ্ছ ঘটনাকে কৌতুকচ্ছলে মহাকাব্যের মহানতা ও বিশালতা দান করা হয়েছে। এই ব্যঙ্গের রূপ ও প্রয়োগ বিচিত্র। সরস্বতীকে আহ্বান, বিশ্ববিথারী ভাবনা, সংগ্রামচিত্র, উপমাপ্রয়োগ, বাকবিলাস প্রভৃতি মহাকাব্যোচিত। পরী, দেবদূত প্রভৃতি চরিত্রও উৎকৃষ্ট। এই কাব্যে সমাজজীবনের মৃদু ব্যঙ্গ উপভোগ্য। লণ্ডন সুন্দরীর দৈনন্দিন জীবন তাঁর নিদ্রা, নিদ্রাভঙ্গ, প্রসাধন, অনুরাগীদের প্রণয়-হাস্য বিতরণ; পার্টি, কফিপান প্রভৃতি ব্যঙ্গের নিদর্শন। এ্যান্টি-ক্ল্যাইম্যাকস ও এইরূপ অলংকারের আশ্চর্য প্রয়োগে কবি কৌতুকময় বুদ্ধিদীপ্ত রূপ সৃষ্টি করেছেন—

Here thou, great Anna whom three realms obey,
Dost sometimes counsel take—and sometimes Tea.

Not louder shrieks to pitying heaven are cast
When husbands or when lapdogs breathe their last.

কিন্তু সবকিছুর মধ্যে মহাকাব্যিক বিশালতা আনয়নের প্রয়াস, এবং সেই বিশালতার প্রেক্ষাপটে নগরজীবনের অর্থহীনতা, অকিঞ্চিৎকরতা ও শূন্যগর্ভতা স্পষ্ট উদ্ভাসিত।

পোপের হোমারের অনুবাদ সেই যুগের পক্ষে অসাধারণ শিল্পকর্মের পরিচয়। হোমারীয় চিরন্তন ভাবচেতনাকে কবি যেন যুগধর্মলক্ষণাক্রান্ত করে নিয়েছেন। অগাস্টান যুগের স্পর্শে অনুবাদ মাধুর্য ক্ষুণ্ণ, কিন্তু পোপের শিল্পরূপ সুন্দর—সুসৃষ্ট শব্দ-সম্ভার, উৎকৃষ্ট বাক্যরীতি এবং কখনও গাম্ভীর্য এই অনুবাদকে নবরূপ দান করেছে, অবশ্য তা শিল্পময় হয়েও হোমার-সুলভ নয়। তাই মনে পড়ে সমালোচকের বক্রোক্তি—It is a pretty poem, Mr. Pope, but you must not call it Homer.

'দি ডান্সিয়াড' (অথবা মূর্খদের ইলিয়াড)—পোপের সম্পাদিত শেক্সপীয়রের ভ্রান্তিসমূহ জনৈক পণ্ডিত লুইস থিওব্যাণ্ড কর্তৃক প্রদর্শিত হলে, পোপ এই কাব্যের মাধ্যমে তাঁকে ও অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বী কবি ও সমালোচকদের তীব্র আক্রমণ করেন। এই কাব্যের শিল্পরূপ ও গঠননৈপুণ্য সুন্দর। ব্যঙ্গই এতে মুখ্য কিন্তু কবির ব্যক্তিগত বিদ্বেষ রসভাবনাকে তিক্ত ও সঙ্কুচিত করে দিয়েছে। গ্রন্থে নির্বুদ্ধিতার রাজাকে বর্ণনা করা হয়েছে এবং Cibber (পোপের বিরূপ ভাজন লেখক) তার রাজা নিযুক্ত হয়েছে। এই রাজত্ব কবিতার ক্ষেত্র থেকে রঙ্গালয় আর্টস ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রসারিত; নির্বুদ্ধিতা জয় করেছে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে, বিশৃঙ্খলা অন্ধকার সর্বত্র বিরাজিত—

Lo ! thy dread empire, chaos is restored,
Light dies before the uncreating word,
Thy hand great Anarch ! lets the curtain fall
And universal darkness buries all.

ব্যঙ্গবিদ্রূপই পোপের কাব্যের মূল সুর এবং এই ব্যঙ্গ বিচিত্রধারে অভিব্যক্ত। তাঁর কাব্যরস স্বচ্ছ ও প্রসন্নতায় উদ্ভাসিত, সুসৃষ্ট পরিশীলিত

আঙ্গিকচেতনা শিল্পসুষমায় অভিব্যক্ত। হিরোয়িক কাপলেটের সম্ভাবনাকে তিনি দূর বিস্তৃত করেছেন। তদানীন্তন সমাজজীবন তাঁর কবিতায় রূপঋদ্ধ। তাঁর শাণিত বাচন ও ব্যঙ্গ বিদ্যুৎশিখার মত ঝলসে উঠে প্রতিপক্ষকে আঘাত করেছে। কিন্তু পোপের কবিতা হৃদয়ের গভীর অনুভূতিজাত নয়। সুদূরের ব্যঞ্জনা, রোমান্টিকতার স্পর্শ তাঁর কাব্যে কোন ইন্দ্রিয়াতীত সৌন্দর্যসঞ্চার করেনি; প্রকৃতির সৌন্দর্যমাধুর্য তাঁর কাব্যে লাবণ্যমণ্ডিত নয়। পোপ বস্তুজীবনের কবি, কৃত্রিম সমাজজীবন রূপকার। বস্তুচেতনা ও তার রূপায়ণের মধ্যেই পোপের কবি মানসের চরম আকৃতি অনুভব করি—কবি হিসাবে এইস্থানেই তাঁর সার্থকতা এবং এইস্থানেই তাঁর কবি জীবনের চরম ব্যর্থতা।

জোনাথন সুইফ্‌ট (**Jonathan Swift** ১৬৬৭-১৭৪৫)—জোনাথন সুইফ্‌ট অসাধারণ প্রতিভাবান, কিন্তু তাঁর প্রতিভা মানবদ্বেষমূলক। এই অদ্ভুত চরিত্রের মানববিমুখতা ব্যঙ্গে বিদ্রূপে সুকঠোর শাণিত বাক্যশায়কে তীব্র উৎসারিত হয়েছে। সেই যুগসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরুষ সুইফ্‌ট তাঁর প্রতিভাকে অগ্নিস্রাবী হৃদয়জ্বালার প্রকাশনে ও আঘাত প্রদানে ব্যবহার করেছেন। তাঁর এই অন্তর্বেদনা ও মর্মজ্বালা বিস্ময়কর; কোন্‌ চিরআকাঙ্ক্ষিত অথচ চির অপ্রাপ্য কামনা তার চিত্তকে উৎক্ষিপ্ত করেছে তা অজ্ঞাত। তাঁর জীবনেরই অন্তিম পরিণতি গভীর ট্রাজিক—অগাস্টান যুগের উল্লেখ্য পুরুষ, যিনি ক্ষুরধার ব্যঙ্গে, শাণিত তরবারির বিদ্রূপ আঘাতে, অসাধারণ মনন চেতনায় আপনার শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন, উন্মাদ জড় অবস্থায় তাঁর মৃত্যু জীবনের নির্মম পরিহাসকে ব্যক্ত করে।

সুইফ্‌ট-এর সাহিত্য সাধনার সুরু কতকগুলি 'ওড' জাতীয় রচনা দিয়ে। কোন প্রতিভাবান ব্যক্তি এত খারাপ কবিতা লিখেছেন কিনা সন্দেহ। কল্পনার স্পর্শ ত' নয়, সাধারণ কাব্যধর্মও এতে দেখা যায় না, এবং ড্রাইডেন এই সব কবিতা পাঠে যথার্থ মন্তব্য করেছেন—**Cousin Swift, you will never be a poet.** ব্যঙ্গাত্মক ও প্রহসনাত্মক প্রবন্ধ সাহিত্যে সুইফটের প্রতিভার বিকাশ। একটি অসৎ জ্যোতিষীর মৃত্যু সম্বন্ধে লেখকের ভবিষ্যদ্বাণী ও সমাধিস্থ করবার সংবাদ জ্ঞাপন সুইফ্‌টের ব্যঙ্গের অন্যতম নিদর্শন। **'The Battle of the Books'**

ক্লাসিক এবং আধুনিক সাহিত্য সম্বন্ধে বিতর্ককারী ব্যক্তিদের আক্রমণ, ব্যঙ্গাত্মক মহাকাব্যের অনুকরণে তাঁর আক্রমণ তীব্র। The Tale of a Tub (১৬৯৬) গীর্জা ও ধর্মকে ব্যঙ্গ। প্রচণ্ড আক্রমণে ধর্মচেতনার অসাধারণ মাহাত্ম্য ধূলিলুণ্ঠিত; রূপকের মাধ্যমে ধর্মের বিকৃত স্বরূপ প্রকাশিত। এক বৃদ্ধ মৃত্যুশয্যায় একটি কোট (খ্রীষ্টীয় ধর্মসত্য) তার তিন পুত্র পিটার (ক্যাথলিক গীর্জা), মার্টিন (ইংলণ্ডের গীর্জা) ও জ্যাক (ক্যালভিনিষ্ট)-কে দিয়ে যান এবং ব্যবহারের নিয়মও বিধিবদ্ধ করেন। পুত্ররা সমাজের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য পিতার ইচ্ছা (বাইবেল)কে বিকৃত-ভাবে গ্রহণ করে ও যথেচ্ছ পরিবর্তন করে। ধর্মের ও শিক্ষার প্রতি ব্যঙ্গ এখানে তীব্র হয়ে উঠেছে। উপরোক্ত গ্রন্থ দুইটিই ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত।

Gulliver's Travels (১৭২৬)এ মানবসমাজ ও জীবনের প্রতি ব্যঙ্গ মর্মঘাতী। এই কহিনীর নায়ক গালিভার চারটি অদ্ভুত দেশ ভ্রমণ করে। করাঙ্গুলি আকৃতি লিলিপুটদের দেশে সে যায় এবং তাদের কলহ মানবতার সংকীর্ণতাকে প্রকাশ করে। দ্বিতীয় অংশে দৈত্যাকৃতি ব্রবডিংনাগদের পার্শ্বে ও তাদের মহত্ত্বের প্রেক্ষাপটে মানবজীবন ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ অনুভূত হয়। গালি-ভারের মুখে মানবজীবনের যুদ্ধবিগ্রহের কথায়, এই ক্ষুদ্র প্রাণীদের অন্তরের বিষাক্ত চেতনার পরিচয়ে তারা বিস্মিত হয়। তৃতীয় অংশে লাপুটাদের দেশ ভ্রমণ এবং এখানে বিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের ব্যঙ্গ। চতুর্থাংশে ব্যঙ্গ তিক্ততম। এই দেশের শাসকসম্প্রদায় অশ্বজাতীয় প্রাণী ও বানরসুলভ ইয়াহুদের কথা চিত্রিত—যারা প্রকৃতপক্ষে মানুষই। মানবজীবনের প্রতি বিদ্বেষ গালিভার ট্রাভেলস-এ তীব্র অভিব্যক্ত ও বিকৃত কল্পনায় উৎসারিত। শেষাংশর ব্যঙ্গ জুগুপ্সাব্যঞ্জক বীভৎস, কিন্তু কাহিনী হিসাবে এই গ্রন্থ অত্যন্ত আকর্ষণীয়। চিরকালের পাঠকচিত্তের খোরাক এই গ্রন্থটি এবং শিশুমনকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করে। এই গ্রন্থের বর্ণনার মধ্যে সহজ নৈপুণ্য ও সরসস্বচ্ছতা আছে এবং পাঠকচিত্তে সত্যের বিস্মৃতি ঘটায়। The Journal to Stella কয়েকটি কারণে স্মরণীয়। এতে আমরা সুইফ্‌টের দৈনন্দিন জীবনের চিত্র পাই; সমসাময়িক চরিত্রাবলীর ও রাজনৈতিকতা সম্বন্ধে সেই যুগের অন্যতম প্রধান পুরুষদের মতামত লাভ করি। সর্বোপরি সুইফ্‌ট-এর ব্যক্তিস্বরূপের

চিত্রণ হিসাবেও এর মূল্য অসাধারণ। সুইফ্‌ট-এর চির অশান্ত তাপদগ্ধ জীবনে যে নারী (কুমারী জনসন) মাধুর্যের স্বাদ এনেছিল ও আনন্দময় করেছিল তার পরিচয়ও এখানে বিবৃত। সুইফ্‌ট-এর রাজনৈতিক প্রচার-পত্রের সংখ্যা বিপুল। তাঁর অন্যান্য রচনার মধ্যে উল্লেখ্য The Drapier's Letter (১৭২৪) আয়ার্ল্যাণ্ডের সপক্ষে আলোচনা ও বিরুদ্ধবাদীদের আক্রমণ। সুইফ্‌ট-এর ব্যঙ্গ তীব্র ভয়ঙ্কর হয়েছে 'একটি বিনীত প্রস্তাব' (A Modest Proposal ১৭২৯) এ। এই প্রবন্ধের বক্তব্য—আয়ার্ল্যাণ্ড দুর্দশা-পীড়িত ও দৈন্য ভারাক্রান্ত, এই ভার লাঘবের জন্য তারা যেন তাদের সন্তানদের খাদ্য হিসাবে ইংরাজ প্রভুদের পরিবেশন করে, 'I grant', সুইফ্‌ট বলেছেন, 'This food will be somewhat dear, and therefore very popular for landlords, who, as they have already devoured most of the parents. seem to have the best little of the children.' সমস্ত আলোচনা শান্তভাবে সুসঙ্গতভাবে রচিত, এবং তাতে ব্যঙ্গ আরও ভয়ঙ্কর ও তীব্র জ্বালাময়ী হয়ে ফুটেছে।)

এ্যাডিসন ও ষ্টীল—ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাসে এ্যাডিসন ও ষ্টীল প্রাবন্ধিক হিসাবে স্মরণীয় তাঁরা দি স্পেক্টেটর ও দি ট্যাটলার সাময়িকপত্রের বিখ্যাত প্রতিষ্ঠাতা। এই প্রবন্ধকারদ্বয়ের কার্যবিধি ও জীবনযাত্রা পরস্পর অঙ্গাঙ্গী ছিল এবং উভয়ের সাহিত্য সাধনাও প্রায় অবিচ্ছিন্ন। প্রবন্ধ জগতের নূতন বাতায়ন উন্মুক্ত করে দিয়েছেন এই দুই সাহিত্যিক। দি ট্যাটলার ও দি স্পেক্টেটর আধুনিক প্রবন্ধের সূচক এবং মানব চরিত্রের সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ আধুনিক উপন্যাসের প্রস্তুতি। এঁরা দুজন সাহিত্যে নীতিবাদকে সমর্থন করেছেন তীব্রভাবে এবং রেষ্টোরেশন যুগের নৈতিক অবক্ষয় থেকে সাহিত্যকে রক্ষায় ব্রতী হন। তদানীন্তন সমাজের বিচিত্র মানব এবং তাদের বিচিত্র ভাব-ভঙ্গীকে মৃদু হাস্যের প্রসন্নচ্ছটায় উদ্ভাসিত করে রচনারূপে সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশ করেছেন। স্যার রোজার, আইজাক বিকারষ্টাফ প্রভৃতি চরিত্র রূপায়ণ লেখকের উদ্ভাবনী প্রতিভা, হাস্যরস, মনস্তাত্ত্বিকতা ও বৈচিত্র্যময় জীবন দার্শনিকতার পরিচয়।

· Joseph Addison (১৬৭২—১৭১৯) কবি হিসাবেই সাহিত্যসাধনা সুরু করেন। প্রথম জীবনের ইতালিয় কবিতাগুলি খ্যাতিস্থাপক হয়েছিল।

তিনি Rosamond নামে অপেরা রচনা করেন এবং রঙ্গমঞ্চে তা ব্যর্থ হয়। এর সঙ্গীত নিকৃষ্ট ও গীতলতা, কল্পনা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। প্রতিকূল অবস্থার মধ্য থেকে মহামানবের সংগ্রাম বিষয়বস্তু সম্বলিত Cato (১৭১৩) জনপ্রিয় হলেও সাহিত্য হিসাবে নিকৃষ্ট। তাঁর 'ইতালির পত্রে' (১৭০১) শিল্পিত কাব্য পংক্তি কখনও চোখে পড়ে। এ্যাডিসনের খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা স্পেক্টেটর ও ট্যাটলারে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির উপর। তাঁর সহজ প্রসন্ন জীবনাভূতিতে এরা উদ্ভাসিত। মানুষের অহঙ্কার দীনতাকে লেখক আঘাত ও আক্রমণ করেছেন কিন্তু এই আক্রমণ সুইফ্‌ট এর মত প্রচণ্ড ভয়ঙ্কর নয়, কৌতুক হাস্য ও ব্যঙ্গের মৃদু আঘাতে মানুষকে সংশোধনের পথে অগ্রবর্তী করেছেন। কারণ এ্যাডিসন মানবতাবাদী এবং মানব প্রীতিতেই তাঁর দৃষ্টি ক্ষমাসুন্দর। প্রবন্ধগুলির ভাষারীতিতে ইংরাজী গদ্যের সম্পূর্ণতা প্রকাশিত। যুক্তি-তর্ক ও আঙ্গিকের প্রকৃষ্ট বন্ধনে এরা সুরূপায়িত, কিন্তু রম্যতার অভাবও এখানে নেই। সহজ সুন্দর গদ্যরীতি আয়ত্ত করবার জন্য এ্যাডিসনের প্রবন্ধ পাঠ অতি প্রয়োজনীয় সমালোচক (ডঃ জনসন) একথা জানিয়েছেন, কিন্তু প্রবন্ধগুলি যে মানবত্বকেও গঠন করে সেই সত্য ও সমালোচকের ভাষণে অকুণ্ঠ স্বীকৃত—Give nights and days sir, to the study of Addison if you mean to be a great writer, or what is more worth, an honest man.

Richard Steele (১৬৭২—১৭২৯)এর জীবন বহু বৈচিত্র্যময়। সৈনিক, সৈন্যাধ্যক্ষ, কবি, নাট্যকার, প্রাবন্ধিক, সম্পাদক—বিচিত্রভাবে ষ্টীলের ব্যক্তিত্ব বহু উৎসারিত। ১৭০১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'ক্রীশ্চান হীরো' প্রকাশ করেন। অমিত আনন্দ আচারের পরিবর্তে তাঁর অন্তরে ন্যায় ও ধর্মের অনুভূতি মুদ্রিত করার মহৎ কামনা এতে প্রতিফলিত। জেরেমি কলিয়র ১৬৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজী নাটকে অনৈতিকতা ও অপবিত্রতার বিরুদ্ধে প্রবন্ধ রচনা করবার পর, নীতিবাদের সমর্থক ও প্রচারক ষ্টীল নৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত চারিটি কমেডি রচনা করেন। 'The Funeral' সাফল্যমণ্ডিতরূপে অভিনীত হয় ও গ্রন্থরূপে অতীব জনপ্রিয়তা লাভ করে। অতঃপর The Lying Lover, The Tender Husband (১৭০৫), The Conscious Lovers (১৭২২) রচিত হয়। নাটক হিসাবে এরা নিকৃষ্ট। তবে কয়েকটি চিত্রদৃশ্য সুন্দর এবং হাস্যরসের স্পর্শে উজ্জ্বল। নাটকগুলিতে নীতিবাদ প্রাধান্য পেয়েছে এবং

নৈতিকতায় নাট্যরস আচ্ছন্ন। ধর্মোপদেশ কোথাও প্রবল, কিন্তু প্রাবন্ধিক ষ্টীলের সহজ সজীবতা নাটকগুলিতে প্রাণসঞ্চারে অসমর্থ।

১৭০৯ খ্রীষ্টাব্দের ১২ এপ্রিল The Tatler-এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। প্রথমে রাজনৈতিক সংবাদ এতে স্থানলাভ করত, ক্রমশঃ এই রাজনৈতিক সংবাদ পরিবেশনের বিলুপ্তি ঘটে এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরের রেখাচিত্র প্রকাশিত হয়। পত্রিকার মহৎ উদ্দেশ্যের কথা লেখক যথার্থ ব্যক্ত করেছেন—The general purpose of this paper is to expose the false arts of life, to pull off the disguises of cunning, vanity and affectation, and to recommend a general simplicity in our dress, our discourse and our behaviour. কৌতুকময় সরস পরিবেশনে এই সংবাদ বিচিত্রা অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করে। সুইফ্‌ট এর মিঃ বিকারষ্টাফ ট্যাটলারের ছদ্মলেখক এবং সমাজের ভ্রান্তিবিকৃতির প্রতি তাঁর আক্রমণ নীতিচেতনা প্ররোচিত। অতঃপর ট্যাটলার বন্ধ হলে The Spectator (১৭২২) প্রকাশিত হয়। ষ্টীল প্রথমটির প্রবর্তক ও দ্বিতীয়টির প্রবর্তনার সহায়ক। তিনি অমর চরিত্র স্যার রোজারের স্রষ্টা। এ্যাডিসনের প্রতিভার পার্শ্বে ষ্টীল ম্লান হলেও তাঁর প্রতিভার সম্যক পরিচয় বহন করে এই পত্রিকাদ্বয়। মৌলিক উদ্ভাবন, চরিত্রচিত্রণ, চিন্তাধারা প্রভৃতি ষ্টীলের ; কিন্তু এ্যাডিসনের হস্তে এরা পরিপূর্ণ মার্জিত শিল্পরূপ লাভ করেছে এবং হাস্যরসের স্পর্শে হয়েছে অপূর্ব সুন্দর। এ্যাডিসন ও ষ্টীল প্রাবন্ধিকতার নূতন স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছেন। নানামুখী জ্ঞানচিন্তা ও মনীষার পরিচয় তাদের প্রবন্ধে আছে কিন্তু বাচন বিন্যাসের মনোহারিত্বে, অনুভূতির সরসতায় এবং হাস্যরসের স্পর্শে এরা অপূর্ব শিল্পিত। তাদের প্রবন্ধে আছে বুদ্ধির দীপ্তি, কল্পনার সরসতা, লেখনীর কলাকৌশল এবং গল্পকথনের আস্বাদ্যমানতা—এগুলি প্রকৃতই প্রথম শ্রেণীর রম্যরচনা হয়ে উঠেছে। সমাজজীবনের বিচিত্র রূপ পরিচয়ও এখানে শিল্পায়িত। জীবনের খণ্ড চিত্র রূপায়ণ, চরিত্রের অকিঞ্চিৎকর কিন্তু সূক্ষ্ম ভাবানুভূতির স্বরূপ চিত্রণে প্রবন্ধগুলিতে যেন উপন্যাস চরিত্রের পূর্বাভাস ঘটেছে।

ডানিয়েল ডিফো (Daniel Defoe ১৬৬১-১৭৩১)—ডিফো তাঁর সমকালে সর্বাপেক্ষা অধিক গ্রন্থের রচয়িতা, যদিও তিনি স্মরণীয় একটি

গ্রন্থ রবিনশন ক্রুশোর জন্য। ডিফোর আনুমানিক চারিশত রচনার মধ্যে আছে জীবন কাহিনী, অর্থতত্ত্ব ও সমাজতাত্ত্বিক রচনা, বাণিজ্য-সংক্রান্ত আলোচনা, রাজনৈতিক ব্যঙ্গ, সংবাদপত্রের বহুবিষয়ক রচনা, কবিতা ও উপন্যাস। ১৬৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ডিফোর Essay on Project প্রকাশিত হয়। এতে ফরাসী আদর্শে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সামরিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, নারীদিগের শিক্ষণাগার প্রভৃতি স্থাপনের প্রস্তাব আছে। ১৭০১ খ্রীষ্টাব্দে রাজা উইলিয়মের সমর্থনে True Born Englishman রচনা করেন।

> William's the name that's spoke by every tongue,
> William's the darling subject of my song...'

১৭০২ খ্রীষ্টাব্দে ব্যঙ্গাত্মক Shortest way...রচিত হয় এবং এতে ধর্ম-ধারণাকে বলপূর্বক বিশেষ ছাঁদে পরিণত করার ব্যর্থতা প্রহসনচ্ছলে নির্দেশ করা হয়, কিন্তু এই প্রহসনের রসআবেদন ব্যর্থ হয় এবং ডিফো কারারুদ্ধ হন। ১৭০৪ খ্রীষ্টাব্দে ডিফো তাঁর বিখ্যাত সাময়িক পত্রিকা The Review বার করেন এবং এটা ১৭১৩ খ্রীষ্টাব্দের জুন পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছিল। সংবাদের বৈচিত্র্য ব্যতিরেকে, ডিফোর রচনাভঙ্গীর ও মতবাদের নিপুণতার জন্যও পত্রিকাটি খ্যাত। ডিফোর গদ্য রচনারীতি বলিষ্ঠ এবং ঋজু। সর্বজন-বোধ্য ও সহজ আবেদনশীল এই ভাষা 'দি রিভিউ'-এর অন্যতম সম্পদ। তাঁর বহুশ্রম ও উর্বর প্রতিভার পরিচয় বহন করে এই পত্রিকাটি। অতঃপর ডিফো টোরী সমর্থক মিষ্টএর 'সাপ্তাহিক পত্রিকা'য় লিখতে সুরু করেন। হুইগ সরকারের অর্থানুকূল্যে ও প্ররোচনায় তিনি এই কার্যে ব্রতী হন। অর্থের জন্য দুই পক্ষকে অবলম্বন ডিফোর জীবনে বহুল ঘটেছে। ১৭১৯ খ্রীষ্টাব্দে ডিফোর Robinson Crusoe (১ম) প্রকাশিত হয়। যথার্থ ইংরাজী উপন্যাসের রূপ এতে পাওয়া যায়। আলেকজাণ্ডার সেলকার্কএর নির্জন পরিত্যক্ত বন্দী জীবনই কাহিনীর মূল বিষয়। বাস্তববোধ ও জীবনচেতনা কাহিনীকে অসাধারণ মূল্য দিয়েছে। নির্জন নিঃসঙ্গ দ্বীপে একাকী মানুষের জীবনকে ডিফো বিচিত্র কর্মধারায় অপরূপ করেছেন। ভগ্ন পরিত্যক্ত জাহাজের দ্রব্যাদি উদ্ধার, সম্ভাবিত শত্রু আক্রমণ প্রতীক্ষা, বালুকারাশিতে পদচিহ্ন দর্শনের উন্মাদনা প্রভৃতি অত্যন্ত বাস্তব ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বর্ণনা মনস্তাত্ত্বিকতায় অপূর্ব। ডিফোর

ছিল অসাধারণ পর্যবেক্ষণ শক্তি এবং তার ফলে কল্পিত বস্তুতেও বাস্তবতার আরোপ করে তাকে জীবন্ত ও প্রত্যক্ষ করতেন।

ডিফোর পরবর্তী রচনার মধ্যে উল্লেখ্য—একজন ক্যাভলিয়রের স্মৃতি-চিত্রণ, ক্যাপটেন সিঙ্গলটন (১৭২০), মল ফ্লাণ্ডার্স, এ জার্নাল অফ দি প্লেগ ইয়ার (১৭২২) প্রভৃতি। বৈচিত্র্যময় প্রত্যেক উপন্যাসে সহজ আকর্ষণীয় বর্ণনা ও বাস্তবতার স্পর্শ আছে। ক্যাপ্টেন সিঙ্গলটন আফ্রিকা ভ্রমণের রোমান্টিক পথযাত্রায় একটি দস্যু-জাহাজের দলপতি হন। তাঁরা পথিমধ্যে উইলিয়ম নামক ধার্মিক ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে জাহাজে তোলেন ; এবং তার পরামর্শেই বব সিঙ্গলটন দস্যুতা পরিত্যাগ করেন, ইংলণ্ডে ফিরে উইলিয়মের অনুজাকে বিবাহ করেন। এই গ্রন্থে আছে বর্ণনার বৈচিত্র্য এবং গল্প কাহিনীর আকর্ষণ। উইলিয়মের চরিত্রটি ডিফোর এক আশ্চর্য সৃষ্টি। 'মহামারীর ইতিহাস' এ লণ্ডন শহরের ১৬৬৫-৬ খ্রীষ্টাব্দের মহামারীর অতি বাস্তব বর্ণনা। অনেক সমালোচক ডিফোকে আধুনিক ইংরাজী উপন্যাসের স্রষ্টা হিসাবে অভিহিত করেন, তাঁদের মতে 'রবিনশন ক্রুশো'ই প্রথম উপন্যাস। কিন্তু এই গ্রন্থটি এ্যাডভেঞ্চার কাহিনী, মানব চরিত্রের দ্বন্দ্ববৈচিত্র্য এতে দৃষ্ট হয় না, তাঁর অন্যান্য উপন্যাস 'পিকারেসক' জাতীয় রচনা—অপরাধমূলক ও রোমান্স-মূলক, কখনও নীতিবাদ কাহিনীকে শেষ পর্যন্ত আচ্ছন্ন করে। যথার্থ উপন্যাস না হলেও তাঁর গ্রন্থ যে উপন্যাস জগতের নবদিগন্তের দিকে পাঠকের বিস্ময়মুগ্ধ দৃষ্টিকে তীব্র আকর্ষণ করেছে তা নিঃসন্দেহ।

স্যামুয়েল জনসন (**Samuel Johnson,** ১৭০৯-১৭৮৪)—ডঃ জনসন্ প্রতিভাবান সাহিত্যিক নহেন, কিন্তু একটি সাহিত্যগোষ্ঠীর কেন্দ্রপুরুষ ; এই পুরুষের অসামান্য ব্যক্তিত্বই তাঁকে স্মরণীয় করেছে। বলিষ্ঠ প্রাণময় ব্যক্তিত্বের স্পর্শে তিনি সেই যুগের সাহিত্য ও সমাজকে সঞ্জীবিত করেছেন। তাঁর দৃঢ় বলিষ্ঠতা, বিশেষ প্রভাবশালী ও সুগভীর মননদীপ্ত মতবাদগুলি সৌররশ্মিবৎ চারিত্রিকতায় উৎসারিত। রেনল্ডস এর অঙ্কিত চিত্র জনসনের দেহরূপের (অবশ্য মর্মরূপের ও) পরিচয় দেয় ; বসওয়েলের জীবনী ও অন্তর রূপকে প্রকাশ করেছে। অতীতপ্রিয়তা, ঐতিহ্য বিশ্বাসে, সত্যকামনা তর্কনৈপুণ্য জনসনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। এদের সঙ্গে একত্র হয়েছে পাণ্ডিত্য, বাগ্‌বৈদগ্ধ্য, বহু পঠনশীল প্রতিভা ও শক্তিময় লেখনী। এবং সার্বিক সমন্বয়ে

এক অসাধারণ প্রতিভাদীপ্ত যুগপুরুষের চিত্র আমাদের বিস্মিত দৃষ্টির সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়। সেদিন জনগণকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল এক অসাধারণ পরিমণ্ডল—গোল্ডস্মিথ কাব্যসাহিত্যের প্রতিভূ, রেণল্ডস্ শিল্পস্রষ্টা, বার্ক রাজনীতিবিদ বাগ্মী ও দার্শনিক, গিবন ঐতিহাসিক, গ্যারিক অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনেতা। ডঃ জনসন এদের থেকে শ্রেষ্ঠ নন, কিন্তু অনন্য, আপন স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল। মননশীল এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, এবং ঐতিহ্য সৃষ্টির পথিকৃৎ হিসাবে জনসন চিরস্মরণীয়। অবশ্য তাঁর সাহিত্য সাধনা বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হয়ে যাবে। ব্যঙ্গরসিকের সুনিপুণ কৌতুক সাহিত্যিক জনসনের ব্যর্থতাকে স্মরণ করায়—

'Who now reads Johnson? if he pleases still,
'Tis most for dormitive or sleeping pill.'

জনসনের পিতা পুস্তক ব্যবসায়ী এবং পুস্তকের প্রতি জনসনের অনুরাগ আবাল্য। প্রাচীন পুস্তকের প্রতিই তাঁর অনুরাগের আধিক্য। ক্লাসিকতার বীজ এইভাবে জনসনের হৃদয়ে প্রোথিত হয়। তিনি ১৭৩৫ খ্রীষ্টাব্দে 'এ্যাবিসিনিয়ায় ভ্রমণ' অনুবাদ করেন; ১৭৩৮ খ্রীষ্টাব্দে পোপের অনুকরণে ও জুভেনালের আদর্শে ব্যঙ্গ কবিতা 'লণ্ডন' প্রকাশিত হয়—এতে প্রথাসিদ্ধ জীবনের বিকার ও অবক্ষয়ের বর্ণনা। পোপ এই কবির মধ্যে সম্ভাবনা দেখেছিলেন। জনসনের ট্রাজিক নাটক Irene (অভিনীত ১৭৪৯) সর্বপ্রকারে ব্যর্থ—এতে নাট্যিক আবেদন ও উৎকণ্ঠা অনুপস্থিত, অমিত্রাক্ষর ছন্দ নিকৃষ্ট, এবং নাট্য আবেদন নিষ্প্রভ ও প্রাণহীন; নীতিশাসন এতে প্রকাশিত। ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে Rambler প্রথম প্রকাশিত হয়। 'র‍্যাম্বলার' প্রবন্ধ সংকলনেই জনসন্ প্রতিভার যথার্থ পরিচয়। লেখকের মননশীলতার প্রতীক এই প্রবন্ধগুলিতে জনসন যথার্থ সুন্দর গদ্যরীতির প্রচলন করেন। উৎকৃষ্ট ভাষা সম্পদ পূর্ণ বলিষ্ঠ ষ্টাইল জনসনের বৈশিষ্ট্য এবং এই প্রবন্ধাবলীতে তার প্রকাশ। The Idler (১৭৫৮-৬০) প্রবন্ধসমষ্টিতেও জনসনের পরিচয় পাই। জনসনের শ্রেষ্ঠতম কীর্তি 'ইংরাজী ভাষার অভিধান'—ইংরাজী ভাষার প্রথম সার্থক অভিধান হিসাবে এর মূল্য অসাধারণ এবং একদা সাধারণ ও পণ্ডিত সম্প্রদায়ের প্রামাণ্য গ্রন্থ ছিল। জনসন্ উচ্চারণ বিশুদ্ধির প্রয়াস পেয়েছেন এবং শব্দের বিভিন্ন অর্থকে নির্দ্ধারণ করেছেন, যেমন 'হাত' শব্দটির আটচল্লিশটি

বিভিন্ন অর্থ তিনি পেয়েছেন। কিন্তু এই অভিধানের ব্যর্থতা শব্দগত ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ের অক্ষমতায় এবং জনসনের হাস্যরস ও সংস্কার প্রভাবিত অর্থ নিরূপণে। 'ছোলা', জনসনের মতে, ইংলণ্ডে ঘোড়ার ও স্কটলণ্ডে মানুষের খাদ্য। 'বাণিজ্য শুল্ক' হল অসৎ লোক প্রবর্তিত ঘৃণ্য কর প্রভৃতি। জনসনের অভিধানের আরও কয়েকটি রূপ :—

Whig—the name of a faction.
Window—an orifice in an edifice.
Lexicographer—a writer of dictionaries, a harmless drudge.
Patron—commonly a wretch who supports with insolence and is paid with flattery.

সাহিত্য জনসনের প্রিয় কিন্তু সাহিত্যিকদের জীবনের মূল্য তাঁর কাছে গভীর। তাই তিনি ইংরাজ কবিদের জীবনী লিখতে অনুরুদ্ধ হওয়ায় 'ইংরাজ কবি জীবনী' রচনা করেন। এতে দ্বিপঞ্চাশৎ জীবনচিত্র, কোন কোন জীবন-চিত্রণ সংক্ষিপ্ত। জনসন নিভুর্ল তথ্য সহযোগে এই জীবন চিত্র রূপায়ণ প্রয়াসী, যদিও সকল তথ্য লাভ করা তখনও সম্ভব হয় নি। দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্কীর্ণতা সত্ত্বেও সাহিত্য বিচারের সার্থক প্রয়াস এখানে পরিলক্ষিত হয়। অন্ততঃ জীবনচিত্র হিসাবে এদের মূল্য কম নয়। জীবনচিত্রের তিনটি অংশ—তথ্য বিচার ; কবিদের ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের বিশ্লেষণ ; এবং কাব্যমূল্য নিরূপণ। জনসন সর্বদা কাব্য মূল্যায়নে সক্ষম হন নি ; কারণ তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর সংকীর্ণতা, জীবনবোধের অব্যাপ্তি ও বোধকরি তাঁর কবিত্বহীনতা। তিনি কখনও সাধারণ কবিদের উচ্চ প্রশংসা করেছেন কিন্তু প্রথম শ্রেণীর কাব্যকৃতি তাঁর প্রশংসালাভে ধন্য হয়নি। মিল্টনের কাব্যপ্রতিভার অসাধারণত্ব সর্বদাই তাঁকে আকৃষ্ট করেনি। ত্রুটি সত্ত্বেও জনসনের কাব্যসমালোচনা তীক্ষ্ণ ও নিরপেক্ষ। তিনি বিশেষ মতবাদের মাপকাঠিতে বিচার করায় সমালোচনা হয়েছে সংকীর্ণ এবং একপার্শ্বিক, কিন্তু প্রত্যক্ষ ও আবেদনশীল। জনসন হয়ত ভ্রান্ত কিন্তু উপেক্ষণীয় নন।

জনসন জীবনী—জনসন সাহিত্য সাধক হিসাবে স্মরণীয় নন, অসাধারণ ব্যক্তিত্বই তাঁকে অমর করেছে। তিনি অসাধারণ বাক্‌শিল্পী, কথাকে শিল্প করে তোলার অসামান্য ক্ষমতার অধিকারী—তাঁর ব্যক্তিত্বের দ্যুতিবিচ্ছুরণে সংলাপ দীপ্ত ও শাণিত হয়েছে। জনসনের ব্যক্তিত্ব, মননশীলতা ও বাগ্‌বৈদগ্ধ্য প্রভৃতি

তাঁর অনুরাগী শিষ্য বসওয়েলের (Boswell, James ১৭৪০-৯৫) 'জনসন জীবনী'তে বিচিত্র রূপায়িত। জনসনের শাণিত সংলাপ, বস্তু ও ব্যক্তির অন্তর্ভেদকারী সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ দৃষ্টি, জনসনের মহত্ত্ব, ব্যক্তিত্ব, অহংকার, ভ্রান্তসংস্কার সব কিছু জীবনের পরিপূর্ণতাকে গঠন করেছে—এই জীবনী গ্রন্থে সেই মহৎ ব্যক্তিত্বের সম্পূর্ণ পরিচয়। জীবনী সাহিত্যের মধ্যে বসওয়েলের রচনা শ্রেষ্ঠ। কারণ জনসনের জীবন সম্বন্ধে বসওয়েলের জ্ঞান প্রত্যক্ষ ও ব্যক্তিগত। তাঁর আত্মীয়সুলভ নৈকট্য জীবনীকে করেছে প্রাণময়; তাঁর রচনা জীবন্ত; এবং ঘটনাবিন্যাস ও জীবনচিত্রণ সত্য ও যথার্থ। বসওয়েলের বর্ণনা আলোকচিত্রের মত নিখুঁত এবং স্পষ্ট। জনসনের জীবন ও ব্যক্তিত্বই এই গ্রন্থের মূল প্রেরণা, কিন্তু বসওয়েলের রচনানৈপুণ্য একে পরিপূর্ণতা ও আন্তরিকতা দান করেছে, উভয়রূপেই সমান প্রাধান্য নির্দ্ধারণ করা সহজ নয় এখানে 'কে কার অলংকার।'

. **গোল্ডস্মিথ** (**Oliver Goldsmith** ১৭২৮—১৭৭০)—গোল্ডস্মিথের 'The Traveller' (১৭৬৪) পাঠক সমালোচকের অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করে। গোল্ডস্মিথ পোপের সূক্ষ্মতা ও মননশীলতার অধিকারী নন; কিন্তু প্রসন্ন স্বচ্ছতায় ও হিরোয়িক কাপ্‌লেটের সুপ্রয়োগে তিনি পোপের যথার্থ উত্তরসূরী। যথার্থ কাব্যানুভূতি তাঁর ছিল এবং আন্তরিক আবেগময়তার তিনি অধিকারী। 'দি ট্র্যাভেলার'এ ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলের সমাজ-জীবনের পরিচয় ও বিচার। মুষ্টিমেয় লোকের ঐশ্বর্য প্রাচুর্যের জন্যই দরিদ্রের দুর্দশাবোধ কবিচিত্তে জাগ্রত হয়েছে—

Each wanton judge new penal statutes draws,
Laws grind the poor, and rich men rule the laws.

এই সুরই তীব্রভাবে ধ্বনিত 'The Deserted Village' (১৭৭০) কবিতায়। এটি আইরিশ গ্রাম্য জীবনের দুঃখ-দুর্দশার কথা। গ্রামসমূহের দুর্দশার জন্য কবি পরস্বাপহরক জমিদারদেরই দায়ী করেছেন। কবির মানবতাবাদের প্রকাশ এই কবিতায় এবং অন্যায়কারী বলিষ্ঠ শক্তির বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের সংগ্রামের কথা। গ্রামের বর্ণনা কবির স্মরণের তুলিকায় চিত্রিত। কবির কল্পিত গ্রাম চিত্রণে বেদনার সুর শোনা যায়। কবির ব্যক্তি স্পর্শে কাব্যটি সুন্দর—

In all my wanderings round the world of care,
In all my griefs—and God has given my share—
I still had hopes my latest hours to crown,
Amidst these humble bowers to lay me down...

গোল্ডস্মিথের প্রবন্ধাবলী উনবিংশ শতাব্দীর প্রাবন্ধিকতার ধারাবাহী, মননের দীপ্তিতে, বস্তুরূপ উপলব্ধির প্রচেষ্টায় এবং গদ্য ষ্টাইলে তাঁর প্রবন্ধ এডিসন ষ্টিলের স্মারক। মিত বিদ্রূপভাষণ এবং মানবিক সংবেদনা তাঁর প্রবন্ধের শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য। Inquiry (১৭৫৯) সমাজজীবন সাহিত্য প্রভৃতি সম্বন্ধে মননসমৃদ্ধ মতবাদে পূর্ণ। তাঁর Chinese Letters (১৭৬২) চীনা পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে লণ্ডন জীবনের পরিচয়; সুন্দর বর্ণনা, মৃদু হাস্যরস ব্যতিরেকে চরিত্রচিত্রণের নৈপুণ্যে এই গ্রন্থ স্মরণীয়।

গোল্ডস্মিথ একটি আশ্চর্য উপন্যাস The Vicar of Wakefield (১৭৬৬)-এর রচয়িতা। দয়ালু, সদাপ্রসন্ন, পার্থিব ব্যাপারে উদাসীন রেভারেণ্ড ডাঃ প্রিমরোজের সুখ, বিপর্যয় ও অন্তিম আনন্দের চিত্র। প্রিমরোজ পরিবার সুখী ঐশ্বর্যশালী, কিন্তু ভাগ্যদ্বারা বিপর্যস্ত। জনৈক স্কোয়ার থর্ণহিল-এর আনুকূল্যে নূতন জীবন তাঁরা সুরু করেন, কিন্তু দুশ্চরিত্র থর্ণহিল প্রিমরোজের জ্যেষ্ঠা কন্যা অলিভিয়াকে প্রলুব্ধ, মিথ্যা বিবাহ ও পরে পরিত্যাগ করে। প্রিমরোজ কারারুদ্ধ হন থর্ণহিলের মিথ্যা মামলায়। জর্জ প্রিমরোজ ভগ্নী অলিভিয়ার অবমাননায় থর্ণহিলের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় কিন্তু সেও কারারুদ্ধ হয়। ভাইকারের দ্বিতীয় কন্যা সোফিয়া অপহৃত হয় এবং কাতরা অলিভিয়ার মৃত্যু সংবাদ কারারুদ্ধ প্রিমরোজের নিকট পৌঁছায়, কিন্তু তিনি সকল দুঃসংবাদ প্রশান্তিতে সহ্য করেন। ভগ্নহৃদয় দয়ালু বিচিত্র চরিত্র মিঃ বার্চেলএর সঙ্গে এঁরা পরিচিত হন, ও তিনি পারিবারিক বন্ধু হন, যদিও তাঁর চরিত্র খুবই সন্দেহজনক। সৌভাগ্যবশতঃ বার্চেল সোফিয়ার উদ্ধারে সহায়তা করেন। অবশেষে প্রকাশ পায় তিনি স্কোয়ার থর্ণহিলের খুল্লতাত সহৃদয় স্যার উইলিয়ম থর্ণহিল। স্কোয়ার থর্ণহিলের ষড়যন্ত্র প্রকাশ পায় এবং তার পরিকল্পনা অনুযায়ী সোফিয়ার অপহরণ প্রমাণিত হয়; স্যার উইলিয়ম সোফিয়াকে বিবাহ করেন। প্রকাশ পায় অলিভিয়ার (যে প্রকৃতই মৃত নয়) বিবাহ যথার্থ আইনসিদ্ধ। ভাইকারের ধনসম্পত্তি পুনঃ প্রত্যর্পিত হয়।

এইভাবে প্রসন্ন মিলনের মধ্যে কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটে। এই উপন্যাস সাধারণ মানব জীবনের রূপায়ণ, সুখ-দুঃখ হাসি কান্নার সার্থক চিত্র। জীবনকে রোমান্টিকতার মৃদু আলোক রশ্মিতে গোল্ডস্মিথ অপরূপ সৌন্দর্যময় করেছেন। এটি গৃহজীবনের প্রতিরূপ চিত্রায়ন, পরিচিত পাত্রপাত্রীরা আপনাদের বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। কাহিনীর প্লট শিথিলবন্ধ হলেও ঘটনাবিন্যাসে চমৎকারিত্ব দেখা যায়, নাট্যশিল্পী গোল্ডস্মিথের প্রতিভা ঘটনা সংঘটনে পরিস্ফুট। ডাঃ প্রিমরোজের চরিত্র নৈতিকতায়, সারল্যে, অসাধারণ মহত্ত্বে দিব্য উজ্জ্বল।

গোল্ডস্মিথ দুইটি নাটকের রচয়িতা। নাটকে তিনি সেন্টিমেন্ট বা ভাবালুতাকে বর্জন করে বিশুদ্ধ হাস্যরসের অবতারণা করেছেন। উৎকৃষ্ট চরিত্রচিত্রণ এবং সুনিপুণ ঘটনাবিন্যাসের উপরই নাট্যকাহিনীর সংস্থান। গোল্ডস্মিথের প্রথম নাটক The Good Natured Man (১৭৬৮) জনপ্রিয় হয়নি। অনেক ত্রুটিসত্ত্বেও হাস্যোদ্দীপক ভাবভঙ্গী ও সংলাপের ঔজ্জ্বল্য এর অন্যতম সম্পদ। গোল্ডস্মিথের She stoops to Conquer (১৭৭৩) অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ প্রসন্নমধুর নাটক। মার্লো অত্যন্ত সৎ ভদ্র যুবক। তাঁর পিতা চার্লস মার্লো কুমারী হার্ডক্যাসল এবং যুবক মার্লোর বিবাহ স্থির করেছেন। মার্লো ও তার বন্ধু হেস্টিংস হার্ডক্যাসলদের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য যাত্রা করে। পথ হারিয়ে তারা একস্থানে রাত্রিকালে উপনীত হয় এবং টনি ল্যাম্পকিন (যে অলস, উদ্ধত, অসৎ বুদ্ধিপ্রণোদিত, এবং শ্রীমতি হার্ড-ক্যাসলের প্রথম পক্ষের পুত্র) একটি সরাইখানায় তাদের যেতে বলে যেটা প্রকৃতপক্ষে হার্ডক্যাসলের গৃহ, মার্লো মিঃ হার্ডক্যাসলকে ওই হোটেলের প্রভু মনে করে, এবং কুমারী হার্ডক্যাসলকে দাসী ভেবে তার সঙ্গে প্রণয়ে লিপ্ত হয়। এবং অজস্র কৌতুকে নাট্যরস উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে। কিন্তু কুমারী হার্ডকাসলের যথার্থ পরিচয় উদ্ঘাটিত হলে মার্লো অত্যন্ত লজ্জিত ও সঙ্কুচিত হয়। চার্লস্ মার্লোর আবির্ভাবে সকল ভ্রান্তির অবসান ঘটে এবং কাহিনী মধুরভাবে সমাপ্ত হয়। এই নাটকে অনাবিল হাস্যরসের অজস্র প্রবাহ দেখি। লেখকের উদ্ভাবনী প্রতিভা উচ্চস্তরের, সংলাপের দ্রুতি ও কৌতুকময়তা নাটকটিতে যেন হাস্যরসের ফুলঝুরি ছড়িয়ে দিয়েছে। অজস্র হাস্যরসাত্মক দৃশ্যের অবতারণায় কাহিনী আরও উজ্জ্বল। প্লটের বৈচিত্র্যে,

দৃশ্য সংস্থাপনের সার্থকতায় এবং অসাধারণ সুশিল্পিত আঙ্গিক বিন্যাসে ও হাস্যরসের অজস্র দীপ্তিচ্ছটায় নাটকটি চির জনপ্রিয়।

R. B. Sheridan (১৭৫১-১৮১৬) এর নাটকও পরিমার্জিত, বাক্‌দীপ্ত ও উচ্ছ্বসিত হাস্যোদ্ভাসিত। তাঁর কাহিনীবিন্যাস উৎকৃষ্টতর, তিনি গোল্ডস্মিথ অপেক্ষা বিদ্যুদ্দীপ্ত মধুরসংলাপ রচনায় নিপুণ এবং কনগ্রীভ ও ভ্যানব্রু অপেক্ষা সূক্ষ্ম নিপুণ। The Rivals (১৭৭৫), The School for Scandal (১৭৭৭) ও The Critic (১৭৭৯) এর জন্য তিনি ইংরাজী সাহিত্যে অমর। কিন্তু তাঁর নাটকের চরিত্র জীবন্ত নয়, প্রাণোত্তাপে সঞ্জীবিত সাধারণ মানুষ নয়। জীবনের হাসিকান্না, গভীরতম রূপকে শিল্পিত করতে তিনি অক্ষম। তথাপি হাস্যরসিকতার অত্যুজ্জ্বল দীপ্তি, সংলাপের তীব্রতা, এপিগ্রামের সার্থক প্রয়োগ ও মঞ্চজ্ঞান তাঁকে চিরস্মরণীয় করেছে। The Rivals নাটকের ঘটনাস্থল Bath শহর। নায়ক Captain Absolute দরিদ্র সৈনিকের (Beverly) ছদ্মবেশে রোমান্টিক উপন্যাসের নায়িকার মত Lydiaর সঙ্গে প্রণয়ে লিপ্ত কারণ সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী লিডিয়া পিসিমা Mr. Malaprop এর অমতে দরিদ্রকে বিবাহে ইচ্ছুক। ক্যাপ্টেন এ্যাবসলিউটের পিতা স্যার এন্টনি শ্রীমতি ম্যালাপ্রপ এর কাছে লিডিয়া ও ক্যাপ্টেনের বিবাহের প্রস্তাব করলেন ও তার স্থির হল। যদিও লিডিয়া তাতে অনিচ্ছুক, কারণ সে বেভারলির রোমান্টিক প্রণয়িনী। অপর চরিত্র Bob Acres লিডিয়াকে চায়; এবং অতি কোপনস্বভাব আইরিশ Lucius O' Triggerও জানে যে লিডিয়ার সঙ্গে প্রেমপত্র আদান-প্রদান করে যদিও সেই প্রেরক শ্রীমতি ম্যালাপ্রপ। এইভাবে ঘটনা জমে ওঠে—বব একর্‌স, লুসিয়াস, ক্যাপ্টেন এবসলিউট সকলেই বেভারলির বিরুদ্ধে দ্বন্দ্বযুদ্ধ ঘোষণা করে। লিডিয়া বুঝল ক্যাপ্টেনই দরিদ্র সৈনিক বেভারলির ছদ্মবেশে তাকে প্রতারণা করেছে, সে ক্ষুব্ধ। কিন্তু ক্যাপ্টেনের উপর অন্য সকলের আক্রোশ ও আক্রমণ তাকে বিচলিত করল। ভুল বোঝাবুঝির পালা শেষে মিলনে নাটকের পালা শেষ।

The School for Scandal এর নাট্যগ্রন্থন অসামান্য। কাহিনীর বিস্তার আকর্ষণীয়, নাট্যশৈলী চাতুর্যপূর্ণ ও বাকবিদগ্ধ উজ্জ্বল বিদ্যুৎ-ঝলকিত। প্রধান চরিত্র Charles Surface সৎ ভদ্র, তার ভাই Joseph

ভণ্ড নীচমনা, প্রথমজন আন্তরিকতায় ভালবাসে Mariaকে কিন্তু দ্বিতীয় জন মেরিয়াকে বিবাহকামী কারণ মেরিয়া বৃদ্ধ Sir Peter Teazle এর সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী। যোশেফ তৎসহ সুন্দরী তরুণী Lady Teazle এর প্রণয়ে লিপ্ত। স্বভাবতই কুৎসা রটে, বিচিত্র পরশ্রীকাতর সমাজে সর্বজনের কুৎসায় রত হয় Backbite, Mrs. Sneerwell প্রভৃতি। অকস্মাৎ বিদেশস্থিত অর্থবান Sir Oliver Surface, ভ্রাতৃদ্বয়ের খুল্লতাত, উপস্থিত হন ও তাঁর প্রতি অনুরাগী সৎ ভ্রাতুষ্পুত্রকে অর্থপ্রদানার্থ পরীক্ষা করেন। ক্রেতা মহাজনের ছদ্মবেশে যাওয়াতে চার্লস্ তাঁকে তাঁর চিত্রটি ছাড়া সব প্রদান করে, কিন্তু দীনহীনের ছদ্মবেশে জোসেফের সাহায্য চাইলে জোসেফ প্রত্যাখ্যান করে ও তাঁর নামে নিন্দা করে। এদিকে সার পিটারের এক আকস্মিক আগমনে প্রণয়রত জোসেফ ও লেডী টিজ্‌ল-এর স্বরূপ ধরা পড়ে। লেডী টিজ্‌ল ভ্রম উপলব্ধি করেন, চার্লস্ মেরিয়ার বিবাহ হয়, জোসেফ যথাযথ ফল ভোগ করে। হাস্যরসিকতার অত্যুজ্জ্বল দীপ্তি, সংলাপের তীব্রতা এপিগ্রামের সার্থক প্রয়োগ ও মঞ্চজ্ঞান নাটকটিকে স্মরণীয় করেছে।

এডমণ্ড বার্ক (Edmund Burke ১৭২৯-১৭৯৭)

এডমণ্ড বার্ক ছিলেন একজন অসাধারণ বাগ্মী। বাগ্মী হলেও ইংরেজী সাহিত্যে তাঁর দান অবিস্মরণীয়। বার্ক যে গদ্যরীতির প্রবর্তয়িতা তা একদিকে যেমন অলঙ্কারবহুল সুষমায় স্পন্দিত, অপরদিকে আবেগময় প্রকাশ ও ভাষার প্রয়োগকৌশলে অপূর্ব। কোনো কোনো সমালোচক বার্কের এই প্রকারের গদ্যরীতিকে কাব্যময় প্রকাশ বলে উল্লেখ করেছেন। বার্কের প্রথম রচনা A Vindication of Natural Society. এটি ছিল ব্যঙ্গরচনা। Bolingbroke (বোলিংব্রোক)-এর ষ্টাইল ও আইডিয়াকে ব্যঙ্গ করে বার্ক এটি লিখেছিলেন। কিন্তু রচনাটি মূল রচনার মত আকর্ষণীয় হতে পারে নি।

বার্ক এর পর রচনা করলেন A Philosophical Enquiry into the Origin of our Idea of the Sublime and the Beautiful. এই রচনাটিই তাঁকে প্রথম সমালোচক ও লেখক হিসাবে মর্যাদা দান করলো। লেখাটি পড়ে সুপ্রসিদ্ধ সমালোচক Dr. Johnson প্রভূত প্রশংসা করলেন। বার্ক ছিলেন প্রধানতঃ রাজনীতিবিদ্ এবং যুক্তিবাদী সমালোচক। কিন্তু সুতীক্ষ্ণ যুক্তিবাদী হলেও তাঁর রাজনীতিবিষয়ক রচনাগুলো নীরস নয়, বরং

কবিত্বপূর্ণ এবং সুখপাঠ্য। তাঁর আমেরিকা বক্তৃতাগুলোই এর উৎকৃষ্ট প্রমাণ। আমেরিকার সাথে আপোষ প্রস্তাব এবং করবিষয়ক বক্তৃতা—তিনি যে কত বড় জ্ঞানী এবং রাজনীতিবিদ্ ছিলেন তার প্রমাণ দেয়। ব্রিস্টলের সেরিফের কাছে বার্ক একসময় কিছু চিঠি লিখেছিলেন। এই চিঠিগুলোর সাহিত্য-মূল্যও কম নয়। বার্ক গদ্যরচনায় সিদ্ধহস্ত। এর চরমতম প্রকাশ ঘটেছে American Speeches on Taxation and Conciliation নামক রচনায়। তাঁর এই প্রতিভার স্বাক্ষর এই শেরিফের কাছে লেখা চিঠিগুলোতেও পাওয়া যায়। বার্ক এর আর একটি উল্লেখযোগ্য রচনা Impeachment of Warren Hastings. এই রচনাটি একটি বক্তৃতা হলেও বার্ক-এর রচনা-রীতির বৈশিষ্ট্যগুলো এতেও সমানভাবে বিদ্যমান। অসাধারণ বাক্‌বৈদগ্ধে, যুক্তির পারম্পর্যে এবং অলঙ্কারবহুল বাচনভঙ্গীতে বার্ক-এর এই লেখাটি হৃদয়স্পর্শী হয়ে উঠেছে। বার্কের আর একটি ক্ষুদ্র রচনার নাম Thoughts on the Cause of the Present Discontents. এই লেখাটি তাঁর প্রথম দিকের রচনা। পরবর্তীকালের সৃষ্টিগুলোর মত এই লেখায় পরিপক্ক বিচারশক্তি এবং বাচনভঙ্গীর নৈপুণ্য লক্ষ্য করা যায় না। কিন্তু তথাপিও এই রচনার মধ্যেও তাঁর সাধারণ গুণাবলী স্টাইল প্রকাশভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য দেখা যায়।

১৭৯০ খ্রীঃ অব্দ থেকে ১৭৯৭ খ্রীঃ অব্দ পর্যন্ত তাঁর রচনাগুলো অনন্য-সাধারণ প্রতিভার সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। এই লেখাগুলো এত অপূর্ব এবং সুন্দর যে পড়লে মনে হয় যেন কাব্য পাঠ করছি। কোনো কোনো সমালোচক বলেছেন যে বার্ক একমাত্র কবি প্রতিভার অধিকারী যিনি গদ্যে লেখেন। এই মত সর্বাংশে সত্য। বার্ক-এর লেখা Reflections on the Revolution in France প্রকাশিত হয় ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে। এর পর দীর্ঘ পাঁচ বৎসর পরে ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি লেখেন A Letter to a Noble Lord. ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হলো বার্কের Letters on a Regicide Peace. এই রচনাগুলো বার্কের অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দেয়। যদিও এই লেখাগুলোতে যুক্তির প্রাখর্য রয়েছে তথাপিও এতে রয়েছে উচ্চাঙ্গের ভাষা, কল্পনাশক্তির প্রগাঢ়তা এবং অসাধারণ কাব্যময়তা—যা বার্কের রচনাকে চিরকালের পাঠকের কাছে আদরণীয় করে তুলবে।

বার্কের বিষয়বস্তু নির্বাচন তার মহৎ সত্তার দ্যোতক। তিনি মানবদরদী—তাঁর মানবপ্রেম ব্যক্তিপ্রেমে সীমিত নয়, বৈশ্বিকতায় আশ্চর্য বিস্তৃত। এই বিশ্বমানবতাবাদই তাঁর প্রবন্ধাবলীতে ঔদার্য বিস্তৃতি আনয়ন করেছে। মানুষের বেদনা আঘাত অপমানে বার্কের চিত্ত বিক্ষুব্ধ। ওয়ারেন হেস্টিংসের বিচারে ভারতের জন্য মমতায় লেখকচিত্ত ব্যথিত, ভারতের অপমানে তিনি ক্ষুব্ধ আহত। ন্যায়নিষ্ঠ বিচারক বার্ক সেই অত্যাচারের প্রতিবিধানে দীপ্তকণ্ঠ, হেস্টিংসের প্রতি তাঁর শাসন অমোঘ দৈবনীতির মত নেমে এসেছে। আমেরিকাবাসীদের আবেগ আকুতি স্বাধীনতা-স্পৃহাকে অভিনন্দন জানিয়ে তিনি ইংলণ্ডকে আপোষের জন্য অনুরোধ করেছেন—শাস্তি কেবল সুখনিয়ামক নয়, নবজীবন স্রষ্টাও বটে। বার্কের সাহিত্যবিচারে কেবল অসাধারণ শিল্পীকেই সমালোচক অকুণ্ঠ প্রশংসা জানান নি, তাঁর আন্তরিকতা, ভাব-নিবিড়তা ও মানবিক সংবেদনকে বারংবার অভিনন্দিত করেছেন।

এডওয়ার্ড গিবনের (E. Gibbon ১৭৩৭-৯৪) রোম সাম্রাজ্যের অধোগতি ও পতন (The Decline and Fall of Roman Empire ১৭৭৬—১৭৮৮) ইংরাজী ভাষার শ্রেষ্ঠ ইতিহাস গ্রন্থ। গ্রন্থের তিনটি ভাগ:—ট্রাজান ও এ্যাণ্টনাইনদের যুগ থেকে পশ্চিম-ইউরোপের বিনাশ; পূর্বাঞ্চল জুষ্টিনিয়ান এর রাজত্বকাল থেকে শার্লমেনে জার্মান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা; পশ্চিম-ইউরোপের জাগরণ থেকে তুর্কীদের কনষ্টান্টি-নোপল অধিকার পর্যন্ত। প্রায় ত্রয়োদশ শতাব্দীর ইতিহাস এখানে বিধিবদ্ধ এবং খ্রীষ্টধর্মের প্রতিষ্ঠা, টিউটনিক জাতিদের গতিবিধি ও অধিষ্ঠান, মুসলমান বিজয়, ক্রুশেডের যুদ্ধ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখানে আলোচিত। গিবন প্রাচীন পৃথিবীর সঙ্গে আধুনিক পৃথিবীর যোগসূত্র নির্ণয়ের প্রয়াস পেয়েছেন। গিবনের গ্রন্থ ঐতিহাসিক সাহিত্যের এক অসামান্য নিদর্শন—তিনি বিচার করেছেন বৈজ্ঞানিকের নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে, উপলব্ধি করেছেন দার্শনিকের মত এবং তার মন বোধ করি ছিল কবির। এই ইতিহাস গ্রন্থের ভাষা শব্দাঢ্য, বর্ণাঢ্য, অলংকারময়, সৌন্দর্যনিবিড়; ভাষার ঐশ্বর্য ও মননশীলতায় গ্রন্থটি অতীব সুখপাঠ্য।

উপন্যাসের সূচনা

উপন্যাস গড়ে উঠতে গেলে দরকার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত নাগরিক সমাজ, মুদ্রাযন্ত্র ও সহজ গদ্যরীতি। অভিজাত রাজতন্ত্রীরা উপন্যাসের পৃষ্ঠপোষকতা করেন নি, মধ্যবিত্ত শিক্ষিত নাগরিক সমাজেই উপন্যাসের আকর্ষণ ও প্রসার। ইংলণ্ডের অষ্টাদশ শতকের সমাজ নগরকেন্দ্রিক, অর্থ নৈতিক পরিবর্তনে উচ্চ অভিজাতদের পরিবর্তে সাধারণ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত নাগরিক সমাজ গড়ে উঠেছে —উপন্যাস এই সমাজমানসের সৃষ্টি। ইংলণ্ডে অষ্টাদশ শতকেই তাই যথার্থ উপন্যাস চোখে পড়ে। এই সময়ে মুদ্রাযন্ত্রের বহুল প্রসার দেখা যায়, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে। পঠনেচ্ছু মানুষের পাঠতৃষা ও গল্পপিপাসা এরা নিবৃত্ত করতে সমর্থ হয়েছে। মুদ্রাযন্ত্রের বহুল প্রসার দেখা দিল। এর সঙ্গে যুক্ত হল ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার। এইভাবে সাধারণ শিক্ষিত নাগরিক সমাজের মানুষের পাঠ ও মনোরঞ্জনের জন্য উপন্যাস সৃষ্ট ও বহুল প্রচলিত হল। সুপ্রচলিত সহজবোধ্য গদ্যরীতিও উপন্যাস সৃষ্টিকে ত্বরান্বিত করে। যখন গদ্য হৃদ্য, আন্তরিক ও সুগ্রথিত তখনই সে কর্মময় আবেগ-স্পন্দিত বিমুগ্ধচিত্ত কুশীলবের জীবন কাহিনীর অর্থাৎ উপন্যাসের বাহন। সপ্তদশ শতকের একেবারে শেষ ভাগে ড্রাইডেন গদ্যরীতিকে কঠিন ঋজু সুসৃষ্ট করে তুলেছেন। মুদ্রাযন্ত্রের প্রসার, সাময়িক পত্রপত্রিকা, সহজ অথচ বলিষ্ঠ গদ্যরীতি, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত নাগরিক সমাজ এবং যথার্থ শিল্পীর আবির্ভাবে অষ্টাদশ শতকে উপন্যাসের উদ্ভব হল।

স্যামুয়েল রিচার্ডসন (Samuel Richardson ১৬৮৯-১৭৬১)

রিচার্ডসন আধুনিক উপন্যাসের প্রথম রচয়িতা। পূর্ববর্তী উপন্যাসিকদের রচনায় মানবমনের, অন্তর্চেতনার ও হৃদয় দ্বন্দ্বের পরিচয় পাই না। লাইলি প্রভৃতির রচনায় ভাব অপেক্ষা চাতুর্যের পরিচয় বেশী। ডিফোর কাহিনীও এক পরিত্যক্ত দ্বীপে মানুষের অভিযানের কথা। ডিফো বা সুইফ্‌টের যা ছিল না রিচার্ডসনের উপন্যাসে তাই দেখা গেল—তাঁর উপন্যাস মনস্তত্ত্বসম্মত, বাস্তবধর্মী ও যথার্থ সমাজ পটভূমিকায় রচিত। কাহিনী গ্রন্থনের উৎকর্ষও এখানে পাই। রিচার্ডসনের উপন্যাসে ইংরাজ রমণীর অন্তর্দ্বন্দ্ব, জীবনের সমস্যাবহুল রূপ প্রকাশিত। তিনি তিনখানি উপন্যাস রচনা করেন Pamela

(১৭৪০); Clarissa (১৭৪৭-৪৮); এবং Sir Charles Grandison (১৭৫৩-৫৪)। রিচার্ডসনের বাল্যশিক্ষা বিশেষ ছিল না কিন্তু প্রথমাবধি পত্ররচনায় খ্যাতি তাঁর ছিল এবং নিম্নশ্রেণীর রমণীরা তাঁকে দিয়ে তাদের প্রণয়লিপি লিখিয়ে নিত। এই প্রাথমিক অভিজ্ঞতা, প্রিয় নারীজাতির সঙ্গে তার পরিচয় ও আকর্ষণাধিক্যের ফলে স্বাভাবিকভাবে সাধারণ রমণীর আবেগ চেতনার জ্ঞান তাঁর রচনায় প্রতিফলিত। এবং লেখকের তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ দৃষ্টি, বর্ণনা নৈপুণ্য ও বাস্তব চেতনা পাঠককে মুগ্ধ করে। পঞ্চাশ বৎসর বয়সে, যখন তাঁর পত্ররচনার খ্যাতি সুবিস্তৃত, কয়েকজন প্রকাশক তাঁকে অনুরোধ করলেন সাধারণ লোকব্যবহারের উপযোগী আদর্শ পত্র সংকলন 'ফ্যামিলয়র লেটার্স' রচনা করতে। রিচার্ডসন সম্মত হলেন ও এই থেকে ইংরাজী সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস 'পামেলা'র জন্ম।

'পামেলা' পত্র উপন্যাস। পামেলা ধনীগৃহে পরিচারিকা। কিন্তু তার নৈতিকতা ও ধর্মবোধ প্রখর। তার প্রভুপুত্র তাকে নানাভাবে প্রলোভন দেখায় কিন্তু পামেলা নিজ ধর্মে অটল রইল; এবং তার গুণে মুগ্ধ হয়ে প্রভুপুত্র তাকে বিবাহ করতে সম্মত হল। 'পামেলা' খুব জনপ্রিয়তা লাভ করে; মহিলা সমাজে রিচার্ডসন সাধু, ভবিষ্যদ্বক্তা, ও আইনবিদ্ বলে প্রশংসিত হলেন একথা আজ অনুমান করা দুঃসাধ্য। যাই হোক রিচার্ডসনের কৃতিত্ব অনেক—তিনি নূতন শিল্পরূপ উপন্যাস সৃষ্টি ও তার চাতুর্যময় আঙ্গিক নিরূপণ করলেন। বিভিন্ন পত্রের সাহায্যে লেখক উপন্যাসের মাল্যরূপ গ্রন্থন করেছেন। পামেলার সতীত্ব বিনষ্ট হতে চলেছে, সে কি নিজেকে রক্ষা করতে পারবে অথবা ব্যর্থ হবে, এই সাসপেন্সও পাঠককে সর্বদা আকর্ষণ করে। এই নাট্যোৎকণ্ঠা উপন্যাসের আকর্ষণকে শেষ পর্যন্ত বলবৎ রেখেছে। নৈতিকতাবোধও উপন্যাসটির ভাবগাম্ভীর্য সৃষ্টি করেছে। রিচার্ডসন প্রথম দেখালেন সাধারণ মানুষের জীবনে সাহিত্যের উপাদান কতটা অন্তর্নিহিত। রিচার্ডসনের দ্বিতীয় (পত্র) উপন্যাস আট খণ্ডে প্রকাশিত 'ক্লারিসা' (১৭৪৮)। এতে আখ্যান উৎকৃষ্ট, আঙ্গিক সূক্ষ্মতর। বিষয়বস্তু উন্নত এবং সার্থক করুণরসমণ্ডিত। রমণীকুলে ধন্যা ক্লারিসা ধনী পরিবারের কন্যা, তার পাণি-প্রার্থী অভিজাত কিন্তু উচ্ছৃঙ্খল ধর্মী যুবক লাভলেস। ক্লারিসার পরিবার ঐ অসৎ যুবকের সঙ্গে বিবাহের বিরোধী, ক্লারিসাও প্রথমে অসম্মত ছিল।

অবশেষে লাভলেস ক্লারিসাকে আকর্ষণ করতে সক্ষম হয় ও উভয়ে পলায়ন করে। লাভলেসকে ক্লারিসা কিন্তু সর্বদাই প্রত্যাখ্যান করে। অবশেষে লাভলেস ক্লারিসাকে উপভোগ করে। ক্লারিসা মৃত্যুবরণ করে, লাভলেস দ্বন্দ্বযুদ্ধে নিহত হয়। এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু ও শিল্পরূপ পূর্ব উপন্যাস অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর। ক্লারিসা চরিত্রের মানবিকতা ও অন্তর্দ্বন্দ্বের রূপ আশ্চর্য প্রকাশিত। ক্লারিসার বিক্ষোভ, চেতনার দ্বন্দ্ব, তার দুঃখের তীব্রতা, দুঃসহ অপমান ও করুণ মৃত্যু এই চরিত্রকে স্বাভাবিক, মানবীয় ও চিরস্মরণীয় করেছে। নাটকীয়তা এই উপন্যাসে এনেছে গতিবেগ ও আঙ্গিকের তীক্ষ্ণতা। পত্রে উপন্যাস রচনার কৈফিয়ৎ ও সার্থকতার কারণ নির্দেশ করেছেন রিচার্ডসন উপন্যাসের ভূমিকায়। চরিত্রাবলীর মনের বিক্ষোভ, বেদনা, আবেগ, অন্তরূপ সার্থক প্রতিবিম্বিত হয় পত্রের মধ্যে, অপরের পত্র তার চরিত্রকে পরিস্ফুট করে। তদ্ব্যতীত পাঠকও বিভিন্ন দিক হতে চরিত্রের রূপ বিবর্তন পর্যবেক্ষণ করতে পারে।

হেনরী ফিল্ডিং (Henry Fielding ১৭০৭-৫৪)

ফিল্ডিং এর প্রথম উপন্যাস Joseph Andrews (১৭৪২) পামেলাকে ব্যঙ্গ করে রচিত। রিচার্ডসনের ভাবালুতা, নীতিবাদ ও নায়িকাদের সতীত্ব রক্ষার হাস্যকর প্রচেষ্টাকে বিদ্রূপ করা হয়েছে। পামেলের এক কল্পিত ভাই যোশেফের প্রতি লেডী বুবি আকৃষ্ট হন, যেমন করে তাঁর ভাইপো মিঃ বি পামেলার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। যোসেফ তার সতীত্ব রক্ষার চেষ্টা করল, কিন্তু তার ধর্মবোধ মূল্য পেল না এবং সে বিতাড়িত হল। এইখানেই রিচার্ডসনের অনুকরণ শেষ হয়েছে। অতঃপর রাস্তায় যোশেফ ও তার কুইক্সট ধরণের বন্ধু পার্সন এ্যাডাম্‌স এর এ্যাডভেঞ্চারের হাস্যকর কাহিনী হাস্যরসসৃষ্টি, এবং ভণ্ডামি ও শুষ্ক নীতিবাদের বিরোধিতা এই উপন্যাসে আছে। পার্সন এ্যাডম্‌সের চরিত্র হাস্যকরতা, অন্যমনস্কতা, ঈষৎ পাণ্ডিত্য-বোধ, অহঙ্কার প্রভৃতি নিয়ে সার্থক সৃষ্টি—সে উপন্যাসের অনেকখানি স্থান অধিকার করে ও পাঠকমনকে হাস্যাবেগে উদ্বেলিত করে তোলে। ফিল্ডিং-এর আর একটি গুণ নিপুণ ঘটনাসৃষ্টি—তিনি একই দৃশ্যে ক্রমাগতই উদ্ভট ঘটনার সৃষ্টি করে শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। এই কমিক গ্রন্থের ষ্টাইল, আঙ্গিক ও ঘটনার সমাবেশ নকল মহাকাব্যের অনুরূপ, কিন্তু চরিত্রচিত্রণ

বাস্তবানুগ। গ্রন্থ ভূমিকায় সর্বপ্রথম উপন্যাসের ভাব ও শিল্পরূপের আলোচনা পাওয়া যায়। ফিল্ডিং রিচার্ডসন অপেক্ষা অনেক বেশী বাস্তব, নিপুণ চরিত্র স্রষ্টা ও সার্থক কাহিনী গ্রন্থক।

ফিল্ডিং এর পরবর্তী উপন্যাস Jonathan Wild (১৭৪৩)-এ লেখকের আয়রণিবোধ স্পষ্ট। একজন অসাধারণ লোকের কাহিনী এত বিবৃত যে লোক ডাকাতি, নরহত্যা প্রভৃতি করে মৃত্যুবরণ করেছে। সে বৃহৎ কিন্তু মহৎ নয়। কেউ কেউ মনে করেন এতে রবার্ট ওয়ালপোলকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। বলিষ্ঠ ঋজু ও ব্যঙ্গাত্মক গদ্যরচনা ও লেখকের জীবনবোধ এই গ্রন্থে সংমিশ্রিত। এবং জীবনের প্রতি ব্যঙ্গ ফিল্ডিং-এর মানবতাবোধেরই এক প্রকাশ। Tom Jones (১৭৪৯) ফিল্ডিং এর সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস। পরিত্যক্ত শিশু টম জোন্‌স্ একদিন রহস্যজনকভাবে ধনী ধর্মপ্রাণ মিঃ অলওয়ার্দির শয্যায় আবিষ্কৃত হয়। জোনস এই স্থানে আশ্রয় ও শিক্ষা পায়, কিন্তু ভাগ্যের ও মানুষের চক্রান্তে সেখান থেকে বিতাড়িত হয়। সে প্রতিবেশী ভুস্বামী-কন্যা সোফিয়ার প্রণয়ানুরাগী। লণ্ডনে অভিজাত মহিলা বেলাষ্টন টমের প্রণয় প্রার্থনা করে। বিবিধ জটিলতা ও বিপদের পর টমের প্রকৃত পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হয় যে সে মিঃ অলওয়ার্দির বোনের ছেলে। মিলনের মধ্যে কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটে। উপন্যাস থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় ফিল্ডিং এর শিল্পচেতনার ক্রমোন্নতি ; এই উপন্যাসে পটভূমি বৃহৎ, ভাষা স্পষ্ট, আঙ্গিক প্রকরণ নিখুঁত ও চরিত্রচিত্রণ জীবনানুগ। ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে অগ্রসরশীল কাহিনী পাঠকমনকে তীব্রভাবে আকর্ষণ করে ও সার্থক শিল্প-কুশলতায় জটিলতা অপসৃত হয়ে কাহিনী সমাপ্ত হয়। আখ্যানের নিরবচ্ছিন্ন গতিবেগ, গ্রন্থনের শিল্পচাতুর্য, চরিত্রচিত্রণের বৈচিত্র্য বিস্ময়কর। জোন্‌সের সততা, ইন্দ্রিয়াবেগ, প্রাণোচ্ছলতা, ও জীবনের চক্রান্তের বিরুদ্ধে সংগ্রামী মন প্যারট্রিজের সরলতা, লেডী বেলাষ্টন, অলওয়ার্দির মহত্ত্ব, সোফিয়ার প্রেম, স্কোয়ার ওয়েষ্টার্ণের দাম্ভিকতা, ক্রোধ, ব্লিফিলের পাষণ্ডতা – বিচিত্র মানবসত্তার এক অপরূপ রূপালেখ্য এখানে অঙ্কিত, এই গ্রন্থ বিবিধ শ্রেণীর মানুষের একটি বৃহৎ জীবন্ত চিত্রশালা। ফিল্ডিংএর ঔপন্যাসিক প্রতিভার সার্থক পরিচয় বহনকারী এই গ্রন্থ ইংরাজী উপন্যাসের অনন্ত সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছিল।

স্মলেট (Tobias Smollett, ১৭২১-৭১)

ফিল্ডিং এর সমসাময়িক স্মলেটের রচনায় ফিল্ডিং এর প্রতিভা ও শিল্প-কৌশল নেই। হাস্যকৌতুক ও সহানুভূতি ফিল্ডিং এর উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য ; স্মলেটের রচনায় জীবনের ভয়ঙ্কর, বীভৎস রূপের বাস্তবানুরূপ বর্ণনা পাই। উগ্র চরিত্র ও খামখেয়ালী মেজাজের স্মলেট নৌবিভাগে চিকিৎসক হিসাবে সমুদ্র জীবনের ভয়ঙ্করতা, নৌজীবনের ও চিকিৎসক জীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ বিকৃতি ও পাশবিকতার পরিচয় পরবর্তীকালে তাঁর উপন্যাসে রূপচিত্রিত করেছেন। স্মলেটের উপন্যাসত্রয়ী বিখ্যাতি অর্জন করেছে— Roderick Random (১৭৪৮), Peregrine Pickle (১৭৫১) ও পত্র উপন্যাস Humphrey Clinker (১৭৭১)। রডেরিক র‍্যাণ্ডম্ উদ্দাম প্রকৃতির যুবকের সংগ্রাম ও সমুদ্র জীবনের এ্যাডভেঞ্চার কাহিনী। এই গ্রন্থে বিচ্ছিন্ন ঘটনার বর্ণনা সুন্দর, যেমন নৌজীবন ও সমুদ্র জীবনের বর্ণনা, লণ্ডন ও বাথের বিকৃতবিলাসিতার বর্ণনা। লেখকের তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ দৃষ্টি অগভীর সমাজের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে মানবচরিত্রের বিশেষ দিকগুলোকে তীব্রব্যঙ্গ ও কৌতুকের সঙ্গে প্রকাশ করেছে। উদ্দাম জীবনবোধ, প্রচণ্ড উচ্ছ্বাস, জীবনের তিক্ত ও বিলাসমগ্ন রূপের বাস্তব প্রতিফলনই এই উপন্যাস। স্মলেটের এই উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য আখ্যানভাগের নিপুণ কথন, ঘটনার গতিবেগ, গদ্যের বলিষ্ঠতা ও জীবন্ত পটভূমি।

'পেরেগ্রিণ প্রিকৃল'ও একটি যুবকের প্রায় দুষ্কৃত জীবনের কাহিনী। তবে নায়ক অপেক্ষা অপ্রধান চরিত্রগুলি বিশেষ উল্লেখ্য। কমিক চরিত্র হিসাবে এরা সার্থক সৃষ্টি। প্রাক্তন নৌসেনাপতি কমোডরের চরিত্র হাস্যরসের প্রতি-মূর্তি। ট্রুনিয়নের বর্তমান কর্মচিন্তা, আচরণ, কথাবার্তা, সবই নৌজীবনের সুশৃঙ্খল অতি নিখুঁত ও হাস্যকররূপ। এই উপন্যাসের সর্বাপেক্ষা হাস্যকর দৃশ্য ট্রুনিয়নের বিবাহযাত্রা। উদ্ভট কল্পনার প্রয়োগ শিল্পমণ্ডিত। ট্রুনিয়নের মৃত্যু লেখকের করুণ রস সৃজন ক্ষমতাকে প্রকাশ করে। কাহিনীর পটভূমি বিস্তৃত, সুঅঙ্কিত ও বিদ্রোহপূর্ব ফরাসীর চিত্রও সুন্দর। ডিকেন্স স্মলেট কর্তৃক বিশেষ প্রভাবিত। ডিকেন্সের উপন্যাসে মানুষের অতিপ্রবণতার চিত্র, আবেগের অতিশয়িত রূপ বর্ণনা স্মলেটের প্রভাবিত। লিসমাহাগো (হামফ্রে ক্লিংকার)র পরিমার্জিত রূপ ফুটে পাই। পরবর্তী কালে সমুদ্র জীবন সম্বলিত

উপন্যাস রচনায় স্মলেটের প্রভাব অনস্বীকার্য। সমুদ্র জীবনের বিশালতা উদ্দামতা, জীবনের সংগ্রাম ও প্রাণোচ্ছল অভিব্যক্তি এবং কাহিনীর উদ্ভট কল্পনা তাঁর উপন্যাসকে স্মরণীয় করেছে।

লরেন্স ষ্টার্ণ (Laurence Sterne ১৭১৬-১৭৬৮)

১৭১৩ খ্রীষ্টাব্দে ক্লনমেলে (আয়ার্ল্যাণ্ড) দরিদ্র যুদ্ধজীবীর ঘরে ষ্টার্ণের জন্ম। কেমব্রিজের ডিগ্রী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর তিনি যাজকবৃত্তি গ্রহণ করেন। দুইটি গ্রন্থের জন্য ষ্টার্ণ বিখ্যাত—নয়টি গ্রন্থে প্রকাশিত Tristram Shandy (১৭৬০-৬৭) ও A Sentimental Journey (১৭৬৮)। লেখকের বিচিত্র ব্যক্তিত্ব, উদ্ভট কল্পনা এবং স্বল্প ঘটনার সমাবেশে কাহিনী রচিত। অন্য কোন নামকরণের অভাবেই প্রথম গ্রন্থের উপন্যাস অভিধা। কোন বিশেষ উদ্দেশ্য না নিয়েই কাহিনীর সূত্রপাত, কাহিনীর পরিসমাপ্তিও উদ্দেশ্যহীন ও অসম্পূর্ণভাবে। গ্রন্থটির প্রধান গুণ লেখকের বলিষ্ঠ ষ্টাইল বা রচনাভঙ্গী। হাস্যরস সৃষ্টিতে ও অদ্ভুত চরিত্র রূপায়ণে, লেখকের কৃতিত্ব, উদ্ভট ব্যক্তিত্ব ও অতিপ্রবণ চরিত্র আঙ্কলে টবি বা করপোরাল ট্রিম মানবতাবাদের স্পর্শেও উজ্জ্বল। 'সেন্টিমেণ্টাল জার্নি'ও উপন্যাস কাহিনী, ভ্রমণ, বিবিধ বিষয়ক রচনার মিশ্রিত শিল্পময় রূপ লেখকের বলিষ্ঠ ভঙ্গী ও জীবনের প্রতি বিভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গীর সমন্বয়ে গ্রথিত। গ্রন্থেব কয়েকটি উৎকৃষ্ট অংশে লেখকের আদর্শস্বরূপ র্যাবলে বা বার্টনের প্রভাব দেখা যায়। ষ্টার্ণের রচনার বৈশিষ্ট্য হৃদয়াবেগ ও হাস্যরসের অপূর্ব মিশ্রণ। চরিত্রচিত্রণ ও ষ্টাইলের বিশিষ্টতা ও তাঁর উপন্যাসকে সার্থক শিল্পমূল্য দিয়েছে। ষ্টার্ণ সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা উল্লেখ্য, যে চেতনা প্রবাহ পদ্ধতি আধুনিক উপন্যাসএর ভাব ও রূপকে নিয়ন্ত্রিত করেছে, ষ্টার্ণে তারই প্রথম (নিঃসন্দেহে অসার্থক) পরিচয়।)

নবযুগের সূত্রপাত—রোমাণ্টিকতার পূর্বকথা

অষ্টাদশ শতাব্দীতে হিরোয়িক কাপলেটের স্বর্ণবলয় পরিহিতা কাব্য-সরস্বতীর হৃদয়ে নিষ্প্রাণতা, ওষ্ঠাধরে ব্যঙ্গ বঙ্কিম হাসি আর চলনে-বলনে গাণিতিক নিয়ম নিষ্ঠার কঠোরতা। এক সৌন্দর্যময়ী প্রেমব্যাকুল আবেগতন্ময় কাব্য-সত্তাকে পাওয়া যায় না। পোপ জনসনের যুগেই গতানুগতিকতা ক্লিষ্ট,

কৃত্রিমতা ক্লান্ত অস্মিতা পীড়িত চিত্ত নবজীবন সত্যকে আন্তরিক গ্রহণ করতে চেয়েছে—সেই নূতন জীবনবার্তা বহন করে এনেছেন টমসন গ্রে কলিন্স কুপার বার্ণস ব্লেক প্রমুখ কবিগণ। প্রাক্-সূর্যোদয়ের পূর্ব দিগন্তের ধূসরতা ম্লানবিষণ্ণতা ভেদ করা রশ্মির মত রোমান্টিকতার পূর্বলগ্নে এঁদের কাব্যের সৌন্দর্যদীপ্তি ঈষৎ ভাস্বর, ম্লানরক্তিম।

টম্‌সন (**James Thomson** ১৭০০—১৭৪৮)—অষ্টাদশ শতকের দুর্লভ কাব্যধর্ম প্রকৃতি তন্ময়তা টম্‌সনের কাব্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। টম্‌সন প্রকৃতি প্রেমিক এবং প্রকৃতির উৎকৃষ্ট চিত্ররূপ তাঁর কাব্যে লাভ করি। অবশ্য টম্‌সন যুগধর্ম অস্বীকারে অক্ষম এবং কাব্যের ভাষাবিন্যাসে বা আঙ্গিকরূপায়ণে যুগকেই গ্রহণ করেছেন। তদুপরি ক্লাসিকতায় তাঁর কাব্য ভাবমহিম। টম্‌সনের ছিল A fine flame of Imagination; এবং প্রকৃতি সন্নিধানে তিনি প্রকৃতির শিক্ষাকে গ্রহণ করেছেন। বাল্যকালে টম্‌সন যথারীতি অনুল্লেখ্য সাহিত্যাদি রচনা করেছেন। Winter (১৭২৬) ভাব-চেতনা ও শিল্পমূল্যের জন্য স্মরণীয়। The Seasons কবিতাগুচ্ছ শীত, গ্রীষ্ম, বসন্ত ও শরৎকালের বর্ণনা। প্রকৃতির সূক্ষ্ম ভাব নিবিড়তা ও মহান রূপ আন্তরিক লাবণ্যে উদ্ভাসিত। তাঁহার রচনায় প্রকৃতিচিত্রণের অজস্র সমারোহ; প্রকৃতির চিত্র ও প্রাণিজগতের সূক্ষ্ম ও যথার্থ বর্ণনা পাই; পরিচিত প্রকৃতি রূপে রঙে সূক্ষ্ম বর্ণনায় অপরূপ সৃষ্টি—

They yellow wall-flower, stained with iron-brown
The pale descending year, yet pleasing still,
A gentler mood inspires; For now the leaf
Incessant rustles from the mournful grove,
Oft startling such as studious walp below,
And slowly circles through the waring air.

'দি সিজন্‌স' কাব্যে তিনটি চিন্তাধারার সমন্বয়—টম্‌সনের প্রকৃতির সৌন্দর্য আকর্ষণ ও সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তি; বিজ্ঞান চেতনা; এবং কবির ধর্ম বিশ্বাস। তাঁর বিষয়বস্তু, সমালোচকের মতে হল, 'Nature and its explorer (অর্থাৎ নিউটন) and its author (অর্থাৎ ভগবান)'। 'The castle of Indolence' (১৭৪৮) স্পেন্সারীয় আদর্শে রচিত দুই সর্গের সৌন্দর্যতন্ময় রোমান্টিক কাব্য। প্রথম সর্গে কবিস্বপ্ন পাঠককে

তন্দ্রাচ্ছন্ন এক সুন্দর রাজ্যে নিয়ে যায় যেখানে যাদুকর অলসমদির ক্লান্ত পথিকদের এনে প্রলুব্ধ করে ও তাদের শক্তি অপহরণ করে—

In lowly dale fast by a river's side
With woody hill o'er hill encompassed round,
A most enchanting wizard did abide,
Than whom a fined more fell is no where found.

দ্বিতীয় সর্গে এই প্রাসাদের ধ্বংসের বর্ণনা। শিল্প ও কলার প্রতীক এক নাইট ক্রমে বন্দীদের মুক্ত করেন। এই কবিতার সৌন্দর্যময় চিত্রকল্প অপূর্ব সুন্দর। অসংখ্য চিত্ররূপ কাব্য ব্যঞ্জনায়, সৌন্দর্যের দীপ্তি বিচ্ছুরণে ও প্রকাশ ভঙ্গীর লাবণ্যে শিল্পীত রসমূর্তি পরিগ্রহ করেছে। টম্‌সনের 'লিবার্টি' অমিত্রাক্ষরে রচিত অতি সাধারণ শিল্পমূল্যের কাব্য। তাঁর—

Rule Britannia rule the waves,
Briton never will be slaves.

প্রভৃতি দেশাত্মবোধক কবিতা আজও বন্দিত।

টম্‌সনের কাব্য ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাসে এক বিশেষ অধ্যায়ের, যেন ক্ষীণ কিন্তু সার্থক সূচনা করেছে। ক্লাসিকযুগের বন্ধনের পর ইংরাজী কাব্য রোমান্টিকতায় সৌন্দর্য উচ্ছ্বসিত হয়েছে, এবং টম্‌সনই এই গন্ড-যুগের সীমা সংকীর্ণ জীবনের অচলায়তনের অর্গলমোচন করে নব অনুভূতির বাণী বহন করে এনেছেন। তাঁর কাব্যের সোনালী কল্পনা ও স্বপ্নতন্ময়তা রোমান্টিকতার সূচক। সর্বোপরি প্রকৃতিচিত্রণের মাধ্যমে রোমান্টিক কাব্যজগতেব নবদিগন্তকে তিনি উদ্ভাসিত করতে চেয়েছেন। টম্‌সন প্রথম শ্রেণীর কবি নন, কিন্তু আপন স্থানে তিনি অনন্য।

এডোয়ার্ড ইয়ং (Edward Young ১৬৮৩—১৭৬৫)—এর কাব্যগুচ্ছ টম্‌সনের কাব্য অপেক্ষা অধিকতর জনপ্রিয় ছিল। এরা কবিচিত্তের অনুধ্যানের শিল্পরূপ। বিষাদপ্রিয়তা এগুলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। নির্জন পরিত্যক্ত স্থান, ধ্বংসস্তূপ প্রভৃতি অবলম্বনে কবির চিত্ত বেদনা-করুণ, অতীত মগ্ন হয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর যুক্তিবাদ, মনন তীক্ষ্ণতার যুগে ইয়ং-এর ঐতিহ্যপ্রিয়তা রহস্যতন্ময়তা-আবেগ-ব্যাকুলতা প্রকৃতই বিস্ময়কর।

উইলিয়ম কলিন্স (William Collins ১৭২১—৫৯)-এর রচনাসংখ্যা

অত্যন্ত পরিমিত, কিন্তু এদের মধ্যেই এক সৌন্দর্য-পিয়াসী, গীতল কবিমন আপনার পরিচয় রেখে গেছে। তাঁর কয়েকটি 'ওড' জাতীয় রচনাই বিখ্যাত, তাঁর Ode to Evening এই শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গীতি-কবিতা—

Now air is hushed, save where the weak-eyed bat,
With short shrill shriek, flits by on leathern wing.
Or where the beetle winds
His small but sullen horn.

টমাস গ্রে (**Thomas Gray** ১৭১৬—১৭৭১) প্রকৃতির চেতনা, সাধারণ মানুষের প্রতি আকর্ষণ এবং মধ্যযুগীয় শিল্প অনুরাগ গ্রে'র কাব্যে রোমান্টিকতাকে পূর্বাভাসিত করেছে। টমাস গ্রে'র পত্রগুচ্ছ এবং জার্নালে তাঁর অন্তর স্বরূপ অনেকটা উদ্ভাসিত। গ্রে'র ব্যক্তিমানসের অনুভব-গম্যতা, তাঁর বহু পঠনশীল-পাণ্ডিত্য ও সূক্ষ্ম সাহিত্য-বিশ্লেষণী শক্তি, দেশভ্রমণপ্রিয়তা এবং বিদগ্ধ হাস্য-রসিকতার সাক্ষ্যবহ তাঁর এই জাতীয় পত্রসাহিত্য। সেই যুগের সমাজ জীবন তাঁর পত্রসাহিত্যে প্রতিফলন লাভ না করলেও একান্তবাসী গ্রে'র বিশেষ মনোভঙ্গী এতে লাবণ্য সঞ্চার করেছে। তাঁর ভ্রমণকাহিনী বর্ণনায় কবিমনের রোমান্টিক-মর্জির পরিচয় পাই এবং সংবেদনশীল কবিচিত্তরূপ দেখি। পর্বত প্রভৃতি কবিকে উল্লসিত করেছে সুন্দর রূপের জন্য, কোন স্থানেও ঐতিহাসিক স্মৃতিও নূতন আবেদনবহ। টমাস গ্রে'র খ্যাতি তাঁর স্বল্পসংখ্যক কবিতাগুচ্ছের উপর নির্ভরশীল। 'On a Distant Prospect of Eton College' প্রাথমিক কবিতা, লিরিক স্তবকসমন্বিত হোরেশিয়ান ওড। কবি তাঁর প্রাক্তন বিদ্যালয়ের মহত্ত্বকে প্রকাশ অথবা তার প্রতি গভীর কামনা ব্যক্ত করেননি; কয়েকটি ক্রীড়ারত বালকের ভবিষ্যৎ দুর্ভাগ্য ও বেদনার কথা—যার কোন ব্যতিক্রম নেই এবং এটা সৌভাগ্য যে, তারা তাদের ভবিষ্যৎ জ্ঞাত নয়, কারণ Where ignorance is bliss, 'Tis folly to be wise. গ্রে'র Elegy written in a Country Churchyard ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত। সাধারণ জীবনতত্ত্ব সুগভীর আবেগস্পন্দিত ও শিল্পলাবণ্যমণ্ডিত। জীবনের ক্ষণিকতা, মৃত্যুর অপরিহার্যতা ও মানবজীবনের ব্যর্থতা এর বিষয়বস্তু এবং সাধারণ

কিন্তু সুগভীর জীবনসত্য এই কবিতার আবেদনে এনেছে সার্বজনীনতা। একটা বিষণ্ণ বেদনার সুর কবিতাটিতে ঝঙ্কৃত, কবিতার পটভূমিও বিষণ্ণ-ব্যঞ্জক। ঈষদ্দীপ্ত সন্ধ্যা, ক্ষীণালোকিত প্রান্তর দৃশ্য, গুঞ্জনরত পতঙ্গ, বন্ধুর দেবদারু গাছ, ঝাউগাছের ছায়া প্রভৃতি চিত্ররূপ কবিতার বিষণ্ণ রিক্ততার দ্যোতক পটভূমি। চিত্রকল্প রচনায় গ্রে'র অসাধারণ কৃতিত্ব এবং কবিতার বাণীরূপ মসৃণ ও গীতল—

The curfew tolls the knell of parting day ;
The lowing herd wind slowly o'er the lea ;
The ploughman homeward plods his weary way
And leaves the world to darkness and to me.

গ্রে'র অপর দুই শ্রেষ্ঠ কবিতা The Progress of Poesy এবং The Bard পিণ্ডারিক ওড। প্রথমটিতে গ্রীস ও রোম থেকে ইংলণ্ড-এর (ড্রাইডেন পর্যন্ত) কাব্য-সাহিত্যের বিশেষভাবে রূপের বিচার। সংক্ষিপ্ত পরিসরে, ব্যঞ্জনাগর্ভ মিতভাষণের মাধ্যমে এই সাহিত্য ইতিহাস বর্ণিত। The Bard আশ্চর্য দ্রুতিসম্পন্ন রোমান্টিক কবিতা। ওয়েল্‌শ গায়কদের শেষ প্রতিভূ এক চারণ কবি রাজা এডওয়ার্ড ও তাঁর সৈন্যদের একটি বন্য পার্বত্য পথে দাঁড় করায় এবং ভয়ঙ্কর, কিন্তু কাব্য-ময় উক্তির দ্বারা অত্যাচারী রাজার অবতরণশীল ভবিষ্যৎ সর্বনাশের কথা ব্যক্ত করে। কবিতার প্রথম পংক্তি Ruin seize the ruthless king থেকে শেষ পর্যন্ত যেখানে কবি নদীর স্রোতে নিমজ্জিত করেছে কবিতার মধ্যে আবেগের তীব্র উত্থান দেখি। কবিতার পটভূমি যথাযথ চরিত্র রূপবিন্যাস উৎকৃষ্ট ও ইতিহাস বলিষ্ঠ তুলিতে চিত্রিত। কবির মননদিগ্ধ চেতনা কাব্যাঙ্গিককে করেছে সুশিল্পিত। শেষ পর্যায়ে গ্রে রচিত দুটি নর্স কবিতায় 'The Fatal Sisters' ও 'The Descent of Odin'—তাঁর রোমান্টিক কবিমানসের পরিচয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

উইলিয়ম কুপার (**Wiliam Cowper** ১৭৩১—১৮০০)—কুপারের জীবন বেদনাবিষণ্ণতার করুণ আলেখ্য। মেলাংকলিয়া কবিকে সারাজীবন আচ্ছন্ন করে রেখেছে। মানুষের পৃথিবী তাঁর কাছে কঠিন ও অনুভূতিহীন, তাই তিনি প্রকৃতির শান্ত স্নিগ্ধতার মধ্যে নিজেকে বিলীন করেছেন। কবি

ছিলেন হাস্যরসিক তাঁর জীবনের বেদনা বিষণ্ণতার মেঘাচ্ছন্ন আকাশের মধ্যে এই হাস্যচ্ছটা ক্বচিৎ বিদ্যুচ্চমকের মত উদ্ভাসিত। কুপারের মধ্যে ক্লাসিকতার বন্ধন থাকলেও রোমান্টিকতায় তা দীপ্ত।

কুপার উৎকৃষ্ট স্তোত্রগীত রচয়িতা—কোন স্তোত্রে ব্যাকুল জিজ্ঞাসা, ও অন্বেষণ, কোনটিতে চিত্তদ্বন্দ্ব, বিষণ্ণ অনুভূতি 'There is fountain fill'd with blood', 'Oh ! for a closer walk with God' প্রভৃতি স্তোত্রগীতি গভীর সৌন্দর্যে, সংযত আঙ্গিকে ও মৃদু সুরঝঙ্কারে লাবণ্যমণ্ডিত। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে কুপারের প্রথম কবিতাগুচ্ছ প্রকাশিত হয়—কয়েকটি গীতি কবিতা ও সমিল যুগ্মপংক্তিক ছন্দে রচিত আটটি নীতিবিষয়ক প্রবন্ধ। 'দি প্রগ্রেস অফ এরর'-এ সামাজিক বিকৃতিকে তীব্র আক্রমণ। 'টেবল টক'-এ প্রথম শ্রেণীর কবিদের রচনায় ধর্মাভাবের স্বল্পতায় কবির ক্ষোভ এবং আশা যে, এই অভাব শীঘ্র দূরীভূত হবে। এই পর্যায়ের কোন কোন কবিতায় কাব্যস্পর্শ পাই, কবির প্রকৃতিপ্রেম আন্তরিক অভিব্যক্ত হয়েছে বিশেষ মুহূর্তে—

'The deep recess of dusky groves
On forests where to deer securely roves
The fall of waters and the song of birds.
The hills that echo to the distant herds.'

অসাধারণ মহিলা শ্রীমতি অস্টেন-এব সান্নিধ্যে কুপার তাঁর বিষণ্ণতাকে অনেকটা দূরীভূত করেছেন। শ্রীমতি অস্টেন কবিকে বাল্যশ্রুত জন গিলপিনের কাহিনী বর্ণনা করেন এবং কবি একে কাব্যরূপ (১৭৮২) দান করেন। জীবনের চির বিষণ্ণতাসত্ত্বেও কুপার প্রকৃতই হাস্যরসিক এবং এই কবিতায় সেই হাস্যরস অত্যুগ্র উচ্ছ্বসিত। শ্রীমতি অস্টেনের উৎসাহে ও পরামর্শে অমিত্রাক্ষর ছন্দে TheTask রচিত, কবির ধর্মচেতনা ও নীতিবাদ এই কবিতার ভাবমণ্ডল গঠন করেছে, কিন্তু কবির মানবিকতার বাণী বহন করেই এই কবিতাগুচ্ছ ভাস্বর—কবির প্রকৃতিপ্রেম পল্লী-জীবন প্রীতি, পশুপক্ষীর প্রতি আকর্ষণ এতে পরিচয়-ঋদ্ধ। 'সোফা' এবং 'শীতসন্ধ্যা' কবিতায় প্রকৃতি সার্থক বিচিত্র। গার্হস্থ্য জীবনতন্ময়তা কোন কোন কবিতায় লাবণ্যসুষমায় অভিব্যক্ত। কবির জীবনের বিশেষ রূপ ব্যক্ত হয়েছে "উদ্যান' কবিতায়—

I was a stricken deer that left the herd
Long since ; with many an arrow deep infixt
My panting side was charged when I withdrew
To seek a tranquil death distant shades.

The Castaway (১৭৯৯) কবিতায় সমুদ্র জলমগ্ন নাবিকের জাহাজে উঠবার ব্যর্থ প্রয়াসের বর্ণনা এবং এর মধ্যে কবি আপনার আত্মিক ধ্বংসকে প্রত্যক্ষ করেছেন। কুপারের পত্রগুচ্ছে কবিব্যক্তিত্বের সুন্দর প্রতিফলন। কবির ব্যক্তি মানসের উজ্জ্বল অনুভূতিপরায়ণ রূপটি প্রসন্নতার দীপ্তিতে জ্যোতির্ময়। কবির ধর্মভাব, বন্ধুত্বের পরিচয়, পালিত প্রাণী-প্রীতি, পল্লী অঞ্চলের চিত্ররূপ এই পত্রগুচ্ছে লাভ করি। কবির ধর্মস্বরূপ, স্নিগ্ধ পরিহাস, ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল প্রাণী বস্তুর প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ, মৃদু বিষণ্ণতা ও নীতিবাদ —পরিপূর্ণ মূর্তি পরিগ্রহ করেছে এই পত্র সংকলনে।

জর্জ ক্র্যাবে (**George Crabbe** ১৭৫৪—১৮৩২) বস্তুধর্ম ও রোমান্টিকতার বিচিত্র সংমিশ্রণেই ক্র্যাবের কাব্যের যথার্থ রূপ দুর্দশাগ্রস্ত গ্রাম পল্লীতে, খেটে খাওয়া দরিদ্র লাঞ্ছিত হতভাগ্য মানুষের জীবনে, এমন কি ধিক্কৃত মানবেও সাহিত্যের উপাদান নিহিত আছে। ক্র্যাবে রোমান্টিক, কিন্তু এই রোমান্টিকতা বর্ণনার আতিশয্যে বা স্বপ্নকল্পনা ছোঁয়ায় নয়, বস্তু সত্যের যথার্থ চিত্রণেই। ক্র্যাবের প্রথম পর্যায়ের বিখ্যাত কবিতা 'দি লাইব্রেরী' (১৭৮১) অমিল যুগ্মপংক্তিক ছন্দে রচিত ব্যঙ্গ কবিতা, সমসাময়িক শিথিল নৈতিকতা ও ধর্মভাবকে আক্রমণ করে রচিত—

These are the tales that wake the soul to life,
That charm the sprighty niece and forward wife,
That forms the manners of a polished age,
And each pure easy moral of the stage.

ক্র্যাবের শ্রেষ্ঠ কবিতা The Village (১৭৮৩)। সেই যুগের সাহিত্যে পল্লীজীবনের যে আদর্শায়িত ও ভাবোচ্ছ্বাসিত রূপ, এই কবিতায় তাকেই আক্রমণ। কবি পল্লীবাসী দরিদ্র জীবনের যথার্থ স্বরূপ চিত্রণকামী—যে যুগে সাহিত্যের পল্লীদৃশ্যে (গোল্ডস্মিথের মধুর আবার্ণ-এর নাম প্রথমেই স্মরণীয়) স্বপ্ন যুগের ছবি ; অষ্টাদশ শতকের কঠোর জগতের নয়।

ক্র্যাবের গ্রামের বন্ধ্যা জমিতে সোনালী শস্য উৎপন্ন হয় না, আগাছা হয়; গ্রামবাসীরা সবুজ প্রান্তরে ক্রীড়া করে না, অবৈধ উপায়ে জীবিকা অর্জন করে; ব্যাধি তাদের হতভাগ্য জীবনকে আরও ভারাক্রান্ত করে। বহুজন অধ্যুষিত দরিদ্র কুটীরে সুখী কেবলমাত্র স্ফূর্তিহীন নির্বোধ এবং আনন্দিত উন্মাদ। দরিদ্রদের চিকিৎসা করে হাতুড়ে বৈদ্য; মুমূর্ষু গ্রামবাসীর কাছে ঐশী সান্ত্বনা দানের জন্য যাজক আসে না—শিকারে বা তাস খেলায় ব্যস্ততা রোগীর শয্যাপার্শ্বে বা সমাধিস্থলে তাদের আনয়নে অক্ষম। কবি গ্রামের বিচার প্রহসনও ব্যক্ত করেছেন। এই ভাবে কবি গ্রাম জীবনের নিখুঁত চিত্রটি তুলে ধরেছেন। ক্র্যাবের ছিল সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তি—বিকৃত ও তিক্ত বাস্তব সত্য তাঁর সত্যসন্ধানী দৃষ্টিতে বিধৃত। অতি রোমান্টিকতা ও ভাবালুতা বিরোধী যথার্থ জীবনচিত্র অঙ্কিত করেছেন কবি ক্র্যাবে। কবির পরবর্তী কাব্যসমূহ The Parish Register (১৮০৭), The Borough (১৮১০), Tales of the Hall (১৮১৯) প্রভৃতি প্রকৃতি ও পল্লী জীবনের চিত্ররূপ—সেই বর্ণনা হয়ত সুন্দরস্পর্শহীন ও বিকৃত কিন্তু বাস্তব, অন্তত কল্পিত গ্রামের তুলনায়—

> Since vice to world subdued and waters drown'd
> Auburn and Eden can no more be found.

Tales of the Hall এ সারাজীবন বিচ্ছিন্ন কিন্তু অবশেষে মিলিত দুই ভ্রাতার বিচিত্র অভিজ্ঞতা, আবেগের কথা। ক্র্যাবে উৎকৃষ্ট ছোট গল্প রচয়িতা। 'প্রেমের স্বাভাবিক মৃত্যু'তে কৌতুকময় কিন্তু মর্মস্পর্শী সংলাপের মধ্য দিয়ে বর্ণিত কিভাবে একজন স্বামী জ্ঞাত হয়েছে তাদের বিবাহের পর প্রেম জীবন থেকে অপসারিত হয়েছে। 'শিক্ষাদাতা স্বামী' গল্পে দেখি পত্নী তার জ্ঞান পাণ্ডিত্যে অংশগ্রহণকারী হবে এই আশায় তরুণ যুবক পরিণীত হয়েছে কিন্তু অবশেষে দেখা গেল যে পত্নীর অনুরাগ ভাবোচ্ছ্বাসময় উপন্যাসের প্রতি এবং

> ...all the work, that ladies ever read,
> Shakespeare and all the rest.

রবার্ট বার্ণস্ (**R. Burns** ১৭৫৯—১৭৯৬)—ইংরাজী সাহিত্যে রোমান্টিক যুগের প্রাগুষায় রবার্ট বার্ণস্এর অসামান্য আবির্ভাব। নবদিনের

রোমান্টিকতার সূর্যোদয় তাঁর কবিতায় ব্যঞ্জিত ও সৌররশ্মির ক্ষীণ জ্যোতিতে তাঁর কাব্যে বিচিত্র সৌন্দর্যের সঞ্চার। রোমান্টিক কাব্যসরস্বতীর নূপুর-নিক্কণ তাঁর কাব্যে শ্রুত। ব্লেকের কবিতায় ক্লাসিক ভাবনার পরিচয় লাভ করি। কিন্তু অষ্টাদশ শতকের ক্লাসিকতার নির্মোক বার্ণস্ মোচন করেছেন, এবং বন্ধনমুক্ত বিহঙ্গমের মতই তাঁর রোমান্স লোকে উত্তরণের প্রয়াস। রোমান্টিকতার যথার্থ পূর্বসূরী হিসাবে বার্ণস্ স্মরণীয়। বার্ণস্এর প্রধানতঃ স্কটিশ আঞ্চলিক ভাষায় রচিত কবিতাগুচ্ছ ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। প্রণয় কবিতায় বার্ণসের কবি-প্রতিভার অপরূপ ঐশ্বর্যদীপ্ত প্রকাশ। প্রণয় কবিতাগুচ্ছ কবির প্রণয়ের তীব্র আকৃতিতে রাগরক্তিম। অধিকাংশ কবিতার কেন্দ্রে বিরাজিত কবির ব্যক্তিজীবনের ভালবাসা। নারীর প্রতি কবির তীব্র আন্তরিক ভালবাসা স্বতোৎসারিত এবং তাঁর প্রেম সুনিবিড়, সৌন্দর্য-দীপ্ত, ভালবাসার অসহ্য আকৃতিতে যেন পরিণত দ্রাক্ষাকুঞ্জের মত ফেটে ফেটে পড়েছে। প্যাশানের দীপ্তিচ্ছটায় তাঁর কবিতা উজ্জ্বল। পাঠকচিত্তে বার্ণস্ এর প্রণয় কবিতার আবেদন সুগভীর, কবিহৃদয়ের সুনিবিড় আকৃতি সহজ স্পন্দিত করে—

I see her in the dewy flowers,
I see her sweet and fair;
I hear her in the tunefu' birds,
I hear her charm the air.

তাঁর প্রণয়িনী ও পত্নীর উদ্দেশ্যে রচিত এই কবিতায় কবির ভালবাসা অকৃত্রিম উচ্ছ্বসিত। প্রণয়ের ব্যর্থতাকেও কবি ব্যথিত কামনার রাগে অশ্রু-রক্তিম করেছেন—

Had we never lov'd sae kindly,
Had we never lov'd sae blindly,
Never met or never parted—
We had ne'er been broken-hearted.

কণ্টকবেদনাকে গ্রহণ করেই গোলাপের রক্তিমতার অপরূপ বিকাশ, যেরূপ প্রণয়ের বেদনাকে বক্ষে ধারণ করে বার্ণসের কবিতার অশ্রুসজল রাগ-রক্তিম দীপ্তি।

বার্ণস্-এর ছিল সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষক দৃষ্টি; এবং প্রকৃতি ও জীবনের তুচ্ছ রূপকে তিনি সুশিল্পিত করেছেন। ভূমিকর্ষণকারী কবির লাঙ্গলে বাসন্তিক

পুষ্প বা ক্ষুদ্র প্রাণীর বাসস্থানের বিনাশে কবিচিত্ত ব্যাকুল। মানব প্রকৃতির সূক্ষ্ম বৈচিত্র্য কবিদৃষ্টিকে অতিক্রম করে নি; 'The Cotter's Saturday Night'এ কবির বাল্যজীবনের গৃহচিত্র বর্ণনা—অগ্নিশিখার সম্মুখে গৃহজনের অবস্থিতি, সাপ্তাহিক কর্মবিধি পর্যালোচনা, নৈশ আহার ও রাত্রি প্রার্থনার সহজ সুন্দর আলেখ্য। সরল নিরাড়ম্বর অকৃত্রিম পল্লী-জীবনের প্রতিই কবির আন্তরিক আকর্ষণ। বার্ণস্ ব্যঙ্গনিপুণ কবি এবং কৃত্রিমতা ভণ্ডামীর বিরুদ্ধে তাঁর আক্রমণ তীব্র। তিনি চার্চকে আঘাত করেছেন, এবং আধুনিক ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ হয়েছে প্রকাশিত। বার্ণস্ মানবতাবাদী কবি। অত্যন্ত সাধারণ মানুষী অনুভূতিই তাঁর উৎকৃষ্ট কবিতার মর্মসত্য। মানুষের প্রতি কবির বিশ্বাস গভীর এবং সর্বপ্রকার অবনমন সত্ত্বেও মানবমনের মঙ্গলরূপ অবিনশ্বর এই বোধ কবিচিত্তে গভীরস্থিত। 'A Man's a man for a' that' সেই গভীর সত্যেরই দ্যোতক। দরিদ্র কিন্তু সৎ স্বাধীন মানুষকেই কবির মর্যাদা দিয়েছেন এবং কবি সেই দিনের স্বপ্ন দেখেছেন যখন 'man to man the world o'er Shall brithers be for a' 'that'.

কবির হাস্যরসতন্ময়তার সার্থক প্রকাশ "Tam o' Shanter'এ। কবিতার বিষয়বস্তু সরল। রহস্যময়তা ও হাস্যরসের মিলন অষ্টমাত্রিক হিরোয়িক কাপলেটে শিল্পিত। ট্যাম অতিরিক্ত মদ্যপান করার পর সুখকর সরাইখানা থেকে মধ্য রাত্রিতে গৃহাভিমুখে যাত্রা করে। কার্ক এলোয়ের ধ্বংসাবশেষ ভৌতিক স্থান এবং সেইখানে ট্যাম একদল ডাইনি কর্তৃক তাড়িত হয়। ট্যাম সেই পরিত্যক্ত গীর্জার যাত্রাপথে মৃত্যু, আত্মহত্যা, ভয়ঙ্কর হত্যা প্রভৃতির জন্য কুখ্যাত স্থানগুলি অতিক্রম করে। এবং ডাইনি-দের নৃত্যের ভয়ঙ্কর বর্ণনাও কবি দিয়েছেন। এইভাবে বার্ণস্ হাস্যরস ও বীভৎসরসের সহায়তায় শিল্পসৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছেন। বার্ণস্ অসংখ্য সঙ্গীত রচয়িতা এবং এদের আবেদন প্রত্যক্ষ ও গভীর। আবেগের তীব্র স্ফুরণ এবং সুরমাধুর্য এই সঙ্গীতের প্রাণ, পাঠ মাত্রেই এরা চিত্তে সুরঝঙ্কার সৃষ্টি করে। বহুবৈচিত্র্যময় এই সঙ্গীতরূপের মধ্যে আছে প্রণয় সংগীত, উৎকৃষ্ট ভাবচিত্রণ, স্কটিশ দেশাত্মবোধক সঙ্গীত ও অন্যান্য গীতিও। 'Scots wha hae wi' wallace bled'এ ঝঞ্ঝা বায়ুর মত্ততার মত দেশপ্রেম তীব্রধারে উৎসারিত।

উইলিয়ম ব্লেক (**W. Blake** ১৭৫৭—১৮২৭)—অষ্টাদশ শতকের কবিদের ভিতর ব্লেক নিঃসঙ্গ ও একক। স্বপ্নমণ্ডিত রহস্যাচ্ছন্ন এক অতীন্দ্রিয় লোকে তাঁর স্বচ্ছন্দ বিহার। রহস্যসমুদ্রে নিমজ্জিত কবিপ্রাণ কয়েকটি কাব্য মুক্তা আহরণ করেছে, এবং এই কবিতাগুলি নক্ষত্রের ন্যায় স্থির চিরন্তন ও দীপ্ত। ঐহিকতা মুক্ত ব্লেকের চিত্ত ঐশী নির্দেশে অনুপ্রাণিত ও পরিচালিত। এক অধ্যাত্ম লোকেই তাঁর কবিচিত্তের অবাধ সঞ্চরণ। বাল্যকাল থেকেই ব্লেকের বিচিত্র কল্পনাপ্রবণ মানসধর্ম প্রবল এবং মানব সান্নিধ্য অপেক্ষা প্রকৃতির সাহচর্যই তাঁর অধিকতর প্রিয় ছিল। দিব্য দর্শন তাঁর বাল্যেই সংঘটিত হয়েছে। বাতায়নে ঈশ্বর দর্শন, পত্রসদৃশ দেবদূত পূর্ণ বৃক্ষ, বিভিন্ন দেবরূপ দর্শন প্রভৃতি ব্লেকের চিত্তের অসাধারণ কল্পনাপ্রবণতা অথবা অনুভূতির প্রকাশক। বিশাল প্রকৃতি এক অধ্যাত্মলোকের প্রতীক এবং পুষ্প, নক্ষত্র প্রভৃতিতে সেই অধ্যাত্ম স্বরূপ উদ্ভাসিত। কোন মতবাদ নয়, এইরূপ বিচিত্র প্রকৃতি চেতনা ব্লেকের জীবনেরই গভীরতম সত্য।

ব্লেকের Poetical Sketches ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত। অপরিণত বালক মনের বিচিত্র ভাবনার পরিচয় রূপঋদ্ধ। অমিত্রাক্ষরে রচিত কাব্য ও গীতিকাব্য, ব্যালাড জাতীয় কবিতা, ঋতুবিষয়ক সাধারণ ভাবনায় এই কাব্য পরিপূর্ণ। কিন্তু কতকগুলিতে তীব্র লিরিক সুর উচ্ছ্বসিত—

> How sweet I roamed from field to field
> And tasted all the summer's pride.
> Till I the love of prince beheld
> Who in the sunny beams did glide.

ব্লেকের Songs of Innocence (১৭৮৯) চিন্তাধারার সমুন্নতিতে, ধর্ম বিশ্বাসের মরমিয়তায় ও গভীরতম সত্তার রূপায়ণে পাঠকচিত্তে সভয় বিস্ময়ের সঞ্চার করে। সৌন্দর্যময়তায় অভিব্যক্ত প্রকৃতি প্রেম ও শিশুচিত্রণ এই কাব্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কবিতাসমূহের বাণীবিন্যাস অপূর্ব লাবণ্যময় ও ছন্দ সুমসৃণ তরল। 'A Dream' কবিতায় কবির অতি সহজ ঐশীবোধ, ভাবের আন্তরিকতা ও সুমিত আঙ্গিক বিন্যাস—

> Once a dream did weave a shade
> O're my angel guided bed.
> That an emmet lost its way,
> Where on grass methought I lay

এই গ্রন্থের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতাসমূহ—চিমনী সুইপার, ঘুমপাড়ানী গান, রাত্রি, পবিত্র বৃহস্পতিবার প্রভৃতি। (ব্লেকের পরবর্তী কাব্য Songs of Experience (১৭৯৪) এর প্রারম্ভিক কবিতায় ধরিত্রীকে জীর্ণ সংস্কারের, নীতিবাদের, ধর্মনিষেধাজ্ঞার বন্ধন ছিন্ন করার জন্য কবির আবেদন। ব্লেকের বিদ্রোহী চেতনা এখানে সুরঝঙ্কৃত। 'মৃত্তিকা ও প্রস্তর' এ প্রেমের পরার্থপরতা ও অহংবাদ প্রকাশিত।) 'দি টাইগার' এ প্রকৃতি সৌন্দর্য ও মানব-দৃষ্টিতে তার ভয়াবহ রূপের সহাবস্থানের কথা উন্নত ভাবকল্পনায় চিত্রিত।

ব্লেক ক্রমশঃ রূপ থেকে অরূপলোকে, মূর্ত থেকে অমূর্তলোকে প্রয়াণ করেছেন—তাঁর কাব্যবীণায় ঐশী জীবন চেতনার সুরঝঙ্কার শ্রুত হয়। বাস্তব জগতের উর্ধ্বচারী এক অধ্যাত্মলোকে তাঁর উত্তরণ। শেষ বয়সে রচিত প্রতীক ও প্রফেটিক কাব্যগুলি দুর্বোধ্য এক মরমী ও অধ্যাত্মচেতনা প্রভাবিত, কিন্তু এই তত্ত্বচেতনা পরিপূর্ণ রসমূর্তি পরিগ্রহ করেনি, মানবিক সংবেদনা সৃষ্টিতে অক্ষম। ব্লেকের খ্যাতি প্রথম তিনটি কাব্যগ্রন্থের জন্য ; শেষ বয়সের অধ্যাত্মচেতনা ও মরমীবাদ দার্শনিক উপলব্ধি, কিন্তু কাব্যরসিকের উপলব্ধির দ্বারে রসসৌন্দর্যের আবেদন বহন করে না—তা অন্তর্গূঢ় মননদিগ্ধ দার্শনিক প্রত্যয়ে পর্যবসিত।)

মধ্যযুগের ঐশ্বর্যবিলাস, রহস্যনির্বিড়তা সৌন্দর্য সমৃদ্ধি কুহক মন্ত্রের মত কবিদের আকৃষ্ট করেছিল এবং কবিরা বাস্তববিস্মৃত হয়ে এই অপরূপ মধ্যযুগ কুহকেই মগ্ন হয়ে ছিলেন, এইটাই তাঁ'দের জীবনের মর্মান্তিক ট্রাজেডি। **জেম্‌স ম্যাক্‌ফারসন** প্রাচীন কবি ওসিয়ানের রচিত বীরগাথা কাহিনীর অনুবাদ করেন—এক আশ্চর্য কুহেলিকাময় জগতের পরিচয় পেল পাঠক। আবেগের তীব্র আন্তরিকতা, মহাকাব্যিক ব্যঞ্জনা ও ঐশ্বর্যময় রূপকল্পনা এদের অসামান্য সৃষ্টি করেছে ; যদিও সমালোচক বুঝেছেন গেইলিক কাহিনী মিথ্যা, ওসিয়ানও মিথ্যা। এই কাব্য পরবর্তী কবিদের গভীর প্রভাবিত করে। **টমাস পার্সির** Reliques of Ancient English Poetry (১৭৬৫) মধ্যযুগের স্বপ্ন রহস্য ঐশ্বর্যকে পাঠকের বিস্ময়স্তম্ভিত দৃষ্টির সম্মুখে উদ্ভাসিত করে দেয়। **টমাস চ্যাটারটন** এ যুগের এক বিষণ্ণ বিস্ময়। মধ্যযুগের রহস্য গহ্বরের মায়াবী কুহকিনীর অলৌকিক আহ্বানে চ্যাটারটনের সমগ্র সত্তা

সাড়া দিয়েছিল। চ্যাটারটন পঞ্চদশ শতাব্দীর কবি রাউলের কবিতা গীর্জার এক সিন্দুকে আবিষ্কার করলেন। এগুলি যে জাল তা প্রমাণিত হল। চ্যাটারটন মর্মান্তিক আঘাতে লণ্ডন সহরে এসে মাত্র অষ্টাদশ বৎসর বয়সে আত্মহত্যা করেন। পৃথিবীর সাহিত্যের ইতিহাসে এই ট্রাজেডি স্বর্ণাক্ষরে লিখিত। চ্যাটারটনের ছিল অসাধারণ কবিত্ব শক্তি আর এক আশ্চর্য স্বপ্ননিবিড় মন। এক রহস্যময় জগতে তাঁর সহজ সঞ্চরণ। সৌন্দর্য ব্যাকুলতা, কল্পনা প্রসার, প্রকরণের কাব্যদিপ্ততায় চ্যাটারটন আজও স্মরণীয়।

এই যুগের শেষার্দ্ধের সাহিত্য ও পরবর্তী রোমান্টিক সাহিত্য ক্লাসিকাল সাহিত্য থেকে এক পার্থক্য কৌণিকতা সূচিত করেছে। এক প্রশান্তি, সংযম, ভাবগভীরতার সঙ্গে ক্লাসিকতার যোগ। ক্লাসিক জীবন পরিমিত, সুমিত মহত্ত্ব নিবিড়। আবেগ-উচ্ছ্বাসের প্রতি ক্লাসিক কবির অনীহা। তাঁর আবেগ প্রশান্তিতে সমাহিত, তাঁর অন্বেষা মননদিপ্ত সৌন্দর্য। অতি পরিচ্ছন্ন রূপাঙ্গিক সৃজনে, নিটোল সংহত গভীর ভাবদ্যোতক শব্দনির্বাচনে ক্লাসিকাল কবির কৃতিত্ব; বিশ্বের কয়েকটি অমোঘ নীতি নিয়মের প্রতি চিরন্তন আনুগত্য। ক্লাসিক কাব্যের প্রসঙ্গ ও প্রযুক্তি গাঢ়বদ্ধ বৈশ্বিক অর্থগর্ভী। প্রথার সুমিতি, আবেগের ঔৎকর্ষময় নিয়ন্ত্রণ, প্রকরণের নিটোল পরিচ্ছন্নতায় এই সাহিত্য বিশিষ্ট চিহ্নিত। রোমান্টিক সাহিত্য যেন ক্লাসিকাল সাহিত্যের চিরন্তন ভাবভাবনা নিয়ম নীতি থেকে এক স্পর্ধিত ব্যতিক্রম। অষ্টাদশ শতাব্দীর এই সাহিত্য রোমান্টিক আত্মার ক্ষীণতম স্পর্শেও জ্যোতির্ময়। নবযুগের এই সাহিত্য সৌন্দর্যে অপূর্ব রহস্যময়; মানবমনের অতল গভীরতা ও প্রাণস্পন্দিত প্রকৃতির রূপ পাওয়া যায়। অনন্ত সম্ভাবনার পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন প্রাক্-রোমান্টিক কবিগোষ্ঠী—তাঁদের সাহিত্যে রোমান্টিক স্বর্ণ দিগন্তের আলোকবার্তা। প্রকৃতির অন্তর্গূঢ় আবেদনের সূক্ষ্ম উপলব্ধিতে, মানবমনের গূঢ় গহন সত্তাবোধে, বিশ্ব সৌন্দর্যের কেন্দ্রশায়ী প্রাণবিন্দুটির সন্ধানে এই কবিদের কাব্যে যথার্থ রোমান্টিকতার উন্মেষ।

চতুর্থ অধ্যায়

রোমান্টিক সাহিত্য

(১৭৯৮—১৮৩২)

রোমান্টিকতার স্বরূপ

আধুনিক বিচ্ছায় সাহিত্য প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে বিচিত্র বিস্ময়কর মহৎ রোমান্টিকতার স্বরূপ নির্দেশন কালানৌচিত্য ভ্রম মাত্র। কবি সমালোচকগণ রোমান্টিসিজ্‌মের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে এর বিশ্ববিথারী ঘূর্ণিপাকে দিশা হারিয়েছেন এবং বলেছেন যে এর যে কোন সংজ্ঞাই বিশিষ্ট গুণ প্রকাশকারী সীমিত ভাষণ ও বর্ণনা মাত্র। প্রকৃতি মগ্নতা, মধ্যযুগজীবন কামনা, বিস্ময়ের বোধন প্রভৃতির মধ্যে জ্ঞাতধর্মী ও অজ্ঞাতধর্মী অনেক গুণ থাকতে পারে, তথাপি এরা রোমান্টিকতার পূর্ণ পরিচয় জ্ঞাপনে অক্ষম। এ্যারিষ্টটল বলবেন কোন বিষয় রোমান্টিক হতে পারে যখন তা বিস্ময়জনক কিন্তু সম্ভাব্যময় নয়; অর্থাৎ যখন এটা সাধারণী কার্যকারণসম্পর্কচ্যুত হয়ে বিস্ময় ব্যাকুল বৈচিত্র্য অভিসারী হয়। সভ্যতার আবরণহীন মানবমন কল্পনায় রোমান্টিকতার স্পর্শ আছে। ফষ্টার অবশ্য এরূপ প্রকাশকে অস্বীকৃতি জানিয়ে বলবেন যে, মুক্তিধর্মী জড়বোধ থেকে কল্পনা অভিসৃষ্ট মনে উত্তরণের আকাঙ্ক্ষা সঞ্জাত চিৎবৃত্তিতেই রোমান্টিকতার সুষম ও মঞ্জুল বিকাশ।

(রোমান্টিসিজ্‌ম এর ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ে সমালোচক চিন্তান্বিত। যুগবিথারী ভাবকল্পনা, ইতিহাসব্যঞ্জনা ও অর্থবৈচিত্র্য এতে সন্নিবদ্ধ। অনুমিত হয় রোম সাম্রাজ্যের এক অকুলীন ভাষাই এর উৎস। রোমের রাজভাষা ছিল 'লিঙ্গুয়া লাতিনা' (Lingua Latina); এর সঙ্গে এক অনতিশালীন আঞ্চলিক ভাষাও বিরাজ করত এবং আনুমানিক অষ্টম শতকে এই ভাষা 'লিঙ্গুয়া রোমানিকা' (Lingua Romanica) আখ্যায় অভিহিত হয়। এই শব্দের ক্রিয়া বিশেষণ জাত পরিবর্তিত রূপ 'রোমানাইস' (Romanice) এবং এর বিশেষ্য রূপ 'রোমান্স'। বিভিন্ন ভাষায় ক্রমশঃ এর বিবর্তিত রূপ প্রত্যক্ষ করি; প্রাচীন ফরাসী ভাষায় 'রোমাঞ্জ' (Romanz), অতঃপর প্রভেঁসালে 'রোমান্সো' (Romanso) এবং স্পানিশে 'রোমান্স' (Romance)। লাতিন ভাষাতেও এর বিভিন্ন প্রয়োগ পাওয়া যায়। ক্রমাগ্রগতির ধারা-বিবর্তনে এই শব্দটি বিশেষ কোন ভাষাকে ব্যক্ত না করে সেই ভাষায় রচিত এক বৈশিষ্ট্যচিহ্নিত সাহিত্যকে, অর্থাৎ কবিতায় এবং পরবর্তী কালে গদ্যে

রচিত কাল্পনিক উপাখ্যানকে, নির্দেশ করতে থাকে। মধ্যযুগে এই রোমান্স জাতীয় সাহিত্যের ইন্দ্রধনুর বর্ণবিকশিত মনোরম পরিচয় পাওয়া যায়। প্রণয় ধর্ম ও শিভ্যালরি অবলম্বনে রোমান্স অত্যুজ্জ্বল রূপায়িত। সপ্তদশ শতকে রোমান্টিক শব্দটির ব্যবহার পাই, ও মুখ্যত: ল্যাণ্ডস্কেপ বর্ণনা প্রসঙ্গে এর প্রয়োগ লাভ করি। জার্মান সমালোচক ফ্রেডারিক শ্লেগেল বোধ হয় যথার্থ ও আধুনিক অর্থে die romantische poesieকে প্রথম ব্যবহার করেন, অষ্টাদশ শতকের একেবারে শেষ পর্যায়ে। ইংরাজী রোমান্টিক আন্দোলনের সুরু ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দ থেকে লিরিকাল ব্যালাড্‌স প্রকাশিত হবার পর। রোমান্টিকতার অর্থ কবিকল্পনার অত্যুজ্জ্বল মনোরম বিকাশ—গূঢ়গহন অন্তর্দৃষ্টি, গভীর জীবনবোধ, প্রচলিত কাব্যভঙ্গীর পরিবর্তে গভীর আনন্দ ও সহজ প্রেরণাজাত নবসৃজ্যমান প্রযুক্তি, অতীন্দ্রিয় ধ্যানমগ্ন দৃষ্টির সাহায্যে বিশ্বের আত্মার উপলব্ধি এইগুলিই রোমান্টিক আদর্শের বিশেষত্ব। অধ্যাপক হারফোর্ড একেই বলেছেন, an extraordinary development of imaginative sensibility. পরিচিত জ্ঞাত জগতকে সৌন্দর্য ভাবনায় অপরূপ করা, বিশ্বক্ষেত্রে বা সমুদ্রে অদৃষ্টপূর্ব আলোকশিখায় উদ্ভাসিত করা, সীমার মধ্যে অসীমের অসামান্য আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করা এই কবি স্বভাবের বৈশিষ্ট্য। পৃথিবীতে এক অপরূপ অসামান্যের বাতায়ন উন্মোচিত করেন রোমান্টিক কবি। সৌন্দর্য আর বিস্ময়ের (তথা রহস্যের) সাযুজ্যকরণে রোমান্স ভাবনার রাগরক্তিম রূপ গড়ে ওঠে। স্মরণীয় সমালোচকের মন্তব্যটি—The essence of romance is mystery···The woody dell, the leafy glen, the forest path which leads, one knows not whither, are romantic. রোমান্টিকতায় প্রকৃতই সুদূরের ব্যাকুলতা দূরের পিপাসা রহস্য সৌন্দর্যের সম্মিলিত বিস্ময় প্রত্যক্ষ হয় অসামান্য রূপ-কথায়। রোমান্টিক আন্দোলনের বিকাশে সাহায্য করেছে, মর্মপ্রেরণা-রূপে বিরাজ করেছে কয়েকটি উপাদান—প্রকৃতিতে প্রত্যাবর্তন, মধ্যযুগের পুনরাবির্ভাব, ফরাসী বিপ্লব, জার্মান অতীন্দ্রিয়বাদ এবং বিস্ময়ের বোধন।

প্রকৃতিতে প্রত্যাবর্তন—রোমান্টিক কবিরা উপলব্ধি করলেন প্রকৃতি ও মানব এক নিগূঢ় অচ্ছেদ্য যোগসূত্রে সংবদ্ধ। বিশ্ব-প্রকৃতিতে অভি-ব্যক্ত অসীম আনন্দ মানবচিত্তেরও এক গভীরতম উপলব্ধি। প্রকৃতির

উদার উন্মুক্ত সৌন্দর্য আনন্দলোক মানব জীবনকেও সুন্দর মহান করে তোলে। ওয়ার্ডসওয়ার্থে আমরা এই প্রকৃতিচেতনার প্রগাঢ় দার্শনিক রূপ লাভ করি। তিনি প্রকৃতির অন্তরতম সৌন্দর্যের রূপটি পরিগ্রহ করলেন ও রূপবেষ্টিত আত্মিক জ্যোতির্মণ্ডলটিও প্রত্যক্ষ করলেন—সাহিত্যের ওপর একটা অপরূপের বাতায়ন খুলে গেল। ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রথম জীবনে প্রকৃতিকে ভালবাসলেন, প্রকৃতিপ্রেম তাঁর মধ্যে প্রবল ক্ষুধার আকারে দেখা দিয়েছিল। পরবর্তী কালে তিনি উপলব্ধি করলেন প্রকৃতির মধ্যেই মানবমনের রহস্যবোধের অভ্রান্ত ইসারা নিহিত, প্রকৃতির নিবিড় শান্তি ও গভীর পরিতৃপ্তি মানবমনকে পরিপূর্ণ শান্তি স্নিগ্ধতায় ভরিয়ে তোলে। উপলব্ধির চরম পর্যায়ে ওয়ার্ডওয়ার্থ সনাতন ঋষির মত প্রকৃতির মধ্যে ভগবানের জ্যোতির্ময় আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করে প্রকৃতির মধ্যে বিলীন হয়ে গিয়ে তাঁর শান্তিমন্ত্র উচ্চারণ করেছেন। বায়রণও প্রকৃতির পূজারী এবং তাঁর প্রকৃতিপ্রেম স্বকীয়তায় অনন্য। তাঁর কাব্যে প্রকৃতির অনুধ্যান সুদুর্লভ, প্রকৃতি রহস্যময় নয়; কিন্তু এই প্রকৃতি সৌন্দর্য সুনিবিড় আনন্দবহ। বায়রণের কাব্যে প্রকৃতির প্রেক্ষাপটে মানব উপস্থাপিত এবং প্রকৃতির রঙ্গশালায় মানুষ তার সুখ-দুঃখবেদনায় লীলায়িত হয়। প্রকৃতির অন্তর্স্বরূপের উপলব্ধি শেলীর চিত্তে জাগ্রত হয়েছিল—তাঁর মতে এই অন্তরাত্মা প্রেমসত্তা, ওয়ার্ডসওয়ার্থে এটা ধ্যানসত্তা। তাই শেলীর কবিতায় স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাস, ওয়ার্ডসওয়ার্থে শান্ত ধ্যানগম্ভীরতা। রোমান্টিক কবি এইভাবে প্রকৃতির সঙ্গে আত্মার ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র আবিষ্কার করলেন; তাঁরা বললেন, নির্জনে অথবা পরিত্যক্ত স্থানে যখন আমরা মানব সান্নিধ্য লাভ করি কিন্তু তারা আমাদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন নয়, তখন আমরা ফুল তৃণ, জল ও আকাশকে ভালবাসি। বাসন্তিক পত্রের আন্দোলনে, সুনীলাভ বাতাসে আমাদের প্রাণের নিবিড় সংযোগ। ভাষাহীন বাতাসে আছে সুর, প্রবহমান স্রোতস্বিনী আর শরবনের মর্মরধ্বনি স্বরমাধুর্যময়—তারা আত্মায় সংবদ্ধ হয়ে চিত্তকে নৃত্যচ্ছন্দে উল্লসিত করে, অশ্রু-ভারাক্রান্ত নয়নে ঘনায় রহস্যের মাধুর্য।

মধ্যযুগের পুনরাবির্ভাব—সমালোচক Beers রোমান্টিকতার স্বরূপ নির্ণয়ে বলেছেন—Romanticism means the reproduction in

modern art or literature of the life and thought of the Middle Ages. অতীতের ভিতর আছে একটা রহস্যময় আবরণ, একটা অস্পষ্ট কুহেলিকাচ্ছন্ন সৌন্দর্যের জগৎ। ক্লেদস্পর্শ বাস্তবজীবন মুক্তি পায় অতীতের স্বপ্নদিনের মধ্যে। মধ্যযুগের স্বপ্ন জীবনে ঐশ্বর্যমণ্ডিত প্রণয়ের নয়নবিমোহী বর্ণচ্ছটা, জীবন কামনার উজ্জ্বল রূপ। কীট্সের কবিতায় মধ্যযুগের সুখ-স্বপ্নে কবির কামনা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে, বিস্ময়মণ্ডিত অতীত মৃদু সৌরভের মত কবিমনে একটা গভীর ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছে। কবির মন বিহঙ্গের মত পাখা মেলেছে অতীতের সৌন্দর্যসুরভিত উদার আকাশে। নিছক প্রেম-কাহিনী নয়, আদর্শ সৌন্দর্য লোকের বর্ণনাই কীট্সের কবিতাগুলির লক্ষ্য। মধ্যযুগের অপরূপ ঐশ্বর্যমণ্ডিত ইন্দ্রধনু বর্ণবিলসিত রূপ কীটসের কাব্যে লাভ করি। মধ্যযুগ-জীবনের শিভ্যালরি, রোমান্স ও ইন্দ্রজালবিদ্যার মধ্যে, সংগ্রাম শান্তি, নায়ক-নায়িকার প্রেম, বিবহ, মিলন প্রভৃতির মধ্যেই স্কটের সৃজনপ্রয়াসী কবিমনের অপরিসীম আকূতি অনুভব করি। 'লে অফ দি লাষ্ট মিন্সট্রেল' কাব্যে দেখি অতীতের বীরত্ব ও আত্মত্যাগের আদর্শ, মানবিকতার স্বপ্নই তাঁর জীবনচেতনাকে আচ্ছন্ন করেছে। অতীত ইতিহাসের রোমাঞ্চিত গৌববময়, বর্ণোজ্জ্বল পবিবেশেই স্কটের কবি-মানসের অবাধ ও সহজ সঞ্চরণ। ক্রিস্টাবেল, কুবলা খাঁন প্রভৃতি কবিতায় মধ্যযুগ কোলরিজের কাব্যে বিশিষ্টতায় অনন্য। এই মধ্যযুগ রহস্যময়তা ও অতিপ্রাকৃতের সান্নিধ্যে হয়েছে অপরূপ। কোলরিজের কাব্য মধ্যযুগের এক রহস্যসুনিবিড়, স্বপ্নময় ছায়াচ্ছন্ন রূপলোকের বার্তা আনে, ঐশ্বর্যমণ্ডলের সঙ্গে লাভ করি দুর্বোধ্য, নিগূঢ় এক ভাবপরিমণ্ডল। ধূসর ম্লান রহস্যনিবিড় পটভূমি, মেঘম্লান আকাশ পাণ্ডুর চন্দ্রালোক, অন্ধকাবাচ্ছন্ন দুর্গপ্রাসাদ, অবাস্তব সৌন্দর্যময়ী নারীরূপিণী প্রেতকন্যা সব কিছু মধ্যযুগের রহস্যমণ্ডিত এক আত্মিকরূপকে উদ্ঘাটিত করে।

ফরাসী বিপ্লব—ফরাসী বিপ্লব রোমান্টিসিজ্‌মের অন্যতম উপাদান—এই বিপ্লব অন্তঃপ্রেরণারূপে বিবাজ করে রোমান্টিকতার বিপ্লবভাবকে বিশ্ব-বিথারী করে প্রকাশ করেছে। ফরাসী বিপ্লবে আছে বন্ধনমুক্তিপিয়াসী বিদ্রোহী মানস-চেতনার অবাধ লীলায়িত বিস্তার, কবিকল্পনার এক সুদূরপ্রসারী স্বপ্নানন্দী উচ্ছ্বাস। ফরাসী বিপ্লবের ভাবপ্রেরণাই বেশী—এই প্রেরণায় কবিচিত্ত এক বিস্ময়লোকের স্বপ্নজগতের উজ্জ্বল সন্ধান লাভ করেছে। ফরাসী বিপ্লবের

নীতিগত প্রভাব রুশোর প্রভাবের সঙ্গে এক। মানুষের আদিম ও অকৃত্রিম মনোবৃত্তির প্রকাশ এই বিপ্লবের ফলে তীব্রভাবে দেখা যায়। রুশো বললেন যে, মানুষ স্বাধীন হয়েই জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু বর্তমান সমাজ তাকে সর্বত্র শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রেখেছে। স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার; মানুষে মানুষে চাই সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা। কৃত্রিম বাধানিষেধ—আইনঘটিত, রাজনৈতিক, সামাজিক—প্রত্যেকটিই মানুষকে স্বচ্ছ উদার অন্তরাবেগের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। All force is evil এবং এই বন্ধন থেকে মানুষের মুক্তি চাই। প্রকৃতির সঙ্গে আছে মানুষের অন্তরের নিবিড় যোগ এবং প্রকৃতিময়তাই মানবজীবনকে অকৃত্রিম প্রাণচেতনায় স্পন্দিত করতে পারে। এইখানেই রুশোর প্রভাব অত্যন্ত বেশী। ফরাসী বিপ্লব রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ফলাফলের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে কবিকল্পনাকে উত্তেজিত করতে সক্ষম হয়নি। তাই রাজনীতিবিদ বার্ক ফরাসী বিপ্লবের গৌরবকে ধূলিসাৎ করে দিয়ে এর বাস্তব ভয়ংকর রূপটুকু প্রকাশ করেছেন। কিন্তু এই বিপ্লব মানুষের আত্মাকে, অন্তরস্থিত সুপ্ত প্রচণ্ড কামনাকে জাগ্রত করেছে—বিপ্লব কবিদের কাছে অনন্ত সম্ভাবনার ইঙ্গিতবাহী। প্রথম পর্যায়ে ফরাসী বিপ্লব ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিচিত্তেও আশা আকাঙ্ক্ষা প্রতিশ্রুতির সৃষ্টি করেছিল। বায়রণের কাব্যে ফরাসী বিপ্লবের বিধ্বংসী আত্মপ্রকাশ। বায়রণ স্বাধীনতার পূজারী এবং ফরাসী বিপ্লব কবিচিত্তকে তীব্র উদ্বোধিত করেছে। বায়রণ অভিজাত বংশীয় কিন্তু তিনি মানবতাবাদী—লাঞ্ছিত উৎপীড়িত মানুষের জন্য তীব্র বেদনায় কবিচিত্ত উন্মথিত ও অত্যাচারীর বিরুদ্ধে তাঁর অগ্নিসংগ্রাম। ফরাসী বিপ্লব প্রভাবিত বায়রণের সাহিত্য বিদ্রোহী মানুষের হৃদয়জ্বালার অগ্নিপত্র। ফরাসী বিপ্লব উজ্জ্বল জ্যোতির্বিমণ্ডিত রূপে শেলীর চিত্তকে প্রভাবিত করেছে। বিপ্লবের অন্তর্শক্তির প্রেরণায় কবিকল্পনার ঘটেছে জ্যোতির্ময় প্রকাশ—শেলীর কাব্য রুদ্রের দীপ্তিতে সুন্দরের অভিষেক। মানুষের বিদ্রোহে অধ্যাত্মপ্রত্যয়দীপ্ত গৌরবোজ্জ্বল জ্যোতির্ময় পৃথিবীর পুনরাবির্ভাব শেলী প্রত্যক্ষ করলেন ফরাসী বিপ্লবের অধ্যাত্ম প্রেরণায়।

জার্মান অতীন্দ্রিয়বাদ—রোমান্টিকতার অন্তঃপ্রেরণারূপে জার্মান অতীন্দ্রিয়বাদী দর্শনের ভূমিকা অসাধারণ। জার্মান দার্শনিকরা বাস্তবকে

গুরুত্ব দেননি—বস্তুজগৎ আত্মরসে ভাবস্নাত অখণ্ড সৌন্দর্যসত্তায় উদ্ভাসিত। এই অনুপ্রেরণার উৎস প্লেটো এবং কান্টে বোধকরি প্রথম এই ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের উল্লেখ্য প্রতিষ্ঠা। রোমান্টিকতার ইতস্তত: সঞ্চরমান ভাবধারা এই অতীন্দ্রিয়বাদের ফলে একটা তত্ত্বে পরিণত হল, অসংলগ্ন বিচ্ছিন্ন নানামুখীন রোমান্টিক ভাব-কল্পনা সুসংবদ্ধ হল। কোলরিজে এই ভাব অধিক, তিনি জার্মান রোমান্টিসিজ্মের অতীন্দ্রিয়বাদের দ্বারা প্রত্যক্ষ ও সার্থক প্রভাবিত। এই দার্শনিকতার ফলে ইংরাজী রোমান্টিক কাব্যে ego বা অহং প্রাধান্য লাভ করল, মানবচিত্ত বস্তুজগৎ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলে প্রতিভাত হল—বহির্বিশ্ব অপেক্ষা কবিচিত্তস্থিত অনুভূতিলোক মানস সঞ্চরণের প্রশস্ত উদাব ক্ষেত্র বলে পরিগণিত। এই ভাবে রোমান্টিক সাহিত্যে এল অন্তর্মুখীনতা। ফরাসী বিপ্লবের জীবনজটিলতাব সীমাতিক্রমণের প্রয়াস, সীমিত অপরিসব জীবনের অচলায়তনেব রুদ্ধ দ্বার ভঙ্গ করে বিশাল বিশ্বে আত্মপ্রতিষ্ঠার কামনা। জার্মান রোমান্টিকতা কেন্দ্রাভিসারী—এর ফল বহির্চঞ্চল আবেগ উচ্ছ্বাস নয়, অন্তর্মুখীন ধ্যানতন্ময়তা ; বস্তুকে ভেদ করে বস্তুর মর্মস্থিত কেন্দ্রবিন্দুটির প্রতি কবির স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ ; বহিরঙ্গ উচ্ছ্বাসকে অতিক্রম করে রহস্যময় সুগভীর অন্তরে কবিসত্তার বিস্ময়বিমুগ্ধ অবগাহন। বোমান্টিক কবিদের রহস্য দৃষ্টিতে প্রত্যেক বস্তু অপরিসীম ব্যঞ্জনার আধাব রূপে প্রতিভাত, অপরিচিত জগৎ পরিচিতের রূপাঙ্গনে অপরূপ উদ্ভাসিত। চিৎ ও জড়ের সংশ্লেষণ কবি ভাবকল্পনাকে করল সমৃদ্ধ। এইভাবে ফরাসী বিপ্লব ও জার্মান মিষ্টিসিজ্মের সাযুজ্যকরণে ইংরাজী রোমান্টিক ভাবধাবার পবিপূর্ণ বিকাশ।

বিস্ময়রসের পুনরুজ্জীবন (**Renaissance of Wonder**)—রোমান্টিসিজ্মেব মর্মকথা বিস্ময়ের উদ্বোধন। কবি তাঁর অসাধারণ কল্পনাবলে বস্তুর প্রাণকেন্দ্রে দৃষ্টি প্রেরণ করেন ও মর্মস্থিত রক্তিম প্রাণবিন্দুটির অপরূপ উদ্ঘাটন করেন। কবির বিস্ময়বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে বস্তু জগৎ তার বহিঃরূপ পরিত্যাগ করে আত্মার সুকুমার জ্যোতিমণ্ডলে বিকশিত হল। তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর বস্তু মহাসত্যের দ্যোতক রূপে দেখা দিল। কবি দেখলেন শিশু প্রকৃতি কি অপূর্ব বিস্ময়ে ভরা—মানবশিশু ঈশ্বরের সান্নিধ্যে অসাধারণ—সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতি, উন্মুক্ত প্রান্তর নির্ঝরিণী, অরণ্য প্রান্তর ঐশী মহিমায় ভূষিত হয়ে

এই শিশুর কাছে ধরা দিয়েছে। রোমান্টিক কবিরা বিস্ময়বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখলেন অতিপ্রাকৃত জগৎ কতখানি সত্য—তা দুর্জ্ঞেয়, কিন্তু অপরূপ রহস্য সুনিবিড়। চৈতন্যের উপান্তপ্রদেশের আলো আঁধারি রহস্যাচ্ছন্ন অনুভূতি-গুলিকে কবি শিল্পসৃষ্টির মাধ্যমে সার্থক রূপায়িত করলেন। এই বিস্ময়রসের বোধন প্রকৃতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। প্রকৃতি নবরূপে উদ্ভাসিত হল আপন আত্মার জ্যোতির্ময় রূপ নিয়ে। রোমাণ্টিক কবিরা প্রকৃতিকে মানুষের সুখ দুঃখ-বেদনার পটভূমিকায় স্থাপন করলেন না; শুনলেন প্রকৃতির মধ্যে মানবতার প্রশান্ত করুণ সঙ্গীতঝঙ্কার।)প্রকৃতির মধ্যে ধ্যানতন্ময় রোমাণ্টিক কবি অনুভব করলেন এক মহান অনুভূতি যা কবিচিত্তকে মহৎ চিন্তায় উল্লসিত করে এবং এই মহতী উপস্থিতির আবাস অস্তরবির রশ্মি আভা; সুবিশাল সাগর, মধুময় বাতাস ও মানব অন্তর। (অতীত অপরূপ বিকশিত হয়েছে কবির রোমান্টিক বিস্ময়রসের মায়াকাজল মেখে, অতীতের মায়া জগৎ কবির বিস্ময়বিমুগ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে রক্তিম বর্ণচ্ছটায় উদ্ভাসিত হয়ে দেখা দিল। অতীতের মধ্যে যে অপরূপ সৌন্দর্য স্বপ্ন, রহস্যের ব্যঞ্জনা, রোমান্সের বিস্ময় সঞ্চিত বিস্ময়বিকীর্ণ কল্পনাবেগের অসামান্য বিকাশে তা শতদলের অজস্র বর্ণবিলাসে উৎসারিত। মধ্যযুগের রক্তিম প্রাণসত্তার ঐশ্বর্যময় দীপ্ত প্রকাশ রোমাণ্টিক কবিতায় অবিরল দ্রষ্টব্য। বিস্ময়ের উদ্বোধনে কবিরা ফরাসী বিপ্লবে সমাজ বিদ্রোহের, মানবতাবাদের, মাইলেনিয়াম সৃষ্টির প্রেরণা খুঁজে পেলেন।) বিপ্লব পৃথিবীর ইতিহাসে স্বল্প সঙ্ঘটিত হয়নি, জাতি জীবনের উত্থানপতনকারী অসংখ্য বিপ্লব সংগ্রাম কিন্তু কল্পনাকে এতদিন উদ্দীপ্ত করেনি। রোমাণ্টিক কবিরা ফরাসী বিপ্লবের মধ্যে অনন্ত সম্ভাবনা নিহিত প্রত্যক্ষ করলেন। এই বিপব তাঁদের নিকট মানসমুক্তির উপায়। তাই এই বিপ্লবকে কেন্দ্র করেই কবিকল্পনার অসাধারণ জ্যোতিবিচ্ছুরণ।

(রোমান্টিক কবিদের দৃষ্টিভঙ্গী, অনুভূতির ভঙ্গী ও প্রকাশভঙ্গী নূতন। সাধারণ স্থূল বাস্তব সত্যের উপর ব্যক্তিগত অনুভূতির মাধ্যমে (strange ও wonderful) অদ্ভুত ও বিস্ময়ের প্রতিষ্ঠাই করতে চাইলেন কবিরা এবং এই মনোভাবই রোমান্টিক।) বস্তুগত সত্যকে স্বীকৃতি দান করা হল পরিবর্তিত আকারে—বস্তুর উপর অনুভূতিগ্রাহ্য তাৎপর্যের প্রয়োগ, যা হল অদ্ভুত ও সুন্দরের প্রতিষ্ঠা। এই দ্বিবিধ উপাদান রোমান্টিক কবিচিত্তে

বিচিত্র ভাবধারণার মাধ্যমে এসেছে। ওয়ার্ডসওয়ার্থে এসেছে দার্শনিক উপলব্ধি থেকে, কোলরিজে এসেছে বিশেষ অতিবাস্তব পরিচয় থেকে ; শেলীর মধ্যে এটা সম্পূর্ণভাবে এক অস্পর্শবেদ্য অনুভূতি। বায়রণে প্রচলিত সামাজিক সংস্কারকে অস্বীকার ও বিশেষ যুগের ইতিহাসের মধ্যেই কবি এর প্রকাশ উপলব্ধি করেছেন। কীট্সের কাছে এই অদ্ভুত ও বিস্ময় ভুভাবে তার অসামান্য আবেদন নিয়ে এসেছে—বিশুদ্ধ সৌন্দর্যতত্ত্বের মাধ্যমে ও গ্রীক মনোভাবের পুনরভ্যুত্থানে। বিভিন্ন কবির কাব্যে এই নবভাবধারার বৈচিত্র্যময়তাকে নাম দেওয়া যায় ইমোসানাল রিভল্ট বা আবেগের বিদ্রোহ এবং এই বিদ্রোহের মর্মমূলে বিরাজ করছে বিশুদ্ধ রকমের ego—অহংময় জগৎ। এই অহংএর নির্যাতনে তার সুতীক্ষ্ণ অনুভূতিকে কবির সার্বজনীন বেদনার অনুভূতিতে প্রতিষ্ঠা করলেন। এই বেদনাবোধের কারণ—পৃথিবীর অবদানগুলো কবিদের নিকট অপর্যাপ্ত, জীবন যথেষ্ট মধুর নয়, আনন্দ দীর্ঘস্থায়ী নয়। এর প্রতিবাদ করিয়া এমন জগতের সন্ধান করতে চাইলেন যা সৌন্দর্যময়, আনন্দময় ; এবং সেই সন্ধানের ফল তাঁদের কবিতার মধ্যে বাস্তব ঊর্ধ্বসত্যকে (transcendental reality) প্রতিষ্ঠা করা।

এই বৈশিষ্ট্যের ফলে রোমান্টিক কবিদের

(ক) দৃষ্টিভঙ্গীতে এল Imaginative reality

(খ) অনুভূতিতে এল Subjective emotion

(গ) প্রকাশভঙ্গীতে এল Animated personal style.

(ক) ইমাজিনেটিভ্ রিয়ালিটি বা কল্পনা সঞ্জাত বাস্তবতা তথ্যগত বাস্তবতার সীমা সঙ্কীর্ণতা ও বিশ্বাসহীনতার ঊর্ধ্বচারী। তথ্য বা বস্তুসত্যের উপর কল্পনার প্রতিষ্ঠায় নূতন তাৎপর্য যে আরোপিত হল সেটাই আসল রিয়ালিটি। রোমান্টিক কবি বললেন বস্তুত অন্তর্নিহিত সত্য কল্পনার সাহায্য ছাড়া আবিষ্কার করা যায় না। বস্তুর কেন্দ্রস্থিত প্রাণবিন্দুটির সন্ধান কল্পনার সাহায্যেই সম্ভব। তাই কল্পনা রোমান্টিক কবিতার কেবল সহচর নয় পথপ্রদর্শকও বটে। এখানে ক্লাসিকাল কাব্যের সঙ্গে রোমান্টিক কাব্যের পার্থক্য। ক্লাসিকাল কবিতায় কল্পনা ও বাস্তব সমভাবে বিরাজিত, উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য আছে। কিন্তু রোমান্টিক কবিতায়

কল্পনাই প্রধান এবং বস্তুকে কল্পনার শক্তিকে অতিক্রম করে যাওয়াটাই (transcendental tendency) রোমান্টিক কবিতার আসল প্রাণধর্ম।

(খ) ব্যক্তিনিষ্ঠ অনুভূতি :—রোমান্টিক কাব্যে কবি স্বয়ং সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বিষয়বস্তু এবং তাঁর কাব্যে ব্যক্তিত্বেরই উৎসারণ, তাঁর সৌন্দর্য সন্ধান ব্যক্তিসত্তার সৌন্দর্যময় প্রকাশ। কিন্তু কবির এই ব্যক্তিসত্তাময় রূপ, এর তীব্র অনুভূতিগুলি এমনই একটা গভীর প্রত্যক্ষ বাস্তবভূমিতে বিরাজ করছে যেখানে সেগুলো ব্যক্তিগত হয়েও হয়েছে বিশ্বজনীন। ক্লাসিকাল কবিতায় কতকগুলি বিশ্বমান নীতি ছিল যাদের মূল্য চিরন্তন। কিন্তু রোমান্টিক কবিরা নব মানসিকতা দিয়ে নিজের অভিজ্ঞতার গভীরতর উপলব্ধিকে বৈশ্বিক-উপলব্ধির স্তরে নিয়ে গেছেন। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে অবলম্বন করে রোমান্টিক কবিরা সমগ্র পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় এবং তখন ঘটে Subjective sublimation. শেলীর I fall upon the thorns of life I bleed কেবল শেলীর আত্মগত উক্তি নয়, কবি তাঁর জীবন যন্ত্রণার তিক্ততম অনুভূতিকে বিশ্বজীবনের মধ্যে উন্নীত ও স্থাপন করেছেন। পৃথিবীর হীনতা, দৈন্য বেদনা এই উক্তির মাধ্যমে প্রকাশিত। যন্ত্রণাকাতর মানুষ বেদনার গভীরতম মুহূর্তে বলে উঠছে আমরা জীবন কণ্টকে লাঞ্ছিত, ক্ষতবিক্ষত। এ স্থলে একজন মানুষ বিশ্বমানবের প্রতীক এবং এইটাই Subjective sublimation.

(গ) নবভাবধারাশ্রিত রোমান্টিক কাব্যাঙ্গিক অসাধারণ দ্যুতিময়। কবির ব্যক্তিত্ব দীপ্ত এই কবিতার বাণীবিলাস অপরূপ। ওয়ার্ডসওয়ার্থের কাব্যে বাক্‌রীতি সহজ জীবনজাত, কিন্তু তীব্র আবেগের স্পর্শে মর্মগ্রাহী। অনলংকৃত ভাষা, নিভূষণ সারল্যে আর আন্তরিকতায় গভীর ভাব-সঞ্চারী। উপলব্ধির গভীরতম মুহূর্তে কবির ভাষা রহস্যময় ব্যঞ্জনাগর্ভ। কোলরিজে কাব্যপ্রকরণ গভীর ভাবনার দ্যোতক, Etching বা রেখার সাহায্যে চিত্রাঙ্কন তাঁর কবিতায় পাই। কোলরিজের ছন্দ সঙ্গীতময়—এই ছন্দ কখনও একতারার মত স্বচ্ছন্দ কখনও অর্কেস্ট্রায় ঐশ্বর্য-ঝঙ্কৃত। কবি বাক্‌বিন্যাসে, শব্দঝঙ্কারে, ছন্দের সঙ্গীতময়তায় সর্বোপরি ব্যক্তিত্বের এক অসাধারণ সমুন্নতিতে, আন্তরিক স্পর্শে পাঠককে নিয়ে যান অতীন্দ্রিয় অনুভূতির এক পরম রহস্যময় রাজ্যে। কীট্‌সে আঙ্গিক এক

প্রকরণের আশ্চর্য ঐশ্বর্যবহুল বর্ণবিলসিত রূপ দেখি। কবি কীট্‌সের মধ্যযুগের স্বপ্নময় জগতে অনায়াস চংক্রমণ এবং কবিচেতনাদীপ্ত ব্যক্তিত্ব সঞ্জীবিত। কাব্যাঙ্গিকেও এই ধ্বনিগাম্ভীর্য বর্ণপ্রলেপ সঞ্চারিত। রোমান্টিক কাব্যে পাই বাণীর বিদ্যুৎ বিলাস, কখনও গীতি কবিতার সুতীব্র আবেগ-চঞ্চলতা, ছন্দ প্রকরণের তীব্র, দীপ্ত ভাবগভীর রূপ। রোমান্টিক কবিদের ভাষা কখনও ভাবগভীর, কখনও বর্ণসুষম, রূপবৈচিত্র্যময়। সঙ্গীতগুলি ভাবদ্যোতক সৌন্দর্যময়। এই কাব্যের চিত্রকল্প শতদলের ন্যায় বর্ণবিলসিত ; কাব্যপ্রকরণ ব্যক্তিত্বের অনশ্বর স্বাক্ষর বহন করে অপরূপ ভাস্বর। জীবনের গভীরতম সত্য উপলব্ধির প্রকাশ এই কাব্যাঙ্গিক—কবিসত্তার ঐশীকিরণ সম্পাতে তা জ্যোতির্ময়।

প্রসঙ্গের মত **প্রযুক্তির ক্ষেত্রেও** রোমান্টিক কাব্যের সুশিল্পিত বৈচিত্র্য। নব্য ক্লাসিক যুগের কাব্যের রূপভাবনায় সর্বত্রই একটা মনন আধিক্য গাণিতিক প্রত্যক্ষতা ও কঠোরতা প্রবল। হিরোয়িক কাপ্‌লেটের স্বর্ণকঙ্কণ পরিহিতা কাব্য সরস্বতী আপন আন্তরিক সত্যে অসামান্যা হয়ে ওঠেন নি। বুদ্ধিমার্গীয় কাব্যরস ও প্রকরণ যে কতটা আবেদনহীন হতে পারে তার অজস্র মন খারাপ করা উদাহরণ রয়েছে অষ্টাদশ শতাব্দীর সাহিত্যে। রোমান্টিক আঙ্গিক সার্থক সৌন্দর্যদিগ্ধ—তার গঠনকৌশল, বিন্যাসনৈপুণ্য, অলংকৃত শিল্পমণ্ডল এক অকম্প্র কাব্যমূর্তি নির্মাণ করেছে। পূর্ববর্তী যুগের সঙ্গে পার্থক্য কৌণিক রূপ ও রীতির পরবর্তী বৈশিষ্ট্যগুলি অসামান্য হয়ে দেখা দিল রোমান্টিক কবিতায়। (ক) আঙ্গিকে দেখা দিল বুদ্ধিপ্রধান জটিলতার পরিবর্তে আবেগপ্রধান সরলতা। ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিভাষা সহজ সরল অনলংকৃত—কবির আবেগের গভীর প্রকাশে আন্তরিক ; তা প্রসাধন কলার আতিশয্যহীন কিন্তু অপরূপ লাবণ্যমণ্ডিত। কবির অনুভূতিতে যা বিধৃত, তা সৌন্দর্যের সহজাত সূক্ষ্ম চেতনায় বাণীরূপায়িত। যখন ওয়ার্ডস-ওয়ার্থের চিত্ত প্রজ্ঞার আলোকে জ্যোতির্ময় তখন কাব্যরূপেও তার সহজ জ্যোতির্দীপ্ত ভাস্বর প্রকাশ। (খ) রোমান্টিক সাহিত্যে বর্ণনায় বাক্যের বাচ্যার্থ (literary meaning) অপেক্ষা ব্যঙ্গ্যার্থের (suggestive meaning) উপর ঝোঁক অধিকতর, লাবণ্যমিবাঙ্গনাসু বাচ্যাতিরিক্ত ব্যঞ্জনায় এই কাব্য ভাবসমৃদ্ধ। কোলরিজ কীট্‌স প্রভৃতির কাব্য ভাষায় এই গভীর ব্যঞ্জনা,

রসনিবিড়তা। (গ) রচনাশৈলীর পরিচ্ছন্নতার পরিবর্তে বর্ণাঢ্যতা (colour prefered to clarity) রোমান্টিক বাণী সাধনার অন্যতম রূপাঙ্গ। ধ্রুপদী (classical) সাহিত্যে রূপ ও চিত্রকল্প সহজ পরিচ্ছন্ন রোমান্টিক কাব্যে ভাবনিবিড়তার সঙ্গে বর্ণসুষমার, অজস্র রূপবিলাস, শব্দৈশ্বর্যের সপ্তবর্ণ দীপ্ত বিপুল সমারোহ। কীট্স, শেলী, কোলরিজের অজস্র কবিতায় এই বর্ণাঢ্য রূপ সৃষ্টি। (ঘ) ছন্দের মুক্তিবন্ধন সাধিত হয়েছে রোমান্টিক কবিদের হাতে। পূর্বে ছন্দরূপের রুক্ষতা ও হিরোয়িক কাপ্‌লেটের শৃঙ্খল কাঠিন্য প্রবহমান ভাব প্রকাশের অনুকূল ছিল না। দ্বিচরণাশ্রিত কাব্য ভাবনায় ছিল ভাবের অতি সংকোচ বা খণ্ডিত একতা, এই ভাবানুভূতি অখণ্ড ঐক্যময় হল রোমান্টিক ছন্দপ্রকরণে। এই কবিতার ছন্দোরূপ সংহত ও ঘনীভূত, কোথায় অত্যুল্লসিত : এই ছন্দ সর্বত্রই সহজ প্রবহমান, এবং স্তবকক্রমকে অনায়াসে অতিক্রম করেছে ভাবপ্রবাহ। প্রাচীন ছন্দের শিল্পিত নবরূপায়ণও দৃষ্ট হয়। অনুভূতির যে বৈচিত্র্য, চেতনার যে অপরূপ বিকাশ রোমান্টিকতার বৈশিষ্ট্য, রোমান্টিক কবিদের কাব্যের সহস্রতার বীণার মীড়ে মীড়ে তা রসঝঙ্কৃত তীব্র উল্লসিত। (চ) গঠন শিল্পের ছক বাঁধা সুনির্দিষ্ট সৌন্দর্যের পরিবর্তে অনির্দিষ্ট আকার-প্রকারহীন (indefinite) সৌন্দর্যের বাতাবরণ সৃষ্টি রোমান্টিক কবির কাম্য। (ছ) রোমান্টিক কবিতা চিত্রধর্মী ও সঙ্গীতধর্মী—চিত্রলতা ও গীতলতায় এই শিল্পবিগ্রহ সৃষ্টি : বর্ণাঢ্যতায় উচ্ছ্বসিত, সুরে নিবিড়, লাবণ্যে নয়নাভিরাম। সামগ্রিকভাবে বলা যায় বর্ণনার সৌন্দর্য সঙ্কেত, চিত্রকল্পের সুদূরপ্রসারী ব্যঞ্জনা, ভাষা-ছন্দ-ধ্বনির অনুভূতিবেদ্য সূক্ষ্মধর্মিতায় রোমান্টিক কাব্যপ্রকরণ অসাধারণ সমৃদ্ধ।)

. **ওয়ার্ডসওয়ার্থ (William Wordsworth** ১৭৭০—১৮৫০)(টমসন, গ্রে, কলিন্স প্রমুখ কবিরা প্রকৃতির সৌন্দর্যে গভীর আকৃষ্ট হয়েছেন, সেই যুগের রুক্ষ কঠোরতার মধ্যেও প্রকৃতি চেতনায় তাদের চিত্ত বিনম্র আন্তরিক। ওয়ার্ডসওয়ার্থে সেই প্রকৃতি চেতনার রসঘন নিটোল রূপ পাওয়া যায়, এবং তাঁর কাব্যে নিসর্গানুভূতি একটা দার্শনিক প্রত্যয়ে পর্যবসিত। প্রকৃতির নিবিড় উপলব্ধিতে ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিচিত্তের ভাবমহিম বিকাশ, ঐশী চেতনার সঙ্গে তাঁর অন্তরের সাজুয্যকরণ। ওয়ার্ডসওয়ার্থের প্রকৃতিচেতনা ইন্দ্রিয় রূপ-গ্রাহ্য নয়, তাঁর অতীন্দ্রিয় ধ্যানমগ্ন দৃষ্টি প্রকৃতি রূপবেষ্টিত আত্মার

জ্যোতির্মণ্ডলকে প্রত্যক্ষ করেছে। তিনি প্রকৃতির মহাকবি ও দার্শনিক—**the highest priest of Nature**. ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ওয়ার্ডসওয়ার্থ কোলরিজের সহযোগিতায় Lyrical Ballads প্রকাশ করেন। এর পূর্বে ওয়ার্ডসওয়ার্থের রচনার মধ্যে বিখ্যাত Descriptive Sketches ও Evening Walk. 'লিরিকাল ব্যালাড্‌স' এ তাঁর টিনটার্ণ এ্যাবী, দি ইডিয়ট বয়, দি থর্ণ ও অন্যান্য কবিতা স্থান পায়। প্রথম যথার্থ দার্শনিক কাব্য The Excursion এর পরিকল্পনা হয় ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে। ১৭৯৮ থেকে ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রচিত Prelude আত্মজীবনীমূলক কাব্য। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে লিরিকাল ব্যালাড্‌স এর পুনরাবির্ভাব ঘটে। ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে 'কবিতাগুচ্ছ' প্রকাশিত হয়। দি এক্সকারসন (The Excursion) শেষ হয় ১৮১৪ সালে। মৃত্যু পর্যন্ত এরপর ওয়াড´সওয়ার্থ খ্যাত অখ্যাত অনেক কবিতা রচনা করেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর নব্য ক্লাসিক সাহিত্যের বিরুদ্ধে রোমান্টিক কবিরা প্রবল বিদ্রোহ করেন। Lyrical Ballads ও প্রতিক্রিয়া হিসাবে রচিত হয়েছে। এবং অন্যান্য প্রতিক্রিয়ার মত এতেও বাহুল্যবোধ অনুপস্থিত নয়। কোলরিজ সুন্দর ও অসাধারণকে সত্য করতে চাইলেন; ওয়ার্ডসওয়ার্থ সত্য ও সামান্যকে সুন্দর অসামান্য করলেন। প্রকৃতির বক্ষস্থিত সহজ সরল মানুষ ও প্রকৃতি এই দুই সত্তার রূপায়ণেই ওয়ার্ডসওয়ার্থের কাব্য। কাব্যের ভাষার ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া চরম। ওয়াড´সওয়ার্থ বললেন সেই যুগের কবিদের অন্তঃসার-শূন্য ভাষা ত্যাগ করতে হবে ও কাব্যের ভাষা হবে জীবনজাত, সাধারণ দরিদ্র অশিক্ষিত গ্রাম্য নরনারীর মুখের, বাস্তব জীবনের ভাষা। এই সামান্য নরনারীর স্বতঃস্ফূর্ত আবেগপূর্ণ ভাষা তখন আন্তরিক যখন গভীর আবেগ-দ্বারা তাদের চিত্ত আলোড়িত উদ্বেলিত, সেই সহজ কিন্তু সুগভীর বাক্‌রীতি কাব্যকে নিবিড় ভাবদ্যোতক করে তুলবে। নির্বাচন, শোধন ও সুচয়নের মাধ্যমেই এই ভাষা পাবে কাব্যরূপ। এই শব্দ রূপায়ণ হয়ত সামান্য, কিন্তু তাদের মধ্যে থাকবে অসামান্যের ব্যঞ্জনা, কবি তাঁর আশ্চর্য আর্টের সোনার কাঠির স্পর্শে প্রচলিত শব্দসম্ভারকে সুগভীর ভাবপ্রকাশের যথার্থ বাহন করে তুলবেন। ওয়াড´সওয়ার্থ আরও বললেন কাব্যের ভাষা ও গদ্য রচনার ভাষা মৌলিক বিচারে পার্থক্যচিহ্নিত নয়—**There neither is, nor can be any essential difference between the language of prose and**

metrical composition, এমন কি ছন্দও কাব্যের অপরিহার্য অঙ্গ নয়, অবান্তর অলংকরণ মাত্র। কোলরিজ এই কাব্যভাষাতত্ত্বীয় বিচার প্রসঙ্গে এর ত্রুটির উল্লেখ করে বলেছেন গ্রাম্য ভাষার বিশুদ্ধকরণ ব্যাপারটি সর্ববিধ কাব্যের ক্ষেত্রে যথাযথ হবে না; তদ্ব্যতিরেকে কাব্যসীমার সঙ্কোচন এই ভাষা ব্যবহারের অনিবার্য ফলশ্রুতি। কোলরিজ আরও বললেন যে, আঞ্চলিক অশালীন ভাষার সংস্কৃত রূপ সাধারণ বোধবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের ভাষার সঙ্গে একাত্ম, এই পরিশুদ্ধ নির্বাচিত ভাষা will not differ from the language of any other man of common sense. প্রকৃতই, মানুষের যথার্থ ভাষা অন্তরের অনুধ্যানের বহিঃপ্রকাশ, এবং এই চিন্তাবহ মানবী বাক্‌কে কল্পনা, প্রতীক সর্বোপরি শিক্ষার সাহায্যে শক্তিময় ভাব-সুনিবিড় করে তোলা অশিক্ষিত ব্যক্তির সাধ্যাতীত। গদ্য ও পদ্যের ভাষা সমরূপ নয়, কারণ আবেগের প্রবণতাই কাব্য ভাষার উৎস—গদ্য যুক্তি-নির্ভর সপ্রতিভ কিন্তু কবিতা সুগভীর আবেগজাত। আবেগের একটা ছন্দ আছে, তাই ছন্দ কাব্যের বহিরঙ্গ অলংকরণ নয়, কাব্যাত্মার সার্থক বহিঃ-প্রকাশ। যাই হোক, অতিরঞ্জন সত্ত্বেও ওয়ার্ডসওয়ার্থের মতবাদের মূল্য অপরিসীম। তিনিই কাব্যকে গোষ্ঠীর কবল থেকে মুক্ত করলেন, তাঁর কয়েকটি কবিতায় অনলংকৃত ভাষা অসাধারণ অনুভূতির স্পর্শে সঞ্জীবিত। Lucy Gray, Lucy, To the Skylark, Daffodils প্রভৃতি কবিতায় বাক্‌বিন্যাস নিভূর্ষণ উচ্ছ্বাসে আন্তরিক, তা অননুকরণীয় আশ্চর্য সহজ সুন্দর। প্রকৃতিও মানবজীবনের গভীরতম উপলব্ধির কি সহজ প্রসন্ন দ্যুতিময় প্রকাশ। ম্যাথু আর্নল্ড বলেছেন ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতায় ষ্টাইল নেই, কারণ প্রকৃতি কেবল ওয়ার্ডসওয়ার্থের কাব্যের বিষয় নয়, প্রকৃতিই যেন কবির পরিবর্তে স্বহস্তে কাব্য সৃজন করেছেন। অবশ্য ওয়ার্ডসওয়ার্থের ভাষা সর্বদা তাঁর সিদ্ধান্তকে অনুসরণ করেনি। উপলব্ধির গভীরতম মুহূর্তে তাঁর ভাষা মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির মত সুগভীর রহস্যময়। কাব্যের স্বরূপ ব্যাখ্যা করার প্রসঙ্গে ওয়ার্ডসওয়ার্থ বলেছেন যে, ভাবাবেগের প্রশান্ত অনুধ্যানই কবিতা (emotion recollected in tranquillity), অর্থাৎ আবেগ প্রশান্তিতে সমাহিত হলে কাব্যের উৎপত্তি হয়। তিনি আরও বলেছেন, তীব্র আবেগের স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছলনই কাব্য। এই কাব্যভাবনা ওয়ার্ডসওয়ার্থের কাব্য সম্বন্ধে আন্তরিক সত্য।

ওয়ার্ডসওয়ার্থ ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সে গমন করেন এবং ফরাসী বিপ্লবের মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত হন। তিনি বিশুদ্ধ ভাবসাধক কবি, তথাপি ফরাসী বিপ্লব তাঁর মধ্যে একটা আকাজ্ক্ষা, একটা প্রতিশ্রুতির সৃষ্টি করেছিল। অবশ্য এই সবই মানবপ্রীতির উদার ভাবমণ্ডলে পরিবেষ্টিত। ওয়ার্ডসওয়ার্থ ফরাসী বিপ্লবের সমর্থনে তরুণ প্রাণের আশা ব্যক্ত করলেন—

Bliss was it in that dawn to be alive
But to be young was very heaven.

মানবতার প্রতি কবির বিশ্বাস গভীর এবং ব্যাস্টিলের পতন এক স্বপ্ন রাজ্যের সম্ভাবনা জাগ্রত করল। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ড ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। দুই রাজ্যের নীতির প্রতি তাঁর বিশ্বাস নষ্ট হয়, ওয়ার্ডসওয়ার্থ মানবতার উপরেও আস্থা হারালেন। ক্রমশঃ বিপ্লবের পরিণতিতে ফরাসী বিপ্লবের আসল স্বরূপ উপলব্ধ হল, রক্তাক্ত কুয়াশার মধ্যে বিপ্লব সূর্য অস্তমিত হল। আত্মঘাতী ও সাম্রাজ্যবাদের কলহ বিপ্লবের আদর্শকে মুছে ফেলল। মানুষের উপর জীবনের উপর আস্থাবিশ্বাসহীন কবি চিত্ত রিক্ত শূন্য হয়ে গেল, ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিসত্তার বিনাশ হয়ে উঠল আসন্ন। ডরোথির ভালবাসা, কোলরিজের সাহচর্য ও প্রকৃতির সৌন্দর্যময় সান্নিধ্যে ওয়ার্ডসওয়ার্থ স্বাভাবিকত্ব ফিরে পান। অবশ্য এই বিপ্লব তাঁর পরবর্তী কাব্যকেও প্রভাবিত করেছে, তাঁর সনেটে জাতীয়তাবাদ ও দেশপ্রেমের প্রকাশে এরই পরিচয়, তাঁর ধ্যান সমাহিত শান্তিবাদের প্রেরণায় আছে বিপ্লবের তুমুল আন্দোলনের অভিজ্ঞতা। আর ভবিষ্যতে স্বপ্নরাজ্য গঠন? For Wordsworth the ideal was realized and utopia a country which he saw everyday and which he thought every man might see if he opened his heart in love and thankfulness to sweet influences as universal and perpetual as the air.

ওয়ার্ডসওয়ার্থ মানুষের কবি। সাধারণ মানুষ তার সুখ-দুঃখ; হাসি-কান্না নিয়ে তাঁর কবিতায় শিল্পসুষমায় অসাধারণ অভিব্যক্ত। সাধারণ জীবনকথায় কতখানি অশ্রুসজল মাধুর্য ও রোমান্স মায়া সংগোপনাস্থিত, রোমান্টিক যুগের কবিদের রচনায় তা লাভ করি। সাধারণ মানুষের জীবন নিয়ে বার্ণস প্রমুখ কবিরা অপরূপ শিল্পালেখ্য চিত্রিত করেছেন। ওয়ার্ডস-

ওয়ার্থের 'মাইকেল', 'দি সলিটারী রীপার', 'টু এ হাইল্যাণ্ড গার্ল', 'এক্সকারসন' ও অসংখ্য কবিতায় ওয়ার্ডসওয়ার্থের মানবপ্রীতির সুগভীর পরিচয় পাওয়া যায়। প্রভাত সূর্যের কিরণস্নাতা, পক্ষীসঙ্গীত শ্রুতা সহরাঞ্চলে আবদ্ধ হতভাগিনী পল্লীবালিকা সুশানের পল্লীপ্রকৃতির উদার আনন্দলোকের জন্য ব্যাকুল বিষণ্ণতা, শস্যক্ষেত্রে একাকিনী সঙ্গীতমগ্না সাধারণ মেয়ে, অমুদ্দেশ, লক্ষ্য পরিভ্রমণরত সঙ্গীহীন জরাজীর্ণ ভিক্ষুক প্রভৃতি সামান্য জনের বেদনাকে কবি দরদ আর আন্তরিকতায় অসামান্য করে তুলেছেন। কবির মতে জীবনের মর্মে বিরাজ করে সুখ প্রশান্তি এবং সংযম ও কার্যের মধ্য দিয়া এই সুখ লাভ করা সম্ভব। ওয়ার্ডসওয়ার্থ 'দি প্রিলিউড' কাব্যে বলেছেন—

My theme
No other than the very heart of man.

বৃদ্ধ ক্যাম্বারল্যাণ্ড ভিক্ষুকের বক্তব্য এই যে—

'We have all of us human heart'.

কবির স্কাইলার্ক পাখী তাই সৌন্দর্যলোকে বিহার করে না জীবনপ্রীতি ও পার্থিব অনুরাগে সে শিশিরসিক্ত ভূমিতলস্থ শান্তির নীড়ে অবতরণ করে—

"Type of the wise who soar but never roam
True to the kindred point of heaven and home."

নিতান্তই সহজ সরল ও ছোট প্রাণ ছোট ব্যথা ও প্রকৃতির নিবিড় প্রশান্তি—এই দুই এর উপলব্ধিতে কবিচিত্ত উদার সুন্দর। প্রকৃতি প্রেমের সুগভীর আন্তরিকতায়, মানবিক সংবেদনায় ও বাণীনির্মিতির সহজ লাবণ্যে ওয়ার্ডসওয়ার্থের মানব বিষয়ক কবিতাগুলি অনুপম।

'The Prelude' কাব্যে ও 'Lines written above Tintern Abbey' কবিতায় কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের মনোভাবের স্বলিখিত বিবরণ আছে। কবির মনোলোকের বিচিত্র রহস্য, ভাবভাবনা, জীবনচেতনার পরিচয় এখানে পাই। এই দুটি কাব্য প্রকৃতই ওয়ার্ডসওয়ার্থের প্রকৃতি চেতনার মহাভাষ্য। ওয়ার্ডসওয়ার্থের প্রকৃতি চেতনা চরম পরিণতির পথে কয়েকটি সুস্পষ্ট বিবর্তন অতিক্রম করে এসেছে। প্রকৃতিচেতনার এই বিবর্তন ধারার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় অতি সাধারণ ব্যক্তিচেতনায় যে প্রকৃতি প্রেমের সূত্রপাত, নির্বিশেষ ধ্যান তন্ময়তায় তার উপসংহার; লঘুত্ব দিয়ে সুরু

মহাদ্যোতনায় সারা। এই বিবর্তনশীল কবিচেতনা The Prelude কাব্যে তার অনশ্বর স্বাক্ষর রেখে গেছে।

প্রথম পর্যায়—প্রকৃতি বালক কবির ক্রীড়া উচ্ছ্বাসের পটভূমি। বালক ওয়ার্ডসওয়ার্থের একাকী ও নিঃসঙ্গ ভ্রমণের সঙ্গী ছিল প্রকৃতি। নদীই তাঁর প্রথম ক্রীড়াসঙ্গী। শিশুকাল থেকেই নদীর কলধ্বনির সুস্বর তাঁর অন্তর্চেতনার সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। বনপথে অথবা নদীতীরে অনুজা ডরোথি কখনও তাঁর সঙ্গী, প্রজাপতির পশ্চাদ্ধাবনরত বালক তার সাহচর্য লাভ করত। কবির ক্রীড়াশীল উচ্ছ্বাস প্রকৃতির পটভূমিকায় উদ্দাম হয়ে উঠত এবং প্রকৃতির দৃশ্যাবলী থেকেই তিনি 'Coarser Pleasure' লাভ করতেন। দিগন্তব্যাপী প্রকৃতির আনন্দলোকের কেন্দ্রে রয়েছেন কবি স্বয়ং—সহজ জীবন প্রাবল্যের প্রচণ্ড আনন্দ উচ্ছ্বাস কবিকে কেন্দ্র করে প্রকৃতি জীবনের বিরাট চক্রে আবর্তিত হয়েছে। ক্রীড়াশীল বালকমন প্রকৃতির নিঃসীম বিশালতায় আপন স্বরূপকে মুক্তি দিয়েছে এবং এই প্রকৃতিপ্রেমজাত আনন্দ ছিল Coarser pleasure of my boyish days and their glad animal movements. ওয়ার্ডসওয়ার্থের এই সহজ প্রকৃতি চেতনার সঙ্গে জেগেছিল প্রকৃতির একটি রহস্যসত্তার বিশালতার, দুরধিগম্যতার ভয়াল গা ছমছম করানো ভাব। প্রকৃতি যুগপৎ তাঁর মনে awe and admiration জাগিয়েছিল। ভগ্ন তুষার-স্তূপের প্রতিধ্বনিতশব্দে তিনি প্রকৃতির করুণ ক্রন্দন শুনেছেন, নৌকা নিয়ে ভ্রমণকালে প্রকৃতির সজীব রহস্যময় প্রাণসত্তার পরিচয় পেয়েছেন, পর্বতশিখরে ক্রীড়াশীল অবস্থায় অকস্মাৎ শুনেছেন—

Among the solitary hills
Low breathings coming after me, and sounds
Of undistinguishable motion.
. . .

এই যুগের প্রকৃতি প্রেমের ভাবোচ্ছ্বাসসমূহ পরবর্তী কালে তাদের বহিশ্চাঞ্চল্য পরিত্যাগ করে সুনিবিড় উপলব্ধিজাত গভীর আনন্দে স্থির হয়েছে; এবং বিশ্বপ্রকৃতিতে অভিব্যক্ত ঐশী চেতনায় কবিচিত্ত গভীর ধ্যানতন্ময়তায় স্তব্ধ হয়েছে।

দ্বিতীয় পর্যায়—ইন্দ্রিয়ানুভূতির যুগ। দ্বিতীয় পর্যায়ে কবি প্রকৃতির ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপের দ্বারা আত্মহারা ও মুগ্ধ। প্রকৃতির বর্ণ গন্ধ ধ্বনিকে তিনি

সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ করেছেন। কয়েকটি কবিতায় প্রকৃতির রূপ বৈচিত্র্য চিত্রলালিত্য রসসুনিবিড় ভাবদ্যোতক রূপায়িত, রঙের তুলিকায় রসের বাঙ্‌নির্মিতি হয়েছে সার্থক। প্রকৃতির মধ্যে কবির গভীর আবেগে অনুভব, এবং এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রকৃতিচেতনা তাঁর মধ্যে তীব্র আকূতির সৃষ্টি করেছিল—

The sounding cataract
Haunted me like a passion ; the tall rock,
The mountain, and the deep gloomy wood
Their colours and their forms were then to me
An appetite.

এই যুগে প্রকৃতিপ্রেম তাঁর মধ্যে প্রবল 'ক্ষুধার' আকারে দেখা দিয়েছে এবং তাঁর সমগ্র অন্তর্চেতনা এক তীব্র আবেগ বা Passion দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তিনি যখন প্রকৃতিকে অনুসরণ করতেন, তখন এই শান্তিহীন চাঞ্চল্যই তাঁকে উদ্‌ভ্রান্ত করত। এই পর্যায়ে কবিচিত্তে মানবতার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না, প্রকৃতি ও মানবের একাত্মতা সম্বন্ধে তিনি নীরব ও উদাসীন। আর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রকৃতির রূপানুভূতি থাকলেও কীটসীয় স্থৈর্য প্রশান্তি এই কালের প্রকৃতি চেতনায় নেই, কারণ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা কীটসের পক্ষে উপেয়, কিন্তু তাঁর কাছে ধ্রুবচেতনার উপলব্ধির উপায় বা ইঙ্গিত মাত্র।

তৃতীয় পর্যায়—এই পর্বে একদিকে প্রকৃতির গভীর অনুধ্যান অপরদিকে সুগভীর মানবানুভূতি। ওয়ার্ডসওয়ার্থের অন্তরলোক এখন প্রকৃতিসত্তার গভীর জ্যোতির্ময় স্পর্শে দীপ্ত—কবিচিত্ত ও প্রকৃতি এক নিবিড় অন্তরঙ্গ যোগতন্ময়তায় সংবদ্ধ। কবিচিত্তস্থিত জ্যোতির্ময় দীপ্তি বিচ্ছুরণে প্রকৃতির ধ্যানলোক অপরূপ উদ্ভাসিত। ফরাসী বিপ্লবের আশাভঙ্গহীনতা কবিচেতনাকে অনুভূতিহীন করে তুলেছিল, জীবনের প্রতি সমগ্র আকর্ষণ বিদূরিত হয়ে মরুভূমির করুণ রিক্ততা ব্যঞ্জিত হল। ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিচেতনায় অপমৃত্যু আসন্ন হয়ে উঠে। সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্না স্নেহময়ী ডরোথী, অলৌকিক কল্পনাসমৃদ্ধ কবি কোলরিজ-এর সাহচর্যেই তিনি এই ক্রান্তিকাল থেকে উত্তীর্ণ হলেন। হ্রদসমাকীর্ণ কাম্বারল্যাণ্ড অঞ্চলের স্নিগ্ধ সৌন্দর্য তাঁর কবিমনে এক গভীরতর ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করল। এই ত্রয়ী সত্তা—

Revived the feelings of my earlier life,
Gave me that strength and knowledge full of peace,
Enlarged and never more to be disturbed.

প্রকৃতিপ্রেম ওয়ার্ডসওয়ার্থের মধ্যে সুগভীর মানব প্রেমের সঞ্চার করেছে। তিনি উপলব্ধি করেছেন প্রকৃতির মধ্যে মানবমনের গভীরতম রহস্যবোধের অভ্রান্ত ইসারা নিহিত। প্রকৃতির নিবিড় শান্তি ও গভীর পরিতৃপ্তি মানব-মনকে পরিপূর্ণ শান্তিস্নিগ্ধতায় ভরে তোলে। তাই ওয়ার্ডসওয়ার্থ মানুষকে ভালবাসলেন নূতন করে। তাঁর নিজ জীবন যেন দুঃখের অগ্নিদাহে পরিশুদ্ধ হয়ে চেতনাকে তীব্রভাবে অনুভূতিকাতর করে তুলল, এই দুঃখই humanised his soul, তিনি প্রকৃতির মধ্যে শ্রবণ করলেন মানবতার করুণ বেদনার্ত সংগীতধ্বনি—the still sad music of humanity. ছোট প্রাণ ছোট ব্যথা ছোট ছোট দুঃখকথাকে সার্থক উপলব্ধি ও রূপায়িত করলেন ওয়ার্ডসওয়ার্থ। সাধারণ জীবন অসাধারণ ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধ হয়ে উদ্ভাসিত হল, কবির রোমান্টিক মানবতাবাদীর দৃষ্টির সম্মুখে। গ্রাম্য বালিকার নিঃসঙ্গ বেদনা, দরিদ্র বালকের দুঃখ, অবহেলিত মৃত্যুর কারুণ্যে কবিচিত্ত ব্যাকুল—এই সব তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর ঘটনাকে তিনি অশ্রুসজল মমতার সঙ্গে প্রকাশ করেছেন। মানবজীবনের ও প্রকৃতির তুচ্ছতম রূপও রোমান্সের মায়াময় স্পর্শে অপরূপ উদ্ভাসিত। কবি এই জীবনের অকৃত্রিম অনুরাগের কথা বারংবার ব্যক্ত করেছেন—

Thanks to the human heart by which we live,
Thanks to its tenderness its joys and fears.
To me the meanest flower that blows can give
Thoughts that do often lie toc deep for tears.

সামান্যের মধ্যে অসামান্যের ব্যঞ্জনায়, অবহেলিত সাধারণ জীবনে অসাধারণত্বের দ্যোতনায় আর সহজের মধ্যে স্বপ্নময়তার সঞ্চারে ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতা শিল্পমণ্ডিত ও লাবণ্যসুষম। যে ঐক্যবন্ধনে সমস্ত সৃষ্টি বিধৃত ওয়ার্ডসওয়ার্থের প্রকৃতি ও মানব সেই ঐক্যানুভূতিদ্বারা নিয়ন্ত্রিত। মানব ও প্রকৃতি দুটি সমান্তরাল ধারা প্রবাহিত হয়ে ঈশ্বররূপ অসীমতায় বিলীন হয়েছে। ওয়ার্ডসওয়ার্থের কাব্যে তাই মানব ও প্রকৃতি সম্বন্ধটি একটি বৃহৎ ব্যঞ্জনার দ্যোতক।

চতুর্থ পর্যায়—অতীন্দ্রিয় (যোগ সাধনার) পর্যায়। উপলব্ধির চরম পর্যায়ে ওয়ার্ডসওয়ার্থ সনাতন ঋষির মত প্রকৃতির মধ্যে ভগবানের জ্যোতির্ময় আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করে প্রকৃতির মধ্যে বিলীন হয়ে শান্তিমন্ত্র

উচ্চারণ করেছেন। অতীন্দ্রিয় অনুভূতির সুনিবিড় প্রশান্ত উপলব্ধিতে তাঁর কাব্যভাষা মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির মত রহস্যময় সুগভীর। প্রকৃতির গভীর নিস্তব্ধ ধ্যানে স্থূল জগৎ চেতনার সম্পূর্ণ বিস্মরণ। ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রকৃতির 'আত্মা'র স্বরূপ উপলব্ধি করলেন, তিনি প্রকৃতিতে দেখলেন এক ভাবমহান উপলব্ধি যা বিশ্বের সকল বস্তুর মধ্যে প্রবাহিত এবং সূর্যাস্তরশ্মি, সমুদ্র-বিশাল, মধুময় বাতাস ও মানবচিত্তে যার মহান উপস্থিতি—

And I have felt
A presence that disturbs me with the joy
Of elevated thoughts ; a sense sublime
Of something far more deeply interfused,
Whose dwelling is the light of setting suns
And the round ocean and the living air.
And the blue sky and in the mind of man ;
A motion and a spirit that impels
All thinking things, all objects of all thought
And rolls through all things.

এটা যোগসাধনার নির্বিকল্প সমাধি অবস্থা। দেহ মন আত্মা বিশ্ব-বিথারী আনন্দলোকে সঞ্চরমান। বিশ্বপ্রকৃতিসত্তায় কবি তন্ময়—চিরন্তন রহস্যবোধ ও প্রশান্তি কবিচিত্তে জাত। ঐশী চেতনার সঙ্গে কবিচিত্ত সংবদ্ধ। বিশ্বপ্রকৃতির মর্মস্থিত রহস্যময়তার অনুভব কবিমনে জাগ্রত হয়েছে ; বিশ্বপ্রকৃতিতে অভিব্যক্ত অসীম আনন্দের গভীরতম উপলব্ধিতে শান্ত প্রসন্ন অধ্যাত্মলোকে কবিসত্তার ধ্যানময় উত্তরণ। কবিসত্তার উর্ধ্বমুখী অভীপ্সায়, অতীন্দ্রিয় অনুভূতির গভীরতায়, প্রকৃতি ধ্যানতন্ময়তায় ওয়ার্ডসওয়ার্থের কাব্য অধ্যাত্মভাবনিবিড়, সুমহান।

কোলরিজ (**S. T. Coleridge** ১৭৭২—১৮৩৪) কোলরিজের কবিতাংশ সামান্য অপর্যাপ্ত—কিন্তু তারা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হবার যোগ্য। এদের অসাধারণ কাব্যত্ব, ঐশ্বর্যদীপ্তি, রসনিবিড়তা, শিল্পসুষমাই সমালোচকের উপরোক্ত মন্তব্যের কারণ। কবির সৃষ্টির মধ্যে খ্যাত, 'দি রাইম অফ দি এনশিয়েন্ট মেরিনার' (The Rime of the Ancient Mariner), 'ক্রিষ্টাবেল' (Christabel), 'কুবলা খান' (Kubla Khan), ও 'ডিজেকসান এ্যান ওড' 'ওড টু ফ্রান্স', 'লাভ' প্রভৃতি। কোলরিজ ও রবার্ট সাউদির মনে

ফরাসী বিপ্লব তীব্র আবেগের সঞ্চার করেছিল প্রথমে। বিপ্লবের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে মানব জাতির পুনরুদ্ধারের জন্য টমাস মূরের ইউটোপিয়ার আদর্শে স্থাপন করলেন 'Pantisocracy on the banks of the Susquehana'। কবিদ্বয়ের রচিত 'The Fall of Robespierre'এ এই বিপ্লবের প্রেরণার আকৃতির পরিচয় বর্তমান। শীঘ্রই এই আদর্শবাদের মোহ ভঙ্গ হয়। বিপ্লবের আশাভঙ্গবেদনা, হতাশা, আর রক্তাক্তময়তা থেকে কোলরিজ দূরে গিয়ে রহস্যমণ্ডিত মানবমনের গভীরে আপন দৃষ্টিকে নিয়ে গেলেন; বহির্জগতের গতিশীল কোলাহলময় জীবন থেকে বহুদূরে অতীন্দ্রিয়বাদের সুখস্বপ্ন তাঁর চেতনাকে আচ্ছন্ন করল। ফরাসী বিপ্লবের প্রতি কবির মনোভাব Ode to France কবিতায় স্পষ্ট হয়েছে।—বিপ্লবের আদর্শবাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও জীবনের বিস্তৃত ক্ষেত্রে তার প্রয়োগের তীব্রতম ব্যর্থতায় কবিচিত্তের বেদনা। দু একটি কবিতায় কোলরিজ প্রেমের কথা ব্যক্ত করেছেন—প্রেম হৃদয়ের প্রবলতম ও মধুরতম প্রবৃত্তি—হৃদয়ের সার্বিক অনুভূতি চেতনা প্রেমকে অসাধারণ দীপ্যমান করে—

All thoughts, all passions, all delights,
Whatever stirs this mortal frame,
All are but ministers of love,
And feed his sacred flame. (Love)

কোলরিজের সর্বাধিক কৃতিত্ব এই যে তিনি জার্মান রহস্যবাদ, অতীন্দ্রিয়-চেতনাকে ইংরাজী সাহিত্যে আনয়ন করেন। এই দার্শনিকতার ফলে ইংরাজী রোমান্টিক সাহিত্যের বিশ্ববিথারী, বিক্ষিপ্ত ভাবধারা সংহত তীব্র আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে;

কোলরিজ প্রধানত অলৌকিক রসের কবি। লিরিকাল ব্যালাড্স-এর কবিতা সংকলন প্রসঙ্গে তিনি Biographia Literaria-তে মন্তব্য করেছেন যে ওয়ার্ডসওয়ার্থের সঙ্গে কাব্যের দুইটি মূল সূত্র নিয়ে তাঁদের প্রায় আলোচনা হত। প্রথমতঃ, কাব্যের বিষয় হিসাবে অসাধারণ তথা অলৌকিক বিষয়-বস্তুকে গ্রহণ করে তার কাব্য উপস্থাপনাকে বিশ্বাসযোগ্য করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ, দৈনন্দিন জীবনের অতিপরিচিত সাধারণ বিষয়বস্তুকে কাব্যে প্রযুক্ত করে অসাধারণ অনির্বচনীয়ের পর্যায়ে উন্নীত করা। প্রথমটির দায়িত্ব

ছিল কোলরিজের এবং দ্বিতীয়টি ওয়ার্ডসওয়ার্থের। কোলরিজ অলৌকিক, রোমান্টিক, অবিশ্বাস্য বিষয়বস্তুর উপর কল্পনার আলোকসম্পাতে তার মধ্যে মানবিক রসসঞ্চারে তৎপর হন এবং তা ক্ষণিকের জন্য হলেও পাঠকের মনে বিশ্বাসযোগ্য ও প্রশ্নাতীত আবেদনক্ষম। প্রাকৃতজগত বাস্তববোধ্য, অতএব অনুভূতিপরায়ণচিত্তের সম্মুখে অলৌকিক জগতও প্রত্যক্ষ হতে পারে। বাস্তব-জগত কখনও অলৌকিক জগতের মায়াময় দিগন্ত স্পর্শ করে। পরিচিত জগত অপরিচয়ের রহস্যলোকে মিলিয়ে যায়। অসীম রহস্যময় জগতও পঞ্চেন্দ্রিয়ের রূপাধারে ধরা পড়ে, সংবেদনশীল হৃদয়ের সূক্ষ্ম অনুভূতিলোকে তার সহজ সঞ্চরণ। কোলরিজ অদৃশ্য অধরাকে সীমার বন্ধনে আবদ্ধ করলেন—অরূপ হল রূপময়, অদৃশ্য দর্শনীয়। তাঁর কাব্যের বিষয়বস্তুই হচ্ছে রহস্যপ্রবণতা, তাই তাঁর আকর্ষণ অতিপ্রাকৃতের প্রতি; এবং এর ভিত্তি মনস্তত্ত্বসম্মত। তাঁর তিনটি কবিতায় এর আশ্চর্য পরিচয়। অবশ্য 'কুবলা খান'এ অতিপ্রাকৃতের স্পর্শ অপেক্ষাকৃত কম। কিন্তু এর উদ্দাম ভয়াবহ পরিবেশের মধ্যে অতিপ্রাকৃত আপন স্থান করে নিয়েছে। সেই শয়তান প্রেমিকের প্রতি নারীর আসক্তিতে, বিদেহী পূর্বপুরুষদের ভয়াবহ যুদ্ধানুরক্তির আর্তির মধ্যে, এবং অশরীরী সংগীতের মধ্যে—কবি সমস্ত কবিতার মধ্যে এক অপার্থিব লোকের ব্যঞ্জনা ফুটিয়ে তুলেছেন।

কোলরিজের কাব্যে অতি প্রাকৃতের উপস্থাপনা এরূপ যে তা একদিকে বিশ্বাসযোগ্য, অপরদিকে সেই সৃষ্টি মানুষের জীবনভাষ্য। 'দি এনশিয়েণ্ট মেরিনার' এ অতিপ্রাকৃতের উপস্থাপনা সম্পর্কে সমালোচক 'সি, এম, বাওরা মন্তব্য করেছেন যে, কবিতাটিতে এমন কতকগুলি ঘটনার সমাবেশ যারা সহজে বিশ্বাসযোগ্য, আকর্ষণীয় ও জীবন সমালোচনার পটভূমিকায় উদবর্তিত হয়েছে। এই অপরিচয়ের বিস্ময়কে ব্যঞ্জিত করতে কোলরিজ পরিচিত জগতের পরিবেশের বাইরে গেছেন। অসীম সমুদ্রের পটভূমিকাই এখানে গৃহীত। সেখানে দিনগুলি রৌদ্রদগ্ধ, রাতগুলি চন্দ্রতারকাচ্ছাদিত। এখানকার চরিত্রগুলি নিও-প্লেটোনিক আদর্শলোকের—যারা মানুষের পাপপুণ্যের হিসাব-নিকাশে ব্যস্ত। কোলরিজ মনোজগতের একটা বিশাল অনুভূতির স্তরে উপনীত—সেখানে একই সঙ্গে অন্যায় ও অনুতাপ, যন্ত্রণা ও মুক্তি, ঘৃণা ও ক্ষমা, বেদনা ও আনন্দের মত বিপরীত ভাবগুলি যুগপৎ প্রকাশিত। তথাপি প্রেতাচ্ছন্ন

পরিবেশও এখানে সৃষ্ট। 'এনশিয়েন্ট মেরিনার' বাস্তবধর্মী কবিতা। সুনিপুণ বাস্তববর্ণনায় অলৌকিক আবহ রচনা সার্থক। এখানে অসাধারণ ঘটনার প্রত্যক্ষ ও সাধারণ প্রক্ষেপ বাস্তববিস্মৃতি আনয়ন করে। পঞ্জরাস্থি সমুদ্রপোত ও ক্রীড়ারত নারকী জীব, কারাগারান্তরালবৎ সূর্য, চন্দ্রালোকিত সমুদ্র সর্প ও অলৌকিক আলোকরশ্মিবিচ্ছুরণ, মৃত্যু-উত্থিত প্রেতমণ্ডলী সদৃশ নাবিকবৃন্দ প্রভৃতি এক ভয়াবহ প্রেতায়িত জীবনচিত্র ব্যঞ্জিত করে। Christabelএর সমস্ত পটভূমিকা অলৌকিক। কোলরিজ ডাকিনীতন্ত্র পিশাচতন্ত্র থেকে অলৌকিক রসের উপাদান সংগ্রহ করেছেন। যে শয়তানী জেরাল্‌ডাইন-এর দেহকে আশ্রয় করে নিষ্পাপ ক্রিষ্টাবেলের সর্বনাশে উদ্যত সে প্রচলিত রক্তশোষক প্রেতিনীকে স্মরণ করায়। আমরা বুঝি মানুষ তার কাছে কত অসহায়। এটাই গথিকরুচির একমাত্র এবং শেষ উদাহরণ। এখানে অতিপ্রাকৃত শক্তি অন্তর্গূঢ়—আভাসে ইঙ্গিতে তা ব্যঞ্জিত। সূক্ষ্ম নিপুণতায় কোলরিজের অলৌকিকের বাতাবরণ নির্মাণ করেছেন। পটভূমির সুদূরত্ব—মধ্যযুগের রহস্যনিবিড় পরিবেশে কাহিনীর উপস্থাপনা—বক্তব্যকে ছায়াচ্ছন্ন সংকেততির্যক রহস্যমণ্ডিত করেছে। অপরিসীম ব্যঞ্জনাময়তাতেই রহস্য পরিবেশের সৃষ্টি; বাতাসের মধ্যে আমরা শুনি যেন বিপদের সুর Is it the wind that moaneth bleak? অকস্মাৎ কুকুরটি ডেকে ওঠে And what can ail the mastiff-bitch—যেন আসন্ন দুর্বিপাকের ইংগিত বহন করে। ক্রিষ্টাবেল জেরালডিনের সঙ্গে দরজা অভিমুখে যাবার কালে আগুনগুলো অকস্মাৎ প্রজ্বলিত হয় এবং জেরালডিনের চোখ দুটি দেখা যায় যার মধ্য দিয়ে তার শয়তানী মূর্তি আভাসিত। এই আপাত-সাধারণ ঘটনাগুলি প্রকৃতির এক অন্তর্নিহিত গূঢ় রহস্যবোধের পরিচায়ক। কখনও প্রকৃতির মধ্যে রহস্যময় এক অনির্দেশ্য ও অপরিচিত সঙ্কেত আসন্ন দুর্যোগের আতঙ্ক পাণ্ডুর পরিবেশ রচনা করেছে—

There is not wind enough to twirl
The one red leaf the last of its clan,
That dances as often as dance it can,
Hanging so light, and hanging so high
On the topmost twig that looks up at the sky.

জেরালডিনের রহস্যময় ব্যক্তিত্বও অলৌকিক রসসৃজনে অনেকটা সক্ষম।

ক্রিষ্টাবেলের পটভূমিকা মধ্যযুগ—তার জীবনধর্ম রহস্যময়তা ও অতিপ্রাকৃতের সান্নিধ্যে অপরূপ। কবিতাটি, হারফোর্ডের মতে, is a masterpiece in the art of suggesting enchantment by purely natural means The castle, the wood, the mastiff, the tree with its jagged shadows, are drawn with a quivering intensity of touch which conveys the very atmosphere of foreboding and suspense. The real marvel, too, where we come to it—the serpent nature of Geraldine—is of a more searching and subtile weirdness than those of the Mariners, for no prodigies of the external world touch the imagination so nearly as distortions of human personality. কোলরিজের কাব্যে মধ্যযুগ এক রহস্যসুনিবিড় স্বপ্নময় ছায়াচ্ছন্ন রূপলোকের বার্তা আনে. ঐশ্বর্যমণ্ডনের সঙ্গে লাভ করি দুর্বোধ্য নিগূঢ় এক ভাবপরিমণ্ডল। ধূসরম্লান রহস্যনিবিড় পটভূমি, মেঘম্লান আকাশ, পাণ্ডুর চন্দ্রালোক, অন্ধকারাচ্ছন্ন দুর্গপ্রাসাদ, অবাস্তব সৌন্দর্যময়ী নারীরূপিণী প্রেতকন্যা সব কিছু মধ্যযুগের এক আত্মিক রহস্যরূপকে উদ্‌ঘাটিত করে দেয়।

বায়রণ (**George Gordon, Lord Byron** ১৭৮৮—১৮২৪) বায়রণ বিদ্রোহী কবি। তাঁর আত্মস্বরূপ বিদ্রোহে বিক্ষোভে বিদীর্ণ। ফরাসী বিপ্লব প্রভাবিত বিদ্রোহের সুর তাঁর কাব্যের মধ্যে প্রবাহিত হয়ে প্রাচীনতা জীর্ণ সংস্কারকে সমূলে উৎপাটিত করতে প্রয়াসী। এই বিদ্রোহের জ্বালাই বায়রণের কাব্যকে করেছে দীপ্ত প্রচণ্ড ; এবং কবিচেতনার মর্মমূলে দীপ্তিদাহ সঞ্চারী। বায়রণ মুক্তি স্বপ্ন দ্রষ্টা, সমকালীন যুগের বিক্ষোভ বেদনার অন্তরালে অনাগত যুগের উজ্জ্বল চিত্র কবির দৃষ্টি সম্মুখে উদ্ভাসিত এবং মানুষই হবে জয়ী, অনাগত ভাগ্যবিধাতা—the people will conquer in the end. বায়রণ ব্যঙ্গসুনিপুণ। ব্যঙ্গের তীব্রতায় তিনি সমাজ জীবনের বিকৃতিকে আঘাত হেনেছেন, ভণ্ডামীর ছদ্মবেশ হয়েছে উন্মীলিত। তাঁর ব্যঙ্গ মর্মান্তিক—মেঘাতিক্রান্ত বিদ্যুৎরশ্মির মত তা লক্ষিত বস্তুর উপর পড়ে এবং তাকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়। বায়রণ পোপের উত্তরসাধক, কিন্তু পোপের ব্যক্তি আক্রমণ তাঁর কাব্যে অনুপস্থিত। বায়রণের প্রতিভা মূলতঃ

গীতিকবির। বায়রণের অসাধারণ উচ্ছ্বসিত আবেগ গীতিকাব্যের সহস্রধারে উৎসারিত। প্রকৃতিপ্রেম বায়রণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বায়রণের প্রকৃতি রহস্যসুনিবিড় অনুধ্যানময় নয়, এখানে প্রকৃতি রোমান্টিক সৌন্দর্যদিগ্ধ, ঐশ্বর্যবিলসিত। বায়রণের কবিকল্পনা অজস্র উচ্ছ্বসিত হয়েছে প্রকৃতির তীব্র সৌন্দর্য, বর্ণাঢ্য বিলাসকে কেন্দ্র করে। তাঁর কাব্যের নায়কের মত কবি প্রকৃতিকেই আপন স্বরূপকে প্রক্ষেপিত করেছেন—

> Where rose the mountains, there to him were friends ;
> Where rolled the Ocean, thereon was his home ;
> Where a blue sky, and glowing clime, extends,
> He had the passion and the power to roam,
> The desert, forest, cavern, breaker's foam,
> Were unto him companionship ; they spake
> A mutual language, clearer than the tone
> Of his land's tongue, which he would oft forsake
> For Nature's pages glassed by sunbeams on the lake.

বায়রণের English Bards and Scotch Reviewers (১৮০৯) পোপের ঢঙে হিরোয়িক কাপলেটে রচিত ব্যঙ্গ কাব্য। এডিনবারা রিভিয়্যু-তে প্রকাশিত বায়রণের Hours of Idleness কবিতাকে তীব্র সমালোচনার উত্তরে এই মর্মঘাতী বিদ্রূপাত্মক ব্যঙ্গ কবিতা রচিত। এতে কবির আক্রমণ কেবল সম্পাদক জেফ্রিকে নয়, সাদী, স্কট, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কোলরিজ সকল রোমান্টিক কবির প্রতি। কবি ড্রাইডেন পোপ এবং তাঁদের সমর্থক ক্যাম্পবেল ও রোজার্সকে প্রশংসা করেছেন। ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রভৃতিকে আক্রমণ হয়ত অগভীর, কিন্তু তীক্ষ্ণ, চাতুর্যপূর্ণ—

> Who both by precept and example shows
> That prose is verse and verse is prose.

A Vission of Judgement এ আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য কবি সাদী। সাদী বায়রণের Cain নাটকের অত্যন্ত বিরূপ সমালোচনা করেন—অত্যাচারী শক্তি কর্তৃক পৃথিবী শাসন বা কেনের প্রতি সহানুভূতি (যার নিকট বিশ্বরহস্য উন্মোচিত) প্রভৃতির প্রতিবাদ রাজকবি সাদীর করণীয় এবং তিনি বায়রণকে কাব্যের স্যাটানিক স্কুলের প্রধান হিসাবে বর্ণনা করেন। এই আক্রমণ বায়রণকে উত্তেজিত করে এবং তিনি সাদীর আঘাতের ভয়ঙ্কর উত্তর দেন।

সাদী (Southey) তৃতীয় জর্জের স্বর্গারোহণ উপলক্ষ্যে A Vision of Judgment লিখেছিলেন ; বায়রণ এই নামীয় কবিতাকে ও বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করে সম্পূর্ণ ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গীতে কাব্য রচনা করে সমস্ত জিনিষের হাস্যকরতা তীক্ষ্ণ মর্মঘাতী ব্যঙ্গের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। বাক্‌সর্বস্ব নির্বোধ সুবিধাবাদী কবির স্বরূপকে বায়রণ স্পষ্ট করে তুলেছেন—

"He had written Wesley's life :—here turning round
To Satan, "Sir, I'm ready to write yours,
In two octavo volumes, nice bound,
With notes and preface, all that most allures
The pious purchaser ; and there's no ground
For fear, for I can choose my own reviewers :
So let me have the proper documents,
That I may add you to my other saints."

Don Juan (১৮১৯-২৪) ব্যঙ্গাত্মক মহাকাব্য, এতে ডন জুয়ানের প্রণয়-লীলার উদ্দাম বর্ণনা। ডন জুয়ানের রোমান্স এ্যাডভেঞ্চার ও কবির জীবন সমাজ মানুষের প্রতি শাণিত ব্যঙ্গ দুয়ের মিলনেই কাব্য কাহিনী রূপ গড়ে উঠেছে। বায়রণের শ্রেষ্ঠ কাব্য **'Child Harold's Pilgrimage'** স্পেন, ইতালিয় দেশসমূহ পরিভ্রমণের গৌরবময় ফল। প্রথম দুই সর্গে পর্তুগাল, স্পেন প্রভৃতিতে ভ্রমণকারীর অভিজ্ঞতা বর্ণিত। গ্রীসের পতনে কবির তীব্র বেদনার প্রকাশ দ্বিতীয় সর্গের পরিশিষ্টাংশে। ঐতিহাসিক স্থানের সুন্দর বর্ণনা পাই তৃতীয় সর্গে, আল্পস্ প্রভৃতি পর্বতচিত্রও উৎকৃষ্ট চিত্ররূপায়িত। চতুর্থ সর্গ ইতালী ভ্রমণের কথা—ভেনিস, ফ্লোরেন্স প্রভৃতির সৌন্দর্যরূপ ও গৌরবঋদ্ধ ইতিহাসকথা, এবং সমুদ্রকে আহ্বানের ঐশ্বর্যময় রূপ। 'চাইল্ড হ্যারল্ড' ভ্রমণ কাহিনী—বর্ণনার অপরূপ আলেখ্য। নায়ক চাইল্ড হ্যারল্ড তথা বায়রণে এক তীব্র আবেগময় বেদনাহত জগতের সৌন্দর্যবিমুখ যুবকের চিত্র বায়রণের চেতনার অতল স্পর্শে গভীরতা, বা অন্তরনিগূঢ় সত্তার পরিচয় পাই না, তবে তা তীব্র উচ্ছ্বসিত ও আন্তরিক ; যেমন কবির আত্মস্বরূপ বর্ণনা—

But there is that within me which shall tire
Torture and time, and breathe when I expire.

বায়রণ উদ্দামস্বভাব, আবেগচঞ্চল কবি ; চলিষ্ণুতা, গতিশীলতা তাঁর মনের

ধর্ম, তাই প্রকৃতির বিশাল, চঞ্চল, দিগন্তছোঁয়া রূপের প্রতি তাঁর আকর্ষণ। এই কাব্যে সেইজন্য পর্বত, সমুদ্রের উচ্ছ্বসিত রূপ বর্ণনা পাই। কাব্যের শেষাংশের সমুদ্রের আশ্চর্য বর্ণনা 'Roll on ! thou deep and dark blue Ocean—roll !' বায়রণের এই স্বরূপকেই সার্থক প্রকাশ করেছে। 'চাইল্ড হ্যারল্ড' প্রকৃতপক্ষে কবি হৃদয়ের একটি বিক্ষুব্ধ চিত্তের তীর্থযাত্রা। বায়রণের জীবন অশান্ত উদ্দাম, প্রচলিত সামাজিক ও নৈতিক চেতনারুদ্ধ খণ্ডিত অপরিসর জীবনের অচলায়তনের রুদ্ধ দ্বার উন্মোচিত করে বিপুল বিশ্বকে উদার উন্মুক্ততায় গ্রহণ করেছে। চাইল্ড হ্যারল্ড কাব্যে সর্বত্র এই বেদনা তীব্রতা হৃদয়যন্ত্রণার প্রকাশ। এই কাব্যের ৩য় সর্গ এই অনুভূতিকে আরও উদগ্র করে তুলেছে। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে বিবাহের পর কবির সঙ্গে তাঁর পত্নীর (তাঁদের কন্যা Adaর জন্মের অব্যবহিত পরেই) বিচ্ছেদ হয়, ইংলণ্ডের জনসাধারণ বায়রণকে ঘৃণায় বিদ্বেষে পরিত্যাগ করে পত্নীর প্রতি সহানুভূতিময় হয়। বায়রণ চিরতরে ইংলণ্ড থেকে নির্বাসন গ্রহণ করেন। তিনি জেনোয়ায় অবস্থান করেন (১৮১৬) এবং এখানে চাইল্ড হ্যারল্ডের ৩য় সর্গ (ও The Prisoner of Chillon এবং Manfredএর অংশ) রচনা করেন। এই ৩য় সর্গে তার বেদনা যন্ত্রণার প্রকাশ। কবি মানুষের অন্যায় অসত্যের বিরুদ্ধে তীব্র বিদ্রোহী—

I have not loved the world, nor the world me ;
I have not flatter'd its rank breath, nor bow'd,
To its idolatries a patient knee,
Nor coined my cheek to smiles, nor cried aloud. (113)

সংসার তাপপীড়িত মানব যেরূপ তীর্থযাত্রায় শান্তিলাভ করে কবিও তাই করেছেন। প্রকৃতির স্নিগ্ধশান্তি মাধুর্য, রাইন নদীর অশান্ত জলোচ্ছ্বাস, ক্ল্যারেন্স প্রভৃতি গ্রামাঞ্চলের লাবণ্যময় সৌন্দর্য, আল্পসের স্তব্ধ উদাত্ত মহিমা কবিচিত্তকে প্রসন্ন মধুর করেছে। তাঁর আত্মা এখন আছে—

With the sky, the peak, the hearing plain
Of ocean, or the stars, mingle, and not in vain. (72)

কবি পর্বতশ্রেণীর মধ্যে পরম প্রশান্তি পবিত্রতাকে দর্শন করেছেন। তিনি অন্যত্র বলেছেন—It is to be recollected that the most beautiful

and impressive doctrines of the divine founder of Christianity were delivered, not in the Temple, but on the mount.

কবির বিক্ষুব্ধ চিত্ত ফরাসী বিপ্লবের ঋত্বিক রুশোকে বন্দনা জানিয়েছে। কারণ রুশোই অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে মানুষকে শুদ্ধ মুক্ত সৎ সত্তাকে স্থিত করেছেন, ফরাসী বিপ্লবের অগ্নিজ্বালাকে বরণ করেছে কারণ তার দহনজ্বালায় অন্যায় অপরাধ বিচ্যুত জীবন সুন্দর পবিত্র। কাব্যের শেষাংশে পূর্ণতাপ্রাপ্ত তীর্থযাত্রীর মত কবি শান্ত কোমল। কন্যার প্রতি মমতায় তিনি ব্যাকুল, স্নেহ ভালবাসার জন্য তাঁর চিত্ত তৃষিত কাতর (with a sigh I deem thou might'st have been to me)। পৃথিবীর সমস্ত আঘাত-বেদনাকে তিনি রূঢ়তায় প্রত্যাঘাত করেন নি, তার অন্তরস্থিত শান্তি মহিমাকে গ্রহণ করেছেন—

I have not loved the world, nor the world me
But let us part fair foes ; I do believe,
Though I have found them not, that there may be
Words which are things, hopes which will not deceive,
And virtues which are merciful, nor weave
Snares for the failing ; I would also deem
O'er others' griefs that some sincerely grieve ;
That two, or one, are almost what they seem,
That goodness is no name, and happiness no dream.
(111, 114)

বায়রণের গীতিকবিতাগুলিও হৃদয়ের নিবিড়তম স্পর্শে সহজ শিল্প রূপায়ণে অপরূপ লাবণ্যমণ্ডিত—

'So we'll go no more a-roving
So late into the night
Though the heart be still as loving
And the moon be still as bright.'

শেলী (Percy Bysshe Shelley ১৭৯২—১৮২২ **)**—প্রেম ও সৌন্দর্য সম্পর্কে শেলীর দৃষ্টিকোণ প্লেটো প্রভাবিত। প্লেটোর মতে মানবজীবনে প্রেমের সর্বগ্রাসী প্রভাব, কারণ স্বর্গীয় পরিবেশে মানুষ প্রেম দ্বারা আবিষ্ট ছিল এবং সৌন্দর্য সাধনার মধ্যেই প্রেমের বিকাশ। শেলীর **Hymn to Intellectual Beauty**তে এই ধারণাই রূপময়। কিন্তু এই সৌন্দর্য-

চেতনা নির্বস্তুক, ব্যক্তিত্বতীব্র অপেক্ষা মননদিগ্ধ। পরবর্তী কালেও তিনি সৌন্দর্যকে ভাবমূর্তি রূপেই উপলব্ধি করেছেন—বাস্তব নারীর মধ্যে আদর্শ সৌন্দর্যের চেতনাকে আরোপ করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে ভাবলোকে প্রয়াণ করেছেন। বাস্তবলোক ও আদর্শলোকের দুই কোটিতে তিনি আন্দোলিত। একদিকে সুখদুঃখ বিরহ মিলনপূর্ণ প্রত্যক্ষ জীবনাকর্ষণ, অপরদিকে নিরুদ্দেশ সৌন্দর্যলোকাভিসার—সুন্দরই তাঁর কাব্যে সীমার সঙ্গে অসীমের মিলন স্থাপিত করেছে। অসম্পূর্ণ 'রিয়াল' ও পরিপূর্ণ 'আইডিয়াল'এর ঐশ্বর্যমণ্ডিত সমন্বয় তাঁর কাব্য।

(শেলী হলেন সর্বোপরি মানবতাবাদী। তাঁর প্রকৃতির অন্তর্নিহিত ধর্ম প্রেম। মানবপ্রেম ও বন্ধনমুক্ত মানবজীবনের জয় ঘোষণাই তাঁর কাব্যের প্রধান সুর এবং এই কারণেই মানবাত্মার পরিপূর্ণ বিকাশের বাধাস্বরূপ সর্বপ্রকার নির্যাতন ও বন্ধনের প্রতি তীব্র বিরাগ। তাঁর মধ্যে দুটি বৈশিষ্ট্য বিশেষ উল্লেখ্য :—তাঁর তীব্র স্বাধীনতাপ্রিয়তা, এই স্বাধীনতাবোধ কিছুটা অবাস্তব আদর্শলোকের, প্রাচীন গ্রীক গণতন্ত্রের কাঠামোয় গড়া কবিকল্পনা ; এবং সর্বপ্রকার অভেদকে সানন্দে বরণ করার প্রবণতা। শেলীর এই মানবতাবাদ, স্বাধীনতাপ্রিয়তা এবং সকল প্রকার বন্ধন ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণাই তাঁকে প্রচলিত রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্থানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে প্রণোদিত করেছে। ফরাসী বিপ্লবের অসহিষ্ণু আপোষ-বিরোধ দীর্ঘদিনের অবরোধ মুহূর্তে চূর্ণ করে নবজীবনের যাত্রা সুগম করার আদর্শ শেলীর কাছে অন্যতম প্রেরণাস্বরূপ। শেলী ভবিষ্যৎবক্তা এক স্বপ্নজগতের মহৎ দ্রষ্টা। বর্তমান পৃথিবী দুর্যোগময় দুঃখ-বেদনা পীড়িত ; কিন্তু বর্তমানের ঝঞ্ঝাবিক্ষোভের অতিক্রান্তে এক সৌন্দর্যস্বপ্নের ইন্দ্রধনু জগৎ বারংবার তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁর বিশ্বাস ধ্বংসের মাধ্যমেই পৃথিবীর নবজাগরণের সূত্রপাত,—পবিত্রতা, শান্তি, আনন্দ, প্রেম, সামঞ্জস্য ও স্বাধীনতার এক স্বর্ণযুগের সম্ভাবনা।) তাই তিনি ঘোষণা করেছেন—

> **Tyrants and slaves are like shadows of might**
> **In the van of morning light.**

শেলীর বড় কাব্যগুলির মধ্যে ভবিষ্যৎ স্বর্ণযুগের আশা, মানবাত্মার

পুনর্জাগরণের স্বপ্ন ব্যক্ত হয়েছে। 'Queen Mab'এ (১৮১৩) কবি অনুভব করেছেন যে, প্রকৃতির পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই মানুষের ভবিষ্যতের নবযুগের সূত্রপাত। পরীরাণী Mab কুমারী Ianthe‌কে দেখাচ্ছেন যে, মানুষের আঘাত-যন্ত্রণার কারণ মানুষেরই কার্যাবলী—বিবাহ বাণিজ্য ধর্ম। এবং শেষ পর্যন্ত বিশ্ব নবরূপে উদ্ভাসিত হবে, প্রেম হবে জয়ী। মানব আত্মাকে কবি চিরন্তন যুদ্ধের জন্য আহ্বান জানিয়েছেন এবং এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে—

Springs awakening breath will woo the earth
To feed with kindliest dews its favourite flower,
That blooms in mossy banks and darksome glens,
Lighting the green wood with its sunny smile.

পরবর্তী কবিতা Alastor or The Spirit of Solitude (১৮১৬)এ বিদ্রোহ বিপ্লবের পরিবর্তে নিঃসঙ্গ নিষ্পাপ তরুণ হৃদয়ের সৌন্দর্য ও প্রেমের চিরায়ত অন্বেষণ, আত্মরতিবশতঃ শেলী আপনাকে এ্যালাষ্টার চরিত্রে প্রতিফলিত দেখেছেন, পরবর্তী কবিতাসমূহও এইভাবে কবিচিত্তের একান্ত প্রকাশ। The Revolt of Islam (১৮১৭) স্পেন্সারিনায় ঢঙে রচিত রাজনৈতিক রূপক—নেপোলিয়ান যুদ্ধেব পরে শাসকশ্রেণীর নির্দয় অত্যাচারে সাধারণ মানুষের বেদনা-যন্ত্রণায় কবিচিত্ত ব্যথিত। নায়িকা Cythna Laonএর সহযোগিতায় জনবিদ্রোহ বিপ্লবে সচেষ্ট। যদিও শেষ পর্যন্ত নায়ক ও নায়িকা তাদের উদ্দেশ্যে ব্যর্থকাম, যদিও স্বপ্নজগৎ আগত হয়নি, তবুও এই বিশ্বাস যে জ্ঞান, ধর্ম ও জীবত্বের সংগ্রামের মধ্য দিয়েই যুগান্তের সূচনা হবেই। Hellas কাব্যের শেষে ভবিষ্যৎ স্বর্ণযুগের নূতন প্রভাত উদয়ের আগমনবার্তা ঘোষিত হয়েছে—

The world's great age bring anew,
The golden years return.

শেলী প্রথম শ্রেণীর শিল্পী। শেলীর কাব্যে বাক্‌প্রতিমার ব্যবহার বহুল। মাঝে মাঝে তিনি সহজ সরল জ্যামিতিক বর্ণনার সাহায্যে চিত্রকল্প সৃষ্টি করেছেন, যেমন—

Beneath is spread like a green sea
The waveless plain of Lombardy,
Bounded by the vaporous air,
Islanded by cities fair.

দৃশ্যপট অঙ্কনে শেলী টার্ণার পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। এ পদ্ধতি অনুসারে আলো ও রঙের সমারোহই প্রধান—ছায়া সেখানে পরিত্যক্ত। আলো বাতাস মেঘ জল ফুল সমুদ্র ইত্যাদি উজ্জ্বল চিত্রগুলিই তাঁর কাব্যে বহুল ব্যবহৃত। মাঝে মাঝে তিনি এমন দৃশ্যপট অঙ্কন করেছেন যা একান্তভাবে ভাবমূর্তি। প্রকৃতির বাস্তবসত্তার সঙ্গে তা সম্পর্করহিত। শেলীর চিত্রকল্পগুলি অনেক সময় উদ্দাম ও বৃহৎ পটভূমিকায় পরিবেশিত। যেমন—

'Thou on whose stream, mid the steep sky's commotion
Loose clouds like earth's decaying leaves are shed,
Shook from the tangled boughs of Heaven and Ocean...'

ছন্দশিল্পী শেলী ইংরাজী সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট স্থানাধিকারী। রোমাণ্টিক কবিদের ভিতর একমাত্র শেলীর মুক্তবন্ধ ছন্দই মৌলিকতার পরিচায়ক এবং তা গদ্য স্বভাবযুক্ত। অন্যান্য কবিদের মুক্তবন্ধ ছন্দ অপেক্ষা তাঁর ছন্দ অনেক গীতি স্বভাবযুক্ত। 'Terza Rima' নামক সর্বাপেক্ষা কঠিন ছন্দ ব্যবহারে একমাত্র শেলীই কৃতকার্য। 'West Wind'এ এই ছন্দ সার্থক প্রযুক্ত। এখানে চরণগুলি জটিল অথচ দ্রুতলয়ে প্রবহমান—যাতে ঝড়ের গতিও হয়েছে উদাত্ত। এ যেন অর্কেষ্ট্রার মিশ্রতান। শেলীর অধিকাংশ কবিতা অনুপ্রেরণার আবেগময় মুহূর্তে রচিত, তাই রূপকর্মের বিশুদ্ধি সর্বত্র রক্ষিত নয়। অনুপ্রেরণার মুহূর্তে তিনি যে সব ভাবাবেগ দ্বারা বিচলিত, তাদের সবগুলিই বিনা নির্বাচনে সংগ্রথিত করার দিকেই তাঁর ঝোঁক। এর ফলে বিচিত্র রকমের পরস্পর বিচ্ছিন্ন উপমা-রূপকের সমাবেশে তাঁর কাব্য অনেক ক্ষেত্রে অস্পষ্ট ও তরল। অবশ্য যখন তিনি পরিণত ও সচেতন তখন রূপাঙ্গিকের এই দোষ থেকে তিনি মুক্ত। বাণী সৌকুমার্যে ও চিত্রকল্পে বর্ণাঢ্য ঐশ্বর্যে শেলীর কবিতা যথার্থই ইন্দ্রধনু বর্ণবিলসিত।

শেলীর নভোচারী কবিমানসের গীতল উচ্ছ্বাসের মধ্যেই চরম আকূতির অনুভব। আত্মার গভীরে এক তীব্র উন্মাদনা তিনি অনুভব করেছেন—তাঁর কবিতা অন্তরঙ্গ প্রাণাবেগে উচ্ছল। তাই তিনি ইংরাজী সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গীতিকবি। তাঁর গীতিকবিতায় কবি চেতনার অন্তর্গূঢ় বাণী, আত্মপ্রকাশের সুতীব্র বেদনা ফুটে উঠেছে। To a Skylark কবিতায় বাস্তবজগতের উর্ধ্বচারী এক প্রেমময় আনন্দলোকে কবিমানসের অবাধ

সঞ্চরণ। এই স্কাইলার্ক পাখী (কবির মত) এক বিদেহী আনন্দময় সত্তা। অস্ত-রবির স্বর্ণালি রশ্মি আভায় সমুজ্জ্বল মেঘমণ্ডলে তার সহজ চংক্রমন এবং মেঘান্তরালস্থিত চন্দ্ররশ্মির মত স্কাইলার্কের সঙ্গীত অপরূপ স্বপ্ননিবিড়। সে এক অপার্থিব সৌন্দর্যের প্রতীক ধূলিসমাচ্ছন্ন বাস্তব জগতের উর্ধ্বে। শেলী আদর্শবাদী, তাই বাস্তব জগতে তিনি তৃপ্ত নন, স্বপ্নময় আনন্দ সুনিবিড় কল্পলোকের কামনায় কবিচিত্ত ব্যাকুল। স্কাইলার্কের অক্লান্ত পক্ষবিধূনন ও স্বর্গীয় সঙ্গীতোচ্ছ্বাস কবির আদর্শ প্রেম ও আদর্শ সৌন্দর্য-কামনার প্রতীকী রূপ। 'Ode to a West Wind' কবিতার বিষয়বস্তু গুরুগম্ভীর, এর গতি উদ্দাম। কিন্তু কবিতাটির মধ্যে কবির ব্যক্তিগত অনুভূতি, তীব্র আবেগ ও স্পষ্ট আত্ম-প্রতিবিম্বন—ওডের নৈর্ব্যক্তিকতা এতে অনুপস্থিত—তাই এটি সার্থক গীতিকবিতা। পশ্চিমাঝড় একটি বিধ্বংসী শক্তিস্বরূপ। পৃথিবীতে এই ঝড় পত্রপুটকে ধ্বংস করে এবং বীজ বপন করে, আকাশে এই ঝড় মেঘের বজ্র-বিদ্যুৎ সৃষ্টি করে এবং সমুদ্রে প্রচণ্ড তীব্রতায় আপনার পথ করে নেয়। কিন্তু এই ঝড় প্রেরণাদাতা। ঝড়ের প্রচণ্ড উদ্দামের সঙ্গে কবি নিজেকে একীভূত দেখতে চেয়েছেন। সেই সংগে কবির মানস যন্ত্রণাও উদ্‌ঘাটিত—

'I fall upon the thorns of life! I bleed!
A heavy weight of hours has chained and bowed ....'

অবশেষে কবি এই ঝড়ের দৃষ্টান্তে ভবিষ্যৎ স্বর্ণযুগের ইঙ্গিত ছবি দেখেছেন—

If winter comes can spring be far behind?

গীতিধর্মিতা ব্যতিরেকে কবির বৈপ্লবিক কবিমানস ও আদর্শবাদী জীবন-দর্শন পরিস্ফুট।

Adonais (১৮২১) শোকগাথা—কীট্‌সের মৃত্যু উপলক্ষ্যে রচিত। শেলীর সুতীব্র আবেগ গভীর বেদনা কাব্যে প্রকাশিত। যদিও এই বেদনা নিছক ব্যক্তিহৃদয়ের নয়। ব্যক্তিগতভাবে শেলী কীট্‌সের সঙ্গে গভীর ব্যক্তিগত পরিচিত নন; কীটসের কাব্য, হাইপেরিয়ণ ব্যতীত, তাঁর মতে অত্যুচ্চ মানের নয়; শেলীর সমাজবোধ সংস্কার প্রভৃতি আদর্শের সঙ্গে কীট্‌স অপরিচিত। কিন্তু শেলীর বেদনা অন্তরযন্ত্রণার পরিচয় কাব্যে প্রকাশিত। মৃত্যুর আঘাত শেলীর চিত্তবীণার তারে বিচিত্র ঝঙ্কার তোলে। শেলী

একজন কবির মৃত্যুতে ব্যথিত যিনি অন্ততঃ একটি রচনার জন্য শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। যে পত্রিকা কীট্সকে আঘাত করেছে শেলীর মতে তা অত্যাচারীদের মুখপত্র, টোরী(Tory)দের দলপত্র। যে রোগে কীট্সের মৃত্যু, শেলী তারই আক্রমণে মৃত্যু আশংকায় ত্রস্ত। প্রকৃতপক্ষে Shelley as a poet mourned for the poet; Shelley the passionate lover of freedom sprang to the defence of one trodden down by tyranny. অবশ্য এই শোক নিছক এক ব্যক্তির শোক নয়, একজন কবি হিসাবে কবির প্রতি শোক, অত্যাচারীর বিরুদ্ধে একজন স্বাধীনতা-কামীর শোক।

'এডনাইস' প্রকৃতপক্ষে শেলীর রোমান্টিক মর্মপ্রকাশ, কেবল শোকগাথা নয় আত্মবিলাপ ও জীবনদর্শন। শেলীর কবিসত্তা পীড়িত আহত হয়েছে। আহতচিত্তের বিলাপে, শেলীর রোমান্টিক স্বরূপ প্রকাশিত হয়েছে স্বাধীনতার সপক্ষে, অত্যাচার আঘাতের প্রচণ্ড বিরোধিতায়; শেলীর রোমান্টিক বেদনা চূড়ান্ত প্রকাশিত আত্মরূপ ও স্বরূপের বর্ণনায়। কবি কীট্সের জন্য দুঃখাহত, কিন্তু বিষয় বোধকরি কীট্সকে অতিক্রম করে শেলী স্বয়ং। মৃতের প্রসঙ্গে কবি আত্মস্বরূপে জীবনযন্ত্রণার তিক্ততম বোধকে সার্বিক করে তুলেছেন—এই বর্ণনায় শেলীর বেদনাতুর যন্ত্রণাকাতর দেহ রূপের পরিচয়—

Midst others of less note, come one frail Form,
A phantom among men ; companionless
As the last cloud of an expiring storm
Whose thunder is its knell ; he as I guess.
Had gazed on Nature's naked loveliness,
Actaeon-like, and now he fled astray
With feeble steps o'er the worlds wilderness.
And his own thoughts along that rugged way
Pursued like raging hounds their father and their pray. (31)

মিল্টনের 'লিসিডাস' এর সঙ্গে 'এডনাইসের' মিল আছে এবং তা বোধকরি আকস্মিক নয়। মৃতের জন্য শোকজ্ঞাপন দিয়ে কাব্যের সূত্রপাত, জীবিত ব্যক্তিদের সম্বন্ধে কঠোর মন্তব্য এবং শেষ পর্যন্ত সুমহান আদর্শের মধ্য দিয়ে কাব্যের পরিসমাপ্তি উভয় ক্ষেত্রেই দেখা যায়। এ ছাড়া গ্রীক শোকগাথা (বায়রণ ও মস্কাসের) সঙ্গে এর ঐক্য খুঁজে পাওয়া যায়। যদিও কাব্যের

মূল সুর শেলীর নিজস্ব। এই শোকগাথাটিতে ভাবের তিনটি অভিব্যক্তি লক্ষ্য করি—(১) কীট্‌সের মৃত্যুতে গভীর ক্ষতিবোধ; এই তরুণ কবি তাঁর উজ্জ্বল ভবিষ্যতকে স্তম্ভিত করে অকালমৃত্যু বরণ করেন। এই অংশের মধ্যে কবির একটি গভীর শোক ও নিঃসঙ্গতার ভাব আভাসিত। (২) ইউরিনার শোকপ্রকাশে, পাহাড়ী মেষপালকদের বেদনায় এবং এডনাইসের প্রাণহন্তার নিষ্ঠুর ক্রিয়ার তীব্র আক্রমণের মধ্যে পৌরাণিক ও প্রতীকি পরিবেশ সৃষ্টি করে কাব্যের দ্বিতীয় অংশটি রচিত। (৩) তৃতীয় অংশে শোকপ্রকাশকে একপেশে ও অজ্ঞাতপ্রসূত বলে ঘোষণা করে মনো-জগতে কীট্‌সের অমরত্বের কথা ব্যক্ত করেছেন। কাব্যটি এইভাবে বেদনা দিয়ে সূত্রপাত, প্রশান্তি দিয়ে সমাপ্ত। প্রথম সপ্তত্রিংশৎ স্তবকে কবির বেদনা ও অন্যায় অপরাধের বিরুদ্ধে ক্রোধ, পরবর্তী অংশে আনন্দ প্রশান্তি। Such is the evolution of this Elegy, from mourning to rapture: from a purblind consideration of deathly phenomena to the illumination of the individual spirit which contemplates the eternity of spirit as the universal substance. এইভাবে কবিতাটি সুসৃষ্ট সঙ্গীতরূপের মত সিম্‌ফনি বা স্বরসমন্বয়ের সৃষ্টি করেছে, বেদনা ও ঘৃণার সমান্তরাল প্রবাহ যেন প্রশান্তির সমুদ্রে মিলিত, It is the music of Beethoven made articulate.

এই চূড়ান্ত ভাব প্রকাশে শেলী প্লেটোর অনুগামী। তাঁর বিশ্বাস এই যে কেবল এক বিশ্বসত্তা (Universal Mind) বিরাজিত যা বিশ্বে চেতনার সঞ্চার করে। বিশ্বের তাবৎ বস্তু এই চেতনসত্তার প্রকাশ, মরণসীমায় ক্লিষ্ট ব্যক্তিসত্তাও। মৃত্যু জাগতিক জড়বন্ধন উন্মোচিত করে ব্যক্তির সঙ্গে বিশ্বের মিলন ঘটায়। সমুদ্রে নদীপ্রবাহের মিলনের মত কীট্‌স অনন্ত বিশ্বসত্তার সঙ্গে একাত্ম। এডনাইস তাই শোকাতিক্রান্ত জীবনবেদ। পরম একের মধ্যে কীট্‌সের আত্মা বিলীন। এই পরম এক ঈশ্বরের নামান্তর—জীবন ও শান্তির উৎসস্বরূপ অসীম রহস্যময় সত্তা।

> Peace, peace he is not dead, he doth not sleep
> He hath awakened from the dream of life. (39)

জীবনের পরপারে সত্য নিহিত, মৃত্যুর পর আমরা সেই সত্যলোকে উপনীত হই।

'He is made one with nature ; there is heard
His voice in all her music, from the moan
Of thunder to the song of night's sweet bird.
He is a presence to be fel t and known
In darkness and in light, from herb and stone...' (42)

এই চেতনা স্পষ্টতই সর্বানুভূতির (**pantheistic**) চেতনা—বিশ্বব্যাপী যে অদ্বৈত সত্তা ব্যাপ্ত—এডনাইসের ব্যক্তিসত্তা তার মধ্যে লীন।

Prometheus Unbound (১৮১৯) : ফরাসী বিপ্লবের প্রেরণায় কবি কল্পনার অপরূপ অভাবনীয় বিকাশ—প্রোমেথিউস আনবাউণ্ড কবিতায় সেই জ্যোতির্বিমণ্ডিত রূপ। শেলী আঙ্গিক হিসাবে কাব্যনাট্য রূপরীতি গ্রহণ করেছেন এই কাব্যে। বর্তমান বিশ্বের বিকৃত অবস্থা, তার আকস্মিক দ্যুতিময় পরিবর্তন এবং পরিবর্তিত আনন্দনিবিড় গৌরবোজ্জল পৃথিবীর জয়গানই শেলীর কাব্যের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধন নিমিত্ত তিনি ঈস্কিলাসের প্রোমেথিউস বাউণ্ডের বক্তব্যকে গ্রহণ করেন কিন্তু তার ভাবদ্যোতক পরিবর্তন সঙ্ঘটন করেন। ঈস্কিলাসের নাটকে শেষ পর্যন্ত অত্যাচারী জিউস ও মানবতার প্রমূর্তি প্রোমেথিউস এর মধ্যে আপোষ মিলন হয়। কিন্তু এই মিলনের তীব্র বিরোধী শেলী—মানবতার অপমানের প্রতিশোধ সামঞ্জস্যে নয় বিদ্রোহে, অত্যাচারীর আমূল উৎপাটনে। তাই বিদ্রোহী কবি শেলীর কণ্ঠে বিপ্লবের সুর, চোখে ভবিষ্যৎ মানবের উজ্জ্বল জ্যোতির্ময় রূপচ্ছবি। তাই জোভের পতনের পর প্রোমেথিউস মুক্তি পায়, প্রণয়দেবী এশিয়ার সঙ্গে হল তার মিলন ; পৃথিবীতে দুঃখবেদনাহীন স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হল সেখানে 'মধুবাতা ঋতায়তে, মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ মাধ্বীর্ণ সন্তোষধিঃ'। পৃথিবীতে ভালবাসার রাজ্য প্রতিষ্ঠিত, সেখানে 'সিংহাসন, পূজাবেদী, বিচারাসন কারাগার' অতীতের কথা, কেবল মানুষ থাকবে—

Sceptreless, free uncircumscribed, but man
Equal unclassed, tribeless and nationless,
Exempt from awe, worship, degree the king
Over himself ; just gentle wise but man (iii, iv)

পৃথিবী জ্যোতির্ময়ী মূর্তিতে অপরূপ প্রকাশিত—একটা গভীর অধ্যাত্ম

প্রত্যয়, স্বপ্নকল্পনার আবির্ভাব। চন্দ্রের স্নিগ্ধতা, সূর্যের জ্যোতি পৃথিবীতে এসেছে, পৃথিবীতে কেবল স্বপ্নকল্পনা, স্বর্গীয় সুধা। মানুষের ভাষা সুর মূর্চ্ছনায় পর্যবসিত, মুক্ত মানবতা গান গেয়ে উঠছে—একই সঙ্গীতধ্বনি গ্রহে গ্রহান্তরে নক্ষত্রে নক্ষত্রান্তরে অনুরণিত হচ্ছে।

Music is in the sea and air,
Winged clouds soar here and there,
Dark with the rain new buds are dreaming of
'Tis love, all love.

নবপৃথিবী বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক জ্যোতির্ময়। প্রযুক্তি বিচারেও প্রোমেথিউস আনবাউণ্ড অসাধারণ শিল্পসুষম। এখানে কবির বাণীবিলাস অপরূপ; কথনও গীতিকবিতার সুতীব্র উচ্ছ্বাস। অমিত্রাক্ষর ছন্দ মসৃণ, মঞ্জুল ও ভাব-গভীর—জীবনের গভীরতম সত্যোপলব্ধির ধারক এই ছন্দরূপ। সঙ্গীতগুলি ভাবদ্যোতক অনুপম সৌন্দর্যময়। কবিতার চিত্রকল্প ইন্দ্রধনুর বর্ণবিলাসে সমুজ্জ্বল। জ্যোতির্ময় কবিসত্তার কিরণ সম্পাতে প্রোমেথিউস আনবাউণ্ড অপরূপ সমুদ্ভাসিত।

কীট্‌স (**John Keats** ১৭৯৫—১৮২১)—রোমান্টিকতার ইতিহাসে কীট্‌স সৌন্দর্যতন্ময়তার, ভাবনিবিড়তার ও বর্ণবৈচিত্র্যের সুষমাময় রূপ-শিল্পী। তিনি বিশুদ্ধ রোমান্টিক রসের কবি, এই সৌন্দর্যচেতনা বস্তুবিবিক্ত, অখণ্ড চিরন্তন। কীট্‌স মরমী কবি, সুন্দরের উপাসক। তিনি 'বিউটি মিস্টিক' —বিশ্বসৌন্দর্য ও রহস্যের সুতীব্র অনুভূতি কবিচিত্তে নিত্য দীপ্যমান; বিচ্ছিন্ন বিস্তৃত সৌন্দর্যের অন্তসত্তার নিগূঢ় পরিপূর্ণ উপলব্ধি। বিশ্বঅন্তর বিরাজিনী সৌন্দর্যলক্ষ্মীর ললাটস্থ জ্যোতির্ময় দীপ্তি বিচ্ছুরণে সমগ্র বিশ্ব নবরূপে সৌন্দর্যে ঐশ্বর্যে অপরূপ উদ্ভাসিত—সকল সৌন্দর্যের প্রতীক সেই অনন্ত সৌন্দর্যই সূক্ষ্ম মানস প্রেরণা ও ভাবানুভূতিতে কীট্‌সের রসকল্পনার শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি রূপে কাব্যরূপে অপরূপ শিল্পিত। কীট্‌সের কাছে এই সুন্দর মঙ্গলস্পর্শ বিবর্জিত নয়। মানবতাবাদী কবি সুন্দরের প্রেরণায় জীবনকে উন্নত মহান করতে চান—তাঁর আত্মজীবন সুন্দরেরই ভাবালেখ্য। এই সৌন্দর্য হল সত্য—যা চিরন্তন, যা অনন্ত। বিশুদ্ধ সৌন্দর্যসাধক কীট্‌সের কাছে সত্য, মঙ্গল সুন্দর এক অখণ্ড প্রগাঢ় পরিপূর্ণ দার্শনিক উপলব্ধি। রবীন্দ্রনাথ

বলেছেন—'শুভ্রবসনা কমলালয়া দেবী সরস্বতী একাধারে 'Truth' এবং 'Beauty' মূর্তিমতী। উপনিষদও বলিতেছেন—'আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি', যাহা কিছু প্রকাশ পাইতেছে, তাহাই তাঁহার আনন্দরূপ, তাঁহার অমৃতরূপ। আমাদের পদতলের ধূলি হইতে আকাশের নক্ষত্র পর্যন্ত সমস্তই truth এবং beauty, 'সমস্তই আনন্দরূপমমৃতম্'।

মধ্যযুগ যেন ইন্দ্রধনুর অপরূপ বর্ণবিলাসে কবি কীট্সের চিত্তে প্রতিভাত। অতীতের ভিতর আছে একটি রহস্যময় আবরণ, একটি অস্পষ্ট কুহেলিকাময় সৌন্দর্যের জগৎ। ক্লেদস্পর্শ বাস্তব জীবন মুক্তি পায় অতীতের স্বপ্নদিনের মধ্যে। অসংখ্য কবিতায়, ওডে, The Eve of St. Agnes প্রভৃতি কাব্যে মধ্যযুগের সুখস্বপ্নে কবির কামনা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে, বিস্ময়মণ্ডিত মৃদু সৌরভের মত কবিমনে একটা গভীর ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছে, কবির মন বিহঙ্গের মত পাখা মেলেছে অতীতের সৌন্দর্য সুরভিত উদার আকাশে। কীট্সের কাব্যে মধ্যযুগের স্বপ্নজীবনের ঐশ্বর্যমণ্ডিত প্রণয়ের নয়নমনবিমোহী বর্ণচ্ছটা, জীবনকামনার উজ্জ্বল রূপ বারংবার প্রকাশিত।

কীট্সের Odeগুলি সম্বন্ধে সুইণবার্ণ বলেছেন, Greater lyrical poetry the world may have seen than any that in these; lovelier it surely has never seen, nor ever can it possibly see. কীট্সের শতবর্ণরঞ্জিত কাব্যানুভূতি এই ওডগুলি অবলম্বন করে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। লাবণ্যঘেরা নির্ঝরিণী, মিলনাকুল পুষ্পসুরভিত রূপকথার রঙে নিবিড় বনতল, নিঃশব্দ শান্ত জনপদ, ঐশ্বর্যমণ্ডিত মধুর প্রণয়চিত্র প্রভৃতি নিছক বর্ণনীয় বিষয় নয়, কবিচিত্তের রূপমুগ্ধতায় সৌন্দর্যনিবিড় নিদর্শন। কীট্সের হেলেনিজ্ম ওডগুলিতে সার্থক প্রস্ফুটিত। কবির প্রীতি সুআঙ্গিক, অখণ্ড সমগ্র ভাস্কর্যরূপের প্রতি। তাঁর জীবন অনুধ্যান ছিল নিত্য ও প্রত্যক্ষ, নিছক ভাবসঞ্চারী নয়। প্রাকৃতিক বস্তুতে মানবধর্মের আরোপ গ্রীকশিল্পীর অন্যতম সৃষ্টিধর্ম এবং কীট্সের Ode to Autumn প্রভৃতি কবিতা এই বৈশিষ্ট্য নিয়ে অসাধারণ। গ্রীক পুরাণতত্ত্বের উপর কীট্সের আকর্ষণ সুনিবিড়—গ্রীক জীবনের কাহিনী, লেম্প্রিয়ারের নীরস আখ্যান বর্ণনা তাঁর কল্পনাকে বারংবার উত্তেজিত করেছে। গ্রীক সাহিত্য পাঠ ও ব্রিটিশ যাদুঘরে রক্ষিত গ্রীক ভাস্কর্য শিল্পদর্শন অনুধ্যানে এই বোধ হয়েছে আরও

নিবিড় প্রত্যক্ষ। 'Ode on a Grecian Urn', 'Hyperion' প্রভৃতিতে এর উজ্জ্বল প্রকাশ। গ্রীকদের মত কবিচিত্তে মানবিক বোধ প্রবল। কবির সৌন্দর্য প্রেমও মানবপ্রেমের সঙ্গে সন্নিবদ্ধ। কতকগুলি ওডে প্রকৃতি রূপবৈচিত্র্যের চিত্রলালিত্যের অনুপম ব্যঞ্জনাগর্ভ পরিচয়। সমালোচক সেলিনকোর্ট যথার্থই বলেছেন—In the Odes Keats has no master; and their indefinable beauty is so direct and so distinctive an effuence of his soul that he has no disciple.

Ode to Psycheই কীট্‌সের ওডগুলির ভিতর আঙ্গিকের বিচারে সুসমঞ্জস ও সূক্ষ্মতর কলানিপুণ। এতে কীট্‌সের ক্লাসিক অনুভূতিস্নিগ্ধ সুষমায় ঝরে পড়েছে। প্রথমে দুই স্তবকে পুষ্পসুরভিত, তৃণসমাচ্ছন্ন ইন্দ্রিয়াতুর সুরম্য বনতলে অবস্থিত সাইকি ও কিউপিডের প্রেমব্যাকুল মুহূর্তকে ঘিরে কীট্‌সের সূক্ষ্মতর প্রকৃতিচেতনা এক অনির্দেশ্য ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছে—

In deepest grass, beneath the whispering roof
Of leaves and trembled blossoms, where there ran
A brooklet, scarce espied,
Mild hushed, cool rooted flowers, fragrant eyed,
Blue, silver-white, and budded Tyrian.
They lay calm-breathing on the bedded grass.

Ode to a Nightingale কীট্‌সের কবিতার ভিতর সুন্দরতম ও মধুরতম। কীট্‌স শেলীকে বলেছিলেন, Curb your imagination and load every rift with ore. কীট্‌সের এই কবিতায় ঐশ্বর্যের এত ছড়াছড়ি—শব্দ ভাষার ব্যঞ্জনা, নিবিড় ভাবদ্যোতক কাব্যার্থ ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সৌন্দর্যের অজস্র বিলাসে এই কবিতা সমৃদ্ধ। এই কবিতায় কীট্‌সের ভাষা evokative অর্থাৎ ব্যঞ্জনাময়ী—শব্দের ইন্দ্রজালে ছবির পর ছবি চোখে ভাসে, বিশেষণ সুরের পর সুরে গান শোনায়। কবিতাটি চরমোৎকর্ষ লাভ করেছে সপ্তম স্তবকে। বিস্ময়ের বোধন সম্পূর্ণ হয়েছে এই কয় পংক্তিতে—

The same that oft-times hath
Charm'd magic casements opening on the foam
Of perilous seas in faery land forlorn.

Ode on a Grecian Urnএ কবির বক্তব্য এই যে, পার্থিব সৌন্দর্য ক্ষণস্থায়ী,

কিন্তু শিল্পসৌন্দর্য কালজয়ী। কবির কল্পনা উদ্দীপ্ত হয়েছে গ্রীসদেশীয় চিত্রশিল্পের সৌন্দর্য দেখে। এই কবিতায় নৈরাশ্যের উপর কবির আত্মার জয় বিঘোষিত। সৌন্দর্য ও সত্য যে এক তা প্রকাশ পেয়েছে তাঁর বিখ্যাত পংক্তি দুটোতে—

Beauty is truth and truth beauty that is all,
Ye know on earth, and all ye need to know.

এই কবিতাটিতে কীট্‌স যা বলেছেন, তা তাঁর জীবনের চরম সত্য। তিনি অন্যত্র এই ভাব প্রকাশ করেছেন, 'What the imagination seizes as beauty must be truth'. কীট্‌সের শিল্পদক্ষতার শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন Ode to Autumn. এটি একদিকে বস্তু আশ্রয়ী, অন্যদিকে বর্ণনা-মূলক। বাহ্যবস্তুর সঙ্গে কবি অনুভূতি নিখুঁত এক—ফলে বস্তু ও অনুভূতির পার্থক্য ধরা যায় না। কীট্‌সের কাছে শরৎকাল পূর্ণতা ও সৌন্দর্যের প্রতীক হয়ে উঠেছে। এই কবিতায় Pure Keatsকেই আমরা পাই। প্রকৃতির শান্ত সমাহিত সৌন্দর্যের অনাবিলতায় কবিমন পরিশুদ্ধ। কবিতাটিতে শেক্সপীয়রের প্রভাব আছে—শেক্সপীয়রসুলভ মনোবৃত্তি, সৌন্দর্যানুভূতি এবং সর্বোপরি প্রশান্ত মানসিক ঔদার্য লক্ষ্য করা যায়। কবি বিশ্বসৌন্দর্যের সহজ বিকাশের মধ্যে মূলীভূত চিৎশক্তি আবিষ্কার করেছেন। কবির পূর্ব-যুগের সুতীব্র রসানুভূতি এখন সংহত, গভীর উপলব্ধিতে পরিণত।

তাঁর প্রথম বৃহৎ কাব্য Endymion (১৮১৮)এ কীট্‌সের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সৌন্দর্যপ্রিয়তার ঐশ্বর্যদীপ্ত প্রকাশ। একজন কমনীয়কান্তি লাবণ্যময় যুবকের প্রতি চন্দ্রলোকরাণীর ভালবাসার কথা বর্ণবিলাসে, কল্পনাদীপ্তিতে ও রূপতন্ময়তায় অপরূপ শিল্পিত। এই কাব্যের প্রথম পংক্তিতেই কীট্‌সের সৌন্দর্যবাণী জীবনমন্ত্র প্রকাশিত—A thing of beauty is a joy for ever.

Isabella (১৮২০)র বিষয় বোক্কাচ্চো থেকে আহৃত। নায়িকা ইসাবেলার গভীর তীব্র প্রেম ও যন্ত্রণার্ত পরিণাম এর কাহিনী। ইসাবেলা লরেঞ্জোকে ভালবাসে কিন্তু রূপগুণ সত্ত্বেও লরেঞ্জোর বংশমর্যাদা না থাকায় ইসাবেলার ভ্রাতারা লরেঞ্জোকে হত্যা করে; ইসাবেলা ক্রমশঃ এই নিষ্ঠুর হত্যার কথা

জ্ঞাত হয়। সমাধি থেকে মৃতদেহের ছিন্ন মুণ্ড উত্থিত করে একটি পাত্রে নিয়ে ইসাবেলা করুণ মৃত্যুকে বরণ করে—

And so she pined, and so she died forlorn,
Imploring for her Basil to the last.
No heart was there in Florence but did mourn
In pity of her love, so overcast.
And a sad ditty of this story born
From mouth to mouth through all the country pass'd.
Still is the burthen sung—'O cruelty,
'To steal my Basil, pot away from me !—(63)

কীট্‌সের অন্যতম প্রধান কাব্য **Hyperion** অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। এর বিষয়বস্তু গ্রীক পুরাণ। টাইটান ও অলিম্পিয়ানদের সংঘর্ষ সংগ্রাম তাঁর বক্তব্য বিষয় : এবং এর একটি রূপ বিশেষ চিত্রিত—সূর্যদেবতা হাইপেরিয়ণের পতন ও এ্যাপোলো কর্তৃক রাজ্যলাভ। এই কাব্যে মিল্টনই তাঁর আদর্শ, মিল্টনীয় ভাবরূপের প্রতিফলন অনেকক্ষেত্রে। এই আশ্চর্য উপমাটি কীট্‌সের বৈশিষ্ট্যে সুন্দর, কিন্তু মিল্টন প্রভাবিত—

As when upon a tranced summer night,
Those green-roled senators of mighty woods,
Tall oaks, branch-charmed by the earnest stars
Dream, and so dream all night without a stir.
Save from one gradual solitary gust
Which comes upon the silence and dies off
As if the ebbing air had but one wove ;
So came these words and went.

প্রকৃতি চেতনা, মানবিক বোধে তার সূক্ষ্ম অন্তরস্বরূপ বিশ্লেষণ, সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ এখানে প্রকাশিত। কীট্‌স কেবল প্রাচীন কথাকে স্বীকৃতি দেন নি, নবরূপে তাকে মূল্যবান করেছেন, প্রাচীন দেবতাদের বিরুদ্ধে নবীনদের জয় তাঁর কাছে বিপ্লবময়, সুদূরপ্রসারী ফলময়। মধ্যযুগকে অবলম্বন করে সৌন্দর্যসৌধে মানসিক অভিসার **The Eve of St. Agnes** (১৮১৯) কবিতায় রূপ পেয়েছে। বর্ণাঢ্য রঙীন আবেগোদ্বেল রোমান্টিক আখ্যায়িকা হিসাবে 'দি ইভ অফ সেন্ট এ্যাগনেস' বিখ্যাত। এতে হাইপেরিয়ণের মত অজস্র রঙ ছড়ানো প্রখর বর্ণদ্যুতি নেই, এবং 'ইসাবেলা'র মানবিক অনুভূতি

ও বেদনার প্রকাশও এতে যেন অনুপস্থিত। এই কাব্যের চরিত্রগুলি মানবিক আবেদন অপেক্ষা উজ্জ্বল বর্ণভাস্বর বাতাবরণের পরিপ্রেক্ষিতে আপন স্বরূপকে উদ্ঘাটন করেছে। মধ্যযুগীয় জীবনবিলাস ও স্বর্ণদ্যুতির প্রভাব এই চরিত্র-গুলিকে সন্ধ্যারশ্মিবৎ মায়াময় করে তুলেছে। চন্দ্রালোকিত, স্বপ্নময় শীত-শিহরিত এক রজনীতে প্রেমিকের অভিসারে যাত্রা ও প্রেমাস্পদাকে লাভই এই কাব্যকাহিনীর বহুল পরিচিত আখ্যানভাগ। কথিত আছে যীশুপ্রিয়া পূতচরিত্রা কুমারী সেণ্ট এ্যাগনেসের স্মৃতি সন্ধ্যায় কুমারীগণ শুদ্ধচিত্তে তাদের দয়িতের ধ্যান করলে তাদের মিলন হয়। কাব্যোপম এই আখ্যানের রূপায়ণে কীট্‌স আবেগময় স্পেন্সারিয়ান ছন্দ ও পংক্তিব্যূহ ব্যবহার করেছেন তাতে সুষম লাবণ্যের সঙ্গে মধুর হিল্লোলযুক্ত হওয়ায় প্রকাশভঙ্গী এক স্বচ্ছ তীব্র অনাবিলতা প্রাপ্ত হয়েছে। ব্যঞ্জনাগভীর, রূপকল্প ও চিত্রকল্প রচনায় কবির অসামান্য সার্থকতা। তাঁর তুলিকা স্পর্শে অচেতন জড় পদার্থও প্রাণসঞ্জীবিত, আবেগ-অনুভূতি উদ্বেল। গীর্জাপ্রাঙ্গণের স্মৃতিস্তম্ভগুলি যেন প্রাণময় হয়ে উঠেছে প্রার্থনায়—

Knights ladies prying in dumb orat'ries
He passeth by ; and his weak spirit fails
To think how they may ache in icy hoods and mails. (16-19)

ভোজনালয়ে স্তম্ভোপরি ভাস্কর্যমূর্তির শিরোদেশ দেখে কবি মৃন্ময়কে চিন্ময় করলেন—

The carved angles, ever eager eyed,
Stared, where upon their heads the cornice rests.
With wings blown back, and hands put cross-wise
on their breasts. (34-36)

ঘটনাপ্রবাহ ও চরিত্রগুলির প্রাণোচ্ছল আবেগের আকুলতাও এই কাব্যকে উচ্চ শিল্পমূল্য দান করেছে। বৃদ্ধ প্রার্থনাকারী ও ধাত্রী যেন সেই বিস্ময়স্তব্ধ রজনীর অবিচ্ছেদ্য অংশ। পূতচরিত্রা জ্যোতির্ময়ী সেণ্ট এ্যাগনেসের মত লাবণ্যময়ী সৌন্দর্যদীপ্ত মেডলিনও এক অপূর্ব স্নিগ্ধ বিস্ময়ে ভরা। এই অনবদ্য সৌন্দর্যময়ী মেডলিন চরিত্রটি স্নিগ্ধ দীপবর্তিকার ন্যায় মৃদু জ্যোতি বিকিরণ করে পাঠকমনে সৌন্দর্যচেতনার অপরূপ লাবণ্য জাগিয়ে

দেয়। কীট্‌সের সৌন্দর্যদৃষ্টি কখনও বিক্ষিপ্ত হয় নি, চিরন্তন অনুভূতিজাত সত্যকে কেন্দ্র করে তা বিভিন্ন রূপচক্রে আবর্তিত হয়েছে। এই কাব্যেও সেই সৌন্দর্যশিল্পের অপরূপ বিকাশ। এক নিবিড় অখণ্ড রসানুভূতি কবির সৌন্দর্যবিলাসকে সৌরাকর্ষিত গ্রহবৎ কেন্দ্রবিন্দুতে সংহত করে রেখেছে।

রোমাণ্টিক কবি হিসাবে কীট্‌স্ কোলরিজের ভাবশিষ্য। রোমান্স ভাবনার নিগূঢ় তাৎপর্য সৃজনে, মধ্যযুগের ইন্দ্রধনুবর্ণ বিচ্ছুরণে, অতিপ্রাকৃতের পরিমণ্ডল রচনায় ও প্রযুক্তিতে উভয়ের সাধর্ম্য। উভয়ের দুইটি প্রতিনিধি স্থানীয় কবিতা Christabel ও The Eve of St. Agnes বিশ্লেষণে এই মনোভঙ্গীর বিচার সম্ভব। দুইটি কবিতার পটভূমি সমরূপ—মধ্যযুগ। উভয় কবির রচনায় মধ্যযুগের বর্ণাঢ্য উজ্জ্বল রূপচ্ছবি। দুই কবিই মধ্যযুগের সংস্কার-বিশ্বাসকে যথাযথরূপে পরিবেশন করেছেন। পার্থক্য এই যে, ক্রিষ্টাবেলে অতিপ্রাকৃত বা অলৌকিকই কাহিনীরূপে রূপায়িত আর কীট্‌স অলৌকিক বিশ্বাসকে (তা অতিপ্রাকৃত নয়, মধ্যযুগের সংস্কার) কেন্দ্র করে মানবিক কাহিনীর সৃজন করেছেন।

নিসর্গ চিত্র অঙ্কনে উভয়ে সমভাবে দক্ষ। প্রাকৃতিক অনুকূল পরিবেশ রচনায় উভয় কবি নিপুণ। ক্রিষ্টাবেলে আসন্ন বসন্তের সূচনা—শীতের আমেজ; কীট্‌সেও শীতের চিত্র। শীতের আকম্প্র শিহরণ পাঠকচিত্তে সঞ্চারিত। তবে কোলরিজে প্রকৃতিচিত্রণ আরও নিবিড় আন্তরিক। ক্রিষ্টাবেলে প্রাসাদের বহির্ভাগস্থ অরণ্যস্থলে কাহিনীর পটভূমি রচিত হয়েছিল; কীট্‌সে প্রাসাদের অভ্যন্তরে। কোলরিজ প্রকৃতির চেতনার অভ্যন্তরে অতিপ্রাকৃতকে অনুপ্রবিষ্ট করিয়েছেন—চাঁদের মেদুর মায়া, বৃক্ষলতার স্তব্ধ চঞ্চলতা, বৃক্ষশীর্ষস্থিত একটি পত্রের রহস্যমণ্ডিত চঞ্চলতায় অতি-প্রাকৃতের ভয়াল আতঙ্কপাণ্ডুরতা।

কীট্‌স ও কোলরিজ উভয় কবিই ইন্দ্রিয় সংযমময় ও ব্যঞ্জনানিবিড়। কীট্‌সে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার চূড়ান্ত পরিচয় যেমন ফল প্রভৃতির উজ্জ্বল বর্ণচিত্রণে, বস্ত্রালঙ্কার উন্মোচিত মেডলিনের রূপায়ণে ও পরফিরিয়ার মূর্চ্ছায়। কোল-রিজও অনাবৃতবক্ষ ক্রিষ্টাবেলের সৌন্দর্যকে অনুভব করেছেন পূর্ণতায়। তবে কীট্‌সে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার চূড়ান্ত পূর্ণ বর্ণনায় তিনি সৌন্দর্যের চরমকে প্রকাশ করেছেন। আর তুলনায় কোলরিজের ইঙ্গিতধর্ম বেশী, পূর্ণ চিত্রণের পরিবর্তে

ব্যঞ্জনাতেই বক্তব্যের অন্তরস্বরূপ উদ্ভাসিত। দুই কবিতার আরও লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য এই কবিতাদ্বয় আখ্যানমূলক বা **narrative.** তবে কোলরিজ ব্যালাড ঢঙে একে রূপ দিয়েছেন আর কীট্‌স বর্ণনায় একে সুসৃষ্ট করেছেন।

লেক কবিগোষ্ঠীর অন্যতম সদস্য **রবার্ট সাউদী** (R. Southey ১৭৭৪—১৮৪৩) কোলরিজ ওয়ার্ডসওয়ার্থের সঙ্গে যতটা ব্যক্তি পরিচিতির দ্বারা ঐক্যবদ্ধ, কাব্য প্রতিভার দ্বারা সেরূপ মোটেই নন। সাউদী ছিলেন পরিশ্রমী নিষ্ঠাবান লেখক, কিন্তু শিল্প-প্রতিভার অভাবে তাঁর অধিকাংশ রচনাই রসোত্তীর্ণ হয় নি। তাঁর কবিতার মধ্যে বিখ্যাত Thalaba, আরব্য জীবনের উজ্জ্বল পরিচয়। এই কবিতার প্রারম্ভিক পংক্তিসমূহ সহজ, লাবণ্যময় ও শিল্পমণ্ডিত—

How beautiful is night!
A dewy freshness fills the silent air......ইত্যাদি।

The Curse of Kehama হিন্দু পুরাণের রূপকথা; Medoc পাশ্চাত্য জগত আবিষ্কারকারী ওয়েলশ রাজপুত্রের কাহিনী; Roderic ইত্যাদি সামগ্রিক সৃষ্টি হিসাবে সম্পূর্ণ ব্যর্থ যদিও নির্বাচিত কিছু কিছু অংশের কাব্যত্ব সুন্দর। তাঁর The Inchcape Rock, The Scholar, 'After Blenhiem' ইত্যাদি কবিতাগুচ্ছ।

রোজার্স (S. Rogers ১৭৬৩-১৮৫৫) একদা খ্যাত হলেও আজ বিরল-পাঠক কবি। পালগ্রেভের গীতিকাব্যের স্বর্ণভাণ্ডারে তাঁর দুটি কবিতা স্থান পেয়েছে। উচ্চস্তরের শিল্পসৃষ্টি না হলেও এদের আন্তরিকতা সহজ উচ্ছ্বসিত—

Mine be a cot beside the hill;
A bee-hives hum shall soothe my ear;
A willowy brook that turns a mill,
With many a fall shall linger near. (A wish)

টমাস মুর (Thomas Moore ১৭৭৯-১৮৫২) আইরিশ জীবনের, আইরিশ সুরের কবি। মুরের ছিল গীতল চেতনা এবং তাঁর কবিতা গীতিকাব্যের কোমল সুরে উচ্ছ্বসিত। তিনি দেশপ্রেমিক কবিহিসাবেও খ্যাত। নিম্নোদ্ধৃত কবিতাংশে মুরের কবিপ্রাণ, গীতল তন্ময়তার অপরূপ সাক্ষ্য মেলে—

At the mid hour of night, when stars are weeping, I fly
To the lone vale we loved, when life shone warm in thine eye;
And I think oft, if spirits can steal from the regions of air
To revisit past scenes of delight, thou will come to me there
And tell me our love is remember'd, even in the sky!

ক্যাম্পবেল (T. Campbell ১৭৭৭-১৮৪৪) ও কয়েকটি সার্থক গীতি কবিতার স্রষ্টা। তাঁর কয়েকটি কবিতায় দেশপ্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়। 'Ye Mariners of England,' 'Of Nelson and the North' তাঁর বিখ্যাত কবিতা। শেষোক্ত কবিতাটি ছন্দচাতুর্য, সংহতির জন্য আকর্ষণীয়। লেখকের কল্পনাপ্রবণ কবিপ্রাণ ধরা পড়েছে Lord Ullin's Daughter কবিতায়—

"By this the storm grew loud apace.
The water wraith was shrieking.
And in the scowl of heaven each face
Grew dark as they were speaking."

ইংরাজী উপন্যাসে রোমান্টিকতা

অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে উপন্যাসের এক বিশেষ প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। ভয়াবহ রসাশ্রয়ী উপন্যাসের প্রাদুর্ভাব ঘটে। শিল্পমূল্য উচ্চ না হলেও তদানীন্তন জনচিত্তকে ও পরবর্তী রোমাঞ্চ সাহিত্যকে এরা বিশেষ প্রভাবিত করেছে। এই জাতীয় উপন্যাসের প্রথম উদ্গাতা বলা যায় **হোরেস ওয়ালপোলকে** (১৭১৭-১৭৯৭)। মধ্যযুগ-চেতনা ওয়ালপোলের ব্যক্তিগত জীবনকে সুগভীর প্রভাবিত করেছিল এবং ষ্ট্রবেরী হিলে তিনি গথিক হাউস নির্মাণ করেছিলেন যেখানে তাঁর মধ্যযুগীয় শিভ্যালরি ও ধর্মবোধ পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ করেছিল। The Castle of Otranto (১৭৬৪)তে এই অতীতাশ্রয়ী রোমান্স চেতনা প্রথম বাণীবদ্ধ হয়েছে। এই গ্রন্থের পটভূমি মধ্যযুগের প্রায় দ্বাদশ শতকের ইতালি। সাহিত্য হিসাবে আজকের দিনে এ গ্রন্থ নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। কাহিনী নিতান্তই সামান্য, মধ্যযুগ জীবন-চেতনার উপলব্ধি ও প্রকাশ সাধারণ। এই গ্রন্থের মূল্য ঐতিহাসিক—গথিক রোমান্সের অগ্রদূত হিসাবেই এর মূল্য। এর পর **ক্লারা**

রীভ (১৭২৯-১৮০৭) এর 'চাম্পিয়ণ অফ ভাচু´স্' এবং **টমাস লেল্যাণ্ডের** লংসোর্ড (১৭৬২) এর নাম উল্লেখযোগ্য। লংসোর্ড-এ তৃতীয় হেনরীর রাজত্বকালের ঐতিহাসিক বর্ণনা পাওয়া যায় এবং এই হিসাবে এই গ্রন্থ প্রথম ঐতিহাসিক রোমান্স। **উইলিয়ম বেকফোর্ড** (১৭৫৯-১৮৪৪) ওয়ালপোলের অনুরূপ গথিক প্রাসাদ নির্মাণ করেন ও Vothek (১৭৮২) নামে রোমান্স রচনা করেন। বেকফোর্ডের প্রতিভা প্রাচ্য জীবনের মধ্যেই বিকাশের রূপ দেখেছিল ; আরব্য কাহিনীর রোমাঞ্চ কথা ও সৌন্দর্যময়তা এই গ্রন্থে রূপায়িত। লেখকের উদ্ভট খেয়ালী কল্পনার বিলাস ও ভয়াবহ রসসৃজন ক্ষমতার পরিচয় এই গ্রন্থে আছে। বিখ্যাত ফরাসী লেখক বোলতেরের স্যাটায়ারের প্রভাবও এতে সুপরিস্ফুট।

এই জাতীয় রোমান্টিক উপন্যাসের শ্রেষ্ঠ লেখিকা **এ্যান র‍্যাডক্লিফ** (১৭৬৪-১৮২৩)। তাঁর উপন্যাস পঞ্চকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ The Mysteries of Udolphe (১৭৯৪) এবং The Italian (১৭৯৭)। লেখিকা রোমাঞ্চ উপন্যাসের প্রচলিত বিধি মেনে নিয়ে তার মধ্যে রহস্যময়তাকে সার্থকভাবে সৃষ্টি করেছেন, উৎকণ্ঠা বজায় রেখেছেন ও প্রাকৃতিক দৃশ্যকে যথার্থভাবে অঙ্কিত করেছেন। তিনি এই জাতীয় উপাখ্যানকে সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত করতে সক্ষম হয়েছেন। প্রথম উপন্যাসে একটি বালিকার মনটনি নামক শয়তান প্রকৃতির লোকের হাতে নির্যাতনের ; এবং মনটনির রহস্য রোমাঞ্চ পরিপূর্ণ নির্জন ও ভয়াবহ এক প্রাসাদের কাহিনী। র‍্যাডক্লিফের এই গ্রন্থ বিখ্যাত লেখকদের (যেমন বায়রণ, শেলী) প্রভাবিত করেছিল। এবং ভিক্টোরীয় যুগের লেখিকা শার্লট ব্রন্টীর রচনায় এই গ্রন্থের প্রভাব পরিস্ফুট। **ম্যাথিউ লুইস** (১৭৭৫-১৮১৮) এর দি মঙ্ক (১৭৯৫) এ জার্মান রোমান্টিকতার প্রভাব পাওয়া যায়। ম্যাজিক, যাদুবিদ্যা, রোমাঞ্চ বর্ণনার প্রাধান্য এই গ্রন্থে পাই। ভয়াবহ রসসৃষ্টির শিল্পিত রূপ পাওয়া যায় **মেরী শেলীর** ফ্রাঙ্কেন-ষ্টাইন (১৮১৭)এ ; শিল্পরূপায়ণে ও সার্থক রসসৃষ্টিতে এই গ্রন্থ আজিও সর্বসমাদৃত। রোমাঞ্চ ভয়াবহ রসসৃষ্টির মাধ্যমে উপন্যাস সাহিত্য শিল্পরূপে ক্রমশঃ গড়ে উঠেছিল এবং রোমান্টিক যুগের দুই শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী ওয়াল্টার স্কট ও জেন অষ্টেনের হাতে উপন্যাস শিল্পের অসাধারণ অভাবনীয় বিকাশ দেখতে পাওয়া যায়।

ওয়াল্টার স্কট (**Walter Scott** ১৭৭১-১৮৩২) রোমান্টিক আন্দোলনের প্রবীণ শিল্পী ওয়াল্টার স্কট। উপন্যাস এবং কাব্য উভয়বিধ সৃষ্টিতেই স্কট নিপুণ। তবে তিনি ঔপন্যাসিক হিসাবে অনেক বড়, কবি হিসাবে সেরূপ নন। ওয়ার্ডসওয়ার্থ-সুলভ ছোট প্রাণ ছোট কথা ছোট ছোট দুঃখ ব্যথার মধ্যে সহজ স্বপ্নময়তার সঞ্চারে নয়, স্কটিশ ব্যালাড সাহিত্যের ও মধ্য যুগ জীবনের শিভালরি রোমান্স ও ইন্দ্রজালবিদ্যার মধ্যে সংগ্রাম, শান্তি, নায়কনায়িকার প্রেম-বিরহ-মিলন প্রভৃতির মধ্যেই স্কটের সৃজন-প্রয়াসী শিল্পী মনের অপরিসীম আকূতি অনুভব করা যায়। কোন কোন কাব্য-উপন্যাসে দেখা যায় অতীতের বীরত্ব ও আত্মত্যাগের আদর্শ, মানবিকতার স্বপ্নই তাঁর জীবন চেতনাকে আচ্ছন্ন করেছে, অতীত ইতিহাসের রোমাঞ্চিত গৌরবময়, বর্ণোজ্জ্বল পরিবেশেই স্কটের কবিমানসের অবাধ ও সহজ সঞ্চরণ।

স্কটের কাব্যগ্রন্থের মধ্যে খ্যাত The Ministrelsy of the Scottish Border (১৮০২-৩), The Lay of the Last Ministrel (১৮০৫) এবং Marmion (১৮০৮) ও The Lady of the Lake (১৮১০)। স্কটের প্রথম উপন্যাস Waverly ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে সুরু, কিন্তু সারা হয় ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে। এর পটভূমিকায় অষ্টাদশ শতকের জীবন কিন্তু হাইল্যাণ্ডের জীবনের শিল্পরূপ পাঠকচিত্তকে মুগ্ধ করেছে। **Ivanhoe** (১৮১৯) দ্বাদশ শতাব্দীর ইংলণ্ডের চিত্র—জন ল্যাকল্যাণ্ডের রাজত্বকালের ও কল্পনাবাস্তব মিশ্রিত রিচার্ড ক্যুর দ্য লায়নের উৎকৃষ্ট পরিচয় এখানে পাই—মধ্যযুগের ঐশ্বর্যদীপ্ত প্রাণোজ্জ্বল জীবনচিত্র রচনায় প্রথম সার্থক প্রয়াস। এলিজাবেথীয় ইংলণ্ড রূপ প্রকাশিত হয়েছে **Kenilworth**-এ। Quentin Durword (১৮২৩)-এ একাদশ লুইয়ের রাজত্বকালে ফ্রান্সের অনুপম চিত্র। **The Talisman** (১৮২৫)-এ ক্রুশেডের কথা, হোলিল্যাণ্ডের পরিবেশ, সালাদিনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবং সিংহ-হৃদয় রিচার্ডের অপরূপ রূপ আলেখ্য। স্কটের দৃষ্টিভঙ্গী ব্যাপকতর, কিন্তু গভীরতর নয়। রোমান্টিসিজ্‌মের বৈশিষ্ট্য রোমান্টিক অন্তর্দৃষ্টি, রোমান্টিক অধ্যাত্মদৃষ্টি, রোমান্টিক আশাবাদ ও দার্শনিকতা স্কটের সাহিত্যে নেই। তাঁর রোমান্টিকতা হল রোমান্টিসিজ্‌মের বহিরঙ্গ—এর বহিঃরূপকে অতিক্রম করে অন্তরে প্রবেশ

তিনি করেন নি। তাই তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্যও তত্ত্বকাব্য নয় (যেমন ওয়ার্ডসওয়ার্থের টিন্‌টার্ণ এ্যাবি, ইম্‌মর্টালিটি ওড বা শেলীর ওয়েস্ট উইণ্ড); এমন কি উচ্চস্তরের লিরিকও নেই, কারণ উচ্চস্তরের গীতিকাব্যে রহস্যবাদ, আশাবাদ, অন্তর্দৃষ্টি, অধ্যাত্মদৃষ্টি প্রভৃতির বোধ তাঁর চিত্তে অনুপস্থিত। তিনি অনেক সঙ্গীত রচনা করেছেন, সেগুলো গীতিকাব্য নয়। স্কট ঔপন্যাসিক—তাই রোমান্টিকতার বৈচিত্র্যের দিক, বর্ণাঢ্যতার দিককে তিনি রূপায়িত করেছেন। দৈনন্দিন জীবন-যন্ত্রণা থেকে স্কট মুক্তি পেতে চেয়েছেন। শেলীর মধ্যে এটা আশারূপে, ওয়ার্ডসওয়ার্থে আধ্যাত্মিকভাবে দেখা দিয়েছে; কীট্‌সে তা সৌন্দর্যের স্বপ্ন। কিন্তু স্কটে নিছক অতীতের স্মৃতি বিলাস—তিনি একান্তভাবে অতীতচারী কবি। কোলরিজে অতীত অলৌকিক রসের পটভূমি, এবং এই যুগের উপাদান মনস্তাত্ত্বিক রূপে তাঁর কাব্যে বিধৃত কীট্‌সে অতীত সৌন্দর্যসাধনার অঙ্গ। এঁরা কেউ মধ্য-যুগকে কাব্যবস্তু হিসাবে গ্রহণ করেন নি, করেছেন স্কট। তাঁর মধ্যযুগ মৃত অতীত নয়, সেই জীবনধারা প্রাণময় জীবন্ত। তিনি মধ্যযুগকে অনন্ত সময়ের মধ্যে ভাসমান বিচ্ছিন্ন কালখণ্ড হিসাবে দেখেন নি। তাঁর মধ্যযুগ অন্তহীন—যার সঙ্গে বর্তমান জীবন গূঢ়সংবদ্ধ। তাঁর মধ্যযুগ a link in the chain of history, এই অতীত নিরর্থক কবিকল্পনার মেঘলোক নয়; জীবনের কেন্দ্রভূমিতে অবস্থিত। অতীত তাঁর কাব্য-উপন্যাসে মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্রে জাগ্রত, ইতিহাসের জীবনধারা অখণ্ড বিবর্তনের রূপ—অতীত সত্যকার ঐতিহাসিক রসের উৎসভূমি। মধ্যযুগের মানুষ স্কটের কাব্য উপন্যাসে জীবন রূপায়িত। কীট্‌সে মানুষ অবাস্তব, সৌন্দর্যলোকে তাদের অধিষ্ঠান; কোলরিজে মধ্যযুগের মানুষ অবাস্তব, রহস্যপুরের। কিন্তু স্কটে মধ্যযুগের মানুষ জীবন্ত, প্রাণোচ্ছল—তাদের সঙ্গে স্কটের আত্মিক যোগ। ক্ষেত্র সংকীর্ণ হলেও ওয়ার্ডসওয়ার্থের মত তিনি মানুষের কবি। অবশ্য তাঁর মানুষ মননধর্মী, অনুভূতিপ্রধান নয়—তারা কর্মপ্রধান। চিন্তা অনুভূতি নয়, ক্রীড়া-কর্ম চঞ্চলতাই বড়। এদিক থেকে এপিক কাব্যধর্মের সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্য। মধ্যযুগের মানবচিত্ত-গহনে নিমজ্জিত হয়ে প্রাণের গভীর গহন সত্তাকে স্কট উদ্ভাসিত করেন নি, প্রেম-প্রণয় দেশপ্রীতি আত্মোৎসর্গ প্রভৃতিতে জীবনের যে রূপ বিলসিত

তার কথা তাঁর কাব্য-উপন্যাসে আছে। কালপ্রবাহের কল্লোলধ্বনি তাঁর শ্রুতিতে আবেদন তুলেছে। তার গভীরতা তাকে আকৃষ্ট করেনি। স্কটের উপন্যাসে চরিত্র কর্মপ্রধান, ভাবনা তদনুযায়ী, শেক্সপীয়র-এর বিপরীত তাঁর কুশীলবের কর্ম গভীর অনুধ্যানজাত। স্কটের প্রধান (পুরুষ) চরিত্র কর্মী, কর্মবীর। নারীরা জীবনের অলঙ্করণ মাত্র—তারা পুরুষের জীবনে শান্তি স্নিগ্ধতা প্রেম মমতা আনয়ন করে। নারীরা স্নিগ্ধ দীপবর্তিকার মত জীবনকে শান্ত সুষম করে। স্কটের প্রকৃতি প্রেম-উচ্ছ্বসিত সৌন্দর্য-নিবিড়, কিন্তু তা তত্ত্বহীন অধ্যাত্মসংস্কারহীন, নিছক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সৌন্দর্য। তাঁর প্রকৃতি প্রেমকে মৃত্তিকা প্রেম বলা যায়, তিনি মাটিকে শিশু ও রাখাল বালকের মত ভালবেসেছেন। প্রকৃতি স্কটকে আকৃষ্ট করেছে, কিন্তু তার সঙ্গে ঐতিহাসিক স্মৃতি বিজড়িত থাকলে তা তাকে উচ্ছ্বসিত করেছে। স্থানের নাম ব্যবহারে ইংরাজী সাহিত্যের অলঙ্করণ ; নামের রোমান্টিক ধ্বনি স্কটকে মুগ্ধ করেছে। স্কটের ভৌগোলিক নামের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ—তাঁর কাছে এই নামগুলি আঞ্চলিক সত্তার প্রতীক—কোন অঞ্চলের দেশকাল ইতিহাস জীবনধারার সঙ্গে তার নামের অচ্ছেদ্য যোগ। সমস্ত কাহিনীকে স্কট ভৌগোলিক পরিবেশ দিয়েছেন ভূগোল তাঁর সাহিত্যে ইতিহাসের বাহন।

স্কট পুরাতন বর্ডার ব্যালাডের সজীবতা, প্রাণ চাঞ্চল্য, সরল অকৃত্রিম প্রকাশ বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে এবং তাদের কর্কশ চিন্তাধারাকে মসৃণ ও ভাষাকে সূক্ষ্ম কারুকরণ-নিপুণ রেখায় শিল্পিত করে **Lay of the Last Minstrel**কে অপরূপ জীবন উল্লাসে ও কল্পনাবিলাসে সুন্দর শিল্পিত করেছেন। অন্যান্য কাহিনী-কাব্যতেও স্কট জীবনমর্মশায়ী কেন্দ্রবিন্দুকে বহু-বিস্তৃত ও সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছেন। নিছক গল্পকথন ব্যতিরেকে প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর বর্ণাঢ্য বর্ণনা, প্রাচীন সীমান্ত অঞ্চলের বর্ণোজ্জ্বল রূপ প্রকাশই তাঁর লক্ষ্য। স্কটের প্রকৃতি শিল্পরূপোজ্জ্বল, আন্তরিক, ঐশ্বর্যমণ্ডিত—যেমন Marmion এর প্রারম্ভিক পংক্তি—

Day set on Norham's castled steep,
And Tweed's fair river, broad and deep
And cheviot's mountains lone

অথবা দি লেডি অফ দি লেকের সূচনা—

The stag at eve had drung his fill,
Where danced the moon on monan's rill.

'লে অফ দি লাষ্ট মিন্সট্রেল' প্রথমে একটি আঞ্চলিক কাহিনীর উপর গড়ে উঠেছিল কিন্তু স্কটের সুদূরপ্রসারী কল্পনার প্রভাবে কাব্যটি বিশেষের সীমা ছাড়িয়ে নির্বিশেষের আনন্দলোকে উত্তীর্ণ হয়েছে। স্কটস্‌ এবং কর্স দের বিবাদ কাহিনী তাঁর ইতিহাস চেতনাকে সম্পূর্ণতা দান করেছে। এর সঙ্গে তিনি যুক্ত করেছেন রোমিও-জুলিয়েট ধরণের প্রেম কাহিনী। Branksome এর প্রভু স্যার স্কটের মৃত্যুর পর সংসারে আছেন তার অতিপ্রাকৃত চর্চারত বিধবা পত্নী, অসামান্য সুন্দরী কন্যা, Margaret ও শিশুপুত্র। এই পরিবারের সঙ্গে Lord Cranstoun-দের প্রচণ্ড শক্রতা। স্যার স্কটের মৃত্যুর পরও তা কমেনি। কিন্তু তা সত্ত্বেও মার্গারেট ও ক্র্যানষ্টাউন পরস্পরের গভীর অনুরক্ত। শ্রীমতী স্কট বিদেহী আত্মাদের কাছে শুনলেন যে, তাঁদের পরিবার ধ্বংস হবে 'till pride be quelled, and love be free.' তিনি মেলরোজের এ্যাবীতে এক বীর সৈনিক Deloraineকে প্রেরণ করলেন সে যেন সেখানকার যাজকের সন্নিকট থেকে ঐন্দ্রজালিক মাইকেল স্কটের সমাধিস্থিত যাদুগ্রন্থ আনয়ন করে। সেই ভয়াবহ কবর থেকে গ্রন্থসহ প্রত্যাবর্তন কালে ডেলোরিণ আহত হন লর্ড ক্র্যানষ্টাউনের দ্বারা এবং লর্ডের বামনাকৃতি হীন স্বভাব প্রেতসদৃশ ভৃত্য (goblin page) ডেলোরির আহত দেহকে স্কটের প্রাসাদে সংগোপনে ফেলে আসে ও তাদের শিশুপুত্রকে হরণ করে অরণ্যে নিক্ষেপ করে। সেদিন সন্ধ্যায় আকস্মিকভাবে আক্রমণাত্মক ইংরাজদের দেখা যায় ও তাদের প্রতিরোধের প্রয়াস চলে—

'So passed the anxious night away,
And welcome was the peep of day '

ইংরাজ সৈন্য আসে, সঙ্গে তাদের স্কটদের শিশুপুত্র। স্থির হয় স্কটদের ডেলোরিণ ও ইংরাজদের Musgrave এর মধ্যে দ্বন্দ্বযুদ্ধ হবে ও তাতেই হবে দুই দলের যোগ্যতার পরীক্ষা। ক্র্যানষ্টাউন ডেলোরিণের ছদ্মবেশে যুদ্ধ করে জয়ী হন এবং স্কটদের রক্ষা ও শিশুপুত্রকে উদ্ধার করেন। এমন সময়ে

প্রকৃত ডেলোরিণ উপস্থিত হলে সমস্ত প্রকাশ পায়। লেডী স্কট আরক্তিম কম্পমান মার্গারেটের হস্ত ধারণ করে—

That hand to Cranstoun's lord gave she :—
'As I am true to thee and thine,
Do thou be true to me and mine !
This clasp of love our bond shall be ;
For, this is your betrothing day,
And all these noble lords shall stay
To grace it with their company.'

সমালোচক এই কবিতার বিস্ময়কর দ্রুত সঞ্চরণশীল ভাবধারার আশ্চর্য কুশলতার উল্লেখ করেছেন। রোমান্টিক দীপ্তি ও কাব্যভাবরূপের সরলতা স্কটের এই কাব্যের বৈশিষ্ট্য। তাঁর চিত্ররেখা সরল, সুস্পষ্ট, বর্ণোজ্জ্বল এবং কাব্যবস্তু রোমান্টিক। তাঁর চিত্রাঙ্কন বর্ণাঢ্য ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধ। এই কাব্যের প্রকৃতি চিত্রণও সুন্দর—মেলরোজ এ্যাবী-তে সমাধির বর্ণনা—

Full in the midst his Cross of Red
Triumphant Michael brandished...
The moon beam kissed the holy pane,
And threw on the pavement a bloody stain.

কিন্তু সূক্ষ্মতর অনুভূতি, হৃদয়াবেগের উদ্বেলিত নিবিড় প্রকাশ সবসময় তাঁর কাব্যে পাওয়া যায় না। এই কাব্যের ছন্দের জন্য স্কট কোলরিজের নিকট ঋণী। কিন্তু কোলরিজের আবেগতীব্র ছন্দের নির্ভুর্ষণ উচ্ছ্বাস স্কটের কাব্যে নেই। অলৌকিকতার রহস্যময় সঙ্কেতগূঢ় অনুভবও Lay of the Last Minstrelএ পাওয়া যায় না। স্কট এই কাব্যে অতিন্দ্রিয় অনুভূতিকে, রহস্যময়তার অন্তর্শায়ী স্পন্দনকে ছায়ামায়া ঘেরা গূঢ় ব্যঞ্জনায় রূপ দিতে সামান্যই সমর্থ হয়েছেন।

স্কটের সাহিত্যে বস্তুনির্ভর সচেতন শিল্পাচরণ ও রোমান্টিকতা দুয়েরই প্রকাশ। কিন্তু অদৃশ্য অধরার জন্য মর্মরিত ব্যাকুল কামনা পাওয়া যায় না, তা অতীন্দ্রিয় ভাবনিবিড় সৌন্দর্যলোক সৃষ্টি করে না। স্কটের উপন্যাসে অতীত দিগ্বলয় রেখার মত সুদূর নির্লিপ্ত নয়, তা কাহিনীকে নিছক শিথিল সীমায়িত করে না—এই দুয়ের আত্মিক যোগে। স্কট অতীতের মধ্যে প্রবেশ করে তার মর্মশায়ী জীবনকে অনুভব করতে চেয়েছেন, তাই তাঁর সাহিত্যের রসকেন্দ্রে

স্পন্দিত হয়েছে অতীত স্বপ্নের, অতীত জীবন চেতনার আকৃতির সুরটি, অতীতের মধ্যেই একটি পূর্ণাঙ্গ মানসচিত্র অভিব্যক্তি লাভ করেছে। কীটসের মত কোলরিজের মত স্কটের কাব্য নিছক অতীতের স্বপ্নবিলাস নয়, সারনির্যাস নয়। তাঁর কাব্য অতীত স্বপ্নানুভূতির কেন্দ্রশায়ী রক্তিম জীবন-চেতনার সুবিপুল প্রসার, স্বপ্নচারী হয়েও তিনি জীবনবাদী, মানবতাবাদী।

জেন অষ্টেন (**Jane Austen** ১৭৭৫—১৮১৭) স্কটের উপন্যাস যদি রোমান্টিকতার চরম বিকাশ হয়, তবে জেন অষ্টেনের উপন্যাস বাস্তবতার নিখুঁত চিত্র, পরিপূর্ণ আলেখ্য। ইংলণ্ডের দক্ষিণান্তে গ্রামাঞ্চলে তাঁর জন্ম ও জীবন-যাত্রা। এই সীমিত জীবন-অতিক্রান্তী বহির্বিশ্ববোধ অষ্টেনের ছিল না; কিন্তু এই খণ্ডিত সীমিত জীবন থেকেই তাঁর প্রতিভা উপন্যাসের প্রতীতি, উপাদান সংগ্রহ করেছে। মধ্যবিত্ত ইংরাজ সমাজের নরনারীদের নিয়েই তাঁর উপন্যাসে পরিপূর্ণ অপরূপ সহজ জীবন আলেখ্য। এই ভাবে উপন্যাস জেন অষ্টেনের হাতে নবরূপ লাভ করল। তাঁর উপন্যাসেই প্রথম ইংরাজ সমাজ ও জীবন প্রতিফলিত। রোমান্টিক অতিরেক, ভয়াবহ রসাধিক্য না ঘটিয়ে তিনি ইংরাজ সমাজ জীবনকে যথাযথ ও শিল্পিত রূপ দিয়েছেন। কেবল সার্থক, সুললিত ও শিল্পসম্মত রূপায়ণের জন্য নয়, জীবন-সত্যকে, সুখ-দুঃখ উদ্বেল মানবমনের প্রকাশের জন্যই তাঁর উপন্যাস স্মরণীয়।

ছয়টি উপন্যাস যেন অষ্টেনকে স্মরণীয় করেছে—প্রাইড এণ্ড প্রেজুডিস (১৭৯৬-৯৭); নর্দ্যাঙ্গার এ্যাবে (১৭৯৮); সেন্স এণ্ড সেন্সিবিলিটি (১৭৯৭); ম্যান্সফিল্ড পার্ক (১৮১৪); এম্‌মা (১৮১৬) এবং পারসুয়েসান (১৮১৬)। জেন অষ্টেনের উপন্যাসের পরিধি অত্যন্ত সীমিত। পল্লী অঞ্চলের কয়েকটি স্থানেই তাঁর জীবনের অধিকাংশ দিন অতিবাহিত। তাই পল্লী অঞ্চলের চিত্রচরিত্রই তাঁর উপন্যাসে রূপসৃষ্ট। তাঁর অগ্রজেরা নৌবিভাগীয় কর্মী ছিলেন এবং তাঁর উপন্যাসের উত্তেজক ঘটনা এই বিভাগকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে অনেক স্থলে। কিন্তু নিজ সীমার মধ্যে জেন অষ্টেন অতুলনীয়। তাঁর চরিত্র জীবনানুগ, বর্ণনা বাস্তব। শিল্পকৃতি সুন্দর ও সংযত। অষ্টাদশ শতকের উপান্ত কালে শ্রীমতি র‍্যাডক্লিফ প্রমুখ রচিত ভয়াবহ রোমাঞ্চকর ও রোমান্টিক উপন্যাসের প্রতি ব্যঙ্গ আছে

Northanger Abbey-তে ; বিষয়বস্তু, চরিত্রচিত্রণ, ঘটনাপ্রবাহ সাধারণ। **Sense and Sensibility** দুই বোনের বিচিত্র কাহিনী। এর নামকরণ ব্যঞ্জিত করে লেখিকার সহজ জীবনবোধ ও তাঁর পূর্বসূরীদের রচনার অর্থহীন ভাবালুতার বৈপরীত্য। অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস **'Emma'** নায়িকার আত্ম আবিষ্কারের বেদনার্ত কাহিনী'। **Pride and Prejudice** অষ্টেনের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। এটি এলিজাবেথ বেনেটের 'প্রাইড' ও তার প্রেমিকের 'প্রেজুডিসে'র দ্বন্দ্ব ও মিলনাত্মক পরিণতি। বেনেট দম্পতির জ্যেষ্ঠা কন্যা জেন ও নবাগত প্রতিবেশী বিংলে পরস্পরের প্রণয়ানুরাগী হয়। বিংলের বন্ধু ডার্সি জেনের অনুজা এলিজাবেথের প্রতি অনুরক্ত হয় ও তার উদ্ধত ব্যবহারে এলিজাবেথের বিরক্তি উৎপাদন করে। সেনাবাহিনীর জনৈক কর্মচারী জর্জ উইকহ্যাম ডার্সির বিরুদ্ধে (মিথ্যা) অভিযোগ করে ও এই বিরাগকে বর্ধিত করে। এই বিরোধ তীব্র রূপ নেয় যখন ডার্সি ও বিংলের বোনেরা শ্রীমতি বেনেটের ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হয়ে বিংলে ও জেনের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটায়। কিছুদিন পরে ডার্সি অহমিকার সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব জানায় ও এলিজাবেথ তীব্রভাবে প্রত্যাখ্যান করে ও ডার্সির বিরুদ্ধে উপরোক্ত দুই অভিযোগ আনয়ন করে। ডার্সি এক পত্রে উইকহ্যামের হীন স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে ; ও অপর আচরণটি সমর্থন করে। কিছুদিন পরে অন্যত্র ভ্রমণকালে এলিজাবেথের সঙ্গে ডার্সির সহসা সাক্ষাৎ হয় এবং ডার্সি তার সঙ্গে অত্যন্ত ভদ্র আচরণ করে। এই সময় এলিজাবেথের কাছে সংবাদ আসে যে, তার বোন লিডিয়া উইকহ্যামের সঙ্গে পলায়ন করেছে। ডার্সির সাহায্যে তাদের আনয়ন করা হয় ও তাদের বিবাহ হয়। বিংলে ও জেন পরস্পর বিবাহে প্রতিশ্রুত হয় এবং ক্রমশঃ ডার্সি ও এলিজাবেথ পরস্পরকে বিবাহ করতে অঙ্গীকার করে। জেন ও এলিজাবেথের বিবাহের মাধুর্যের মধ্য দিয়েই কাহিনীর মিলনমধুর পরিসমাপ্তি ঘটে। এই উপন্যাসের প্লট সহজ ও চরিত্র জীবনানুগ কিন্তু ঘটনাবিন্যাস ও চরিত্রায়ণ সুনিপুণ ও শিল্পিত। বক্তব্যবিষয় ও শিল্প-প্রকাশের উপর লেখিকার অসামান্য অধিকার। এই উপন্যাসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য সংলাপের আশ্চর্য নিপুণতা। উজ্জ্বল সার্থক কথোপকথন চরিত্রগুলির মর্মোদ্‌ঘাটন করেছে এবং লেখিকা চরিত্র ও বিষয়ানুগ সংলাপ সৃষ্টিতে যথার্থই পারঙ্গম। হিউমার ও স্যাটায়ারের স্পর্শে জেন অষ্টেনের সাহিত্য

রসোজ্জ্বল ও প্রাণময়! অস্টেন নিখুঁত রূপশিল্পী এবং তাঁর রচনার ষ্টাইল সহজ প্রাঞ্জল, তীক্ষ্ণ, মৃদু ব্যঙ্গাত্মক ও ব্যঞ্জনাময়। জেন অস্টেন নীতিবাদী নন, বিশেষ কোন নৈতিক উদ্দেশ্য প্রচারের জন্য তাঁর শিল্পীমন আগ্রহী নয়। তিনি জীবনশিল্পী—জীবনের সুখ দুঃখ, আনন্দবেদনার রূপায়ণেই তাঁর প্রতিভার সার্থকতা। ব্যক্তিসত্তার অকল্পনীয় অভাবনীয় বিকাশ এই যুগের বৈশিষ্ট্য। জেন অস্টেনের উপন্যাসেও ব্যক্তিত্বের অনশ্বর দীপ্তি। যে ব্যক্তিত্বের তীব্র উৎক্ষেপণে ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও কোলরিজে উচ্চতম কবিকল্পনা ও ভাবানুভূতি, স্কটের উপন্যাসে রোমান্স সুনিবিড় মধ্যযুগ চংক্রমণ, তার প্রভাবেই জেন অস্টেনের উপন্যাসে সাধারণ জীবনের বস্তুময় রসসুনিবিড় ঐকান্তিক রূপ চিত্র।

প্রবন্ধ সাহিত্য

রোমাণ্টিক যুগের প্রবন্ধ সাহিত্যের মধ্যে সমালোচনা উল্লেখ্য স্থান অধিকার করেছে। অবশ্য এই যুগের সব সাহিত্য সমালোচনাই রোমাণ্টিক নয়। হুইগগোষ্ঠীর মুখপত্র এডিনবারা রিভিউ (সূচনা—১৮০২) ও টোরীদের মুখপত্র কোয়ার্টারলী রিভিউ (১৮৫৯) নবসৃষ্ট কবিতাকে বারংবার আঘাত হেনে এর অগ্রগতি ও প্রসারকে রুদ্ধ করতে চেয়েছিল। এই সমস্ত সমালোচনা পত্রিকার দৃষ্টিভঙ্গী অষ্টাদশ শতাব্দীর। **ফ্যান্সিস জেফ্রী** চাইল্ড হ্যারল্ডের, স্কটের প্রশংসা করলেও ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রভৃতিকে তীব্র ব্যঙ্গও তিনি করেছেন। **গিফোর্ড** কোয়ার্টারলীতে কীট্‌সের এণ্ডিমিয়নকে নিষ্ঠুর প্রচণ্ড আঘাত হানেন। কিন্তু ক্রমশঃ রোমাণ্টিক সাহিত্য স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হল। ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কোলরিজ তাঁদের অসামান্য ভূমিকায় আপন বক্তব্য পরিস্ফুট করলেন। **কোলরিজ** সমালোচনার নেতৃত্ব করলেন ও অনুভূতির নিবিড়তায়, কল্পনার গভীর ব্যাপ্তিতে ও সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টিতে সমালোচনার নবদিগন্ত উন্মোচিত করলেন। তাঁর **Biographia Literaria** (১৮১৮) সমালোচনা সাহিত্যে নব অধ্যায়ের শুরু। এই গ্রন্থের প্রথমাংশে দার্শনিক আলোচনা। ওয়ার্ডসওয়ার্থের উপর সাতটি অধ্যায়ে তাঁর বিচারশক্তি, সূক্ষ্মতা ও কাব্যবোধের প্রকাশ। **Lecture on Shakespeare**এ শেক্‌সপীয়র সম্বন্ধে সার্থক রোমাণ্টিক আলোচনা। কোলরিজ

প্রকৃত সহৃদয় রসিকের চিত্ত দিয়ে নিরীক্ষা করলেন ; শেক্‌সপীয়রের নাটকীয়তা, কবিত্ব ও চরিত্র চিত্রণের অসামান্য বৈশিষ্ট্য তিনি তুলে ধরলেন। কোলরিজের গভীর উপলব্ধি ও সূক্ষ্ম বিচার ক্ষমতা দেখে মনে হয় শেক্‌সপীয়র যেন কোলরিজের সঙ্গে পরামর্শ করে নাটকসমূহ লিখেছেন। সমালোচকের মতে শেক্‌সপীয়রের উপর আলোচনাসমূহ হল 'as refreshing as Westwind in mid-summer, remarkable for their attempt to sweep away the arbitrary rules which for two centuries had stood in the way of literary criticism of Shakespeare. No finer analysis and appreciation of the masters' genius has ever been written.' ল্যাম্ব, হ্যাজলিট, কুইন্সী, লী হাণ্ট প্রভৃতি শিল্পী সমালোচকগণ এই সমালোচনা ধারাকে আরও সুপ্রবাহিত করেন।

হ্যাজলিট (**Hazlitt** ১৭৭৮—১৮০০) হ্যাজলিট ল্যাম্বের বন্ধু এবং লেখকগোষ্ঠীর কবিদের সঙ্গে প্রথম হতে পরিচিত। কোলরিজের কাব্যরূপ বিশ্লেষণ দিয়েই তাঁর সাহিত্য সাধনা শুরু। সমালোচনার ক্ষেত্রে হ্যাজলিট দৃঢ় কঠিন ; কিন্তু তাঁর সমালোচনা তীক্ষ্ণ, কখনও রূঢ় এবং আবেগদীপ্ত আন্তরিক। সমসাময়িকদের সাহিত্যবিচারে হ্যাজলিট স্থিতপ্রজ্ঞ ন্যায়নিষ্ঠ সর্বদা হতে পারেন নি। Characters of Shakespeare's plays (১৭১৮) Lectures on English Poets (১৮১৯) ইত্যাদিতে হ্যাজলিট সমালোচনার তীব্রদীপ্ত অচঞ্চল দীপশিখার দ্বারা সাহিত্যের মর্মমূল দিব্যদাহে আলোকিত করে তুলতে অনেক ক্ষেত্রেই সক্ষম হয়েছেন। তাঁর সাহিত্য সমালোচনা ইতিহাস বা জীবন বা বস্তুনিরপেক্ষ ; লেখকেরই অনুভূতির ভাললাগা মন্দ লাগার শিল্পরসোজ্জ্বল প্রকাশ। এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা তীক্ষ্ণ যথাযথ ও ব্যক্তিত্বের প্রভায় অপরূপ উদ্ভাসিত। হ্যাজলিট রোমান্টিক সমালোচনারও প্রথম পুরুষ। সর্বক্ষেত্রেই হ্যাজলিট মৌলিক আন্তরিক ও একান্ত মর্মস্পর্শী।

. **চালর্স ল্যাম্ব** (**Charles Lamb** ১৭৭৫—১৮৩৪) রোমান্টিকতার দুইটি বিভিন্নমুখী লক্ষণ ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও ল্যাম্বের মধ্যে প্রতিফলিত। প্রকৃতি নির্জনতার বিকাশ ওয়ার্ডসওয়ার্থে এবং সমাজ জীবনরূপের বিকাশ ল্যাম্বে। ল্যাম্ব আজীবন ছিলেন কোলরিজের বন্ধু এবং ওয়ার্ডসওয়ার্থের কাব্যিক

নবাঙ্গিকের সমর্থক। যদিও ওয়ার্ডসওয়ার্থের জীবনী ও বাণী প্রকৃতিময়তায় সার্থক, ল্যাম্বের জীবন অতিক্রান্ত হয়েছে লণ্ডন সমাজের বুকে। নগরের জনসাধারণ, ইহার কর্মপ্রবাহ, আনন্দবেদনা ল্যাম্বের উপলব্ধির দ্বারে কি এক অপূর্ব অনুভূতি বহন করে এনেছে। তাঁর নিজের বর্ণনাতেই জানা যায় জনাকীর্ণ লণ্ডনের রাস্তায় লেখকের চক্ষু অকস্মাৎ অশ্রুসজল হয়ে উঠত—পরিপূর্ণ জীবন প্রবাহের প্রাচুর্য আনতো আনন্দাশ্রু। ওয়ার্ডসওয়ার্থ যেমন অরণ্যপ্রান্তর জলাশয়ের অনুভূতিকে যথাযথ রূপ দিয়েছেন, ল্যাম্বও সুখদুঃখ সমাকীর্ণ জীবনসত্তাকে স্বাভাবিক প্রেরণায় শিল্পিত করেছেন। তিনি কোলরিজ, হ্যাজলিট, ল্যাণ্ডর প্রমুখের যে চিত্র এঁকেছেন তা অপূর্ব; তাঁর সুগভীর অন্তর্দৃষ্টিও সহানুভূতির ফলে বিগত অতীত এক আশ্চর্যরূপ পরিগ্রহ করেছে। ইংরাজ প্রবন্ধকারদের মধ্যে ল্যাম্বই সর্বাপেক্ষা বরণীয় ও রমণীয় —কেবলমাত্র সূক্ষ্ম অনাবিল রচনাভঙ্গী ও হিউমারের জন্য নহে, জীবনের দুঃখবেদনার অতিশায়ী এক সুস্নিগ্ধ আলোক দীপ্তির অনাবিল প্রবাহ তাঁর রচনাকে এক অনির্বাচ্য ব্যঞ্জনায়, মন্ময় স্বভাব (Subjective) সুরমূর্চ্ছনায় সঙ্গীতে পরিণত করেছে।

ল্যাম্বের রচনাবলীকে তিনটি পর্বে বিভক্ত করা যায়। সাহিত্য রচনার প্রথম নিদর্শন 'C. L.' নামাঙ্কিত অনুল্লেখ্য কবিতাবলী; রোমান্স Rosamund Gray (১৭৯৮); তাঁর কাব্য নাট্য John Woodvil (১৮০২); এবং গদ্যে ও পদ্যে রচিত বিভিন্ন অপরিণত রচনা। এই সময়ে তিনি সংবাদপত্রের জন্য হাস্যকৌতুকাদিও রচনা করতেন। ল্যাম্বের দ্বিতীয় পর্বের রচনা সাহিত্যবিষয়ক। Tales from Shakespeareকে তাঁর প্রথম সার্থক সাহিত্য সৃষ্টি বলা যায়। এই গ্রন্থের ট্রাজেডিগুলির রচয়িতা চার্লস্ ল্যাম্ব ও কমেডিগুলির রচয়িতা মেরী ল্যাম্ব। শিশুসাহিত্য হিসেবে রচিত হলেও রচয়িতাদ্বয় এলিজাবেথীয় যুগের মর্মমূলে গভীরভাবে প্রবেশ করেছেন এবং সেক্সপীয়রের রূপান্তরিত কাহিনীগুলি আজও সকলের কাছে সমভাবে আদৃত। ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় Specimens of English Dramatic Poets contemporary with Shakespeare. ইংরাজী সমালোচনা সাহিত্যের ঐতিহাসিক বিবর্তনে এই গ্রন্থখানির মূল্য অসাধারণ। তৃতীয় পর্বের অন্তর্ভুক্ত ল্যাম্বের জীবন সমালোচনা সংকলিত Essays of

Elia (১৮২৩) এবং দশবৎসর পর প্রকাশিত Last Essays of Elia. Essays of Eliaতে ল্যাম্বের ব্যক্তিসত্তা সুপরিস্ফুট। এলিয়া ও ল্যাম্বের অন্তর্চেতনার সাধর্ম্য দ্বৈতসত্তার একীকরণের পরিচায়ক। এসেস অফ এলিয়াতে ব্যক্তি ল্যাম্বের জীবনানুভূতির প্রকাশ রূপে রসে সমৃদ্ধ। মনতেন যে ব্যক্তিগত প্রবন্ধের সূচক এবং ইংলণ্ডে কাউলে (Cowley) যে রচনার উদ্গাতা, ল্যাম্ব-এর হস্তে সেই প্রবন্ধ সাহিত্যের অপরূপ বিকাশ। ব্যক্তি-চেতনার রূপায়ণই তাঁর সাহিত্য, নৈতিকতা বা মনোচেতনার বিচার-বিশ্লেষণ নয়। তাঁর সর্বাপেক্ষা বড় পরিচয় শিল্পী হিসেবে—Lamb's essays continue the best tradition of Addison and Steele, our first great essayists ; but their sympathies are broader and deeper, and their humour more delicious, than any which preceeded them. এই প্রবন্ধাবলীতে দেখা যায় ল্যাম্ব লঘুপক্ষ হংসবলাকার মত খেয়ালী কল্পনার রাজ্যে যাত্রা করেছেন। এর সঙ্গে রয়েছে বাগ্‌বৈদগ্ধ্যের উজ্জ্বল দীপ্তি ও হিউমারের মধুর আলোকধারা। তাঁর সাহিত্য বাস্তব ও কল্পনার অপরূপ রাজ্য—তা হিউমার প্যারাডক্স, ব্যক্তিত্ব ও রোমান্টিকতায় অপরূপ মাধুর্যমণ্ডিত। 'Leissertation on Roast Pig'এ দেখি কবির খেয়ালী কল্পনা, উদ্ভটত্ব ও অসঙ্গতির উজ্জ্বল প্রকাশ। হাস্যকৌতুকের বর্ণচ্ছটায় প্রবন্ধটি উদ্ভাসিত। Dream Children এ অতীত স্মৃতিচারী কবিমন স্বপ্নের জাল বুনেছে। অতীত রূপে রসে সত্য কল্পনায় হয়ে উঠেছে অপরূপ। ল্যাম্বের শিল্পীমানস জীবনের সুখ-দুঃখবেদনার রূপায়ণে সুগভীর। তাঁর সাহিত্য ব্যক্তি অনুভূতির স্বর্ণসূত্রে শিল্পচেতনার জীবনরসসমৃদ্ধ রূপালেখ্য।

Lambএর কাব্যের মধ্যে একটি শান্ত অনির্বচনীয় ব্যঞ্জনা তাঁকে ওয়ার্ডসওয়ার্থের সমগোত্র করেছে। কবির ব্যক্তিচেতনা স্বপ্নকল্পনারাজ্যে বিচরণশীল এবং তাঁর শিল্পচেতনা অতীতমুখী। সময়, পরিবর্তন ও অবক্ষয়ের বিষণ্ণ রহস্যময়তার প্রকাশই তাঁর শিল্প। তীব্র উত্তাপবিহীন রোমান্টিকতার মৃদুস্পর্শে তাঁর সাহিত্য করুণমধুর। ল্যাম্বের প্রবন্ধ সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপাদান হিউমার। এই হিউমার ব্যক্তিত্বের এই অপরূপ বিকাশ সংকীর্ণ সীমাতিক্রান্ত অনন্ত কালপ্রবাহের সঙ্গে সাযুজ্যকৃত। ব্যক্তিত্ব, রোমান্টিকতার

স্পর্শ ও হিউমারের মাধুর্য তাঁর প্রবন্ধকে করেছে অপূর্ব শিল্পিত। His art exhausts and reconciles the aromas of very different flowerings in literature ; and along with that of Renascence, we feel in it the persisting flavour of classicism. ব্যক্তি অনুভূতির রোমন্থনজাত নন্দনতত্ত্বই সাহিত্য। বাঙ্ময় শিল্পের ও সাহিত্যের রূপরসের বিচার-বিশ্লেষণই সাহিত্য সমালোচনা। I. A. Richards-এর ভাষায় বলতে গেলে 'To set up as a critic is to set up as a judge of values'. সমালোচক ল্যাম্বের সূক্ষ্মনিপুণ বিচার-বিশ্লেষণী শক্তি ও রসগ্রাহিতার পরিচয় তাঁর সমালোচনা জাতীয় প্রবন্ধে সুস্পষ্ট। ল্যাম্বের পরিশুদ্ধ শিল্পীমানস শিল্পের সত্যকে বিচার-বিবেচনার কষ্টিপাথরে পরিশীলিত করে গ্রহণ করেছে। 'Lamb's action in the field of criticism was diffuse and truly fruitful ; he contributed more than any other in reviving the claims of writers who are perhaps the most truly national England can show, and in combining the distant influence with the living and present spirit of literature.

√ **টমাস ডি কুইন্সী (Tomas De Quincey** ১৭৮৫—১৮৫৯)—ডি কুইন্সী ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে ম্যাঞ্চেষ্টারের অন্তর্গত গ্রীনহে নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। এই বালকের বুদ্ধি ও পাণ্ডিত্যের বিকাশ বাল্যকাল থেকেই পরিদৃষ্ট হয়। তাঁর শিক্ষক বলেছিলেন যে, তাঁদের ইংরাজী ভাষার অপেক্ষা অল্পবয়স্ক ডি কুইন্সীর গ্রীক ভাষায় পাণ্ডিত্য অধিক ছিল। ডি কুইন্সীর জীবন যাযাবরের মত—তবে এই পরিভ্রমণশীল জীবন ও মনে জ্ঞানের অবাধ বৈচিত্র্য দেখা যায়। রোমান্টিকতা কেবল তাঁর সাহিত্য নয়, ভ্রাম্যমাণ ও কল্পনাপ্রবণ জীবনেও অভিব্যক্ত। তিনি বুদ্ধিজীবী, তবে তাঁর তীক্ষ্ণ মনীষা স্বপ্নচেতনায় আচ্ছন্ন। রোমান্টিক চেতনা চার্লস্ ল্যাম্ব ও ডি কুইন্সী উভয়ের সাহিত্যে-ই দীপ্যমান। এই গুণগুলো ছাড়াও ডি কুইন্সীর রচনায় আছে ষ্টাইলের ঋজুতা।

ডি কুইন্সীর রচনা ও বিস্তৃতি অতুলনীয়—সাময়িকী রচনা হিসেবে অধিকাংশ লিখিত হলেও এরা ভাবগভীরতায় ও শিল্পমূল্যে বিশেষ স্মরণীয়।

১৮২১ সালে তিনি 'Confessions of an Opium Eater' রচনা করেন। লেখকের খেয়ালী কল্পনার অবাধ বিকাশ এই গ্রন্থে দেখা যায়। অহিফেন সেবনে কবির বাস্তব চেতনা আচ্ছন্ন এবং কবিমন খেয়ালী কল্পনার স্বর্ণসূত্রে জীবনসত্য ও বৈচিত্র্যকে গ্রথিত করেছেন। কল্পনার অভিনব বিকাশ ছাড়া লেখকের জীবন চিত্রায়ণ হিসাবে এই গ্রন্থের মূল্য আছে। ডি কুইন্সীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক রচনা Literary Reminiscences-তে রোমান্টিক ও পূর্ববর্তী কবিগোষ্ঠীদের সম্বন্ধে সুন্দর আলোচনা আছে। লেখকের পাণ্ডিত্য রসবোধ ও কল্পনাশক্তি পরিস্ফুট হয়েছে 'অন দি নকিং এ্যাট দি গেট ইন ম্যাকবেথ' (১৮২৩) প্রভৃতি রচনায়; উদ্ভট কল্পনা ও অদ্ভুত হাস্যরসের পরিচয় পাওয়া যায় 'মার্ডার কনসিডার্ড এ্যাজ্ ওয়ান অফ দি ফাইন আর্টস' (১৮২৭) রচনায় যেখানে লেখক হত্যার স্বরূপ নির্ধারণ করেছেন গভীর অথচ ভয়াবহ-ভাবে এবং দুইজন হত্যাকারীর নিদর্শন প্রদান করেছেন। জীবনের রহস্যময়তার দিক, কোন বিষয়ের অতীন্দ্রিয় দিক ডি কুইন্সীকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছে। লণ্ডন শহরের রহস্যময়তায় লেখক বার বার রোমাঞ্চিত হয়েছেন। সাধারণ শব্দ ও দৃশ্যকে লেখক নিগূঢ় তত্ত্বের প্রতীক হিসেবে জেনেছেন। 'এসে অন মার্ডার' জাতীয় রচনায় লেখক শান্ত ভয়াবহ রসের সৃষ্টি করেছেন ও এ্যাডগার অ্যালান পো প্রভৃতির সমগোত্রীয় লেখকরূপে নিজেকে প্রতিপন্ন করেছেন। রহস্যময়তার অনির্দেশ্য ব্যঞ্জনা, আসন্ন সর্বনাশের ইঙ্গিত, নৈঃশব্দের ভয়াবহতা ও প্রতীকী চেতনা এই জাতীয় রচনার প্রাণকেন্দ্র।

ডি কুইন্সীর রচনার ষ্টাইল সৌন্দর্যচেতনায় আশ্লিষ্ট। কাব্য ও গদ্য সাহিত্যের সংমিশ্রণে তাঁর ষ্টাইল। তাঁর গদ্যে কবিতাসুলভ কল্পনার প্রসার ও সুরঝঙ্কার দৃষ্ট হয়। ভাব ও রূপের সার্থক সমন্বয় ঘটেছে তাঁর ষ্টাইলে—ঋজু, প্রত্যক্ষ ও স্বপ্নবিলসিত সুরঝঙ্কারময় রচনাভঙ্গীর জন্যেই ডি কুইন্সী সাহিত্যক্ষেত্রে অমর।

লী হাণ্ট (Leigh Hunt ১৭৮৪—১৮৫৯)—রোমান্টিক আন্দোলনে হাণ্টের সক্রিয় শিল্পসাধনা ছিল। কাব্যধর্মে তিনি রোমান্টিক ও তাঁর প্রভাব কীট্সে দৃষ্ট হয়। লী হাণ্ট ইতালীয় সাহিত্যের প্রতি পাঠকের মুগ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে দান্তের কাহিনী অবলম্বনে সুন্দরতররূপে 'রিমিনি' গল্প কবিতা রচনা করেন। এতে কবির চিত্রময়ী বর্ণনা, ঐশ্বর্যবহুল

শব্দসম্ভার ও সুমসৃণ লাবণ্যের পরিচয় পাই। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় 'ষ্টোরিস ফ্রম ইটালিয়ান পোয়েটস'—শ্রেষ্ঠ ইতালীয় কবিদের সার্থক শিল্পিত কাব্যানুবাদ। কীট্‌সের ওপর হাণ্টের প্রভাব বিশেষ স্মরণীয়। হাণ্টই বোধহয় কীট্‌সের বিস্ময়বিমুগ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে মধ্যযুগের শত রণরঞ্জিত স্বর্ণদ্বার খুলে দিয়েছিলেন। কীট্‌সের কাব্যমানস ও কাব্যরূপ গঠনে হাণ্টের প্রভাব আছে। হাণ্টের গদ্যসাহিত্যও বিশেষ স্মরণীয়। সাময়িক পত্রিকায় তাঁর অনেক রচনা প্রকাশিত হয়েছে। 'জার অফ হনি ফ্রম মাউণ্ট হিবলা' (Jar of Honey from Mount Hybla ১৮৪৮) কবির ইতালী প্রবাসের মনোরম বর্ণনা। লণ্ডন জীবন তার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেছে 'দি টাউনে'। হাণ্টের আত্মজীবনীতে মানুষ হাণ্টের পূর্ণ পরিচয় পাই—মাধুর্য সৌন্দর্য দুর্বলতা প্রভৃতি নিয়ে একটি পরিপূর্ণ মানুষের রূপ আমাদের সামনে উদ্‌ঘাটিত হয়ে ওঠে।

ওয়ালটার স্যাভেজ ল্যাণ্ডর (Walter Savage Landor ১৭৭৫-১৮৬৪)—ল্যাণ্ডরের উদয় বিলয়ের সুবিস্তৃত কালপরিধিটুকু বিলীয়মান ক্লাসিকযুগ, রোমান্টিক পর্ব ও ভিক্টোরীয় জীবনে বিস্তৃত। ক্লাসিক সংহতি রোমান্টিক ভাবকল্পনা ও ভিক্টোরীয় জীবন-জিজ্ঞাসার সমন্বয়ে ল্যাণ্ডরের সাহিত্য স্মরণীয়। ল্যাণ্ডরের বিচিত্র ব্যক্তিত্ব তাঁর শিল্পকৃতিকে বিচিত্র করেছে। তিনি প্রধানতঃ রোমান্টিক যুগের কবি হয়েও রোমান্টিকতা-বিচ্যুত এক যথার্থ ক্লাসিক চেতনার অনুবৃত্তিজাত সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। তাঁর জীবনেও এরূপ বিরোধিতা ও তীব্র সংঘাত স্পষ্ট। তাঁর জীবনে একদিকে সুতীব্র অহংবোধ, প্রদীপ্ত ক্রোধ, ক্রমাগত আইনগত বিরোধ ও সাংসারিক জীবনের কলহ বেদনা; অপরদিকে শান্ত সুষম ক্লাসিকতার প্রতি শ্রদ্ধা, প্রাচীন জ্ঞান মনীষার অনুশীলন। তাঁর অন্তর্চেতনায় ছিল সমুচ্চ ভাবপ্রেরণা ও আদর্শের দীপ্তি; অপরদিকে নিজের ও জগতের সঙ্গে দ্বন্দ্বপরায়ণ এক বিক্ষুব্ধ চেতনা। তাঁর জীবনসত্য অপরূপ সৌন্দর্য-সমন্বিত নিম্নোক্ত পংক্তি চতুষ্টয়ে প্রকাশিত—

I strove with none for none was worth my strife;
Nature I loved and next to Nature Art;
I warmed both hands before the fire of life;
It sinks and I am ready to depart.

ল্যাণ্ডরের সাহিত্যে মননিষ্ঠা, জ্ঞানবিজ্ঞান গরিষ্ঠতা ও ক্লাসিক শিল্পাচরণ এনেছে উল্লেখ্য বৈশিষ্ট্য। কিন্তু তাঁর কাব্যে বিশ্বজনীনতা স্বল্প বা কাব্যকে সকল হৃদয়সংবাদী করে তোলে। সাহিত্যক্ষেত্রে ল্যাণ্ডর প্রায় একক, যদিও রোমান্টিকতার স্ফুরণে কখনও তা অপূর্ব। তাঁর প্রথম জীবনে রচনা Gelir (১৭৯৮) এ রোমান্টিক উন্মাদনার পরিচয় পাওয়া যায় এবং এর আবেগ-আতিশয্য শেলী বা বায়রণের অনুরূপ। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে ল্যাণ্ডরের শেষ কাব্যসংগ্রহ প্রকাশিত হয়, প্রথম সংগ্রহ প্রকাশ পেয়েছিল ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে। ল্যাণ্ডরের সাহিত্যপ্রেরণা সম্বন্ধে সমালোচকের দ্বিমত নেই ; তাঁর কাব্য যে মাধুর্যরসে ও সৌন্দর্যমণ্ডলে অসাধারণ হয়নি তা অনস্বীকার্য। বিদ্যুৎদীপ্ত, ব্যঞ্জনাগর্ভ বাক্য, শিল্পিত শব্দচয়ন ও ফ্যান্সী বা খেয়ালী কল্পনার অপরূপতায় তাঁর কাব্য সুন্দর। কিন্তু একটা কাঠিন্য এক হিমশীতল চেতনা যেন তাঁর কাব্যকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। ক্লাসিকনিষ্ঠা, মননাতিরেক ও রোমান্টিকতা বিরোধী চেতনায় তাঁর কাব্য রোমান্টিকযুগের এক দোসরহীন অনন্য সৃষ্টি।

গদ্যসাহিত্যে ল্যাণ্ডরেব স্থান সুনির্ধারিত। সুগভীর আন্তরিকতা, বুদ্ধি-দীপ্ত মননক্রিয়া, ও ক্লাসিকধর্মী প্রখর বাণীনির্মিতি তাঁর গদ্যসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য। তার 'Pericles and Aspasia' কয়েকটি কল্পিত পত্রসমষ্টি। এশিয়া মাইনরের তরুণী এ্যাসপ্যাসিয়া কর্তৃক পেরিকিল্‌সের রাজত্বকালে গৌরব ও উন্নতির উত্তুঙ্গশীর্ষে অবস্থিত এথেন্সের অভিজ্ঞতার বর্ণনা এই গ্রন্থে আছে। ল্যাণ্ডরের রচনার মধ্যে এর একটি বিশেষ স্থান। তাঁর ক্লাসিক শিল্পাচরণের পরিচয় ব্যতীত গ্রীসদেশের যে উৎকৃষ্ট বর্ণনা এতে আছে তা ইতিহাস বর্ণনাকেও ম্লান করে দেয়। ল্যাণ্ডরের শ্রেষ্ঠ গদ্য রচনা 'Imaginary Conversations between Certain People of Importance in their Day' ১৮২৪ থেকে ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে রচিত। এটি বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন চরিত্রের কথোপকথন—গ্রীকরোমান কাল থেকে লেখকের নিকট সাময়িক বিখ্যাত চরিত্রের পরিচয়। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ চরিত্রাবলীকে ল্যাণ্ডর একত্র সন্নিবেশিত করেছেন। ডিওজেনেস ও প্লেটো, ঈশপ ও ইজিপ্টের দাসকন্যা, অষ্টম হেনরী ও বন্দিনী এ্যান বোলেন, দান্তে ও বিয়াত্রিচে, এবং অন্যান্যরা প্রেম, জীবন, মৃত্যু ইত্যাদি বিষয়ে তাদের

মনোভাব ব্যক্ত করেছে। অবশ্য এই চরিত্রগুলি লেখকের আবেগ দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত, তারা বাহন হয়েছে তাঁর মতবাদের যা কখনও উৎকেন্দ্রিক, কখনও আবেগতন্ময়। তবে লেখকের সুগভীর পাণ্ডিত্য ও শিল্পসৃষ্টির রূপ-সমৃদ্ধ পরিচয় এখানে লাভ করা যায়। নাটকীয় সংলাপ, কৃতি সৃজনেও লেখক সিদ্ধহস্ত। ভাবসমুন্নতি, প্রশান্ত গাম্ভীর্য ও ক্লাসিকাল কলাবিধি এই 'সংলাপে'র মধ্যে সার্থক শিল্পায়িত। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে সমালোচকের মন্তব্যটি স্মর্তব্য—The Conversations are, in substance varying heroic and idyllic episodes, strong in primal passion and tender grace, and recounted with a noble beauty of style and a subtle appreciation of 'the sense of tears in mortal things.'

পঞ্চম অধ্যায়

ভিক্টোরীয় সাহিত্য

ভিক্টোরীয় যুগ

কালের রথে রোমান্টিকযুগ যখন অতীতমুখী তখন হইতেই ভিক্টোরীয় যুগের সূচনা। যদিও খৃঃ ১৮৩৭এ রাণী ভিক্টোরিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন তার পূর্বেই সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনের ওপর ব'য়ে যাচ্ছিল এক যুগান্তকারী পরিবর্তনের স্রোত। তারপর ভিক্টোরিয়ার শাসনকাল আরম্ভ হবার সংগে সংগেই সেই রূপান্তর পূর্ণতা পেল। এ যুগের নতুনতর চিন্তাধারারই যথার্থ রূপায়ণ অনিবার্যভাবেই সংস্কৃতি ও সাহিত্যে বাঙ্ময় হয়ে উঠল। এই নব-যুগের বহুতর সামাজিক ও রাজনৈতিক সৃষ্টিধর্মী শক্তিগুলির প্রধান চারিটি সমস্ত দৃষ্টির দাবী রাখে। **প্রথমতঃ,** ব্যক্তিস্বাধীনতার জন্য সাধারণ মানুষের দীর্ঘকালব্যাপী সংগ্রামের সাফল্য ও গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা এই যুগ-ধর্মের এক অসাধারণ বৈশিষ্ট্য। রাজা এবং বুর্জোয়া শাসকশ্রেণীর আর সকলের পূর্বাধিকার নস্যাৎ হওয়ায় তাঁরা হলেন ক্ষমতাবিহীন নেতা। সুতরাং কার্যতঃ শাসনতন্ত্রের সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী হল জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত ব্যবস্থাপক সভা। **দ্বিতীয়তঃ,** যেহেতু এই যুগ গণতন্ত্রের যুগ, সেজন্য সমাজ ব্যবস্থায় এক বিপুল পরিবর্তন সাধিত হল এবং তার সুনিশ্চিত প্রতিফলনে শিক্ষা, ধর্ম ও অন্যান্য সামাজিক ক্ষেত্র পেল অভূতপূর্ব রূপায়ণ। মানুষের সঙ্গে মানুষ প্রেম-প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হ'য়ে ভ্রাতৃত্ববোধকে করল দৃঢ়। কিন্তু এই শতাব্দীর মধ্যভাগে এক বিরাট সমাজ জিজ্ঞাসা সংগ্রামী মানুষের মনে আলোড়ন এনে দিল—আবালবৃদ্ধবনিতারদল যারা কারখানার বলি হয়ে বুর্জোয়া ধনিক-শ্রেণীর দ্বারা লাঞ্ছিত ও নিপীড়িত হচ্ছে তাদের মুক্তি কোথায়? পুঁজিবাদী ধনিকশ্রেণীর শোষণের ও শ্রমিক জনসাধারণের দুর্দশার প্রতিকার কী? এই অব্যবস্থা ও অবিচারের প্রতিকারে চিন্তাশীল মানুষেরা বিভিন্নভাবে তৎপর হ'য়ে উঠলেন। অধিকারচ্যুত এই অত্যাচারিত মানুষের মুক্তির জন্য ক্রমবর্ধমান সংগ্রাম ও প্রচেষ্টা ভিক্টোরীয় যুগের এক অন্যতম বৈশিষ্ট্য। **তৃতীয়তঃ,** গণতন্ত্র ও শিক্ষার করুণাস্পর্শে আপেক্ষিক শান্তি সংস্থাপন এ যুগের এক মহান ঐতিহ্য। যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণাম সম্বন্ধে মানুষ হল সচেতন। তারা বুঝল যে, যুদ্ধোত্তর দুঃখ, দারিদ্র্য ও দুর্গতির বোঝা বহন করতে হয়

সাধারণ মানুষকেই ; পক্ষান্তরে সুবিধাবাদী সুযোগসন্ধানী বুর্জোয়ার দল পায় যুদ্ধ সাফল্যের যাবতীয় আর্থিক ও রাজনৈতিক পুরস্কার। বহির্বাণিজ্যের প্রসার ও বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের সংগে ভাবগত ঐক্য গ'ড়ে ওঠার ফলে এই সত্য প্রকট হল যে, সামাজিক ঐক্যগঠনের তাগিদ পৃথিবীর সর্বত্র। সুতরাং যা' কাম্য, যা' আকাঙ্ক্ষিত তা' হ'ল বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ। যুদ্ধ নয়, শান্তিই হ'ল চিরন্তন সত্যের পথ—সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনের পথ। **চতুর্থতঃ,** কলা ও বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি এবং বিভিন্ন যান্ত্রিক আবিষ্কার এ যুগের এক উল্লেখ্য অবদান। কল্পনাকে আশ্রয় না ক'রে বাস্তবানুগ সাহিত্য রচনা ভিক্টোরীয় যুগের সত্যানুরাগেরই অভিব্যক্তি। ডারুইনের 'Origin of Specis' এ বর্ণিত বিবর্তনবাদ এই যুগেই ঐতিহ্যগত পুরাতন ধর্মবিশ্বাসে হানল প্রচণ্ড আঘাত। এর ফলস্বরূপ বাইবেলের সৃষ্টিতত্ত্বে ও ভগবানে বিশ্বাসী মানুষের মন এক তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্ব ও আত্মজিজ্ঞাসায় উদ্বেল হ'য়ে উঠল। আর সত্যসন্ধানী মানুষ ডারুইনের এই বৈপ্লবিক মতবাদে পেল নতুন চিন্তাধারার সূচনা। এ যুগের সাহিত্য কল্পনার রঙীন পাখায় ভর দিয়ে রোমান্টিক অভিসারে যাত্রা করেনি। সে বেছে নিয়েছে রূঢ় বাস্তবের বন্ধুর পথ—জীবন জিজ্ঞাসার কঠিন প্রশ্ন ও সত্যনিষ্ঠ মননের অতন্দ্র সাধনাই এ যুগের সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য। শক্তি ও আদর্শের প্রেরণায় ভিক্টোরীয় যুগের সাহিত্য ছিল বলিষ্ঠ, সংস্কৃতির প্রলেপে তা ছিল অনবদ্য আর সত্যনিষ্ঠতার সূর্যালোকে তা ছিল ভাস্বর। যদিও এ যুগের টেনিসন ও ব্রাউনিং পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম কবিদিগের অন্যতম, তবু বস্তুত: এটা ছিল গদ্যসাহিত্যের যুগ। শিক্ষাবিস্তারের সংগে সংগে যেমন পাঠকের সংখ্যা সহস্রগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল, তেমনি সংবাদপত্র, নানা ধরণের পত্র-পত্রিকা ও উপন্যাসের শাখা-প্রশাখায় এ যুগের গদ্যসাহিত্য ছিল পল্লবিত। এই যুগ-সাহিত্যের আর একটি উল্লেখ্য বিষয় হল যে, কি কাব্যসাহিত্য, কি গদ্যসাহিত্য শুধু মাত্র শিল্পসৃষ্টির বাসনার চরিতার্থে রচিত হয়নি—নৈতিক-লক্ষ্যের প্রতি সতর্ক ও সফলদৃষ্টি এ যুগের লেখক ও কবিদের রচনার এক অপূর্ব বৈশিষ্ট্য। জীবনদর্শন ও সত্যোদ্ঘাটনের বলিষ্ঠ প্রচেষ্টা এ যুগের সাহিত্যে যেভাবে রূপলাভ করেছে জগৎ ও জীবনের ওপর তার শক্তিশালী প্রভাব সুদূরপ্রসারী।

ভিক্টোরীয় কাব্য



উপর্যুক্ত আলোচনায় ভিক্টোরীয় সাহিত্য বা কাব্যের পটভূমির পরিচয়। পূর্বযুগের রোমান্টিক চেতনা এই কালে অনুসৃত। কীট্‌সের প্রভাব পড়েছে টেনিসন রসেটিতে; আর্ণল্ড ওয়ার্ডসওয়ার্থের ভাবশিষ্য। তবে রোমান্টিকতাকে জীবনের আলোছায়ায় রহস্যনিবিড় কল্পনায় উধাও না করে তাকে সংহত সংযত করেছেন কবিরা—কল্পনার সঙ্গে মননের বুদ্ধিদীপ্তির সংযোগ। যুগপ্রেরণায় এযুগের কাব্য বস্তুধর্মসম্পৃক্ত। বিজ্ঞান ভিক্টোরীয় কবিদের চেতনার তীক্ষ্ণতা যুক্তিবোধকে সম্প্রসারিত করেছে। তাই ঈশ্বরও ধর্মের অস্তিত্বে আন্তরিক বিশ্বাসের পরিবর্তে এক কঠিন জিজ্ঞাসা সন্দেহ অবিশ্বাস তীক্ষ্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এবং মানবচিত্তের শান্ত মধুরতা নয় জীবনের জটিলতা, মনস্তাত্ত্বিক জিজ্ঞাসার গভীর আত্মসমীক্ষায় এই যুগের কাব্যসাহিত্য বিরল বৈশিষ্ট্যময়।

আলফ্রেড টেনিসন (**A. Tennyson** ১৮০৯-১৮৯২) টেনিসন যুগপ্রতিভূ কবি। কবির মানসপরিমণ্ডল গঠন করেছে ভিক্টোরীয় জীবনবোধ; এবং যুগসত্য যথার্থ প্রতিফলিত তাঁর কাব্যে। বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতিতে কবি টেনিসনের সুগভীর ও আন্তরিক আগ্রহ এবং ধর্ম ও বিজ্ঞানের সাযুজ্যকরণ বিষয়ে তাঁর চিত্ত সন্দেহপ্রবণ কিন্তু কবি উভয়ের সমন্বয়সাধন প্রয়াসী। টেনিসনের কবিতায় আর্থারীয় কাব্যকাহিনীর পটভূমিকা মধ্যযুগীয় হলেও বক্তব্য আধুনিক জীবনানুগ। সমাজে নারীর যথার্থ স্থান নির্ণয়ে কবি ইচ্ছুক। 'ইন মেমোরিয়াম'এ কবি বৈশ্বিক প্রেমের মধ্যে সত্তার প্রশান্তি ও আত্মার অমরতা উপলব্ধি করেছেন, কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর সন্দেহ অবিশ্বাস, প্রশ্নসঙ্কুল জীবন জিজ্ঞাসাই এতে প্রতিফলিত।

টেনিসন ধ্বনিচিত্রশিল্পী। বর্ণবহুল ঐশ্বর্যময় শব্দশিল্পের সহায়তায় টেনিসন চিত্রকল্প নির্মাণ করেছেন। তাঁর কাব্যে রূপমুগ্ধতার বর্ণাঢ্য ও ভাবোচ্ছ্বাসময়তার অজস্র নিদর্শন প্রত্যক্ষ করি। রূপাঙ্গিক সৃষ্টিতে টেনিসন অসাধারণ পারঙ্গম। অনুরণনশীল মঞ্জুল সঙ্গীত ঝঙ্কারে কাব্যভাবনা স্বতোচ্ছ্বাসিত। টেনিসন যথার্থ সুরশিল্পী—সুমসৃণ বাণীরূপ, অমিত্রাক্ষরের সহজ সুললিত প্রভাবে, টেনিসনের কাব্য সুঝংকৃত। প্রকৃতি টেনিসনের

কাব্যে চিত্রিত, বিলসিত প্রকাশমান। প্রকৃতির রূপকে সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণী কবি উপলব্ধি করে সৌন্দর্যের তুলিকায় তাকে চিত্রিত করেছেন। কবির প্রকৃতি চেতনা মানবতার সমন্বয়ে সুন্দর। প্রকৃতি মানব অনুভূতির প্রেক্ষাপট এবং প্রকৃতি যেন অনেক ক্ষেত্রে কবির উপলব্ধির দ্বারে মানবতার বাণী বহন করে এনেছে।

টেনিসনের প্রথম কাব্যগ্রন্থ Poems by Two Brothers এ (১৮২৭) মৌলিকতা নেই, স্কট, বায়রণ, মূরের অনুকরণ মাত্র। ১৮৩০ ও ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে কবির প্রকাশিত দুইটি কাব্য সংকলন সমালোচকের তীব্র আঘাতের হেতু হয়েছিল, কিন্তু এক অসাধারণ প্রতিভাবান কবির অভ্রান্ত পদক্ষেপ এতে শ্রুত হয়। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের কবিতাগুচ্ছ টেনিসনের কবি-প্রতিভার যথার্থ পরিচয়বহ। রোমান্টিকতার স্বরূপ এখানে স্পষ্ট ; কবির চিত্রকল্প রচনা কীট্‌সকে স্মরণ করায়। কিন্তু কীট্‌সের সূক্ষ্মতম অনুভূতি কবির নেই ; সামান্য বস্তুর অন্তরতম রক্তিম প্রাণবিন্দুটির সন্ধান টেনিসন পাননি, রঙের অজস্র সমারোহ কবির রূপপ্রেমিকতাকে ব্যক্ত করেছে। The Princess (১৮৪৭) ত্রিসহস্র পংক্তি সমন্বিত অমিত্রাক্ষরে রচিত কাব্য। এতে সমাজে নারীদের স্থান, তাদের উচ্চশিক্ষার কথা ব্যক্ত। নারী জাগরণের প্রশ্ন সেই যুগকে বিচলিত করেছে এবং টেনিসনের কাব্যে সেই সমস্যার ও তার সমাধানের কথা। এই কবিতায় কয়েকটি উৎকৃষ্ট গীতি-রূপের পরিচয় পাই ; কবির হৃদয়োৎসারিত এই সঙ্গীত অপূর্ব সুন্দর—

Tears idle tears I know not what they mean,
Tears from the depth of some divine despair
Rise in the heart, and gather to the eyes,
In looking on the happy Autumn-fields,
And thinking of the days that are no more.

In Memorium উল্লেখ্য সাহিত্য-কৃতি, কেবল বিষয় মহিমার জন্য নয়, শিল্প-সৃষ্টি হিসাবেও। বন্ধু হ্যালামের বিয়োগ-ব্যথা কবিচিত্তকে মথিত করেছে এবং এই তীব্র মানব বেদনাই কাব্যের উৎস। কবির বেদনা ব্যক্তিকেন্দ্রিক, কিন্তু ক্রমশঃ এই দুঃখবোধ নৈর্ব্যক্তিকতার বিশাল ক্ষেত্রে বিলীন হয়েছে। মানবজীবন ও আত্মার অমরতাবিষয়ক প্রশ্নে

কবিচিত্ত বিক্ষুব্ধ; এই বিশ্ববিথারী সন্দেহ সুগভীর মহাবৈশ্বিক এক বিশ্বাসে পরিণত, এই বিশ্বাস আত্মার অমরতার উপর প্রতিষ্ঠিত। মানবিক প্রেমের অনশ্বরত্ব এর বিষয়বস্তু। কবি জানিয়েছেন এই কবিতা জীবনী কাব্য নয়, এখানে নাটকের মত বিভিন্ন দুঃখবোধক অনুভূতি রূপায়িত। প্রণয়দেবতার প্রতি ভালবাসায়, আত্মার সুগভীর বিশ্বাসে ভয়, সন্দেহ, দুঃখবেদনা দূরীভূত হয়। এখন কবির শোক অপগত এবং ভালবাসা উদার দ্যুতিময় ও প্রবল। মৃতবন্ধু এখন থেকে কেবল বস্তু রূপে উপলব্ধ নয়, সে যেন আগামী মহত্তর মানবতার প্রতীক; এবং যে ভালবাসা বিশ্বপ্রাণস্বরূপ তারই সঙ্গে সে একাত্মভূত। সার্থকভাবে মিলন সঙ্গীতের মধ্যে কাহিনীর পরিসমাপ্তি। কারণ দুঃখ আশায় পরিণত, তাঁর ক্রন্দন প্রশান্ত আনন্দে পর্যবসিত। অনুতাপ দুঃখ মৃত, কিন্তু ভালবাসা অমর হয়ে আছে। প্রিয়তমা ভগ্নীর সঙ্গে প্রিয় বন্ধুর মিলনেই ঐক্যমন্ত্র গুঞ্জরণেই কাহিনীর শেষ। শোকের মধ্য দিয়ে কাহিনীর সুরু, বিবাহে শেষ; মৃত্যুতে আরম্ভ, নবজীবনের উজ্জ্বল সম্ভাবনায় পরিসমাপ্তি। ভিক্টোরীয় নীতিবাদ, ধর্মবিষয়ক প্রশ্নের ছাপ সুস্পষ্ট মুদ্রিত এই গ্রন্থে; কিন্তু কবি শেষ পর্যন্ত মহান প্রশান্তির মধ্যে আত্মঅবগাহন করেছেন। তাই এর আবেদন বিশেষ যুগকে অতিক্রম করে নির্বিশেষের দিগন্তে করেছে অভ্রান্ত পদসঞ্চারণ, সীমিত অনুভূতি মুক্তি পেয়েছে নিঃসীম বিশালতায়। স্মরণের তুলিতেই এখানে কবিত্বের রঙ ভালো ফুটেছে। কাব্যটির শিল্প আঙ্গিক নিপুণ ও সৌন্দর্য সুষম। ছন্দ রূপ কবির নির্মিত কিন্তু কবির হাতে তা সার্থক সৃষ্টি হয়ে উঠেছে। কতকগুলি উৎকৃষ্ট চিত্রবর্ণনায় কাব্যটি সমৃদ্ধ। গীতল সুর কোন কোন অংশে ঝঙ্কৃত—

Ring out the old ring in the new
    Ring happy bells, across the snow;
The year is going, let him go;
    Ring out the false, ring in the true.

অসাধারণ নাট্যগুণসম্পন্ন **Maud** (১৮৫৫) প্রেমিকের বেদনাবিকৃতি আনন্দউল্লাসের আশ্চর্য কাহিনী। কবির প্রিয়তম এই কবিতাটি কবি

কণ্ঠস্বরে আবৃত্তিতে সার্থক রূপলাভ করত, কিন্তু পাঠক একে গ্রহণ করেনি (কয়েকটি খণ্ডিত অংশ অপরূপ সুন্দর)। Come in the garden, Maud (যার প্রথম স্তবক উদ্ধৃত করা হল) চিরন্তন তরুণ প্রেমিক হৃদয়কে উদ্দীপ্ত করে :—

"Come into the garden, Maud.
For the black bat, night has flown,
Come into the garden, Maud,
I am here at gate alone ;
And the woodbine spices are wafted abroad,
And the musk of the roses blown."

'The Idylls of the King' রাজা আর্থার ও তাঁর নাইটদের বিচিত্র কর্মের ঐশ্বর্যদীপ্ত কাহিনী। এই কাহিনীর মধ্যে মহাকাব্যের সম্ভাবনা ছিল ; এবং প্রথমে টেনিসন জীবনের বিশাল স্বরূপকে বিধৃত করতে চেয়েছেন এই কাব্যগুচ্ছের মাধ্যমে। মহাকাব্যের পরিবর্তে বৈচিত্র্যময় ইংরাজ জীবনচিত্র এতে রূপায়িত হয়েছে এবং আর্থার এর কেন্দ্র পুরুষ। English Idylls-তে ও ইংরাজ জীবনের বহু বিচিত্র রূপ শিল্পাভিব্যক্ত। 'ডোরা', 'ইউলিসিস', 'স্যার গালাহ্যাড' প্রভৃতির মধ্যে এই জীবন-স্বরূপ রূপঋদ্ধ।

টেনিসনের শেষ বয়সের কাব্যগুলি প্রাণরসে সিঞ্চিত—অনুভূতির নিবিড়তা, আন্তরিকতা ও প্রাণমহিমায় দীপ্ত। Ballads (১৮৮০) ও Demeter (১৮৮৯) টেনিসনের অম্লান কাব্যপ্রতিভার স্বাক্ষরবহ। যে সূর্য দীর্ঘকাল দীপ্তি বিকীরণ করেছে তার অস্তগমনেও কাব্যগগন অপরূপ বর্ণোজ্জ্বল ও রূপোদ্ভাসিত। প্রকৃতই সহস্রাংশুর মত কিরণধারায় আলফ্রেড টেনিসনের পথপরিক্রমা হয়েছে সৌন্দর্য-তরঙ্গিত জ্যোতির্ময়।

রবার্ট ব্রাউনিঙ্ (**R. Browning** ১৮১২—১৮৮০) ভিক্টোরীয় যুগের প্রাণসত্তা ব্রাউনিঙের কাব্যেও নিজেকে দীপ্ত করেছে, যদিও টেনিসনে তার অকৃত্রিম আন্তরিক প্রকাশ। ব্রাউনিঙের ভাব বা আঙ্গিক সর্বত্র একটা মননশীলতাই স্পষ্ট। তাই তাঁর কাব্য মননদীপ্ত, পরিমার্জিত এবং আবেগ-স্পন্দিত। ব্রাউনিঙ আত্মার অমরতায় বিশ্বাসী। তাঁর মতে জীবনের সীমা সংকীর্ণতা অনন্ত উপলব্ধির প্রতিবন্ধক। মানুষ অসম্পূর্ণ ; জীবন আরব্ধ

কামনার সংগ্রাম। জীবনের সার্থকতা ও প্রেমের চরম উদ্দেশ্য সম্পূর্ণতা লাভে নয়, সম্পূর্ণতা অন্বেষণে। এই অসম্পূর্ণতা পূর্ণতার দ্যোতক। ব্রাউনিঙ আরও বলেছেন যে, নিটোল সম্পূর্ণতা জীবনকে তাৎপর্যমণ্ডিত করে। এই সম্পূর্ণতার উপলব্ধি এ জীবনে সম্ভব না হলেও পরজীবনে হয়। পার্থিব বিচারে সার্থকতা প্রকৃতপক্ষে চিরন্তনের বিচারে ব্যর্থতায় পর্যবসিত। ব্রাউনিঙ্ প্রেমের কবি। তাঁর মতে প্রেম শক্তি ও জ্ঞানকে জাগ্রত করে। মানবচিত্ত-প্রদীপ প্রেমের অগ্নিস্পর্শে প্রজ্বলিত হয় এবং এর সহায়তায় মানুষ অনন্তকে স্পর্শ করে। জীবন প্রেমের দীপ্তিতে হয় সুন্দর মধুময়। প্রেমের ক্ষণিকতাও বিদ্যুৎ দীপ্তির মত জীবনকে উদ্ভাসিত করে দেয়। এক বলিষ্ঠ আশাবাদের সুর ব্রাউনিঙের কাব্যে ঝঙ্কৃত। কবির জীবন দার্শনিকতা এই আশাবাদের প্রভাবে উজ্জ্বল। কবিচিত্ত জীবনের দুঃখ-হতাশার সম্মুখে অবনমিত হয়নি, জীবনের ব্যর্থতা অসাফল্য কবির কাছে কৃতকার্যতার পূর্ব সংকেত। পরিপূর্ণতার জন্য জীবনের বলিষ্ঠ সংগ্রামকে কবি বন্দনা জানিয়েছেন। সংগ্রাম ও প্রচেষ্টাই মানুষকে অসাধারণ মহিমায় উদ্ভাসিত করে। অক্লান্ত নিরলস সাধনাতেই জীবনের সার্থকতা।

ব্রাউনিঙের শ্রেষ্ঠ কাব্যরচনার কাল ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দ। তাঁর প্রেম কবিতাগুলির (এবং যা তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা) মর্মমূলে আছে তাঁর প্রেয়সী ও পত্নী এলিজাবেথের মানসস্পর্শ। ব্রাউনিং-এর প্রথম তিনটি বৃহদায়তন কবিতা Pauline (১৮৩৩), Paracelsus (১৮৩৫) ও Sardello (১৮৪০)র প্রেরণা স্থলে বিরাজিত শেলীর গডউইন প্রভাবিত পরিপূর্ণ মানবতার স্বপ্ন ও ব্রাউনিঙের বলিষ্ঠ ভাবপ্রেরণা ও সুগভীর ঈশ্বর-বিশ্বাস। প্যারাসেলশাস গেটের ফাউস্টের মত সর্ববিদ্যা আহরণ করেছে, কিন্তু পরিশেষে তার চিত্তে এই উপলব্ধি জাগ্রত যে, তার জীবন ব্যর্থতায় পর্যবসিত। অর্জিত জ্ঞানের দ্বারা সে মানবতার কল্যাণ সাধন করেনি, এবং তীব্র জ্ঞানপিপাসার জন্য সে প্রেমকে বিসর্জন দিয়েছে। 'সার্ডেলো' দুর্বোধ্যতম কবিতা। উৎকৃষ্ট দৃশ্য বর্ণনা ও নাটকীয় চরিত্রচিত্রণ এর বৈশিষ্ট্য; জীবনের বিশ্বাস, আশা ও ভালবাসা লাভ করার ব্যাকুল বাসনা এতে প্রকাশিত। অতঃপর ব্রাউনিঙ্ নাট্যরচনায় ব্রতী হয়েছেন। 'ষ্ট্রাফোর্ড' (অভিনীত ১৮৩৭), 'রাজা ভিক্টর ও রাজা চার্লস্' (১৮৪২), 'কলম্বের জন্মদিন' (১৮৪৪), 'লুরিয়া'

(১৮৪৬) প্রভৃতি নাটক হিসাবে সার্থক হয়নি। ব্রাউনিঙের নাটকে প্লটের ও গতিময় চরিত্রায়ণের অভাব। Pippa Passes (১৮৪১)এ ব্রাউনিঙের ঈশ্বরবিশ্বাস প্রতিফলিত।

God in his heaven
All's right with the world. —রেশম

বয়নকারী পিপার এই সঙ্গীত মানুষের জীবনে এনেছে শান্তি ও তাকে মঙ্গলের অভিমুখে শুভ পথে নিয়ে গেছে।

ব্রাউনিঙের উৎকৃষ্ট কবিতাসমূহ সংকলিত হয়েছে Dramatic Lyrics (১৮৪২), Dramatic Romances (১৮৪৫) এবং Men and Women (১৮৫৫)এ। প্রেমের কবি হিসাবে ব্রাউনিঙ্ অনন্য একক। তিনি বাস্তববাদী, তাই প্রেমের কল্পলোক সৃজন না করে অদ্ভুত অসাধারণত্বের সমন্বয়ে প্রেমের স্বরূপকে প্রকাশ করেছেন। শহরাঞ্চলীয় জনপথ, ঔষধপত্র, পিয়ানো, জানালা, উৎকৃষ্ট পশম বস্ত্র প্রভৃতিকে চিত্রকল্প হিসাবে ব্যবহার করায় প্রেমের তীব্রতা হয়েছে বাস্তবরূপায়িত। এই অতি-পরিচিত বাস্তব দৃশ্যরূপ সাধারণ কিন্তু যথার্থ ও তীব্র প্রেমের দ্যোতক। ব্রাউনিঙের প্রেম কবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য বলিষ্ঠতা ও পৌরুষদীপ্তি ; প্রেমের ব্যর্থতা নায়কের চিত্তে ক্রন্দনাতুর বেদনার সঞ্চার করেনি, পৌরুষময় প্রশান্তিতে আত্মমগ্ন হয়েছে। 'ক্রীশ্চিনা', 'লষ্ট মিস্ট্রেস', 'দি লাষ্ট রাইড টোগেদার', প্রভৃতি কবিতায় এই বলিষ্ঠতা, আশাবাদ ও প্রশান্তি অপূর্ব শিল্পসুষম। ব্রাউনিং-এর প্রণয় কবিতার শ্রেষ্ঠ পরিচয় পাই অগ্নিপার্শ্বে, নারীর শেষ উক্তি, শেষ যুগ্ম অশ্বারোহণ, ধ্বংসের ভিতর ভালবাসা প্রভৃতি কবিতায়। কতকগুলি কবিতা শ্রীমতি এলিজাবেথের স্মৃতিতে উজ্জ্বল। প্রথম কবিতাটি কবির ব্যক্তিজীবনের অনুপম চিত্র। কবি ও কবিপত্নীর ইতালীয় গৃহজীবনের চিত্রটি যেন এই কবিতায় লাবণ্যবিধৃত, অগ্নিকুণ্ডের পার্শ্বে উপবিষ্টা পত্নীর বর্ণনা সজীব, প্রত্যক্ষ ও সৌন্দর্যময়—

Musing by fire light that great brow
And the spirit small hand propping it,
Yonder, my heart knows how.

চতুর্থ কবিতাটিতেও প্রেমের জয়গান গীত, প্রাচীন নগরের ধ্বংসের মধ্যেও

ভালবাসার দীপশিখাটি অনির্বাণ প্রজ্বলিত। 'এভেলীন হোপ' সুন্দর কিন্তু বিষণ্ণ করুণ গীতিকবিতা এবং ব্রাউনিঙ্-এর গভীর বিশ্বাসের রূপক। প্রেমিক পুরুষ নারীর অজ্ঞাতে তাকে ভালবেসেছে এবং এখন তার মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে উপস্থিত। রমণীর মৃত্যু হল, কিন্তু পুরুষের ভালবাসা তার কাছে রয়ে গেল অজ্ঞাত। কিন্তু তাতে কি আসে যায়, ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন ভালবাসার প্রতিদানেই ভালবাসা এবং আরও জীবন আসবে যখন তার ভালবাসা স্মৃত ও স্বীকৃত হবে—

So hush,—I will give you this leaf to keep
 See, I shut in inside the sweet cold hand
There, that is our secret, go to sleep
 You will wake, and remember and uuderstand.

The Ring and the Book (১৮৬৮-৬৯)এ ব্রাউনিংএর গীতল ও নাট্য প্রতিভার সমন্বয়। ফ্রাঙ্কোস্কিনি তার স্ত্রী পম্পিলিয়াকে হত্যা করেছে এবং বিভিন্ন চরিত্র বিভিন্নভাবে সেই কাহিনীকে করেছে ব্যক্ত। মৃত্যুশয্যায় পম্পিলিয়ার কাহিনী কারুণ্য নিবিড়; ধর্মযাজকের উক্তি মহত্ত্বব্যঞ্জক। রোমের তিনটি দলের মতবাদে কবির ব্যঙ্গনৈপুণ্য পরিস্ফুট। অগ্রগামী ঘাতক দর্শনে ফ্রাঙ্কোস্কিনির ভয়ার্ত বিলাপ তীব্র, ভয়ঙ্কর মর্মস্পর্শী—

'Abate,—Cardinal,—Christ,—Maria,—God...
Pompilia, will you let them murder me?'

এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিঙ্ (E. B. Browning ১৮০৬-১৮৫১)—রবার্ট ব্রাউনিং এলিজাবেথের জীবনে মুক্তির বাণী বহন করে এনেছেন। দুঃখপীড়িত অসুস্থ শয্যাশায়িত কিন্তু তীক্ষ্ণ অনুভূতিপরায়ণ এলিজাবেথের বিষণ্ণ জীবনে যেন এক ঝলক প্রাণের আলোক বিকরণ করেছেন রবার্ট ব্রাউনিঙ্। উভয়ের প্রণয় কাহিনী বিচিত্র রোমান্সে পূর্ণ। কুমারী ব্যারেটের প্রথমদিকের অনুল্লেখ্য কাব্যগ্রন্থ তাঁদের ব্যক্তিগত পরিচয়ের পূর্বেই ব্রাউনিঙের প্রশংসা লাভ করেছে। Bertha দুই বোন ও একজন প্রেমিকের কাহিনী—ভ্রমবশতঃ প্রেমিকের অন্যজনের প্রতি ভালবাসা, ভ্রান্তিমোচন ও প্রণয়-অঙ্গুরী গ্রহণকারিণীর মৃত্যু। A Drama of Exile পতন ও পুনরুদ্ধারের বলিষ্ঠ কিন্তু ভাবাবেগময় গীতিনাট্য কাহিনী। 'দি রাইম অফ দি ডাচেস

মে' ও 'দি রোমান্ট অফ দি পেজ' বিশ্বস্তা প্রেমিকা ও তাদের করুণ ভাগ্যের গীতল কবিতা সমন্বিত গাথাকাব্য। নারী হৃদয়ের কোমল নিবিড় প্রেম মৃদু উচ্ছ্বসিত হয়েছে Sonnets from the Portuguese (১৮৫০)-এ। প্রেমের উত্তেজনা নয়, হৃদয় জ্বালার তীব্র অভিব্যক্তি নয়, এই প্রেম সুনিবিড় আন্তরিক, মিষ্টি ধূপ সৌরভের মত তা প্রেমিকের সর্বাঙ্গ, সমস্ত অন্তরমন আচ্ছন্ন করে আছে। এর কবিতাগুলি ব্যক্তিচেতনাঘন ও ব্যক্তি স্পর্শসুনিবিড়। প্রেমের ভাবব্যঞ্জনা কবিচিত্তের নিভৃত তন্ত্রীতে আঘাত করে এক আশ্চর্য সুরমূর্ছনা সৃষ্টি করেছে। এবং কখনও কবিতাগুলি রোমান্টিক ভাবনিবিড় ও স্বপ্নমদিরায় মূর্ছিত। 'If you must love me,' 'When our two souls stand up.' 'My own beloved' প্রভৃতি কবিতা ভাবসুনিবিড়, রসতন্ময় ও নারী হৃদয়ের চিরন্তন প্রেমতন্ময়তায় অপূর্ব সুন্দর—

"How do I love thee ? Let me count the ways.
I love thee to the depth and breadth and height
My soul can reach, when feeling out of sight
For the ends of Being and ideal Grace.

* * *

I love thee with a love I seemed to lose
With my lost saints,—I love thee with the breath,
Smiles tears of all my life !—and if God choose
I shall but love thee better after death."

Aurora Leigh (১৮৫৬) কাব্যে উপন্যাস। নায়ক একজন সমাজ-সংস্কারক ও নায়িকা কাব্যপ্রাণ, প্রাণোজ্জ্বল এক তরুণী যে এলিজাবেথকেই স্মরণ করায়। ভিক্টোরীয় নীতিবাদ—যা সে যুগের প্রখ্যাত ঔপন্যাসিকদের রচনায় দেখি—এখানে ছন্দোবদ্ধ রূপায়িত। ভাববিচারে না হলেও, শিল্পরূপ হিসাবে সার্থক সৃষ্টি। দৃশ্যবর্ণনা, ভাবগর্ভ উক্তি, বাণীবিন্যাসের অপরূপ কুশলতায় এই কাব্য শিল্পসুষমামণ্ডিত। ল্যাণ্ডস্কেপের বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় শ্রীমতি ব্রাউনিঙের অসাধারণ পারদর্শিতা—

The ground's most gentle dimplement
(As if God's finger touched but did not press
In making England).

উপমা-উৎপ্রেক্ষার অভিনবত্ব, চিত্রকল্পের ভাবদ্যোতনা এক উল্লাস-উচ্ছল রূপাভিলষিত কবিসত্তাকে বারংবার প্রকাশ করেছে।

দান্তে গ্যাব্রিয়েল রসেটি (**D. G. Rossetti** ১৮২৮—১৮৮২)—টেনিসন, ব্রাউনিঙ্, আর্ণল্ড প্রভৃতি তাঁদের কাব্যে যুগসমস্যাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন কিন্তু রসেটির কাব্য ও মননে এর কোন প্রতিফলন নেই। রসেটির কাব্যে নৈতিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় প্রবণতার ছায়াসম্পাত পরিদৃষ্ট হয় না। তিনি যুগ ও জীবন সচেতন ছিলেন না, তাঁর নিকট কেবলমাত্র শিল্পের রূপকল্প ও প্রতীকদ্যোতনা ও সৌন্দর্যবোধ জীবনের প্রেক্ষাপটে অভিসঞ্চরমান। বাল্যকাল থেকে রসেটির অঙ্কনবিদ্যার প্রতি আকর্ষণ ছিল এবং তিনি চিত্রকর হতে চেয়েছিলেন। ১৮৪৮ সালে কয়েকটি তরুণ শিল্পী ও পণ্ডিত মিলিত হয়ে শিল্পে গতানুগতিকতার ও ব্যবহারসিদ্ধতার বিরুদ্ধে আন্দোলন সুরু করেন; এবং ইতালীয় শিল্পীদের সহজ আন্তরিকতাকে বরণ ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে নিজেদের Pre-Raphaelite Brotherhood আখ্যায় অভিহিত করেন। রসেটি ছিলেন এই আন্দোলনের প্রধান সত্তা। রাসৃকিন এই আন্দোলনের তাৎপর্যকে অভিনন্দিত করেন। এই ভ্রাতৃসম্প্রদায় তাঁদের মতবাদ প্রকাশের জন্য The Germ নামে অতিস্বল্পায়ু মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। রসেটি, হাণ্ট, মিলেস, ও ব্রাউন-এর সহযোগিতায় শিল্পের নবরূপায়ণ ঘটাবার প্রয়াস পান—চিত্রে সমুদয় ব্যবহারিকতার পরিবর্তে প্রাচীন ইতালীয় চিত্রকরদের ন্যায় স্বাধীন ও সত্যভাবে চিত্রের রূপায়ণ ও মর্ম সত্য প্রকাশ তাঁদের চিত্রে দেখি। এঁদের মতে প্রাচীন শিল্পিগণ ছিলেন simple, sincere and religious। প্রাক্ র‍্যাফেলাইটগোষ্ঠীর উদ্দেশ্য ছিল শিল্প ও সাহিত্যে সরলতা ও স্বাভাবিকতার প্রসরণ; এবং সন্দেহ ও বস্তুতন্ত্রতার অস্বীকারে মধ্যযুগীয় অন্যতম শিল্পবৈশিষ্ট্য 'wonder reverence and awe'-এর প্রকাশ। প্রি-র‍্যাফেলাইটদের কাব্যের দুইটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ্য। একটি হল বাস্তব পুঙ্খানুপুঙ্খতার উপর তীব্র মনোযোগ। এই বাস্তবতাবোধ রসেটির প্রথম দিকের কাব্যে দৃষ্ট হয়, যদিও তাঁর পরবর্তী কাব্যে কল্পনার অধিক বিস্তার। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল প্রতীকমুখ্যতা। কাব্যের এই প্রতীকী সত্য মধ্যযুগধর্মী এবং দান্তের আদর্শেই রসেটি এই প্রতীক চেতনার মর্ম সত্য উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁর 'দান্তের স্বপ্ন'তে অহিফেন গাছগুলি মৃত্যু ও নিদ্রার প্রতীক, নিভন্ত প্রদীপ যেন জীবনের নির্বাণ, এবং দেবদূতবাহিত শুভ্র মেঘ যেন বিয়াত্রিচের আত্মা।

রসেটি মুখ্যত শিল্পী। এই শিল্পধর্ম কবিতাতেও সার্থক অভিব্যক্ত। তাঁর কবিতা চিত্রবহুল, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সৌন্দর্যময় ও ঐশ্বর্যবহুল। কবির সৌন্দর্যময় জীবনবোধ কবিতাতেও সৌন্দর্যস্বর্ণদ্যুতি বিচ্ছুরণ করেছে। কীট্‌সের মত তিনি সারাজীবন সৌন্দর্যের উপাসক ছিলেন। তাঁর সৌন্দর্যবোধ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য; তাই কাব্যভাবনা অপেক্ষা রূপাঙ্গিকের প্রতি তাঁর দৃষ্টি অধিক আকৃষ্ট। রসেটি চিত্রশিল্পী হিসাবে শিল্প সাধনার সুরু করেন এবং চিত্ররচনাকালে তিনি কয়েকটি উৎকৃষ্ট কবিতাও রচনা করেন। রসেটির প্রথম রচনা 'The Early Italian Poets' ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এতে দান্তে ও তাঁর সমসাময়িক কবিদের কাব্যানুবাদ আছে। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে Poems প্রকাশিত হয়। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে 'ব্যালাড ও সনেট' প্রকাশিত হয়। তাঁর কবিতায় তত্ত্ব অপেক্ষা শিল্পরূপেরই প্রাধান্য; তাই রসেটির কবিতায় বর্ণবহুল চিত্রকল্প ও সৌন্দর্যমুগ্ধ আবেগের সুতীব্র প্রকাশ। মরমীবাদ তাঁর কবিতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য, তাঁর মধ্যযুগ জীবনধর্মের মর্মমূলে বিরাজ করছে এই মরমীবাদ এবং রোমান্টিকতার সমন্বয়ে তা আরও নিবিড়। শিল্পরূপস্রষ্টা, মরমী কবি হিসাবে রসেটির স্থান অতি উচ্চে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি জীবনবিমুখ। জীবনের প্রতি তাঁর সৌন্দর্যের ঐশ্বর্যময় আনন্দ দৃষ্টি; কিন্তু আবেগব্যাকুল প্রাণচঞ্চল, সংঘাত পরিপূর্ণ জীবনের আনন্দ-বেদনার লবণাক্ত স্বাদ তিনি লাভ করেন নি। জীবনের লবণাম্বুরাশিতলে তিনি অবগাহন করতে পারেন নি, জীবনের তরঙ্গবিক্ষোভ তাঁকে বারংবার আঘাত হানেনি। তিনি প্রান্তে বসে জীবনের সৌন্দর্যময় রূপকে প্রসন্নচিত্তে দর্শন ও গ্রহণ করেছেন, তাই তাঁর জীবনবোধ সুন্দর মধুর কিন্তু খণ্ডবিচ্ছিন্ন।

উইলিয়ম মরিস (W. Morris ১৮৩৪—১৮৯৬) উইলিয়ম মরিস তাঁর কথাকাব্যের প্রেরণা পেয়েছেন ফ্রয়জার্ট, চসার ও ম্যালরি-র রচনা থেকে। স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া ও আইসল্যাণ্ডের প্রভাবও তাঁর রচনায় খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁর কবিতার ঐশ্বর্যবিলাস, স্বপ্নময় বাতাবরণ স্পেন্সারের সৌন্দর্যজগতের বার্তা আনে। উৎকৃষ্ট গল্পস্রষ্টা হিসাবে খ্যাত হলেও তাঁর প্রতিভা গীতিকবির। কঠিন বাস্তবের স্পর্শ তাঁর সাহিত্যে নেই। এই বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়েছে The Defence of Guinevere (১৮৫৮), The Life and Death of Jason (১৮৬৭) ও Earthly Paradise (১৮৬৮—৭০)-

এ। প্রথমটির বিষয় মধ্যযুগ জীবন এবং প্রযুক্তির ক্ষেত্রে প্রি-র‍্যাফেলাইট শিল্পাঙ্গিক। এইটি উৎসর্গ করা হয়েছে রসেটিকে। তৃতীয়টি গ্রীক ও মধ্যযুগ কাহিনীর পুনর্কথন এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর ক্যান্টারবেরী টেল্‌স। দ্বিতীয়টিও গ্রীক পুরাণের নব ব্যাখ্যা। মরিসের ছিল সৌন্দর্যপিপাসু চিত্ত এবং সৌন্দর্যের জ্যোতিবিচ্ছুরণে তাঁর কাব্যসাহিত্য ঐশ্বর্যদীপ্ত। কিন্তু ভিক্টোরীয় যুগের শিল্প সভ্যতার মধ্যে দৈনন্দিন জীবনকেও তিনি শিল্পের স্পর্শে অপরূপ করে তুলতে চেয়েছেন। দৈনন্দিন জীবনের প্রত্যেক বস্তু ও প্রতি-মুহূর্তের অস্তিত্বকে মরিস সুন্দর করতে চান। শেষে মরিস সমাজবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন, যে সমাজ সৌন্দর্যময় পরিবেশস্থিত মানুষের সৌভ্রাত্রের দ্বারা সৃষ্ট হবে।

মরিসের কাব্যবোধ শিল্পরূপের সমন্বয়ে সার্থক। তাঁর কাব্যে কল্পনার বিকাশ ও চিত্রকল্প রচনা প্রি-র‍্যাফেলাইটগোষ্ঠীকে বারংবার স্মরণ করায়—

While on the turf beside them lay
The ashen handled sickles grey,
The matters of their cheer-between ·
Slices of white cheese, specked with green.
And green striped onions and rye-bread
And summer apples faintly red,
Even beneath the crimson screen ;
And yellow grapes, well ripe and thin
Plucked from the cottage gable end.

মরিসের কবিতা ক্লাসিক ও মধ্যযুগীয় জীবনের সৌন্দর্যের আবেদন নিয়ে আসে। এই অতীতপ্রীতি ঐশ্বর্যবান ভাষা সম্ভারে ও বর্ণবিলাসে সুন্দর উজ্জ্বল। কিন্তু মধ্যযুগের আত্মার প্রাণবিন্দুর সন্ধান মরিস পাননি, তাই তাঁর কাব্যে সৌন্দর্য যতটা রূপময় ততটা ভাবনিবিড় আন্তরিক নয়। কিন্তু একটা স্বপ্নময় মায়ালোকের সৃষ্টি কবি করতে সক্ষম হয়েছেন—রোমান্সের সৌন্দর্য-নিবিড় পথে মরিসের কবিমানসের ভৌগোলিক চংক্রমণ আমাদের উপলব্ধির দ্বারে এক স্বপ্নলোকের বার্তা বহন করে আনে।

সুইন বার্ণ (A. C. Swinburne ১৮৩৭—১৯০৯) বায়রণের মত বিদ্রোহবাণী নিয়েই সুইনবার্ণের আবির্ভাব। তাঁর কাব্যে ক্লাসিক চেতনা ও রোমান্টিকতার স্বর্ণালী সংমিশ্রণ দেখি। প্রি-র‍্যাফেলাইট মতবাদের

অন্যতম প্রবক্তা ও রোমান্টিকতার শেষ উত্তরাধিকারী সুইনবার্ণ গ্রীক সাহিত্যের মধ্যেই কবিপ্রাণের আকৃতিকে উপলব্ধি করেছেন। সুইনবার্ণ ফরাসী সাহিত্যের অনুরাগী পাঠক—ভিক্টর হিউগো তাঁর কাছে বরেণ্য, থিওফিল গতিয়েরের তিনি অনুরাগী, বদলেয়ারের কাব্যের মানসিক বিকৃতি, কামনার অসংগতি ও নৈরাশ্যবাদ দ্বারা সুইনবার্ণের চিত্ত প্রভাবিত ও কাব্যে তারই অপরিহার্য প্রকাশ। ইংরাজী কাব্যে এই ফরাসীয়ানার পুনঃপ্রবর্তন তাঁর দ্বারাই সঙ্ঘটিত হয়। 'ললিত শব্দের লীলা' ও বিচিত্র ছন্দ সুইনবার্ণের কাব্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সুইনবার্ণের কাব্যের গীতলতার মূলে বিরাজিত ধ্বনিতরঙ্গ ও রূপরসস্নিগ্ধ ভাষার ঐশ্বর্য।

সুইনবার্ণের নাটকদ্বয় The Queen Mother ও Rosamond (১৮৬০) জনপ্রিয় হয় নি। **Atalanta in Calydon** (১৮৬৫) গ্রীক নাট্যাঙ্গিকে রচিত। ক্লাসিক কাব্যরীতি ব্যতিরেকে কবির উদ্দাম কামনা কল্পনার পরিচয় বহন করে এই কাব্য। কোরাসের গীতল সুরমূর্ছনা অসামান্য। গ্রীক নাটকের সর্বরীতির অনুসরণ প্রত্যক্ষ হয়—ঐক্যত্রয়, কোরাস গীতি, দীর্ঘ বিলম্বিত ভাষণ, নাট্যভাবনার সঙ্গে গীতলতার সংমিশ্রণ। Calydonএর রাণী Altheaর দুই ভ্রাতা ও এক পুত্র। দেবী আর্টেমিস রাণীকে ধ্বংসের নিমিত্ত এক ভয়াবহ বন্যশূকর প্রেরণ করেন, কিন্তু রাণীর পুত্র Meleager শূকরকে হত্যা করে ও সুন্দরী তরুণী Atalantaকে উপহার প্রদান করে। মেলিজারের মাতুলদ্বয় তাকে আক্রমণ করলে মেলিজার তাদের হত্যা করে ; এবং শোকগ্রস্ত রাণী ভ্রাতাদের শোকে মেলিজারের জীবনের প্রতীক দগ্ধ করেন। মেলিজার মারা যায়, শোকসন্তপ্তা জননীও মৃত্যুবরণ করে। ক্লাসিক আদর্শের সার্থক রূপায়ণে নয়, কাব্যের কৃতিত্ব কবির ব্যক্তিত্ব আবেগ-আনন্দের প্রকাশে, তাঁর প্রকৃতিপ্রীতি অরণ্য সমুদ্র পর্বত সূর্যোদয়ের প্রতি অনুরাগ প্রতিফলিত। পুত্রের বেদনায় মাতার ক্রন্দনে ট্রাজেডির গভীরতা—

Oh ! oh ! for all my life turns round on me
I am served from myself, my name is gone,
My name that was a healing ; it is changed,
My name is consuming. From this time,
Though I mine eyes reach to the end of all there things
My lifes shall not unfasten till I die.

'কবিতা ও ব্যালাড প্রথম পর্ব' (১৮৬৬)তে অসংযত কামনার উদ্দামতা, অখ্রীষ্টীয় পেগানিজম, ও নাস্তিক্যবাদের সুর প্রচণ্ড ঝটিকার মত প্রবাহিত হয়ে চেতনা সংস্কারকে প্রচলিত বোধকে ছিন্নমূল উৎপাটিত করতে চায়। এই বৈশিষ্ট্য Hymn to Prosperine কবিতায় উল্লেখ্য প্রতিফলিত :—

Wilt thou yet take all, Galilean ? But these thou shalt not take,
The laurel, the palms and the pacan, the breasts of the nymphs
in the brake ;
Breasts more soft than a dove's, that tremble with tender
breath ;
And all the wings of the Loves, and all the joy before death ;
All the feet of the hours and sound as a single lyre,
Dropped and deep in the flowers, with strings that flicker
like fire.

কবির স্বাধীনতাপ্রীতি ছিল তীব্র। ইতালির মুক্তি কবির কাম্য এবং এই মুক্তিবাসনা রূপ পেয়েছে Songs before Sunrise (১৮৭১) কাব্যে। আর্থারীয় কাহিনীর বর্ণোজ্জ্বল শিল্পরূপ পাই Tristram of Lyonesse-এ (১৮৮২) শিল্প প্রযুক্তির ক্ষেত্রে সুইনবার্ণ ইংরাজী সাহিত্যে স্মরণীয়। তাঁকে ছন্দের যাদুকর আখ্যায় ভূষিত করা যায়। ছান্দসিক কবি প্রাচীন ও আধুনিক ছন্দে বৈচিত্র্য আনয়ন করেছেন। ছন্দের নিপুণ কারুকুশলতা যেন তাঁর কবিতার মূল প্রাণসত্তায় বিরাজিত। তাঁর কাব্য পাঠে ভাবপ্রবাহে, নয়, সুরের পাখায় ভর করে পাঠকচিত্ত সৌন্দর্যলোক অভিসারী হয়। সুইন-বার্ণের কাব্য শব্দধ্বনির ঐশ্বর্যময়তায় পূর্ণ—শব্দতরঙ্গে সঙ্গীতঝঙ্কারে সুইনবার্ণ এক স্বপ্নসুন্দর খেয়ালী জগতের সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু গভীর ভাবদ্যোতনা, কাব্যের অনির্বচনীয়তা ভাষাছন্দের ইন্দ্রজালে সব সময়ে ধরা পড়েনি। ব্যঞ্জনা, যা বস্তুকে ছাড়িয়ে বস্তুর অতীতকে দ্যোতনা করে, সুইনবার্ণের কাব্যে তার একান্তই অভাব। তাঁর কাব্য আমাদের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে, শ্রুতিকে মুগ্ধ করে কিন্তু অন্তরলোককে স্পর্শ করতে সক্ষম হয় না। সুইনবার্ণের কাব্যে এইটাই বোধ করি কাব্যলক্ষ্মীর নির্মম পরিহাস।

ম্যাথু আর্ণল্ড (**M. Arnold** ১৮২২—১৮৮৮) ম্যাথু আর্ণল্ড ক্লাসিক ধর্মী কবি এবং মিল্টনের পর আর্ণল্ডেই ক্লাসিক সত্তার পূর্ণ বিকাশ। বস্তুর অখণ্ড পরিপূর্ণ রূপের প্রতি কবির দৃষ্টি স্থিরবদ্ধ। এক সামগ্রিক সুষম

সৌন্দর্যবোধই কবিচিত্তে অনির্বাণ। প্রাঞ্জল ভাবধারা তার সংযত প্রকাশ ও শিল্পবোধের শুচিশুভ্র আদর্শে আর্ণল্ডের কাব্য ও সাহিত্য সমুন্নত মহিমায় ভাস্বর। গ্রীক আদর্শের প্রতি কবির অকম্পিত নিষ্ঠা। আর্ণল্ডের কবিতা মননসমৃদ্ধ। মননজাত একটি ভাবকে তিনি শিল্পসুষমায় সুসৃষ্ট করেছেন। লঘুপক্ষ হংসবলাকার মত কাব্যে অবাধ সঞ্চরণ করেননি, জীবনে ও দর্শনে তারল্যের প্রতি কবির গভীর অনীহা।

আর্ণল্ডের প্রথম কাব্যগ্রন্থ The Strayed Reveller and Other Poems লেখকের অনামীতে প্রকাশিত হয় ১৮৪৯ সালে। তিন বৎসর পরে Empedocles on Etna and other Poems প্রকাশ লাভ করে। তাঁর পরবর্তী কবিতা Sorab and Rustom, Scholar Gipsy, নাট্যকাব্য Merope (১৮৫৮) ও New Poems (১৮৬৭)। একটা বিষণ্ণতার সুর আর্ণল্ডের কবিতায় আদ্যন্ত ঝঙ্কৃত। জীবনের বেদনা-বিকৃতি আর লাঞ্ছনায় কবিচিত্ত বারংবার পীড়িত, আধুনিক জীবনের সেই বেদনার্ত বিষাক্ত অবক্ষয় তাঁর সাহিত্যকেও স্পর্শ করেছে। নৈতিক আত্মিক ও মনন চেতনা-হীন জড় শক্তির অগ্রগতিতে কবি কোন কল্যাণ কোন শুভমাঙ্গল্য খুঁজে পাননি, এই জীবনের যথার্থ স্বরূপ তিনি নির্ণয় করেছেন—

Strange disease of modern life
With its sick hurry and divided aim,
Its head o'er taxed. its palsied hearts.

'ডোভার বীচ', 'দি স্কলার জীপসী', 'থাইরশিশ্' প্রভৃতি এই বেদনাবোধের তীব্র অভিব্যক্তি। মার্গারেট নাম্নী রমণীর প্রতি কবির গভীর আসক্তি ও উভয়ের বিচ্ছেদও আর্ণল্ডের কবিতায় এনেছে বিষাদময়তা। প্রত্যেক মানুষ স্বতন্ত্র বিচ্ছিন্ন, লবণাক্ত অতলস্পর্শী বিচ্ছেদকারী এক সমুদ্র তাদের পার্থক্য আনয়ন করেছে। আর্ণল্ডের কবিতার অপর বৈশিষ্ট্য প্রকৃতি সৌন্দর্য-প্রিয়তা। তিনি ওয়ার্ডসওয়ার্থের অনুকারক, কিন্তু প্রকৃতির মধ্যে বিলীন হয়ে গিয়ে নিজ সত্তাকে পরিপূর্ণ নিমজ্জিত করেননি। প্রকৃতির সৌন্দর্য-মাধুর্যে আত্মহারা ভাব ও মননচেতনা উভয়ের সমন্বয়ে আর্ণল্ডের প্রকৃতি কবিতা স্বতন্ত্র চিহ্নিত।

ভিক্টোরীয় উপন্যাস

ভিক্টোরীয় যুগের প্রথম পর্বের উপন্যাসে সমাজ জীবন ও সমাজ সমস্যা প্রাধান্য পেয়েছে। ডিকেন্সের Hard Timesএ শিল্পাঞ্চলের জীবন চিত্রণে, সমাজসমস্যার বাস্তবের নিখুঁত চিত্রণ, যদিও মনস্তাত্ত্বিকতা অনুপস্থিত। যদিও থ্যাকারে জর্জ এলিয়ট বা মেরিডিথের উপন্যাসে মানব সত্তার গভীর প্রকাশ। মনস্তাত্ত্বিকতা চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব পূর্ণতা পেয়েছে ব্রণ্টীদের রচনায় বা হার্ডিতে। শিল্পবিপ্লব উপন্যাসকে প্রভাবিত করে। রাজনীতিও বিশেষ প্রাধান্য পায়। দলনীতি, মেহনতী মানুষের জেহাদ, শিল্প আইন, যন্ত্রবিরোধী অভিযান প্রভৃতিকে মানবতার দৃষ্টিতে বিচার করে তাদের সৃষ্ট বিপর্যয়ের চিত্র উদ্ভাসন করে সমাধানের দিকেও লেখকরা অঙ্গুলি সংকেত করেছেন যদিও তা অনেকক্ষেত্রে রোমান্টিক ও সেন্টিমেন্টাল। বিজ্ঞানচেতনাও উপন্যাসের আদর্শে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে। প্রথম পর্বের ভিক্টোরীয় উপন্যাসে নীতিবাদের বিশেষ প্রাধান্য; যদিও শেষার্ধে ন্যায়নীতি সংস্কারের উর্ধ্বে স্বচ্ছসুন্দর বিদ্রোহী মানবকে উদ্দাম বলিষ্ঠতায় স্থাপন করা হয়েছে। ভিক্টোরীয় উপন্যাসে প্রাণের বিচিত্র উজ্জ্বল পরিচয়। কোন এক বিশেষ পরিচয়ে তার মূল্যায়ন দুঃসাধ্য। বিস্ময়ের কথা পিকউইক পেপারস ও উইদারিং হাইট্‌স, ভ্যানিটি ফেয়ার ও সিবিল, একই যুগে রচিত হয়েছিল। এতে বিপুল বিস্তৃত জীবনকে আস্বাদনের অসামান্য পরিচয়।

ভিক্টোরীয় ঔপন্যাসিকদের কয়েকটি কৃতিত্ব স্মর্তব্য। তাঁরা অসামান্য সৎকাহিনী কথক। ফরাসী শিল্পের ঔৎকর্ষ বা রাশিয়ান উপন্যাসের সুতীব্র মানবিকতা অনুপস্থিত, কিন্তু বর্ণনাকে তাঁরা প্রাণময় করেছেন। তাঁদের চরিত্রগুলি মানবিক, যারা সহজ আবেদনে আমাদের চিত্তকে স্পন্দিত করে। ভিক্টোরীয় উপন্যাসস্রষ্টা বিপুল জীবনকে আস্বাদন করেছেন— উচ্চাবচ সর্বত্র তাঁদের প্রয়াণ। প্রকৃতকথা তাদের ছিল সৃষ্টিকারী কল্পনা; এবং দৈবী মুহূর্তে বক্তব্য চরিত্র ঝলসে উঠেছে। এই ভাবনায় ভিক্টোরীয় উপন্যাসে দীপ্যমান।

চার্লস্ ডিকেন্স (**C. Dickens** ১৮১২-৭০)—ইংরাজী উপন্যাসে ডিকেন্সের এক অসামান্য আবির্ভাব। স্কটের মৃত্যুর চার বৎসর অতিক্রান্তে ইংরাজী পাঠক পিকউইক পেপার্সের পরিচয় লাভ করল যার

রচয়িতা হাস্যরসের প্রসন্নচ্ছটায় পাঠকচিত্তকে মুগ্ধ করল, আর মানবতাবাদের উদার ক্ষেত্রে যাদের চিত্তে এনে দিল ব্যাপ্তি। সমাজ জীবনে বঞ্চিত উৎপীড়িতদের জন্য ডিকেন্সের সমবেদনা ইংরাজী উপন্যাস সাহিত্যে মানবিকতার এক নবদিগন্ত উন্মোচিত করেছে। ডিকেন্সের সৃজনী প্রতিভার উৎস বোধ করি বিশুদ্ধ চেতনা, সমাজ চেতনাও তাঁর মানস পরিমণ্ডল গঠনে সহায়ক। ডিকেন্স বেদনা বিষণ্ণতার বাণীকার—হৃদয়োৎসারিত অশ্রুধারায় তার উপন্যাস সিক্ত। শিশুদের প্রতি গভীর সহানুভূতি ডিকেন্সের অন্যতম মানস বৈশিষ্ট্য। ক্ষুদ্র বালক-বালিকার দুঃখবেদনা তাঁর চিত্তকে গভীরে নাড়া দিয়েছে ; এবং একটি শিশুর মৃত্যুতেই তিনি প্রাকৃতিক ভয়াবহ ট্র্যাজেডির এক বেদনার্ত রূপ প্রত্যক্ষ করেছেন। ডিকেন্স নির্গ্লানি জ্যোতির্ময় শিশুচিত্তকে অকৃত্রিম ভালবাসায় চিত্রিত করেছেন এবং বলেছেন জীবনের নিষ্ঠুর অত্যাচারে, মানুষের নিষ্ঠুর স্বার্থপর শাসনে শিশুচিত্তের ক্রমিক অবক্ষয় ও ট্র্যাজিক পরিণতি। ডিকেন্সের উত্তরজীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাহিনী স্বীয় বাল্যজীবনেরই পরিচয়বহ।

ইউরোপীয় সাহিত্যে ডিকেন্সের প্রভাব সুদূরপ্রসারী, ডস্টয়ভস্কির সঙ্গেই তিনি অধিক সমধর্মান্বিত, উভয়ের মানসগঠন একরূপ। উভয়ের বাল্যজীবন দুঃখবেদনা আর লাঞ্ছনার ইতিহাস ; নগরবস্তী-জীবনের পরিচয় ও তার প্রতি সহানুভূতি উভয়ের সাহিত্যে পাই—উভয়েই মানবতাবাদী। উভয়েই ধর্মপরায়ণ, অধ্যাত্মবাদী ও আশাবাদী।

সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণশক্তি, স্মৃতিরূপায়ণ ও চরিত্র চিত্রণের সহজ কিন্তু তীক্ষ্ণ সামর্থ্য ডিকেন্সের সাহিত্য সাধনার মূল প্রেরণা। ডিকেন্সের প্রতিভা বাস্তব জীবনরসতন্ময়। ডিকেন্সের কাছে লণ্ডন শহরের পথঘাট রোমান্স রসে পরিপূর্ণ। জনাকীর্ণ ধূসর শহরের কুশ্রীতার অন্তরালস্থিত আত্মার হৃদস্পন্দন ডিকেন্সের সংবেদনশীল চিত্তকে করেছে আবেগ-স্পন্দিত। স্থূল অতি প্রত্যক্ষ পথ পরিক্রমান্তে এর আত্মিক রূপটুকু ডিকেন্স উপলব্ধি করে তাকে প্রকাশ করেছেন। ডিকেন্সের জীবনচিত্র কেবল জীবন সত্যের বহিঃপ্রকাশ নয়, আত্মারও গভীরতম উপলব্ধির শিল্পিত রূপ।

(1) প্রখ্যাত ব্যঙ্গ চিত্রকর সেমুরের চিত্রশোভিত **পিকউইক পেপারস (The Pickwick Papers** ১৮৩৬—৩৭) পর্যায়ক্রমে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল

উদ্ভট ঘটনা সন্নিবেশে ও কৌতুক চরিত্রের মাধ্যমে পাঠকচিত্ত বিনোদনের জন্য। মিঃ পিকউইক, তাঁর অদ্ভুতচরিত্র অনুচরবৃন্দ, অসাধারণ ভৃত্য স্যাম ওয়েলার—তাঁদের কুইক্সটসুলভ অভিযান, অসাধারণ কৌতুক হাস্যচ্ছটায় উদ্ভাসিত। ঘটনাবিন্যাসের অভিনবত্ব ও দৃশ্যচিত্রণ এই গ্রন্থকে যেন হাস্যরসাত্মক মহাকাব্যের মর্যাদা দান করেছে। পিকউইক এক অদ্ভুত চরিত্র—এই আত্মবিভোর প্রসন্ন নির্বোধ ব্যক্তিটির অন্তরের শুভ্র প্রাণোজ্জ্বল রূপ বিস্ময়াভিভূত করে। হাস্যরস সৃষ্টির প্রবণতা, চরিত্র চিত্রণের অনায়াস সাফল্য, প্লটের শৈথিল্য এবং কল্পনার অজস্র উদ্দামতা ও বলিষ্ঠ প্রাণোচ্ছলতা ডিকেন্সের প্রতিভার সম্যক পরিচয় বহন করে এই গ্রন্থ। হাস্যরসিক ডিকেন্স অতঃপর নবপথ চংক্রমণের আশ্চর্য ভাবচেতনায় পাঠককে বিস্মিত করলেন—রচিত হল মানবিকতার অসাধারণ গ্রন্থ **অলিভার টুইষ্ট** (**Oliver Twist** (**১৮৩৭-৩৮**)। শিশু নায়ক অলিভার টুইষ্ট সামাজিক অনুশাসনের নিষ্ঠুরতায় অসহায় বিপর্যস্ত—তার এবং সমসাময়িক দরিদ্র জীবনের করুণ চিত্রকে ডিকেন্স আন্তরিক সমবেদনায় বেদনার লেখনীতে অশ্রুসজল রূপে প্রকাশ করেছেন। মানবতার লাঞ্ছনা অপমান ও সামাজিক হৃদয়হীনতার বিরুদ্ধে এই গ্রন্থ ডিকেন্সের তীব্র আন্তরিক অশ্রুসজল প্রতিবাদ। এক মৃত অনাথ রমণীর পুত্র Oliver Twist অনাথ আশ্রমে অনাহারে অত্যাচারে থাকার পর অপর কয়েকস্থানে একই দুঃখবেদনায় কাজ করে ও অবশেষে লণ্ডনে পলায়ন করে এবং একদল পকেটমার জুরাচোরের আড্ডায় পড়ে। সেখানে দলনেতা Fagin তাকে চুরিতে প্রলুব্ধ করে ও একদা দলের সঙ্গে বেরোতে বাধ্য হয়ে অলিভার ধরা পড়ে। Mr. Bronlow তাকে আশ্রয় দেন। কিন্তু ফ্যাগিনের দল আবার পথ থেকে তাকে নিয়ে আসে। Monks নামক এক ব্যক্তি ফ্যাগিনকে প্ররোচিত করে অলিভারকে বিপথগামী করার জন্য। একদিন রাত্রে Bill Sikesএর নেতৃত্বে দলের সঙ্গে ডাকাতি করতে গিয়ে অলিভার পায়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে ধরা পড়ে, অলিভার সব খুলে বলে এবং সে পুনরায় মিঃ ব্রাউনলোর বাড়ীতে নিরাপদ আশ্রয় পায়। ফ্যাগিনের দলের মেয়ে Nancy এখনও তার নারীত্ব মানবিকতায় মহান, সে মঙ্কস ও ফ্যাগিনের কথা শুনে ব্রাউনলোকে সব জানায়। তখন ব্রাউনলো অনুসন্ধানে জানতে পারলেন, অলিভার বড় ঘরের ছেলে তার

পিতা পুত্রের নামে ধনসম্পত্তি উইল করে দিয়েছেন—তিনি পুত্রের জন্মসময়ে বাইরে থাকার জন্য হীন ষড়যন্ত্রে অলিভার ও তার মার এই অবস্থা, মঙ্কস অলিভারের বৈমাত্রেয় ভাই যে সব সম্পত্তি পেতে চায়। এইভাবে অলিভারের দুঃখের অবসান হয়। 'মার্টিন চাজ্‌লউইট' (১৮৪৪) ডিকেন্সের আমেরিকা অভিজ্ঞতার পরিচায়ক। আমেরিকার জীবন ডিকেন্সকে সন্তুষ্ট করেনি এবং তাঁর রচিত এই চিত্র অনেকের কাছে আবেদনশীল হয়নি। এই গ্রন্থের ঘটনাগ্রন্থন উৎকৃষ্ট এবং ডিকেন্সের সার্থক চরিত্রচিত্রণ পেকস্নিফ ও তার কন্যারা, টমপিঞ্চ, সেইরি গ্যাম্প, মার্ক ট্যাপলে প্রভৃতি **'ক্রীষ্টমাস ক্যারল'** (**A Christmas Carol**) ডিকেন্সের মানবতাবাদের উজ্জ্বল প্রকাশ—মানবমহিমার শ্রেষ্ঠ বাণীরূপ ; মানবপ্রেম ও ধর্মবোধের সাযুজ্যকরণে মানবতাবাদের সার্থক অভিব্যক্তি। এই গ্রন্থে এই মানবতাবোধ মঙ্গলময়, কল্যাণকর, ধ্রুব নক্ষত্রের মত অনির্বাণ। **ডেভিড কপারফিল্ড** (**David Copperfield** ১৮৪৯-৫০) আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস। এই গ্রন্থে ডিকেন্স আপন জীবনের সুখদুঃখের অপরূপ শিল্পচিত্র অঙ্কিত করেছেন। মিকাবর পরিবার তাদের দুঃখদারিদ্র্য ও অপ্রচুর আনন্দবোধ নিয়ে ডিকেন্সের বাল্য-জীবনের প্রতিফলন। মিকাবর, ইউরিয়া হিপ তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের উল্লেখ্য সংযোজন। অনেকের মতে **'এ টেল অফ টু সিটিজ'** (**A Tale of Two Cities** ১৮৫৯) ইতিহাস চিত্রণে, শিল্প সুষমায়, অসাধারণ চরিত্র সিডনি কার্টন সৃষ্টিতে ডিকেন্সের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি। কার্লাইলের প্রভাব এই গ্রন্থে প্রবল। ফরাসী বিপ্লব তার ভয়ঙ্করতা রক্তাক্তময়তা নিয়ে রূপায়িত। অষ্টাদশ শতাব্দীর রক্তাক্ত আগুনঝরা ফ্রান্সের দিন। অষ্টাদশ বৎসরের ব্যাস্টিলে কারারুদ্ধ জীবনের পর মুক্তি পেয়েছেন Dr. Manette. অত্যাচারী বর্বর জমিদার মাকুর্ইস এক কৃষক তরুণীর উপর পাশবিক অত্যাচার করায় ও তার ভাইকে হত্যা করায় চিকিৎসা করতে গিয়েছিলেন ডঃ ম্যানেট ; এবং ডঃ ম্যানেট সবকিছু প্রকাশ করবেন এই আশংকায় তাঁকে বন্দী করা হয়। ডঃ ম্যানেটের ইংরাজ স্ত্রী একটি কন্যা Lucieর জন্মদান করে মৃত হন। মুক্তির পর কন্যাসহ ইংলণ্ডে শান্তিতে বাস করছেন ম্যানেট। মাকুর্ইসের ভ্রাতুষ্পুত্র উদারস্বভাব মহৎ চরিত্র Charles Darney লুসীকে বিবাহ করে। ডারণের চেহারার সঙ্গে আশ্চর্য মিলযুক্ত মদ্যপ অসৎচিত্ত

আইনজীবী Sydney Carton লুসীকে অপ্রাপণীয়া জেনেও ভালবেসেছে। লুসী তার প্রতি গভীর সহানুভূতিময়। এদিকে ফ্রান্সে ভয়াবহ পরিস্থিতিতে তাদের এক কর্মচারীর ব্যাকুল চিঠি পেয়ে ডারণে তাকে বাঁচাতে ফ্রান্সে যায় এবং বিদ্রোহীরা, প্রধানতঃ তাদের নেতা শ্রী ও শ্রীমতি দ্যুফার্জ, অত্যাচারী বংশের উত্তর পুরুষ ডারণেকে কারারুদ্ধ করে ও উদগ্র উল্লাসে গিলোটিনে হত্যা করতে চায়। ম্যানেটের সর্বপ্রয়াস ব্যর্থ হল। তখন সিডনী কার্টন কারাগার থেকে কৌশলে ডারণেকে অপসারিত করে স্বয়ং সে স্থান অধিকার করে মৃত্যুকে বরণ করে। কাহিনীর প্লট সুগ্রথিত, কাহিনী বিন্যাস সুরূপায়িত। ডিকেন্সের সাহিত্য এক আশ্চর্য বর্ণরূপোজ্জ্বল চিত্রশালা—সাধারণ, অসাধারণ, মানবপ্রেমী, মানবদ্বেষী সৎ-অসৎ চরিত্রের এক অপরূপ সংগ্রহ। এ টেল অফ টু সিটিজ সেই চিত্রশালার এক অসাধারণ শিল্প সংগ্রহ। ভদ্রেতর চরিত্র চিত্রণেই ডিকেন্সের প্রতিভার বিকাশ, কিন্তু সিডনী কার্টন ভদ্র চরিত্রের উৎকৃষ্টতম নিদর্শন—এই বঞ্চিত হতভাগ্য ব্যক্তিটি তার প্রেয়সী নারীর সুখের জন্য আপন জীবনকে উৎসর্গ করল। ডিকেন্স অঙ্কন করেছেন নির্বাসিত ফরাসী চার্লস্ ডার্ণলীর অনুপম চিত্র, চির অবরুদ্ধ ডঃ ম্যালেট ও তাঁব কন্যা নায়িকা লুসীর চিত্র। মাদাম দ্যুফার্জ এক ভয়ঙ্কর জগতের প্রতিভূ—সুরাবিপণীতে উপবিষ্টা বয়নরতা, কিন্তু ভয়ঙ্কর বীভৎসতার সঙ্গে সে চিহ্নিত করে রাখে তাদের নাম, যারা হবে বিপ্লবের বলি। এই উপন্যাসে ডিকেন্স দেখিয়েছেন নির্যাতিত বিক্ষুব্ধ গণচিত্তের বেদনা, বিষতিক্ত জনমানসের প্রচণ্ড বিদ্রোহ ও হৃদয়জ্বালা, অভিজাত সমাজের দুর্নৈতিক জীবনপ্রবাহ আর বিলাসের ব্যভিচারের বিরুদ্ধে ভয়ঙ্করতম ঝঞ্ঝাবিক্ষোভে বিদীর্ণ হয়ে পড়েছে।

উইলিয়ম মেকপীস থ্যাকারে (**W. M. Thackeray** ১৮১১-১৮৬৩) ডিকেন্সের সমসাময়িক হলেও থ্যাকারের সঙ্গে ডিকেন্সের মৌল পার্থক্য। থ্যাকারে সমাজ সংস্কারক নন, অদ্ভুত বৈচিত্র্যের প্রতি তাঁর আকর্ষণ স্বল্পতম। জন্ম ও শিক্ষাগুণে উচ্চ অভিজাত সমাজের সঙ্গে তিনি পরিচিত ; সেই সমাজ জীবনের চিত্র তাঁর উপন্যাসে প্রত্যক্ষ করি। প্রযুক্তির ক্ষেত্রেও আমরা এক বিদগ্ধ মনের পরিচয় পাই।

থ্যাকারের উপন্যাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্ম বাস্তবতা—ভ্যানিটি ফেয়ারের

(**Vanity Fair** ১৮৪৭-৪৮) দৃশ্য রূপ জীবনেরই প্রতিফলন। আধুনিক উপন্যাসের সিনেমাটোগ্রাফ সদৃশ প্রয়োগ তাঁর উপন্যাসে পাই না—সুনির্বাচিত ঘটনা সংগ্রন্থনের মাধ্যমে জীবন-চিত্র রূপবৈশিষ্ট্য লাভ করেছে। Amelia সরলহৃদয়া পবিত্রচিত্ত, Becky তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ন্যায়নীতিবোধ-হীন। দুই বান্ধবী সম্পূর্ণ বিপরীতস্বভাবা। বেকি শার্প, গভর্ণেস হয়ে থাকে Sir Pitt Crawleyর গৃহে এবং তাঁর পুত্র Rawdonকে ছলনা প্রেমে মুগ্ধ করে। যদিও স্যার পিণ্টও বেকির প্রতি সমভাবে আকৃষ্ট। এমেলিয়া মোমের পুতুলের মত নিস্প্রাণ সৌন্দর্য নিয়ে বিরাজিত। যদিও Dolbin তার অনুরাগী কিন্তু সে Osborneকে বিবাহ করে ও দুজনে ব্রাইটনে যায়। সেখানে বেকিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ। অসবর্ণ এমেলিয়াতে ক্লান্ত হয়ে বেকিকে প্রণয় নিবেদন করে কিন্তু অচিরেই যুদ্ধে মারা যায়। বিধবা এমেলিয়া তার শিশুপুত্র জর্জিকে নিয়ে দুঃখের জীবন যাপন করে। সুন্দরী ছলনাময়ী সোসাইটি গার্ল বেকি ও তার স্বামী কর্ণেল রডন বিভিন্ন প্রকারে অর্থোপার্জন-দ্বারা সম্পত্তিকে বর্ধিত করে। বেকি ক্রমশঃ উদ্দাম হয়ে ওঠে। সে তার স্বামী ও শিশুপুত্রকে বিস্মৃত হয়ে কামনার অগ্নিতে দগ্ধ হতে থাকে। বৃদ্ধ ধনী Lord Steyneর সঙ্গে প্রণয়ে লিপ্ত হয়, গণ্ডী বিস্তৃত করে এবং বিভিন্ন নগরে বাস করে উদ্দাম জীবন যাপন করে। তারপর তার দারিদ্র্যের দিন ঘনিয়ে আসে ও শেষ পর্যন্ত পুরাতন বন্ধু এমেলিয়া ও তার ভাই যোশেফ সেডলির সাক্ষাৎ হয়। ডবিনের আপত্তি সত্ত্বেও এমেলিয়া বেকিকে সাদরে গ্রহণ করে। বিশ্বস্ত অনুরাগী ডবিন তখনও সতী স্বামীস্মৃতিপূজারী এমেলিয়ার প্রণয়প্রত্যাশী। বেকি এমেলিয়াকে অসবর্ণের নীচতা ও কাপট্যের কথা জানালে এমেলিয়া ডবিনকে বিবাহ করে ও তারা সুখে বাস করে। এমেলিয়া যোশেফকে ছলনায় মুগ্ধ ও গ্রাস করে। ক্যাপ্টেন রডন ও যোশেফের মৃত্যুর পর পুত্র প্রত্যাখ্যাতা মাতা বেকির শেষ জীবনের শান্ত বিষণ্ণ পরিণাম—ধর্মে সৎকর্মে তার অন্তিম জীবন অতিক্রান্ত। 'ভ্যানিটি ফেয়ার' একটি বিশেষ সমাজ চিত্রকে প্রকাশ করে উচ্চতর সমাজের শূন্যগর্ভতা, অর্থহীন অহংকৃত আতিশয্য হয়েছে রূপায়িত। কিন্তু ঐ গ্রন্থের আবেদন চিরন্তন যুগকে, অবলম্বন করেও তা সর্বজনীন হয়ে উঠেছে। এই গ্রন্থের অন্যতম প্রধান চরিত্র লঘুচিত্ত সংকীর্ণস্বার্থ বেকি শার্প এক শূন্যগর্ভ উচ্চ

সমাজের প্রতিভূ হয়েও চিরন্তন মানব সত্যকেই প্রকাশ করে। পটভূমি রচনাতেও থ্যাকারে সমপারদর্শী—লণ্ডন সমাজ জীবনের জটিলতা, এর শূন্যগর্ভ বিকৃতি ব্যভিচার ও অন্যান্য চিত্র বাস্তব পরিবেশকে পরিপূর্ণ প্রস্ফুটিত করে।

'পেণ্ডেনিস' (**The History of Pendennis** ১৮৪৮-৫০) ও **'দি নিউকাম্‌স'** (**The Newcomes**) এ সমাজ পটভূমিকা চিত্রণ 'ভ্যানিটি ফেয়ারের' সমপরিমাণে উজ্জ্বল ও সার্থক। বিস্তারবাহুল্য এদের গঠন-নৈপুণ্যকে ক্ষুণ্ণ করেছে। স্বতন্ত্র দৃশ্য চিত্রণ চরিত্রাঙ্কনেই ঔপন্যাসিকের সম্যক প্রতিভার স্ফুরণ। ডিকেন্সে সেন্টিমেন্টের আতিশয্য আধুনিক মননের কাছে বিরক্তিকর : এবং তিনি যথার্থ 'ভদ্রলোক' সৃজনে অক্ষম। থ্যাকারের উপন্যাস ভাবোচ্ছ্বাসিত ঘটনাচিত্রণ সুনিয়ন্ত্রিত এবং কর্ণেল নিউকাম যথার্থ ভদ্র চরিত্র। **হেনরী এসমণ্ড** (**Henry Esmond** ১৮৫২) সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাস, পটভূমি অষ্টাদশ শতকের ইংলণ্ড। রাণী এ্যানের যুগের পরিবেশ রচনায় থ্যাকারের অসাধারণ কৃতিত্ব। কাহিনীচক্রও সুনিপুণ। উপন্যাসের ভাষা অগষ্টান যুগের গদ্যভাষার মত প্রাঞ্জল মসৃণ, থ্যাকারের লেখনীর স্পর্শে আরও রোমান্স সমুজ্জল। রোমান্স ও বাস্তব রসের আশ্চর্য সংমিশ্রণ এই উপন্যাস। হেনরী এসমণ্ডের বীরত্ব ও মহত্ত্ব জোস সেডলির স্বার্থ সংকীর্ণতা ও ভীরুতা অপেক্ষা কম বাস্তব নয় ; তথাপি প্রথম জীবন কাহিনীটি রোমান্টিক। লর্ড ক্যাসলউডের মৃত্যুদৃশ্যে, তরুণ ফ্রাঙ্ক ক্যাসলউডের ও অন্যান্য কাহিনীতে রোমান্সের স্পর্শ আছে। প্রধান দুইটি নারী চরিত্র অঙ্কনে থ্যাকারের সার্থক শিল্পমানস প্রকাশিত। চারিত্রিক অনৌৎকর্ষ সত্ত্বেও শ্রীমতি ক্যাসলউড উন্নত চরিত্র ; বিয়াট্রিক্স বেকি শার্পের মত অসাধারণ বুদ্ধি-সম্পন্না। 'এসমণ্ডে' স্কটের প্রভাব অনুভূত কিন্তু ঐতিহাসিক উপাদানের স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত প্রয়োগে, প্রকরণ সৃষ্টিতে, ভাবউপস্থাপনায় ও বক্তব্য সংস্থাপনে থ্যাকারে স্কট অপেক্ষা নিপুণ শিল্পী।

জর্জ ইলিয়ট (**মেরী অ্যান ইভান্স, G. Eliot** ১৮১৯—১৮৮০)—র্জ ইলিয়টের জীবন দার্শনিকতা গভীর। লঘু চাঞ্চল্যকে পরিহার করে জীবনের গভীরতম সত্য প্রকাশনেই তাঁর উপন্যাসের সার্থকতা ; তাঁর সৃষ্ট চরিত্র উচ্চ আদর্শ প্রণোদিত, মহৎ উপলব্ধির ভাবপরিমণ্ডলে তারা পরি-

বেষ্টিত। ধর্মচেতনা ও মননশীলতা ইলিয়টের উপন্যাসের অন্যতম বিশিষ্টতা। মননদিগ্ধ একটি অনুভূতিকে ইলিয়ট অনেক সময়ে চরিত্রের মাধ্যমে শিল্পরূপ দান করেন। লেখিকার সূক্ষ্ম অন্তদর্শন ও পর্যবেক্ষণ শক্তিতে চরিত্রবৃন্দ তাদের প্রাণ-স্বরূপ উন্মোচিত করেছে। মননসমৃদ্ধ, ধর্মভাবাপন্ন ব্যক্তিরেকেও সাধারণ ক্ষুদ্র চরিত্রও লেখিকার অসামান্য অনুভূতির স্পর্শে ও শিল্পতুলিকায় সার্থক চিত্রিত—হেটি সরেলের সঙ্গে ডিনা মরিস, রমলার মত শ্রীমতি পয়জার তার উপন্যাসে অঙ্কিত হয়েছে। প্রাণোচ্ছল, আবেগস্পন্দিত, ভাবনিবিড় চরিত্রগুলি প্রমাণ করে চরিত্রচিত্রণে ইলিয়টের প্রতিভা পঠিত ভাব প্রকাশ নয় প্রত্যক্ষবোধজাত।

ইলিয়টের সাহিত্য জগৎ বাস্তব সুন্দর সুপরিচিত। পরিচয়ের ক্ষেত্র থেকে গৃহীত উপাদানেই সার্থক জীবনচিত্র অঙ্কিত। ইংলণ্ডের গ্রাম্য পল্লী-জীবনের প্রাণ-স্বরূপকে উপলব্ধি করেছেন এলিয়ট এবং সেই জীবনের সুখ-দুঃখ আনন্দ অশ্রুমণ্ডিত রূপের প্রকাশ **এ্যাডাম বীড (Adam Bede ১৮৫৯), সাইলাস মারনার (Silas Marner ১৮৬১)** প্রভৃতি উপন্যাসে। ইলিয়টের মানস প্রকৃতি তীব্র আবেগপরায়ণ। মানুষের প্রতি সহানুভূতি ও আন্তরিক সমবেদনা 'এ্যাডামবীড', 'সাইলাস মারনারে' অভিব্যক্ত—মানবজীবনের নিবিড় আকর্ষণে এই মানসিকতার প্রকাশ, মানবতার রহস্য বারবার উন্মোচিত হয়েছে ইলিয়টের উপন্যাসে। আডাম বীড, সাইলাস মারনার, দি মিল অন দি ফ্লস, মিডনমার্চ, রমলা প্রভৃতিতে ইলিয়টের এই জীবনসাধনার শিল্প পরিচয়। আর এই সব উপন্যাস লেখিকাব যে বিশিষ্ট ধর্মকে প্রকাশ করেছে তা হল প্রকৃতিপ্রেম—প্রকৃতির সৌন্দর্যমাধুর্য উপলব্ধি ও তার প্রতি নিগূঢ় আকর্ষণ। **'আডামবীড'** পল্লীজীবনের সার্থক রূপচিত্র। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষাংশে হেস্লোপ এক শান্ত মনোরম স্থান। শ্রীমতি পয়জারের ভ্রাতুষ্পুত্রী Dinah Morrisএর ধর্মপরায়ণতা সৎ স্বভাবের কথা শ্রুত হত। Adam Bede সৎ সূত্রধর, সে মার্টিন পয়জারের ভ্রাতুষ্পুত্রী Hetly Sorrelকে বিবাহে ইচ্ছুক। যদিও জমিদার Captain Arthur Donnithorne হেটির লঘুচপল স্বভাবের সুযোগে প্রলোভনে মুগ্ধ করে তাকে সন্তান-সম্ভাবিতা করে ও পলায়ন করে। হেটি শিশুপুত্রকে হত্যা করে কারারুদ্ধ হয়। তার বেদনার পরম মুহূর্তে ডিনা এসে তাকে সান্ত্বনা

দেয়, ঈশ্বরের বাণী শোনায়। হেটির কারাবাস হয়, দুঃবেদনায় আর্থার যুদ্ধে যোগদান করে, আনন্দবিচ্যুত এ্যাডাম শেষ পর্যন্ত ডিনার ভালবাসায় ধন্য হল। ইংরাজ গ্রাম অঞ্চলের পটভূমিকায় রচিত এই উপন্যাসে জীবনচেতনার গূঢ় গহন অভিব্যক্তি—হেটি সরেলের বুদ্ধিহীন আতিশয্য, অসহায় বেদনা ও অবৈধ কার্যবিধি লেখিকার আন্তরিক সহানুভূতির স্পর্শে দীপ্ত। ডিনা ও এ্যাডাম বীডের সহজ জীবন ইলিয়টের মনন চেতনার পরিচায়ক, লেখিকার রসপ্রতিভার সার্থক প্রকাশ মিসেস পয়জার। (**Romola** ১৮৬৩) 'রমলা' ইতালিয় রেনেশাঁসের পটভূমিকায় রচিত ঐতিহাসিক উপন্যাস। ইলিয়টের ইতিহাসচেতনা, শিল্পবোধ, মধ্যযুগের আত্মা ও প্রাণসত্তার রক্তিম উপলব্ধি এই উপন্যাসে পরিলক্ষিত হয়। অভিজ্ঞতা ঔপন্যাসিকের শ্রেষ্ঠ অবলম্বন, ইলিয়টের বহু পঠনশীলতা মধ্যযুগের পরিপূর্ণ জীবনচিত্রকে নিখুঁত উপলব্ধি করেছে। এই অভিজ্ঞতা অবলম্বনে মধ্যযুগের যে জীবনচিত্র ইলিয়ট অঙ্কন করেছেন তা রসসুষম প্রাণনিবিড় ও শিল্প-রূপোজ্জ্বল।

চার্লস্ রীড (**C. Reade** ১৮১৪—১৮৮৪) চার্লস রীড বাস্তববাদী লেখক। এই বাস্তব জীবনবোধ কেবল মানসিকতার দিকে নয় মনোভঙ্গী ও প্রকাশনেও ব্যক্ত। রীডের ছিল তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তি—প্রাত্যহিক জীবনের বৈচিত্র্যকে তাদের খুঁটিনাটি সূক্ষ্মতাকে রীড মনে সঞ্চয় করতেন এবং তাঁর উপন্যাসে জীবনের সূক্ষ্ম ও পরিপূর্ণ রূপ নিখুঁত, আন্তরিক ও বাস্তব অনুভূতিতে গড়ে উঠেছে। তথ্যের পাত্রকে আশ্রয় করে শিল্প সত্যের স্বাদ তিনি দান করেছেন। সামাজিক উপন্যাস অথবা ঐতিহাসিক উপন্যাস সর্বত্রই রীডের এই তথ্যাভিলাষী মনের পরিচয় স্পষ্ট। এর ফলে তাঁর উপন্যাস হয়েছে বাস্তবজীবন রস সুনিবিড় ঐক্যবদ্ধ।

চার্লস্ রীড বাস্তববাদী সন্দেহ নাই, কিন্তু পরিপূর্ণ বাস্তবতার মধ্য দিয়েই তিনি আমাদের রোমান্স পিপাসাকে নিরস্ত করেছেন। রীডের আর এক বৈশিষ্ট্য সামাজিক সংস্কার সাধনের নিমিত্ত রূপে উপন্যাসের প্রয়োগ। A Terrible Temptation (১৮৭৯) সমাজ সংশোধন ও সংস্কারকদের চিত্র। 'Put Yourself in his Place' শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রামের কথা। রীডের শ্রেষ্ঠতম রচনা The Cloister and the Hearth (১৮৬১) ঐতিহাসিক

উপন্যাস—জার্মাণ রেণেশাঁস যুগের সাধারণ মানুষের জীবনচিত্র। জর্জ এলিয়টের 'রমলা' ঐ যুগে ইতালির কথা-মধ্যযুগের উজ্জ্বল, প্রাণস্পন্দিত চিত্র হিসাবে উভয়েই স্মরণীয়।

এণ্টনী ট্রলোপ (**A. Trollope** ১৮১৫—১৮৮২)—ট্রলোপের উপন্যাস জীবনের নিবিড়তম উপলব্ধি বা গভীর দার্শনিকতার রূপায়ণ নয়। তাঁর উপন্যাসের শিল্পকর্ম সহজ ও তাঁর উদ্দেশ্য ছিল হাস্যরসোজ্জ্বল বা বেদনাবিষণ্ণ সহজ জীবনচিত্র অঙ্কিত করা। তাঁর অসাধারণ প্রতিভা প্রচলিত জীবন-সত্যকেই আকর্ষণীয় রূপে গ্রহণ করেছে। দৈনন্দিন সাধারণ জীবন তার যথার্থ পরিপূর্ণতা নিয়েই উজ্জ্বল। বিরাট বিশ্বরঙ্গমঞ্চে নরনারী বস্তুজগৎ তাদের দুঃখ, আনন্দ, কৌতুকময়তা মাধুর্য নিয়ে অভিনয়মগ্ন—তাদের নিখুঁত পরিপূর্ণ ও জীবন্ত চিত্রকে ট্রলোপ তুলে ধরেছেন ; লেখকের তুলিকা এদের রূপ রস বর্ণ বিলসিত করে তোলেনি, তারা আপন স্বরূপে আপনি ধন্য। এইভাবে ট্রলোপ যে 'হিউম্যান কমেডি' সৃষ্টি করেছেন তা বালজাকের সমধর্মী না হলেও বিশাল জীবনের প্রতিরূপ ও বাস্তবজীবন রসতন্ময়।

ট্রলোপের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি বার্চেষ্টার শ্রেণীয় (**Barchester Series**) ছয়টি উপন্যাস। অনেকের মতে প্রথম উপন্যাস 'দি ওয়ার্ডেন' (১৮৫৫) তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা। কাহিনীসমূহের প্রধান চরিত্রগুলি এখানে উপস্থাপিত, ট্রলোপের ভাবাবেগের প্রকাশ কয়েকটি চরিত্রে পাই—রেভারেণ্ড সেপ্টিমাস হার্ডিং সহানুভূতিপরায়ণ, মাধুর্যময়। বার্চেষ্টার টাওয়ার্স-এর (১৮৫৭) ঘটনাসন্নিবেশ ও চরিত্রচিত্রণ উৎকৃষ্ট। বিশপপত্নী শ্রীমতি প্রাউডি ও বিশপের সহকারী যাজক স্লোপের দ্বন্দ্ব সংঘাত কয়েকটি সজীব প্রাণবন্ত চিত্র সৃষ্টি করেছে। বিশপ চরিত্রও সুঅঙ্কিত। শেষ পর্যায়ের গ্রন্থ 'দি লাষ্ট অফ দি বারসেট' (১৮৬৭)-এ ট্রলোপের প্রতিভার সম্যক বিকাশ। মিথ্যা চৌর্যাপ-রাধে অভিযুক্ত পুরোহিত মিঃ ক্রলে ট্রলোপের অন্যতম সৃষ্টি। বিশপের সঙ্গে কলহের পর শ্রীমতি প্রাউডির আকস্মিক মৃত্যু লেখকের উচ্চ কল্পনাশক্তির পরিচায়ক। এই উপন্যাস পর্যায়ের বহির্ভাগে ট্রলোপের শ্রেষ্ঠ রচনা Orley Farm.

চরিত্রচিত্রণে ট্রলোপের শিল্প প্রতিভার অসাধারণ বিকাশ। চরিত্রগুলি সহজ সরল জীবন রসতন্ময়তার প্রতীক। ট্রলোপের জীবনবোধ তত্ত্বপরায়ণতা

হীন, কোন বিশিষ্ট ভাবধারার দ্যোতক নয়, কোন প্রচলিত মতবাদ তাঁর উপন্যাস বহন করে না। জীবনের সুদূরপ্রসারী অভিজ্ঞতা ও আন্তরিকতাই তাঁর প্রতিভার মূলধর্ম। আর ট্রলোপের ছিল বর্ণনার সহজ ক্ষমতা, কল্পনার দীপ্তি ও ঋজু স্বচ্ছন্দ প্রকাশভঙ্গী। সীমিত প্রতিভার মধ্যে ট্রলোপ অনন্য।

এলিজাবেথ গ্যাসকেল (**E. Gaskell** ১৮১০—১৮৬৫)-এর রচনায় শিল্প অঞ্চলের নরনারীর দুঃখ-দুর্দশার বর্ণনা, পল্লী অঞ্চলের প্রশান্তি ও সামাজিক জীবনের সহজ চিত্ররূপ পাই। লেখিকার ম্যাঞ্চেষ্টারের জীবন শিল্প অঞ্চলের নরনারীর জীবনের সংগ্রাম, বেদনা ও আদর্শবাদের পরিচয় লাভ করেছে। এই সব দরিদ্র অবহেলিত মানুষের বেদনা আন্তরিক রূপ-ঋদ্ধ হয়েছে 'মেরী বার্টন' (Mary Burton ১৮৪৮) ও 'নর্থ এণ্ড সাউথ'-এ (North and South ১৮৫৫)। ক্র্যানফোর্ড (Cranford ১৮৫৩)-এ গ্রামজীবনের সহজ সুন্দর চিত্র-সহানুভূতি, সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তি ও মৃদু প্রসন্ন হাস্যরসের মাধ্যমে জীবনের রূপচিত্র। এই লেখিকার শার্লট ব্রণ্টীর জীবনী অনতিপরিচিতা রহস্যময়ী ব্রণ্টীদের জীবন আলেখ্য।

শার্লট ও এমিলি ব্রণ্টী (**Bronte, Charlotte, Emily**)—ব্রণ্টী ভগিনীত্রয়ের মানসপরিমণ্ডল গঠনে পরিবেশের প্রভাব অপরিসীম। বাল্যকাল থেকে হওয়ার্থের বিষণ্ণ ভয়াল গম্ভীর পরিবেশ ব্রণ্টীদের দৃষ্টিভঙ্গী কল্পনাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। কুহক মন্ত্রেরমত তাদের সমগ্র চেতনা আচ্ছন্ন, সমগ্র সত্তা নিপীড়িত। তাদের বাসস্থানের চতুষ্পার্শ্বস্থ দৃশ্যাবলী ভয়ঙ্কর ও বিপ্রকর্ষক, কারণ হওয়ার্থ পরিবেষ্টিত পাহাড় অঞ্চল তৃণগুল্মাচ্ছাদিত নিরুত্তাপ নিরানন্দ। সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন, ঝঞ্ঝাবিক্ষোভ সম্ভাবিত মেঘচ্ছায়বিম্ব বিবর্ণ কঙ্করশয্যাবাহী স্রোতধারা, বিস্তারিত নীচু আর্দ্র সিক্তভূমি—এই পরিবেশেই ব্রণ্টীদের বাল্যযৌবন অতিক্রান্ত।

শার্লট ব্রণ্টী (১৮১৬—১৮৫৫) ইংরাজী উপন্যাস জগতে দোসরহীন অনন্য। তাঁর সাহিত্যসৃষ্টিরূপ আত্মস্বরূপের প্রতিফলনজাত এবং এর বৈশিষ্ট্যসমূহ স্বকীয় ও ব্যক্তিনিষ্ঠ। শার্লটের উপন্যাসে তাঁর কল্পনামণ্ডিত আবেগতন্ময় ব্যক্তিসত্তা প্রক্ষেপিত। এবং তাঁর সৃষ্ট চরিত্র কল্পমানসের সৃষ্টি, তথাপি চরিত্রায়ন বাস্তব। শার্লটের প্রচণ্ড আবেগ, নিপীড়িত আত্মার

বন্ধনমোচনের আর্তনাদ, রুদ্ধ যন্ত্রণাকাতর হৃদয়ের অগ্নিজ্বালায় উপন্যাসের ছত্রে ছত্রে অসহ্য দাহ সঞ্চারিত। উন্মথিত প্রচণ্ড বিক্ষুব্ধ হৃদয়বেদনার সৃষ্টি এই চরিত্রবৃন্দ, এবং তারা বস্তু অপেক্ষা অধিকতর বাস্তব। আত্মিক ঝঞ্ঝাবিক্ষোভের যথার্থ রূপকার শার্লট—তাঁর সৃষ্ট নারীচরিত্র আপাতদৃষ্টিতে শান্ত সুষম নারীত্বের প্রতীক। কিন্তু প্রচণ্ড হৃদয় সংঘাত মানসপ্রবণতা তীব্র ঝটিকার মত প্রবাহিত হয়ে জীবনের সত্যকে আমূল উৎপাটিত করতে চেয়েছে। এই হিসাবে চরিত্রগুলির নারীত্ব স্বাভাবিকত্ব জীবনের দ্বন্দ্বসংঘাত ও বিরূপ পরিবেশ, প্রচণ্ড মানসিকতা কল্পনা ও অশান্ত বাসনার নিকট অনায়াস অবদমিত। এই চরিত্রগুলি রুদ্ধ গূঢ়েষ বাসনার এক জ্বালাময়ী অগ্ন্যুৎক্ষেপ।

তাঁর জীবনের স্বল্পতম অভিজ্ঞতা ও নারীর যৌবনস্বপ্নের বিশেষ বাসনার প্রকাশ শার্লটের উপন্যাসে। শক্তিমান পুরুষের উপর নারীর জয়ঘোষণা তাঁর উপন্যাসের প্রাণধর্ম। তাঁর প্রধানতম উপন্যাস শার্লী (Shirley ১৮৪৯), ভিলেট (Villette ১৮৫৩) জেন আয়ার (Jane Eyre ১৮৪৭)। তাঁর শ্রেষ্ঠতম উপন্যাস **'জেন আয়ার'** নিছক পলায়নী রোমান্স সাহিত্য নয় কারণ জেন-এর বিজয় সম্পূর্ণ ও বাস্তব—যে অর্ধচক্ষুষ্মান রচেষ্টারকে স্বামীরূপে লাভ করেছে। গ্রন্থশেষে রচেষ্টারের অন্ধত্ব ও অসহায় অবস্থা—নিয়তির হাতে সেই দর্পিত পুরুষের পতন শার্লট ব্রন্টের অনমনীয় মনোভাবনার পরিচায়ক। জেন আয়ার মিঃ রচেষ্টারের কন্যার গৃহশিক্ষিকা। রচেষ্টারের স্ত্রী উন্মত্তা ও সকলের অজ্ঞাতে গৃহে অবরুদ্ধা, মাঝে মাঝে তার ভয়াল হাস্য গৃহকে প্রকম্পিত করে। সে তার স্বামীকে শয্যায় দগ্ধ করার চেষ্টা করেছে, ভাইকে আহত করেছে ও রচেষ্টারের সঙ্গে জেনের বিবাহের পূর্বরাত্রে জেনের ঘরে প্রবেশ করে তার বিবাহসজ্জাকে অর্ধচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। রচেষ্টার জেনকে বিবাহের প্রস্তাব করেছিল, এবং জেন রচেষ্টারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়েও তার নিকট থেকে পলায়ন করে। নিঃস্ব ক্লান্ত জেন তার আত্মীয়দের গৃহসম্মুখে মূর্ছিত হয়। ক্রমশঃ সে কুড়ি হাজার পাউণ্ডের উত্তরাধিকারিণী হয় এক আত্মীয়ের মৃত্যুর পর। রেভারেণ্ড জন রিভার্স তাকে বিবাহের প্রস্তাব করে ও ভারতে ধর্মপ্রচারে উভয়ে যেতে চায়। জেনের মন নিস্পৃহ দ্বিধান্বিত, এমন সময়ে এক রাত্রে সে একটি ভৌতিক কণ্ঠস্বর শুনতে পায়—'জেন, জেন, জেন'। জেন

বুঝল এটা রচেষ্টারের কণ্ঠস্বর, সে থর্ণফিল্ডে তৎক্ষণাৎ চলে যায়, জানতে পারে রচেষ্টারপত্নী গৃহকে ভস্মীভূত করে নিজেকে হত্যা করেছে ও জ্বলন্ত কড়ি লেগে রচেষ্টার অন্ধ হয়েছে। জেন রচেষ্টারকে বিবাহ করে, শেষে রচেষ্টার সামান্য দৃষ্টিশক্তি ফিরে পায়। 'জেন আয়ার' উপন্যাসের এই কাহিনী অবাস্তব স্বপ্নময়, কিন্তু ব্যক্তিসত্তার তীব্র আবেগ বাসনারই স্বপ্নময় রূপ। জেন বাস্তব চরিত্র, আবেগ ব্যাকুল কিন্তু মননশীল, নৈতিক ও আত্মিক বিচারে উন্নত—লেখিকার মানস প্রকৃতিরই প্রতিরূপ। বায়রণের 'চাইল্ড হ্যারল্ডের' অথবা লরেন্সের 'সন্স এণ্ড লাভার্স'-এর মত জেনও স্রষ্টার আত্মরূপ। প্রকৃতই বায়রণের সঙ্গে শার্লট ব্রন্টের অধিক সাধর্ম্য। এই হিসাবে 'জন আয়ার' ইংরাজী সাহিত্যে প্রথম রোমান্টিক উপন্যাস।

এমিলি ব্রন্টী (**E. Bronte** ১৮১৮—১৮৪৮)—এমিলি ব্রণ্টীর শ্রেষ্ঠতম উপন্যাস **'উইদারিং হাইটস'** (**Wuthering Heights** ১৮৪৭) দুটি বিভিন্ন ভাব জগতের বৈপরীত্যে হয়ে উঠেছে প্রতীকী। উইদারিং হাইটস আর্ণশদের বাসস্থান—বিষণ্ণ অন্ধকারাচ্ছন্ন, বিক্ষুব্ধ আবেগ কামনার কেন্দ্রস্থল, মানবচিত্তস্থিত প্রচণ্ড আদিম শক্তিবৃত্তির মর্মস্থল। থ্রাশক্রশ গ্র্যাঞ্জ লিণ্টনদের বাসস্থান ও উজ্জ্বল প্রসন্ন--শান্ত সুষমমানুষের জীবনের যথার্থ পরিবেশ। এই দুই জগৎ আবেগ ও মুক্তির, অসঙ্গতি ও সুরৈক্যের. প্রচণ্ড গতিশীল শক্তি ও শান্তিস্থিতির প্রতীক স্বরূপ ; দার্শনিক নীটসে তাদের Dionysian ও Appollonian আখ্যায় অভিহিত করতে পারতেন। তারা পরস্পরের ধ্বংসকারক, কিন্তু তথাপি মিলনপ্রয়াসী। 'উইদারিং হাইটস' উপন্যাসে এই দুইয়ের দ্বন্দ্ব সংঘাতের অবসান ট্রাজেডির মাধ্যমে।

উইদারিং হাইট্স-এর প্রভু Mr. Earnshaw একটি জিপসী ছেলেকে কুড়িয়ে পান ও পরিবারে তাকে মানুষ করেন। কুড়ানো ছেলে Heathcliffকে মিঃ আর্ণশ'র ছেলে Hindley ঘৃণা করে ও মেয়ে Catherine ভালবাসে। গৃহকর্তার মৃত্যুর পর হিণ্ডলে আকস্মিক বিবাহ করে, সন্তান Hareton জন্মাবার পর তার স্ত্রীর মৃত্যু হয় ও হিণ্ডলে মদ্যপানে উদ্দাম অত্যাচারী হয়ে ওঠে এবং ক্যাথারিণও হীথক্লিফকে ভয়ংকর ঘৃণা করে। তার অত্যাচার থেকে মুক্তিলাভার্থে ক্যাথারিণ স্বল্পদূরবর্তী Thrushcross-এর Edgar Lintonকে বিবাহ করে যদিও হীথক্লিফ ও সে পরস্পরের প্রতি

গভীরতম অনুরক্ত। অতঃপর হীথক্লিফ নিরুদ্দিষ্ট হয় ও তিন বৎসর পর প্রচুর ধনসম্পত্তির মালিক হিসাবে প্রত্যাবর্তন করে এবং সে ক্যাথারিণের প্রতি বিদ্বেষবশতঃ লিণ্টনের অনুজা তার প্রতি গভীর অনুরাগিণী ইসাবেলাকে বিবাহ করে। গভীর বেদনায় ক্যাথারিণের কন্যার জন্মকালে মৃত্যু হয়। হীথক্লিফের দুঃখ অবর্ণনীয় প্রচণ্ড, তার অত্যাচারে পত্নী ইসাবেলা লণ্ডনে পলায়ন করে। তার দ্বাদশ বৎসর বয়স্ক সন্তান মিণ্টনকে রেখে সে মারা যায়। হীথক্লিফ কৌশলে হিণ্ডলের সম্পত্তি উইদারিং হাইটস গ্রহণ করে ও তার দুর্বল অসুস্থ পুত্র লিণ্টনের সঙ্গে ক্যাথারিণের কন্যার বিবাহ দিয়ে লিণ্টনের মৃত্যুর পর থ্রাশক্রশের সম্পত্তিও গ্রাস করে। অসুস্থ প্রাণোমত্ত বিকারগ্রস্ত হীথক্লিফের মৃত্যু হয়—মৃতা ক্যাথারিণের ব্যাকুলতা তীব্র আকর্ষণই তাকে মৃত্যুতে নিয়ে যায়। উইদারিং শব্দটি প্রাকৃতিক ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধতার প্রতীক এবং এই গ্রন্থ—ফষ্টারের ভাষায়—is filled with sound storm and rushing wind. এই মত্ত বিক্ষোভ কেবল বাতাবরণ সৃষ্টি করেনি, চরিত্রগুলিকে সমুদ্র তরঙ্গের মত উৎক্ষিপ্ত ও মানসদ্বন্দ্ব সংক্ষুব্ধ করেছে। ক্যাথারিণের প্রতি হীথক্লিফের তীব্র ভালবাসা, তাদের বিচ্ছেদ এবং হীথক্লিফের ভয়াল প্রতিশোধবাসনাকে নিয়েই কাহিনী গড়ে উঠেছে। প্রচণ্ড শক্তি তীব্র প্রবহমান জলস্রোত প্রতিবন্ধকতা প্রাপ্ত হলে মত্ত আক্রোশে বাধা অপসারিত করার প্রয়াস পায় ও ভয়াল আবর্তের সৃষ্টি করে; হীথক্লিফও আপন চতুষ্পার্শ্বে ভয়াল পরিমণ্ডলের সৃষ্টি করেছে ও প্রতিশোধ বাসনায় হয়েছে অধীর। অবশেষে হীথক্লিফ ক্যাথারিণের সঙ্গে মিলিত হল, স্থাপিত হল ঐক্য প্রশান্তি। মৃত্যু দুটো অশান্ত বিষণ্ণচিত্তে পরিয়ে দিল মিলনের রাখীবন্ধন। এমিলি ব্রণ্টী বাস্তবধর্মী কিন্তু এই বাস্তবতা স্পিরিচুয়াল। উইদারিং হাইট্সে মৃত্যু জীবনকে সমাপ্ত করে না, আত্মার মুক্তি ঘটায়। এই উপন্যাসে জীবন ও মৃত্যু পাশাপাশি বিরাজিত ও পরস্পর সম্মিলিত। এমিলি ব্রণ্টীর জগৎ প্রাকৃত ও অপ্রাকৃতের সমন্বয়;—উভয়ের সাযুজ্যকরণে গড়ে উঠেছে এক আধ্যাত্মিক রহস্যনিবিড় অনৈহিক জগৎ।

লর্ড লিটন (**L. Lytton** ১৮০৩—১৮৭৩)—লিটন প্রতিভাবান লেখক কিন্তু তাঁর প্রতিভার যতটা ব্যাপ্তি ততটা গভীরতা নেই। তাঁর প্রতিভার তীব্রতা ও বহির্ঝঙ্কারী বৈচিত্র্য লিটনকে জনপ্রিয় শিল্পী করেছে, কিন্তু সার্থক

স্রষ্টার মর্যাদা দান করেনি। যাঁরা মহৎ ঔপন্যাসিক তাঁরা, কনরাডের ভাষায়, কতকগুলি সামান্য নৈতিক ভাবধারাকেই পূর্ণ বিকশিত করেন এবং তাদের সৃষ্টি সীমিত কিন্তু সুগভীর। লিটন পরীক্ষা নিরীক্ষা অথবা বিভিন্ন ভাবরূপ গ্রহণ করে বিবিধ রূপাঙ্গিকে ও ভাবমূল্যে উপন্যাসকে শিল্পিত করেছেন। সমালোচক আধুনিক লেখক অল্ডাস হাক্সলীর সঙ্গে তাঁর সাধর্ম্য অনুভব করেছেন—হাক্সলীর মত লিটনের ঔপন্যাসিক প্রতিভা স্বল্প, কিন্তু তাঁর উপন্যাসে অপর লেখকের প্রযুক্তি, আঙ্গিক ও ভাবপ্রবণতার স্বচ্ছন্দ ও অকুণ্ঠিত প্রয়োগ।

লিটনের প্রতিভা—কবিতা, নাট্যরূপ, উপন্যাস, রাজনীতি, শিল্প ও জীবনের বিবিধ ক্ষেত্রে ব্যাপ্ত। তাঁর প্রথম জীবনের সাহিত্য বায়রণের প্রভাবিত। পেলহাম (Pelham ১৮২৮) বায়রণীয় ঢঙে কৌতুকচিত্র, অন্ততঃ নায়কচিত্রে তা উপলব্ধ। উচ্চ সমাজের আচার-ব্যবহার মনোভঙ্গীর নিখুঁত চিত্ররূপ থ্যাকারের ইঙ্গিত দেয়। এই ধরণের অন্যান্য উপন্যাসে—'দি ক্যাক্সটন্‌স্' (The Caxtons ১৮৪৮—৪৯) ও 'মাই নভেল' (My Novel ১৮৫৩) ইত্যাদিতে—এই সাধর্ম্য স্পষ্ট। ভাবব্যঞ্জনার দিক থেকে লিটনের অন্ততঃ দুইটি উপন্যাস 'পল ক্লিফোর্ড' (Paul Clifford) ও 'ইউজিন আরাম' (Eugene Aram) ডিকেন্সের অনুরূপ। এই গ্রন্থের নায়করা পাপী, কিন্তু তারা সমাজের অত্যাচারী নয়, অত্যাচারিত রূপেই চিত্রিত। লিটনের রোমান্স কাহিনী 'দি পিলগ্রিম্‌স অফ দি রাইন' ও 'জানোনি' (Zanoni ১৮৪৪) এবং ভৌতিক কাহিনী 'দি হণ্টেড এণ্ড দি হণ্টার্স'ও সমান জনপ্রিয় হয়েছিল। লিটনের বহু গঠিত উপন্যাস 'দি লাষ্ট ডেজ অফ পম্পাই' (The Last Days of Pompeii ১৮৩৪)-এ প্রাণোচ্ছল, জীবন নিবিড় ঐশ্বর্যদীপ্ত পম্পাই নগরের ভয়াবহ ট্রাজেডির চিত্র অঙ্কিত। এতে স্কটের প্রভাব পাওয়া যায়। লেখক পম্পাই নগরের ঐশ্বর্য আড়ম্বরের চিত্র ও অপরদিকে মানুষের প্রেমভালবাসা সুখদুঃখের চিত্রটি আশ্চর্য শিল্পনৈপুণ্য ও মানবিক সংবেদনায় তুলে ধরেছেন।

জর্জ মেরেডিথ (**G. Meredith** ১৮২৮—১৯০৯)—ভিক্টোরীয় যুগের ঔপন্যাসিকদের মধ্যে জর্জ মেরেডিথ আপন বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র চিহ্নিত।

মননশীলতা মেরেডিথের উপন্যাসের এক বিরল ধর্ম, এবং তিনি অনুভূতি-পরায়ণ। যে শৈল্পিক আদর্শ মেরেডিথের সম্মুখে বিদ্যমান তাকে পুষ্ট করেছে মেরেডিথের চিন্তাশীলতা ও কাব্যবোধ। তার জীবনদৃষ্টি ও মানসিকতা গঠনে কাব্যচেতনা ও মননদীপ্তি বিশেষ কার্যকরী। মেরেডিথের উপন্যাসের ক্ষেত্র অভিজাত সমাজ—ঔপন্যাসিকের বিশেষ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবানুভূতি সেই সমাজেরই রূপচিত্রণে প্রযোজিত। তাঁর উপন্যাসে ঘটনাবিন্যাস বা প্লটের প্রাধান্য পাই না—কমিক স্পিরিট (comic spirit) এর স্বরূপ প্রকাশনেই তাদের অপরিহার্য আবেদন। প্রকৃতি নীতিবিরুদ্ধ কর্ম ও ভাবজাত মানুষের অবনতির প্রকাশ মেরেডিথের উপন্যাসে। তাঁর মতে প্রকৃতি নির্দেশিত দেহ ও আত্মার সমতা ও বিশুদ্ধি মানবজীবনের সুখশান্তির নিয়ামক। তাঁর উপন্যাসের কুশীলবগণ তীক্ষ্ণ ও প্রাণোজ্জ্বল ভাবচেতন ঘটনার উৎস। মেরেডিথের সাহিত্য রীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য বাগ্‌বৈদগ্ধের সমুজ্জ্বলতা। ভাবদ্যোতক তীক্ষ্ণ সংক্ষিপ্ত বাক্‌বিন্যাস গ্রন্থের শিল্পমূল্যের উৎকর্ষ। The Shaving of Shagpat (১৮৫৫), Farina (১৮৫৭) মেরেডিথের প্রথম পর্যায়ের গ্রন্থ—প্রথমটিতে খেয়ালী কল্পনার অবাধ লীলায়িত বিস্তার ও দ্বিতীয়টিতে জার্মান রোমান্টিক উপন্যাসের বৈচিত্র্যময় রূপ। **The Ordeal of Richard Feveral** ফ্যারিনার দুই বৎসর পরে প্রকাশিত ও লেখকের স্বকীয়তামণ্ডিত। একমাত্র পুত্রের উন্নতির জন্য পিতার সুঅভিপ্রেত পরামর্শের আধিক্য ও অযৌক্তিকতা এই গ্রন্থের বিষয়। স্যার অস্টিন ফেভারেলের ভাব উৎকৃষ্ট কিন্তু পুত্রের ক্ষেত্রে এত অপ্রযোজ্য যে তিনি তাঁর পুত্রের শত্রুতে পরিণত। এইরূপ ঘটনাবিন্যাস মেরেডিথের প্রিয় কিন্তু এর পরিণতি বিয়োগান্তক। কাহিনী নাট্যগুণসম্পন্ন আকর্ষক, বাগ্‌বৈদগ্ধ উজ্জ্বল এবং চরিত্র বিশ্লেষণ সূক্ষ্ম সুনিপুণ। স্টিভেনসনের মতে ইংরাজী উপন্যাসের কোন প্রণয় দৃশ্যই রিচার্ড ফেভেরল ও লুসী ডেসবরোর প্রথম সাক্ষাৎ মিলনের মত উৎকৃষ্ট নয়। **The Egoist** (১৮৭৯) মেরেডিথের কমিক বোধের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। রেস্টোরেশন কমেডির ঔজ্জ্বল্য দীপ্তি এতে সঞ্চারিত। চরিত্রের বিভিন্ন বিকাশ ও ঘটনা সংস্থাপনের মাধ্যমে স্যার উইলোবাই প্যাটার্নের নৈরাশ্যব্যঞ্জক পরাজয় নাট্যরীতি ও পরিচ্ছন্ন শিল্পরূপের নিদর্শন। মেরেডিথের উৎকৃষ্ট চরিত্র সৃষ্টি এই গ্রন্থে পাই—ক্লারা মিড্‌লটন,

লেটিশিয়া ডেল, ক্রমওয়ে প্যাটার্ন প্রভৃতি। তবে মননদিগ্ধ, অতি পরিমার্জিত, কৃত্রিম প্রযুক্তি এই উপন্যাসের শিল্পমূল্যের হানি ঘটিয়েছে।

হেনরী জেম্‌স্‌ (H. James ১৮৪৩—১৯১৬) হেনরী জেম্‌সের উপন্যাসে বৈশ্বিক ভাবচেতনার প্রকাশ। তিনি উপন্যাসকে উন্নত শিল্পরূপ দান করেন ও উপন্যাস তত্ত্ব বা থিওরির সংহতিকরণ তাঁর হস্তে সংঘটিত হয়। হেনরী জেম্‌সেই বোধ হয় ইংরাজী উপন্যাসে প্রথম মানস ভাবধারাকে উপলব্ধি করার প্রয়াস। আমেরিকার মননের আঞ্চলিকতা পরিত্যাগ করে য়ুরোপীয় জীবনের বিস্তৃতিতে একে স্থাপন ও উভয়ের সম্পর্ক নির্ণয়ের প্রচেষ্টা তাঁর উপন্যাসে দেখা যায়। আমেরিকান উপন্যাস যখন এ্যাডভেঞ্চার অথবা দিগ্‌-বিজয়ের বাসনাকে রূপায়িত করছিল (যার পরিচয় পাওয়া যায় জেম্‌স্‌ ফেনিমোর কুপার বা হার্মান মেলভিলেতে), অথবা হথর্ন এর পিউরিটান মনোবিকলনকেই গ্রহণ করেছিল, হেনরী জেম্‌স্‌ তখন ইংরাজ নরনারীর নৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা, দ্বন্দ্ব সংঘাতকে বৃহত্তর নৈতিকতা ও ভাবরীতির প্রেক্ষাপটে স্থাপন করে তার বৈশিষ্ট্যকে প্রতিফলিত করেছেন তার উপন্যাসে। তিনি দেখেছেন পাশ্চাত্যের জটিল বিকৃত সভ্যতার সম্মুখবর্তী আমেরিকা ও তার নৈতিক জয়। প্রযুক্তির ক্ষেত্রেও জেম্‌স্‌ স্মরণীয়—প্রচলিত মতবাদ অনুসরণ না করে বিশ্লেষণ ও অর্থোদ্ঘাটনের মাধ্যমে আঙ্গিকের রূপ সাধন। আধুনিক উপন্যাসের রূপাঙ্গিক সমালোচনার অন্যতম সার্থক পূর্বসূরী হেনরী জেম্‌স্‌।

হেনরী জেম্‌সের উপন্যাসসমূহকে তিনটি পর্বের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। প্রথম পর্বের উপন্যাসের আবেদন সর্বজনীন। লেখকের ছয় বৎসর প্রবাস-জীবনে বোধ করি এই সার্বিক ভাব চেতনার বিকাশ এবং এর পূর্ণ পরিচয় The Postrait of a Lady। দ্বিতীয় পর্যায়ে তিনি সামাজিক উপন্যাস রচনা করেন—The Bostonians, The Princess Casamassima ও The Tragic Muse; এবং এই পর্বে তিনি ফরাসী ন্যাচারালিজ্‌ম এর প্রভাব-পুষ্ট। কয়েক বৎসর নাট্যশিল্পে ব্যাপৃত থাকার পর তিনি ইংরাজ জীবন অব-লম্বনে কয়েকটি সংক্ষিপ্ত উপন্যাস রচনা করেন। মনস্তাত্ত্বিক ঘটনাবিশ্লেষণ, নাট্যগুণসমৃদ্ধ আঙ্গিক এইগুলির বৈশিষ্ট্য। এই পর্বে তিনি কয়েকটি ভৌতিক রহস্য রসসমৃদ্ধ গল্প রচনা করেন তাদের মধ্যে বিখ্যাত The Turn of the Screw (১৮৯৮)। শতাব্দী শেষে জেম্‌স্‌ পুনরায় বিশ্বানুসৃত ভাবধারা

সমন্বিত কয়েকটি উৎকৃষ্ট উপন্যাস রচনা করেন—The Ambassador, The Wings of the Dove এবং The Golden Bowl (১৯০৪)।

'দি পোর্টেট অফ এ লেডি', জেম্‌সের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। দুইজন প্রখ্যাত ঔপন্যাসিকের প্রভাব এর শিল্পমূল্যকে আরও উৎকৃষ্ট করেছে। চরিত্রই কাহিনীর কেন্দ্রমূলে বিরাজিত ও চরিত্র কাহিনীর গতি নিয়ন্ত্রিত করে—তুর্গেনিভের এই শিল্পচেতনা জেম্‌স্ গ্রহণ করেছেন ; সুগ্রথিত দৃঢ়পিনদ্ধ আঙ্গিকরূপ জর্জ ইলিয়টের সাহিত্য পাঠের ফলশ্রুতি। ইসাবেলা আর্চার এই উপন্যাসের প্রধানা নারী চরিত্র ও জেম্‌স্ কর্তৃক তার চিত্রই অঙ্কিত। সেই কাহিনীকে রূপায়িত ও নিয়ন্ত্রিত করেছে। আখ্যান জটিল নয়, বক্তব্য হল the conception of a certain young woman affronting her destiny। স্বাধীনচেতা আমেরিকান মহিলার জীবন উদ্যম, বলিষ্ঠ মানসিকতা, মনন দীপ্তি ও সরলতা, ভবিষ্যৎ জীবনের স্বনির্বাচিত পথপরিক্রমা, ভ্রান্তি ও অন্তিম পরিণতি এর বিষয়বস্তু। ইংলণ্ডে আনীত ইসাবেলা আর্চার ধনী ব্যবসায়ী ক্যাসপার গুডউড ও লর্ড ওয়ারবার্টনকে প্রত্যাখ্যান করে, কিন্তু অবশেষে গিলবার্ট অসমণ্ডকে বিবাহ করে : পরে অসমণ্ডের হীন নিকৃষ্ট স্বরূপ প্রকাশ পায়। শেষ পর্যায়ে গুডউড পুনরায় ভালবাসা নিবেদন করে ও বিবাহের প্রস্তাব জানিয়ে বলে, 'আমরা খুশী মত সব কিছু করতে পারি আমাদের সামনে পড়ে আছে পৃথিবী বিশাল,' ইসাবেলা বলে, 'পৃথিবী অনেক ছোট',—সে অসমণ্ডের কাছে ফিরে যায়। মারাত্মক ভ্রান্তিজাত ট্রাজিক পরিণতি সত্ত্বেও ইসাবেলার মানসদার্ঢ্য চেতনা, সংযম ও জীবনের অভিযোগ অসংগতিকে সহজ স্বীকার প্রবণতা এই গ্রন্থে প্রস্ফুটিত। ইসাবেলার দৃঢ় বিশ্বাস সে অন্যায় করবে না। জেম্‌সের নায়ক-নায়িকার ভালমন্দ বোধ জীবনবোধের সঙ্গে জড়িত। তাদের আত্মসচেতনতা ও মর্যাদার সঙ্গে এই বোধের মিলন, ব্যক্তিগত সুখ বা আনন্দের সঙ্গে নয়। তাই ইসাবেলার ঘটল অসমণ্ডের কাছে প্রত্যাবর্তন—কারণ অন্য পথ গ্রহণে তার ব্যক্তিগত সুখ পরিতৃপ্তি সম্ভব হত কিন্তু তার জীবনবোধ হত পীড়িত। জীবনের জটিলতা, কঠিন আঘাতকে মানুষ সহনশীলতা ও জীবন উপলব্ধির দ্বারাই সহজভাবে গ্রহণ করতে পারে—এই সত্যানুভূতিই জেম্‌সের উপন্যাসের মর্মমূলে বিরাজ করছে।

১। **টমাস হার্ডি** (**T. Hardy** ১৮৪০—১৯২৮)—ভিক্টোরীয় যুগের সাহিত্য জন্মযুগের প্রাগুষায় টমাস হার্ডির আবির্ভাব ও এই পর্বের চরম পর্যায়ের শিল্প-সৃষ্টির প্রকাশ, সুগভীর বিস্তৃতি এবং শতাব্দীশেষের অবক্ষয়ের তিনি দ্রষ্টা। সাম্প্রতিক সাহিত্যিক, ধর্মীয় এবং বিজ্ঞানীয় অনুভূতির সমমর্মী টমাস হার্ডির নৈর্ব্যক্তিক নির্লিপ্তি তাঁকে মানবজীবনের বেদনার্ত রহস্যময়তা ও দুঃখবেদনার অন্তর্মুখী করেছে। মানবসুখের বিপরীতপন্থী সহরজীবনের বিজ্ঞানীয় চেতনা ও শিল্পবিপ্লব তাঁর অনুভূতির মর্মমূলে নাড়া দেয় নি। তাই তিনি 'আহত পশু'র মত আধুনিক জটিল শ্বাসরোধকারী সভ্যতার বিষাক্তস্পর্শহীন কোন স্থানে আশ্রয় খুঁজেছেন। এই অর্থে বাস্তবজীবনের সুকঠিন বেদনা ও অভিশাপ হতে দূরগামী কবিকে escapist আখ্যা দেওয়া যায়। হার্ডির উপন্যাসের উচ্চমূল্যায়ন অন্যত্র নিহিত। তাঁর সাহিত্য বিশ্বের শ্রেণী সংগ্রামের কাহিনী নয়, কিপলিঙের 'রুল ব্রিটানিয়া'র শ্বাপদ নির্ঘোষ নয়, ওয়েলসের বিজ্ঞানস্বপ্নের অত্যুজ্জ্বল মনোরম বিকাশ নয়। তাঁর উপন্যাসের আশ্চর্য মূল্যায়ন কয়েকটি বিশিষ্টতাকে কেন্দ্র করে—হার্ডির উপন্যাসের ভাব-সুষম গৃহকেন্দ্রিকতার পরিবর্তে মহাকাব্যসুলভ সুবিস্তৃত পটভূমিকা এবং কবি-চেতনার শিল্পিত রূপোজ্জ্বল ও সুসঙ্গত প্রকাশ।

১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে হার্ডির প্রথম উপন্যাস Desperate Remedies প্রকাশিত হয়। এই সময় হতে ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত Jude the Obscure পর্যন্ত উপন্যাস রচনা করতে থাকেন—তাদের মধ্যে উল্লেখ্য হচ্ছে The Return of the Native (১৮৭৮); The Trumpet Major (১৮৮০), The Mayor of Casterbridge (১৮৮৬); The Woodlanders (১৮৮৭); Tess of the D'Urbervilles (১৮৯১) প্রভৃতি। হার্ডির উপন্যাসের স্থান ওয়েসেক্সের পারিপার্শ্বিক অঞ্চল এবং চরিত্রাবলী—গ্রাম্য চাষাড়ে। কিন্তু তাই বলে তাঁর উপন্যাসের বিস্তৃতি ও বৈচিত্র্যের অভাব নেই। তাঁর উপন্যাস কেবল ক্ষুদ্র সীমা সঙ্কীর্ণ ওয়েসেক্সের জীবনের রূপায়ণ নয়, সীমাতিক্রান্ত জীবনের ও মানবমনের আদি প্রবৃত্তি, অনুভূতি ও আবেগের অনাবিল প্রকাশ। উপন্যাসের রূপায়ণে হার্ডি ডিকেন্স ও থ্যাকারের পথাবলম্বন করেননি। তিনি নবপথের স্রষ্টা—মানবমনের হিংসা দ্বেষ কামনা বাসনার অনুরূপ অন্তর্জীবনের আদিম ও অকৃত্রিম আবেগ

অনুভূতির অতলে তিনি সত্তাকে নিমজ্জিত করে দেন। ঐ কারণেই হার্ডির উপন্যাসের আবেদন চিরন্তন। দুঃখদারিদ্র্য-জর্জরিত মানবের সুস্থ ও বলিষ্ঠ জীবনের জন্য সংগ্রাম ও পরিণামী শোচনীয় ব্যর্থতাই হার্ডির উপন্যাসে প্রকাশিত।} পর্বত, জলভূমি, বন্যস্থান, কৃষ্ণ অরণ্য এবং সর্বোপরি নিশীথ রাত্রি তাঁর উপন্যাসের পটভূমিকা। এবং তাঁর চরিত্রাবলী জীবনের দারিদ্র্য ও বেদনা ঝটিকায় উৎক্ষিপ্ত সাগরতরঙ্গের মত। জন্মসঞ্জাত আদিম প্রবৃত্তি ও অনুভূতিই তাদের কর্মনিয়ন্তা। জীবনের সুখের অনুসন্ধানের ব্যর্থ প্রয়াসেই তারা অনুশোচনা অথচ ধৈর্য ও প্রশান্তির মধ্যে মৃত্যু বরণ করে। তাদের অন্তিম মুহূর্তে ঘনান্ধকারের মধ্যে শেষবারের মত দীপশিখা জ্বলে উঠে যা তাদের জীবনের কৃষ্ণ এবং বিষণ্ণ পটভূমিকাকে যেন প্রদীপ্ত করে তোলে। জীবনের ঐ সংগ্রাম হার্ডির উপন্যাসে স্থানের নির্দিষ্টতা অসীম রহস্যময়তায় সমাচ্ছন্ন নিশীথরাত্রের অন্ধকারের মধ্যে নিজেকে বিলীন করে দিয়েছে। হার্ডির উপন্যাসে পরিচিত পথপরিক্রমান্তে গিরিশ্রেণী ও প্রান্তরের পারে জল জঙ্গলের পরপ্রান্তে কোন বৃহত্তর সত্তার মধ্যে বিলীন ঘটে এবং মনে জাগে বিশ্বানুভূতির অসীম ব্যঞ্জনা। হার্ডির উপন্যাস পাঠের ফলশ্রুতি এখানেই।

সাহিত্যশিল্পী হিসাবে টমাস হার্ডির ভাবপ্রবণতা প্রতিফলিত হয়েছে ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর একটি রচনায়—"The conduct of the upper classes is screened by conventions and thus the real character is not easily seen; if it is seen it must be portrayed subjectively; whereas in the lower walks, conduct is a direct expression of the inner life; and thus character can be directly portrayed through the act. In one case the author's word has to be taken as to the nerves and muscles of his figures; in the other they can be seen." টমাস হার্ডির চরিত্রচিত্রণের বৈশিষ্ট্য এর মধ্যে প্রতিফলিত। যখন তিনি সরল আদিম মনোবৃত্তির রূপকার তখন তিনি সহজ স্পষ্ট ও সাবলীল; যখন উচ্চ সভ্যসমাজের অধিকতর জটিল চরিত্রাবলী তার উপন্যাসে রূপায়িত তখন তারা হয় অবাস্তব না হয় নাটকীয়। চরিত্রচিত্রণের এই পার্থক্যের

ভিতরেই মেরেডিথের সঙ্গে হার্ডির পার্থক্য নিহিত। মেরেডিথের নিকট চরিত্রের উৎকর্ষ ও আকর্ষণীয়তা তখনই যখন তা 'not easily seen'। হার্ডির জীবনের প্রাথমিক প্রবৃত্তি অনুভূতির প্রতি প্রবণতা ছিল বেশী তাই তিনি লণ্ডন এবং নাগরিক জীবন পরিত্যাগ করে ওয়েসেক্সের শান্ত জীবনকেই তার সাহিত্যের পটভূমি হিসাবে বেছে নিয়েছেন।

হার্ডির বক্তব্য প্রকাশক **Tess of the D'Urbervilles** (১৮৯১) এর কাহিনীটি স্মরণীয়। পিতা জন ও মাতা জোয়ান এর আগ্রহে Tess তাদের সম্পর্কিত অর্থবান আত্মীয়গৃহে কার্যে রত। সরলা সুন্দরী অপাপবিদ্ধা টেস গৃহপুত্র লম্পট Alecএর কামনা ও প্ররোচনায় কুমারী অবস্থায় মা হয়। সে পুরাতন বাসস্থান মরেল্‌টে ফিরে আসে ও তার সন্তানের মৃত্যু ঘটে। কয়েক বৎসর পর টেস এক ডেয়ারি ফার্ম এ কাজ নেয় ও তথায় যাজক পুত্র শিক্ষিত আদর্শবাদী সংবেদনশীল Angel Clare তার প্রণয়প্রার্থী। তিক্তচিত্ত যন্ত্রণাদগ্ধ মন টেস তাকে প্রত্যাখ্যান করতে চায়, তার পুরাতন জীবনের গোপন কথা ব্যক্ত করতে চায় কিন্তু পারে না। তাদের বিবাহ হয়; মধুযামিনীতে জীবনের পরম প্রাপ্তির মুহূর্তে টেস ক্লেয়ারকে ব্যক্ত করে পূর্ব কথা, কিন্তু সহৃদয় উদার ক্লেয়ার তাকে ঘৃণায় পরিত্যাগ করে। টেস ফিরে যায়। জীবনের চরম দুঃখে লাঞ্ছনায় সে স্বামীকে স্মরণ করে প্রত্যাশা করে কিন্তু সবই ব্যর্থ। অকস্মাৎ টেসের সঙ্গে আলেকের সাক্ষাৎ হয়—আলেকের তীব্র আহ্বানে, জীবনের দারিদ্র্য যন্ত্রণায় টেস আলেককে গ্রহণ করে। তখন অনুতপ্ত ক্লেয়ারের প্রত্যাবর্তন, টেস ক্লেয়ারকে কঠোরতায় প্রত্যাখ্যান করে। কিন্তু কিছু পরে সে উন্মাদিনীরূপে আলেককে হত্যা করে ক্লেয়ারের সঙ্গে পলায়ন করে। বেদনার মধ্যেও যখন তাদের হৃদয় পূর্ণ অমৃতময় তখন আকস্মিকভাবে টেস ধরা পড়ে ও তার প্রাণদণ্ড হয়। টেসের জীবনকে নিয়ে বিধাতার নির্মম খেলা শেষ হয়।

Jude the Obscure (১৮৯৪) হার্ডির শেষ ও শ্রেষ্ঠতম উপন্যাস। এতে হার্ডির জীবন দার্শনিকতার প্রকাশ। গ্রন্থটি আধুনিক জীবন ভাবনার প্রথম সার্থক সূচক—বুদ্ধি ও আবেগের দ্বন্দ্ব মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ এবং ধর্ম ও বিবাহ বোধের সম্পর্ক তথা তীব্র যৌন বিদ্রোহ ভিক্টোরীয় সমাজের শিলীভূত মর্মকে সজোরে নাড়া দিয়েছিল। ক্লাসিক্‌স-এর পাঠক

Jude কে চতুর কৌশলে গ্রাস করে Arbellaও শেষে পলায়ন করে। জুড ভালবাসে বুদ্ধিমতী ব্যক্তিত্বময়ী প্রবলস্বভাবময়ী বিদ্রোহিনী Sue কে। জুড স্যুকে রাখল তার প্রৌঢ় আদর্শ চরিত্র শিক্ষক রিচার্ড ফিলটসনের কাছে, সে আকস্মিকতায় জুডকে ভালবাসল। এই মুহূর্তে জুড স্যুকে বলে তার পূর্ব বিবাহের কথা, স্যু গভীর বেদনায় রিচার্ডের কাছে যায়, জুড তীব্র মর্ম যন্ত্রণায় পানাগারে যায় যেখানে আরাবেল্লা কর্মরতা ; সে অন্যত্র বিবাহিতা। জুড আরাবেল্লার সঙ্গে রাত্রি অতিক্রম করে। আরাবেল্লা জুড-এর কাছ থেকে বিবাহ বন্ধন চায় ও লাভ করে, বেদনার্ত স্যু ও জুড বিবাহ না করে একত্র বসবাস করে, কারণ চার্চের প্রতি সামাজিক বিবাহের প্রতি স্যুর ঘৃণা ও বিরাগ। সমাজ তাদের বারংবার ঘৃণায় অপমানে জর্জ্জরিত করছে। এমন সময় এক বীভৎস ঘটনা ঘটে। জুড আরাবেল্লার সন্তান ফাদার টাইম স্যু-এর পুত্রদ্বয়কে হত্যা করে ও স্বয়ং আত্মহত্যা করে। আবার স্যুও একটি মৃত সন্তানের জন্ম দেয়। তার 'পাপ'-এর জন্য এই সর্বনাশ মনে করে স্যু ফিরে যায় ফিলটসনের কাছে, তাকে বিবাহ করে। ফিরে আসে বিধবা আরাবেল্লা, সে মগ্যোন্মত্ত জুডকে চার্চে নিয়ে গিয়ে বিবাহ করে। জুড অসুস্থ হয়, স্যু জুড এর জন্য অশান্ত ব্যাকুল, আরাবেল্লা অন্য স্বামী সন্ধানে তৎপর। সুতীব্র হাহাকার অসহ্য চিত্তদাহে জুড মৃত্যুকে বরণ করে।

স্থাপত্যশিল্পী টমাস হার্ডির উপন্যাসেও স্থপতিসুলভ শিল্পরূপ দেখা যায়, প্রত্যেকটি ঘটনা এক অনিবার্য পরিণতির সূচক, নিষ্ঠুর ভাগ্যই মানব-জীবনের নিয়ন্তা—নিয়তিবাদের এই সুকঠিন বেদনার সুর তাঁর উপন্যাসে তীব্রভাবে ধ্বনিত। ভাগ্যই মানুষের জীবনের সুখকে নিঃশেষে বিলীন ক'রে তাকে চরম ট্র্যাজেডির দিকে এগিয়ে দেয়। এ দুঃখবাদের পশ্চাতে আছে উনবিংশ শতাব্দীর জড়ধর্মী সুখবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসের প্রতিবাদ। তিনি জীবনকে দেখেছেন নিষ্ঠুর ও উদ্দেশ্যহীন, কিন্তু তিনি কেবলমাত্র দ্রষ্টা নন নিয়তিপীড়িত মানবের প্রতি তাঁর নিঃসীম মমত্ববোধ, এবং এই সুতীব্র অনুরাগ মানব জীবন থেকে কীট-পতঙ্গ ও মগ্ন প্রকৃতির বুকেও সঞ্চারিত। এই ভাবনাই তাঁর কাব্যকে সুগভীর করে তুলেছে এবং অনুভূতির তীব্রতা, দৃষ্টিভঙ্গীর এই নিবিড়তা

সমসাময়িক সাহিত্যিকবৃন্দের রচনায় অল্পই দৃষ্ট হয়। It was as if a scene of Greek tragedy were being played out among his Wessex rustics.

জীবন সম্পর্কিত এই মনোভাবকে সুষ্ঠুভাবে রূপায়িত করাতেই হার্ডির অন্যতম শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব নিহিত। তাঁর আখ্যায়িকা কথনের অসামান্য ক্ষমতা ছিল এবং সজীব আখ্যান বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়েই কাহিনী স্বচ্ছন্দভাবে প্রবাহিত হত। এই কাহিনী-বস্তুর ভিতরেই চরিত্রাবলীর অবাধ সঞ্চরণ। গ্রাম-জীবনের অসাধারণ জ্ঞান সুষ্ঠু পরিচয় তার রচনায় অবিরল দ্রষ্টব্য—বিষয় বস্তুর পটভূমিকা হিসাবে বাদ দিলেও এদের রূপোজ্জ্বল দীপ্তিময় বর্ণনার মূল্য অসাধারণ। সমসাময়িক লেখকসুলভ মিতভাষণ তাঁর ছিল না। 'Tess of the D'Urbervilles' এবং 'Adam Bede' এর বস্তুগত সাদৃশ্য সত্ত্বেও উপলব্ধি করা যায় হার্ডির প্রকাশভঙ্গী ছিল কত স্বচ্ছন্দ ও অনাবিল। 'Tess' এবং 'Judge the Obscure'এ তিনি ইংরাজী উপন্যাসকে মহিমময় ট্রাজেডির পর্যায়ে উন্নীত করেছেন। প্রকৃতি চেতনা হার্ডির উপলব্ধির দ্বারে কি এক অসামান্য অনুভূতি বহন করে এনেছে। ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রমুখ রোমান্টিক কবিরা যে প্রকৃতির মধ্যে ঈশ্বর প্রেমের 'শান্ত নিসংশয় উপলব্ধিকে স্থির দীপশিখার ন্যায় প্রোজ্জ্বল' দেখেছেন, হার্ডি সেই একই প্রকৃতিকে দেখেছেন নিষ্ঠুর প্রচণ্ড শক্তি হিসাবে। যদিও তাঁর চরিত্রাবলী এই যন্ত্রণাময় নির্দয় প্রকৃতির বুকেই লালিত।

ঔপন্যাসিক হিসাবে হার্ডির স্থান সুনিশ্চিত নয়। একটা অপরিসীম বেদনা, জীবনের সুগভীর ব্যর্থতার সুর তাঁর উপন্যাসে তীব্র হাহাকারের মত ধ্বনিত, স্নেহপ্রেমহীন নিষ্ঠুর ভয়াল প্রকৃতির বিষাক্ত নিঃশ্বাস তাঁর সাহিত্য-লক্ষ্মীর তনিমাকে বুঝি শুষ্ক কঠোর করে তুলেছে। শুষ্ক মরুভূমির বিবর্ণ রিক্ততা যেন জীবনের সৌন্দর্যকে ম্লান করে দিয়েছে। "Mr. Hardy sees clearly enough the hypocrisies and cruelties practised in the guise of religion, but he never notes the large integrating power (as George Eliot did) that springs from genuine emotion. Not content with picturing a tragic household, he ascribes the tragedy to "an unsympathetic First course";

and assures us that "the president of the Immortals had ended his sport with her". তথাপি হার্ডির উপন্যাসে একটি সুদুর্লভ সমুন্নত মহিমা ও গাম্ভীর্য দেখতে পাওয়া যায়। তাঁর কবিতার অসামান্য গীতল আবেদন, Dynasts এর মহিমা ও সৌন্দর্যময়তা প্রথম শ্রেণীর শিল্পময়তার পরিচায়ক। 'দি রিটার্ণ অফ দি নেটিভ' এর Egdon Health এর শ্রেষ্ঠ বর্ণনা ও অসামান্যতা প্রথম শ্রেণীর শিল্প স্বভাবকে পরিপুষ্ট করে। জীবনবেদ রচয়িতা হিসাবে হার্ডির স্থান হয়ত দ্বিধান্বিত। সুস্থ জীবনের অনুভূতির দীপ্তোজ্জ্বল প্রকাশের অনবদ্য পরিচয় তাঁর কাব্যে হয়ত নেই। কিন্তু হার্ডির সর্বাপেক্ষা বড় পরিচয় এই যে তিনি শিল্পী—**as an artist as a painter of certain concrete aspects of that life, he is among the greatest in English literature**

রবার্ট লুই স্টিভেনসন (R. L. Stevenson ১৮৫০—১৮৯৪) এ্যাডভেঞ্চার সাহিত্যের নবস্রষ্টা হিসাবে স্টিভেনসন স্মরণীয়। রোমান্সকে তিনি যথার্থ শিল্পরূপ করে তুলেছেন। স্টিভেনসনই বোধ হয় ইংরাজী সাহিত্যে প্রথম ছোট গল্প রচয়িতা। এডগার এ্যালান পোর প্রভাবে ও যন্ত্রণাকাতর মানসচেতনায় তাঁর গল্পে একটা ভয়াল গা ছমছম করানো ভাব ফুটে উঠেছে। স্টিভেনসনের অপর পরিচয় তিনি কবি। তাঁর সমগ্র সাহিত্যসৃষ্টি কাব্য চেতনার সঙ্গে সম্পৃক্ত। স্টিভেনসনের প্রকৃতি চেতনা ও জীবনবোধ কাব্য ভাবনার সঙ্গে নিবিড় ঐক্যে সংবদ্ধ। তাঁর গদ্য ভাষারীতির স্পন্দন কাব্য-ব্যঞ্জক। Underwoods, Ballads, Songs of Travel-এ আবেগমুখর ভাবনিবিড় কবিপ্রাণের পরিচয় পাই। তাঁর প্রখ্যাত সমাধিলিপি Requiem এ কবির জীবন অবসানে মৃত্যুতে প্রশান্ত অবগাহনের কামনা ব্যক্ত। সমালোচকের মতে এই কবিতাটি শেক্সপীয়রের মৃত্যু বিষয়ক কবিতার সঙ্গে তুলনীয়। গদ্যশিল্পী স্টিভেনসন কবি হিসাবে অধিকতর খ্যাত নন ; কিন্তু এই কাব্যধর্ম তাঁর গদ্যকে দান করেছে সুষমা ও তাঁই সাহিত্য হয়েছে ভাবনিবিড় সুন্দর।

ট্রেজার আইল্যাণ্ড (Treasure Island), কিডন্যাপড্ (Kidnapped ১৮৮৬), দি ব্লাক অ্যারো (The Black Arrow ১৮৮৮), 'ডঃ জেকিল এণ্ড মিঃ হাইড' (Dr. Jekyll and Mr. Hyde) স্টিভেনসনের উল্লেখ্য

সাহিত্য সৃষ্টি। 'ট্রেজার আইল্যাণ্ড' এ্যাডভেঞ্চার কাহিনী। দস্যুদলের সঙ্গে বালক জিমের গুপ্তধনের সন্ধানে যাত্রা, বিপদ সংঘাত—উজ্জ্বল কল্পনা ও সার্থক শিল্পচেতনার সঙ্গে বর্ণিত। মূলতঃ তরুণদের পাঠোপযোগী হলেও বয়স্কচিত্তকেও গভীর আকৃষ্ট করে এই গ্রন্থ। স্টিভেনসনের শারীরিক অসুস্থতাই বোধ করি দূরদূরান্তে তাঁর মানস অভিযানের কারণ; এবং ট্রেজার আইল্যাণ্ড সেই মানস অভিযানের স্বর্ণালী পরিচয়। ডঃ জেকিল এণ্ড মিঃ হাইড (১৮৮৬) মনস্তাত্ত্বিক কাহিনী। মানুষের দ্বৈতরূপ যা একদিকে মহত্ত্বে সৌন্দর্যে উদারতায় মহিমমণ্ডিত; অপরদিকে চিত্ত সংকীর্ণতায় মানবতার বিকৃত অপমান ও মানুষের দানবীয় বীভৎসতা—তাকেই স্টিভেনসন এই কাহিনীতে শিল্পরূপ দান করেছেন।

ভিক্টোরীয় গদ্য সাহিত্য

ভিক্টোরীয় সাহিত্য ভাবনায় আবেগ অপেক্ষা মননের স্পর্শ বেশী। কল্পনার উদ্দামতা অপেক্ষা বস্তুনিষ্ঠ যুক্তিবাদ এই যুগের সাহিত্যে অন্তত প্রবন্ধ সাহিত্যে বড় হয়ে উঠেছে। প্রখর বাঙ্‌নির্মিতি, বুদ্ধিগত সুশৃঙ্খলতা, প্রথার সুমিতি তন্ময় সাহিত্যের ধর্ম। এই যুগের প্রবন্ধ সাহিত্য নিঃসন্দেহে বস্তুনিষ্ঠ, তাই মননদীপ্ত, স্ফটিক স্বচ্ছ কিন্তু আশ্চর্যভাবে আন্তরিক। বুদ্ধিবাদ যুক্তিবাদের সঙ্গে ব্যক্তিসত্তার একান্ত সাযুজ্যকরণে ভিক্টোরীয় প্রবন্ধ সাহিত্য ঐশ্বর্যমণ্ডিত। এই পর্বে প্রবন্ধশিল্পীরা চিন্তা জগতে অসাধারণ—বিজ্ঞানচিন্তা, দর্শনচিন্তা বা জীবনচিন্তাই তাঁদের রচনাতে রূপ পরিগ্রহ করেছে। চার্লস্‌ ডারুইন (C. Darwin) বিখ্যাত তাঁর 'বিবর্তনবাদ'-এর জন্য, তিনি সাহিত্যিক হিসাবে কৃতী নন। কিন্তু Origin of Species তাঁর মতবাদের প্রকাশের জন্যই যুগান্তকারী গ্রন্থ। হার্বার্ট স্পেনসারও (H. Spencer) প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক—তিনি ডারুইনের বিজ্ঞান সত্যকে সুপরিচিত করতে প্রয়াসী হয়েছেন। অবশ্য স্পেনসারের অসাধারণ পাণ্ডিত্য বিশ্বজ্ঞান ও তত্ত্বকে নিয়ে। জন ষ্টুয়ার্ট মিলের রাষ্ট্রনীতিক ও দার্শনিক উপলব্ধির প্রকাশ ঘটেছে তাঁর প্রবন্ধ সাহিত্যে। টমাস হাক্সলী (T. Huxley) প্রখ্যাত জীববিজ্ঞানী এবং ডারুইন মতবাদের বিচারক ও প্রবক্তা। তাঁর প্রবন্ধ স্বচ্ছ ভাষা ও প্রকাশভঙ্গীর

জন্য আদৃত হয়েছিল। এই পর্বের প্রবন্ধ শিল্পীদের মধ্যে খ্যাত মেকলে, কার্লাইল, রাস্কিন, নিউম্যান ও আর্ণল্ড।

টমাস কার্লাইল (T. Carlyle ১৭৯৫—১৮৮১) কার্লাইলের মতে আত্মার ক্রমবিকাশই যথার্থ আলোচনার বস্তু। তাঁর কাছে আইডিয়া মাত্রই সজীব ও হস্তপদবিশিষ্ট ; জীবনসত্তা, অস্তিত্ব চিন্তারই বিশেষ রূপ। গ্রন্থের মধ্যেই মানবচিন্তাধারার পরিচয়। স্রষ্টা ও তার সাহিত্য একত্র সন্নিবদ্ধ—একে অপরের অন্তর রূপকে উদ্ঘাটন করে। কার্লাইলের ছিল গূঢ়গহন অন্তর্দৃষ্টি এবং তার সাহায্যে তিনি বস্তুর প্রাণকেন্দ্রে দৃষ্টি প্রেরণ করেছেন। জীবনের ফেনোচ্ছ্বসিত বহির্চঞ্চলতা পরিত্যাগ করে গভীরে নিমজ্জিত হয়ে আত্মার গভীরতম স্বরূপকে তিনি তুলে ধরেছেন। কার্লাইল কেবল সমালোচক নন, তাঁর রচনা সর্বদাই সৃষ্টিক্ষম। ইতিহাসের গভীর প্রকাশক ও মানবচরিত্র উদ্ঘাটনকারী সাহিত্যকেই তিনি বারংবার অভিনন্দন জানিয়েছেন। কার্লাইলের গ্রন্থের খ্যাত 'Sartor Resartus', Heroes and Hero Worship', 'Past and Present'. 'French Revolution' প্রভৃতি। **স্যার্টর রিস্যার্টাস্** (১৮৩৩—৩৪) কল্পনামূলক আত্মজীবনী ; কিন্তু প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ও দার্শনিকতায় ইংরাজী সাহিত্যে অনন্য। নূতন জীবনবাণী নিয়ে কার্লাইল প্রফেটরূপে জগতের সম্মুখে উচ্চ মঞ্চোস্থিত। এই গ্রন্থ কার্লাইলের জীবন অনুধ্যান-জাত। অষ্টাদশ শতকের ফরাসী দার্শনিকদের প্রভাবে ধর্মবিশ্বাসে অনাস্থা এবং কৃত্রিমতা ভণ্ডামীর বিরুদ্ধে অগ্ন্যুদ্গারে—এই মনোভাব 'The Everlasting No' অধ্যায়ে রূপঋদ্ধ। লেখকের মানবাত্মার সমুন্নতি উপলব্ধি ও অধ্যাত্মবিশ্বাস জার্মান দর্শনজাত এবং এই গ্রন্থের 'The Everlasting Yea' অধ্যায়ে শিক্ষা চিন্তার সংগঠন দিকটি প্রকাশিত। **'দি ফ্রেঞ্চ রেভলিউশান'** (The French Revolution ১৮৩৭) শক্তিগর্ভ সাহিত্যসৃষ্টি এবং এর ঐতিহাসিক মূল্যায়ন দ্বিধান্বিত। কার্লাইলের কাছে মানবজাতির ভাগ্যনিয়ন্তা এই বিপ্লব গ্রীক ট্র্যাজেডির মতই বিশাল ও ভয়াবহ। নিয়তিলাঞ্ছিত মানবের বেদনার কথাই এতে অভিব্যক্ত। ফরাসী বিপ্লবের গঠনমূলক দিকটি এই গ্রন্থে স্থান পায়নি, এবং ঘটনাও সুবিন্যস্ত নয়। কিন্তু মানবজাতির উত্থান-পতনের অপরূপ ইতিহাস এতে চিত্রায়িত এবং কার্লাইলের উদ্দেশ্য ছিল অতীত ও সুদূরকে বর্তমান ও নিকটের বস্তু

করা। এই ব্রত পালনে তিনি সক্ষম হয়েছেন। **'হিরোজ এণ্ড হিরো ওয়ারশিপ'** (১৮৪১)-এ সেইসব বলিষ্ঠ শক্তিমান ও ব্যক্তিসত্তার জয়গান যাদের মধ্যে যুগ আত্ম-স্বরূপ দর্শন করে। বিভিন্ন ধর্মপুরুষ, দান্তে শেক্স-পীয়র, ডঃ জনসন প্রভৃতি এই বীর মানব যাদের ব্যক্তিত্ব সমাজ সংগঠনশীল এবং সমাজ যাদের অধিনায়কত্বে নিজেদের পরিপূর্ণ বিকাশ করে। হিরো বা নায়ক বলতে বুঝিয়েছেন অসামান্য শক্তিশালী মানুষ যে জাগতিক মিথ্যাচার অন্যায়ের মধ্য থেকে সত্য উপলব্ধি করেন ও কথায় ও কার্যে তাকে নির্ভীক প্রকাশ করেন। ক্রুদ্ধ শত্রুদের সম্মুখে লুথার বলেছেন, **"Here I stand: I can do no other."** দান্তে বলেছেন, **"If I cannot return without calling myself guilty, I will never return."** এই বিষয় ছয়টি পর্যায়ে আলোচিত—হিরো বা বীর দেবসম (ওদিন), প্রফেট হিসাবে (মহম্মদ), ধর্ম-প্রবক্তা হিসাবে (নক্স, লুথার), কবি হিসাবে (দান্তে, শেকসপীয়র), মননশীল হিসাবে (রুশো, ডঃ জনসন, বার্ণস), রাজা হিসাবে (ক্রমওয়েল, নেপো-লিয়ন) ইতিহাস ও জীবনচিত্রণের অপূর্ব সমন্বয় এই গ্রন্থ।

টমাস ব্যাবিংটন মেকলে (**T. B. Macaulay** ১৮০০—১৮৫২)—প্রাবন্ধিক ও কবিহিসাবে খ্যাত। তাঁর Lays of Ancient Rome (১৮৪২)—তাঁর নিজের ভাষায়—প্রত্যেক স্কুল বালকের নিকট পরিচিত। মিল্টন প্রভৃতির উপর সমালোচনা তাঁর রসবোধ ও আন্তরিকতাকে প্রমাণ করে। তাঁর এই জাতীয় সমালোচনায় আঙ্গিক ও ষ্টাইলের স্বচ্ছতা ও ঋজুতা আছে। ওয়ারেণ হেষ্টিংস, লর্ড ক্লাইভ প্রভৃতির উপর আলোচনা ভারতে সাময়িক অবস্থানকারী মেকলের ভারতবর্ষের সঙ্গে গভীর পরিচয়ের ফল। উইলিয়ম পিট, ফ্রেডারিক দি গ্রেট, প্রভৃতি আলোচনায় সপ্রমাণিত মেকলের ঐতিহাসিক জীবনচরিত্র রচনার অসামান্য ক্ষমতা। সাহিত্য সমালোচনা অপেক্ষা ইতিহাসের ক্ষেত্রে তাঁর প্রতিভা সহজ বিকশিত। মেকলের লেখা সূক্ষ্মভাব নিপুণ বা ব্যঞ্জনাময় নয় কিন্তু তা বলিষ্ঠ তীব্র ও হৃদয়গ্রাহী। 'রাজা দ্বিতীয় জেম্‌সের সিংহাসন আরোহণ থেকে ইংলণ্ডের ইতিহাস', মেকলের বৃহৎ অসমাপ্ত গ্রন্থ এবং ইংরাজীতে গিবনের পর শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক রচনা। দুর্ভাগ্যের বিষয় তাঁর জীবনের উপান্তে এসে মেকলে

এই বিরাট সাহিত্য রচনার ভার গ্রহণ করেন এবং রাণী এ্যানের যুগ-চিত্রাঙ্কনান্তর গ্রন্থের অসমাপ্ত পরিণতি ঘটেছে। মেকলের ঐতিহাসিক জ্ঞান সুগভীর, উপলব্ধিও নিবিড়। তাঁর মতে ইতিহাসে তথ্যানুসন্ধান, বস্তু যাথার্থ্য ও নিখুঁত পরিপূর্ণ প্রকাশভঙ্গীর মিলন ঘটবে; উপন্যাসের বর্ণনা ও ঘটনাচিত্রণের সঙ্গে থাকবে সঠিক ঐতিহাসিকতা। মেকলের ইতিহাসে অতীতের এক ঐশ্বর্যদীপ্ত প্রাণময় রূপ প্রকাশিত যেখানে চরিত্র জীবন্ত, ঐতিহাসিক ঘটনা প্রত্যক্ষবৎ ও অতীত জীবনরসতন্ময়, মানবিক অনুভূতি আন্তরিক নিবিড়।

জন রাস্কিন (**J. Ruskin** ১৮১৯—১৯০০)—রাস্কিন শিল্পবিচারে সুনিপুণ এবং তিনি সমাজ চিন্তাবিদ্। কিন্তু ত্রুটিযুক্ত মানসপ্রবণতার জন্য ও যথার্থ শিক্ষার অভাবে তাঁর প্রতিভা সম্যক্ মর্যাদা লাভে অক্ষম। তাঁর পিতা মদ্যবিক্রেতা হলেও টার্নার প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ চিত্রকরদের অনুরাগী এবং পুত্রেও এই অনুরাগ সঞ্চারিত। তদুপরি রাস্কিন বালক বয়স থেকেই খ্রীষ্টীয় অনুশাসন মেনে চলতেন। কখনও এই পরিবার ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ করত এবং বালক রাস্কিন ইংলণ্ডের ল্যাণ্ডস্কেপ, ফরাসী প্রাচীন সৌধ ও সুইশ পর্বতমালার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচিত হন।

পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত **Modern Painters** (১৮৪৩—১৮৬০) সৌন্দর্য তত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থ এবং রাস্কিনের সৌন্দর্য, প্রেম ও সৌন্দর্য উপলব্ধির পরিচয় এই গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে। রাস্কিনের সৌন্দর্যবোধ সুনিবিড়, কিন্তু ধর্মীয় অনুশাসনে তাঁর বিচার-বুদ্ধি স্বচ্ছ কলাকৈবল্যবাদের পথে চলেনি—তিনি সৌন্দর্যকে ধর্মবিমুক্তরূপে দেখতে চাননি। তাঁর মতবাদ 'সকল মহৎ শিল্পমাত্রেই স্তুতি' শিল্পবিচারে হানিকর। কিন্তু রাস্কিনের শিল্পদৃষ্টি এত তীক্ষ্ণ ও সৌন্দর্যদিগ্ধ যে তাঁর বিরূপ প্রায় ভ্রান্ত বিচারও শিক্ষাপ্রদ। অসাধারণ শিল্পী রেমব্রান্ট সম্বন্ধেও রাস্কিন সুবিচার করেন নি, তথাপি এই মূল্যায়নও নিরর্থক নয়। 'মডার্ণ পেণ্টার্স'-এ চিত্রশিল্পের সঙ্গে ইতিহাসের, ধর্মবোধের ও সমাজ সত্যের সম্পর্ক নির্ণয় ব্যতিরেকে শিল্প প্রযুক্তির বিবিধ বৈচিত্র্যেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। এই গ্রন্থের বাক্‌বিন্যাসরীতি আশ্চর্য সুন্দর। পর্বতের সৌন্দর্য, টার্নার প্রভৃতি শিল্পীদের চিত্ররূপ ঐশ্বর্যমণ্ডিত ভাষাশিল্পের মাধ্যমে বর্ণিত। 'ভালগারিটি', 'পাথেটিক ফ্যালাসি' প্রভৃতি অধ্যায়ের আলোচনায় রাস্কিনের

সূক্ষ্মনিপুণ সমালোচক দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশিত। স্থাপত্য শিল্প, ও জাতীয় সৌন্দর্য চেতনার সঙ্গে তার সম্বন্ধ কি The Seven Lamps of Architecture (১৮৪৯)-এ আলোচিত। The Stones of Venice (১৮৫১—৫৩) পূর্ব-গ্রন্থের ভাবধারাকেই গভীরভাবে প্রকাশ করে বর্ণনার সৌন্দর্য 'মডার্ণ পেণ্টার্স'কে স্মরণ করায়।

রাস্কিন সৌন্দর্যবাদী শিল্প সমালোচক, কিন্তু কল্যাণ মন্ত্র বিবর্জিত শিল্প তাঁর কাছে অর্থহীন। রাস্কিন জীবনকেও কল্যাণস্পর্শে সঞ্জীবিত দেখতে চান। তাঁর পরবর্তী গ্রন্থসমূহ সমাজজীবনের অন্যায় অত্যাচারের বিচার। Unto This Last (১৮৬২) প্রচলিত সমাজজীবনের অর্থনীতিবাদের আক্রমণ; ও অনিয়ন্ত্রিত প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে রাস্কিনের প্রতিবাদ। প্রকৃতপক্ষে সঙ্কীর্ণ নির্দয় অর্থনৈতিক অব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এতে যথার্থ ধ্বনিত হয়েছে। তবে গুণাগুণ পরিমাণ নিরপেক্ষভাবে কর্মীদের মজুরি দান প্রভৃতি রাস্কিনের মতবাদগুলি কোন মূল্যই লাভ করেনি। Sesame and Lilies (১৮৬৫), The Crown of Wild Olive (১৮৬৬)-এ বক্তব্য-নিপুণ স্বচ্ছমানস শিক্ষাবিদ্ রাস্কিনের পরিচয় সুস্পষ্ট।

রাস্কিনের গদ্য ভাষার ঐশ্বর্যময় বলিষ্ঠ স্টাইল ইংরাজী সাহিত্যে উল্লেখ্য মহিমায় বিরাজিত। তাঁর প্রথম জীবনের শিক্ষা সুনিয়ন্ত্রিত নয়, কিন্তু প্রত্যহ বাইবেল পাঠ ও দীর্ঘাকৃতি স্তবকের মুখস্থ করা প্রভৃতির মাধ্যমে তাঁর গদ্য রীতির কাঠামো নির্মিত হচ্ছিল। রাস্কিনের পর্যবেক্ষণ শক্তি ও চিত্রাঙ্কন প্রকাশভঙ্গীকে করেছে স্বচ্ছপ্রাঞ্জল। বিশ্লেষণী শক্তির ক্রমোন্নয়ন রাস্কিনে দৃষ্ট হয়। 'আন টু দিস্ লাস্ট' প্রভৃতির রচনাভঙ্গী সূক্ষ্ম সুনিপুণ, স্বচ্ছ ও সৌন্দর্য সুনিবিড়। কিন্তু রাস্কিনের বক্তব্য পাঠকের চিত্তকে বিস্ময়বিহ্বল করেনি এবং পাঠক তাঁর প্রতি অনুকম্পাপরায়ণ। আপন রচনা সম্বন্ধে রাস্কিনের উক্তিটি পরিহাসনিপুণ কিন্তু মর্মান্তিক সত্য—I tell men their plain duty, and they tell me that my style is charming.

জন হেনরী নিউম্যান (J. H. Newman ১৮০১—১৮৯০)—ভিক্টোরীয় যুগের প্রাবন্ধিকদের ভিতর জন নিউম্যান আপনার স্বতন্ত্র মহিমায় বিরাজিত। তাঁর ধর্মভাবনা পাঠকের কাছে আকর্ষণীয়; নীতি চেতনায়ও প্রকাশ তাঁর

প্রবন্ধে ; লাবণ্যময় বিশুদ্ধ গদ্যভঙ্গীর জন্যও তিনি স্মরণীয়। তাঁর Apologia Pro Vita Sua (১৮৬৪) লেখকের আত্মস্বরূপের প্রকাশ—তাঁর ধর্মচেতনার ভাষ্য। কিন্তু এক ধর্মসত্তার রূপায়ণ ব্যতীত প্রসন্ন পরিমিত গদ্য ভাষার শিল্পিত রূপও আমরা এখানে পাই। নিউম্যানের অপর প্রখ্যাত রচনা The Idea of a University, Gallista প্রভৃতি শেষোক্তটিতে তৃতীয় শতকের মধ্যভাগের খ্রীশ্চান ও পৌত্তলিকদের সম্পর্কের স্বরূপ নির্ণয় ও বর্ণনার প্রয়াস। মূর্তি নির্মাণকারী সুদর্শন গ্রীক ভাস্কর গ্যালিষ্টার চিত্রচরিত্র বলিষ্ঠ তুলিতে অঙ্কিত। নায়িকার ধর্ম পরিবর্তন ও মৃত্যু উপন্যাসের উল্লেখ্য চিত্র ; প্রকাশ সহজ, সুন্দর ও আন্তরিক। নিউম্যান উৎকৃষ্ট কবিতাও রচনা করেছেন—ধর্মের আন্তরিকতায়, কল্পনার ঔৎকর্ষে ও ভাবনিবিড়তায় এই কবিতাগুলি সার্থক সৃষ্টি।

ম্যাথু আর্নল্ড—ম্যাথু আর্নল্ড শিল্পস্রষ্টা, তিনি শিল্পপ্রমাতাও বটে। তাঁর প্রখ্যাত সমালোচনা গ্রন্থ দুই খণ্ডে *Essays in Criticism*—অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টি ও ভাব-কল্পনা সহযোগে তিনি রস আস্বাদন ও বিশ্লেষণের দুরূহ কর্তব্য সমাপনে আশ্চর্য নিপুণ। আর্নল্ড সমালোচনার অকম্পিত দীপশিখা হস্তে কাব্যের গভীরে অবগাহন করে তার মর্মসত্যকে তুলে ধরেছেন। তিনি বিশ্বের ভাবধারা ও চিরায়ত বোধকে একমাত্র সত্য বলেছেন। সৎ সাহিত্যে তারই প্রকাশ। ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কীট্‌স প্রভৃতির ম্যাথু আর্নল্ড কৃত সাহিত্য মূল্যায়ন সমালোচনা শাস্ত্রের এক অভিনব অধ্যায়। যখন এই সব প্রখ্যাত কবির সাহিত্য-মান নির্ণয়ে পাঠক সমালোচক দ্বিধান্বিত, তখন আর্নল্ডই শিল্পবিচার দ্বারা রসোপলব্ধির অভ্রান্ত ইসারা প্রদান করলেন। তবে আর্নল্ড সর্বদাই নিরপেক্ষ নন, শেলীর প্রতি বিরাগে সেই কথাই সপ্রমাণিত। তাঁর মতে শেলী হলেন an ineffectual angel beating in the void his luminous wings in vain. (আধুনিক কালে সমালোচক টি. এস. এলিয়টও শেলীকে এইভাবে বিচার করেছেন। অতএব ম্যাথু আর্নল্ডের এই মন্তব্য নবত্বের সূচনা করেছিল।) আর্নল্ডের কয়েকজন কবি সম্বন্ধে পরিমিত গাঢ় মন্তব্য তাদের কবিস্বরূপকে উদ্ভাসিত করে। যেমন, ওয়ার্ডসওয়ার্থ সম্বন্ধে তাঁর উক্তি—Nature himself seems to take the pen out of his hand and write with his own

bare sheer penetrating power. বা কীট্‌স সম্বন্ধে—No one save Shakespeare has the fascinating felicity of Keats, his perfection of loveliness. তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে আর্নল্ড সাহিত্য বিচারে প্রয়াসী। হোমার, দান্তে, শেক্সপীয়র বা মিল্টনের কাব্যপংক্তি উদ্ধার করে তিনি আলোচ্যমান কবির প্রতিভা নির্ণয়ের প্রয়াস পেতেন। এই বিচার হয়ত যথার্থ নয়। কিন্তু আর্নল্ড জীবনপ্রত্যয়দীপ্ত বলিষ্ঠ সাহিত্যের পূজারী ও আধুনিক নীতিহীন বিকৃত সমাজজীবনকে উন্নত করবার জন্য শুভ আদর্শ সমন্বিত সৎ সাহিত্যের প্রয়োজন বারংবার অনুভূত : তাই তাঁর সমালোচনায় মহৎ সাহিত্যের প্রেক্ষাপটে সাধারণ সাহিত্যের মূল্যায়নের প্রয়াস। সাহিত্য আর্নল্ডের কাছে Criticism of life. '*Culture and Anarchy*'তে স্থিতপ্রজ্ঞ এক বিচারক সত্তার পরিচয় মুখ্য। জীবন ও সমাজের ভ্রান্তি বিকৃতির নির্দেশ ও তার মান উন্নয়নের অভ্রান্ত ইঙ্গিত আর্নল্ড প্রদান করেছেন। উচ্চ সমাজ বর্বর, মধ্যবিত্ত সমাজ 'ফিলিষ্টাইন' ও সাধারণ নীচু সমাজ অশিক্ষিত—সকলের বিরুদ্ধে ম্যাথু আর্নল্ডের তীক্ষ্ণ শ্লেষ ও বিদ্রূপ বর্ষণ। তার মতে মাধুর্য ও আলোক দীপ্ত গ্রীক জীবনাদর্শের সাধনাই সাধারণ জীবনকে সমুন্নতি দান করবে। জাগতিক ভাবসত্যের সঙ্গে মানুষের পরিচয় সাধন করতে হবে। মানবের আত্মা সৎ উজ্জ্বল, সেই মাধুর্য ও আলোক দীপ্তিতে যেন মানুষ ভাস্বর হয়ে ওঠে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বিংশ শতাব্দীর সাহিত্য

আধুনিক যুগ

প্রভাত শর্বরীর মত ম্লান বিষণ্ণজ্যোতি ভিক্টোরীয় যুগ বিদায় নিল বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে। ভিক্টোরীয় চিতাভস্মের প্রান্তসীমায় নবযুগের আসন পাতা ; সে নূতন জীবনবাদ ও অভিনব শিল্পরূপকে স্বাগত জানিয়ে বরণ করল। এতদিন পর্যন্ত স্থৈর্য প্রশান্তি বিশ্বাসের বলয়রেখা জীবনকে সংবৃত করেছিল ; চতুষ্পার্শস্থ মসৃণ জীবনযাত্রায় জীবনপ্রীতির একটা স্থির অকম্পিত উপলব্ধি সাহিত্যিকের চিত্তে জাগ্রত ছিল। ঘরে বাইরে প্রাণের অজস্র সমারোহ, জীবনের ঐশ্বর্যকে শিল্পী হৃদয়ের মণিকুট্টিমে কেন্দ্রিক করে রাখেনি, জীবনকে প্রত্যর্পণ করেছে প্রসন্নতায়। শিল্প সাহিত্য এতদিন সামাজিক বিশ্বাসকে অবলম্বন করে উদ্‌বর্তিত হয়েছে এবং তা সৃষ্টি করেছিল community alphabet বা সামাজিক প্রকাশ মাধ্যম। আজ সাহিত্য ব্যক্তিকেন্দ্রিক ; বিবিক্ত সার্বিক চেতনা শিল্পীচিত্তকে একান্ত, সুগভীর করেছে এবং প্রযুক্তি তথা প্রকরণও হয়েছে নিতান্তই ব্যক্তি আশ্রয়ী। আজ বিজ্ঞান অপ্রতিরোধ্য গতিতে অগ্রগামী হয়ে জীবনের সার্বিক মূল্য পরিবর্তন করেছে। সামাজিক প্রেক্ষিতে ধনজনের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের নির্মম আঘাত হানল— মানুষের সুখ শান্তি অর্থনৈতিক অবস্থার স্রষ্টা সে নিজে, বিধাতা নয়। আজকের সাহিত্যে এক ভাগ্যজয়ী নূতন সম্প্রদায়ের জীবনবাণী, ললাটে তার যুগান্তরের ভস্মতিলক।

বস্তুজগতের সংগে মানবমনের ক্রিয়া-বিক্রিয়াকে মূলধন ক'রেই গ'ড়ে মনোবিজ্ঞান। কিন্তু বৈজ্ঞানিক সমীক্ষায় প্রমাণিত বস্তুর সতত পরিবর্তন-শীলতা ও অসীম রূপান্তরণ তাকে যে অন্তর্মুখিনতা দিয়েছে তার অবশ্যম্ভাবী প্রতিচ্ছবি মানবমনেও প্রতিবিম্বিত হ'য়ে অপ্রতিরোধ্য আত্মানুসন্ধিৎসার অতন্দ্র সাধনায় মানুষকে চিন্তাশীল ক'রে তুলেছে। যে মন বাইরের বিচিত্র কলরবের মধ্যে খুঁজেছে পরিশুদ্ধ সুরের সন্ধান সেই মনের বীণাতেই আজ অফুরান সুরের ঝংকার। এই নতুন ধরণের অন্তর-সন্ধান হ'ল বিস্তৃতির সমস্ত শক্তিকে একটি তীক্ষ্ণ বিন্দুতে সংহত ক'রে চিত্ত-কন্দরের অপরিজ্ঞাত রহস্যের উদ্‌ঘাটন প্রয়াসের কঠিন তপস্যা। এই তপস্যায় যে নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর সূচনা

—তারই ফলস্বরূপ প্রথমতঃ শ্রেণী, বর্ণ, জাতি, ধর্ম, সংস্কৃতি, প্রভৃতির বেড়াজাল ভেঙে সুমহান মানব সংহতির আবির্ভাব। যে ভেদবুদ্ধি মানুষকে মানুষ হ'তে এতদিন পৃথক ক'রে রেখেছিল এই নবতর দৃষ্টিভঙ্গীর জাদুস্পর্শে তা' আজ অবলুপ্তির পথে বিলীয়মান। এই নবজাগ্রত ঐক্য-চেতনা মানব মহত্ত্বের মহান আলোয় জ্যোতিষ্মান, সাধারণ মানুষের ইস্পাত কঠিন আত্ম-প্রত্যয়ে বলিষ্ঠ, আর সংস্কার বিমোচনের বিপ্লবী আকাঙ্ক্ষার রূপায়ণ প্রচেষ্টায় দুঃসাহসিক। এই দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বিতীয় ফলস্বরূপ মানুষ নিজের মনের মণি-কোঠায় সূক্ষ্ম অনুভবের অসীম বৈচিত্র্যকে আবিষ্কার ক'রে মানুষ নিজের মোহে নিজেই হ'ল বিমোহিত। আজকের সাহিত্যে তারই পরিচয় ভাস্বর।

বিজ্ঞানের শিক্ষা, মানব সংহতির চেতনা, চিকিৎসা বিজ্ঞানের অগ্রগতি, মানস-অনুশীলনের জ্ঞান, প্রভৃতির ফলে মানুষ আধ্যাত্মিক বিশ্বাসে নাস্তিক হ'য়ে সীমাহীন সম্ভাবনাপূর্ণ সুস্থ জীবনবোধে জাগ্রত হয়েছে আর নিজেকে নতুন ক'রে ভালবাসতে শিখে নিজের মোহে নিজেই বিমুগ্ধ হয়েছে। এমতাবস্থায় স্বাভাবিকভাবেই মানুষ চাইবে যুদ্ধের বীভৎসতাকে এড়িয়ে চলতে। আর যুদ্ধ যে কোন ভাববাদী আদর্শকে জয়যুক্ত করে না—এই সত্যোপলব্ধির অনুকূলে পরিণতি লাভ করেছে মানুষের বুদ্ধি। তাই যুদ্ধে আত্মবলিদানের স্পৃহা আর নেই, দুঃখ বরণের উৎসাহ আর দেখা যায় না। বিংশ শতকের সাহিত্য তাই যুদ্ধের প্রতি অনীহা; শুদ্ধ নির্মোহ মানবতাকে মহিম প্রতিষ্ঠ করেছে আজকের সাহিত্য। সমাজের শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে বিংশ শতাব্দীর রুদ্ধ ক্ষোভ ফেটে ফেটে পড়েছে। কিন্তু কখনও যেন সেই তীব্রতা বিগতাগ্নি উল্কার মত ম্লান বিবর্ণ রিক্ত, প্রেতচ্ছায়, লক্ষ্যহীন; স্তিমিত জীবনের উদ্ভ্রান্ত পথপরিক্রমায় সাহিত্যও কিয়দংশে আজ মূঢ় ও ভারকেন্দ্রচ্যুত—এই বেদনার্ত কঠোর সত্যকে বিস্মৃত হবার উপায় নেই।

উপন্যাস

আজকের উপন্যাসে আছে জীবন অনুভবের যন্ত্রণা;—চৈতন্যের ঊর্ধ্ব বিহার নয়, বস্তুরতি আর প্রেয়োবাদী ভাবচেতনা। অর্থ বৈষম্য সমাজ অনৈক্য ও জীবন বিকৃতির সহস্র তরঙ্গাঘাতে উপন্যাস সাহিত্য প্রাচীন ভাবসত্যচ্যুত, ঐতিহ্য রহিত। আজ সাহিত্যকে নির্মোহ সত্যের ভূমিকায়

প্রতিষ্ঠা করতে স্রষ্টা ব্যাকুল। উপন্যাসে সাহিত্যে আজ প্রেম দেহের আধারে কবোষ্ণ বাসনা। বস্তু হতে সত্যতর মায়ালোক সৃজনে সাহিত্যকারের অনীহা; তাই প্রেমের স্বপ্নে এক নীরক্ত উচ্ছ্বাস, নতুবা যৌন সম্পর্কের উদগ্র বন্দনা। বিশ শতকের উপন্যাসে নরনারীর দেহজ প্রণয় আকর্ষণের অনাবৃত ভাষণ; এই প্রেমচেতনা শুষ্ক কঠোর হৃদয়বিরল নিরাবেগ সত্য স্বীকার—তা রোমান্স রঙীন নয়। বিশ্লেষণমূলক আদর্শ আজকের উপন্যাসের অন্যতম লক্ষণ। অন্তর্জগতের গূঢ় গহন রহস্যময়তা, সত্তার গুহায়িত কামনাবাসনার সূক্ষ্ম বিস্তারিত ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ সাহিত্যক্ষেত্রে উল্লেখ্য স্থান অধিকার করেছে।

আধুনিক ঔপন্যাসিকদের ভিতর **ওয়েলশ্** (H. G. Wells ১৮৬৬—১৯৪৬) তাঁর উপন্যাসে বিজ্ঞানস্বপ্নের মনোরম চিত্র অঙ্কিত করেছেন। আধুনিক বিজ্ঞানের বিচিত্র বিস্ময়কে লেখক অনুভব করেছেন ও ভবিষ্যৎ মানবলোকের এক স্বপ্ন-চ্ছবি কবির দৃষ্টির সম্মুখে উদ্ভাসিত। তার উপন্যাসে বিজ্ঞানকে অবলম্বন করে মানবভবিষ্যতের উজ্জ্বল ঐশ্বর্যমণ্ডিত জীবন সৃষ্টিতে শিল্পীকল্পনার অপরূপ অভাবনীয় বিস্তার। ওয়েলসের অজস্র রচনায় এই বিজ্ঞানবোধের অত্যুজ্জ্বল দীপ্তি সঞ্চারিত— বিশ্বজনীন রাজ্য World State-এর ঐশ্বর্যময় আদর্শ রাজ্য লেখক প্রত্যক্ষ করেছেন আধুনিক জীবনের ঝঞ্ঝাবিক্ষোভের পরপারে। ওয়েলশ্ সোস্যালিষ্ট এবং তার সমাজবাদী মনও উপন্যাসসমূহে প্রবল হয়েছে। ওয়েলশ্ সভ্যতার বিকৃতিকেও প্রত্যক্ষ করেছেন এবং আসন্ন ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তিনি সর্বদাই জ্যোতির্ময় আশাবাহী নন। ওয়েলশের অজস্র সৃষ্টির মধ্যে নাম করা যায়—The Time Machine (১৮৯৫); The Island of Dr. Moreau (১৮৯৬); The War of the Worlds (১৮৯৮); The First Men in the Moon (১৯০১); Kipps (১৯০৫); Tono-Bungay (১৯০৯) ও অসংখ্য রচনা। The Invisible Man (১৮৯৭)এ বিজ্ঞান প্রক্রিয়ায় মানুষের শরীরাকৃতির বিলোপের কথা। The First Men in the Moon (১৯০১)এ চন্দ্রলোকে যাত্রার কথা। বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নয়নে মানুষ চন্দ্রলোকে প্রয়াণে সক্ষম হল। The War of the Worlds গ্রন্থটিতে মঙ্গল গ্রহের অসাধারণ জীব, তাদের ভয়াবহ যন্ত্রের সাহায্যে পৃথিবীর সঙ্গে সংঘর্ষ ও

পৃথিবীর সর্বনাশা বিপর্যয়ের চিত্র অঙ্কিত। যন্ত্রদানবের অগ্নিশিখা ও প্রাণ-সংহারক বিষাক্ত বাতাস পৃথিবীকে ধ্বংসোদ্যত—মানুষের বিজ্ঞান প্রতিরোধ তার তুলনায় অনেক ক্ষুদ্র ও ব্যর্থ। The Time Machine গ্রন্থে মহাকাল-যাত্রীর ভবিষ্যতে প্রয়াণ, সেখানে সে অদ্ভুত ও অবাস্তব অভিনব শিল্পরূপ নির্মাণ করে যার আবেদন মানবীয়। ওয়েল্‌শের সব উপন্যাসেই সমাজ-সচেনতা মানবিকতা ভবিষ্যতের আদর্শ রাষ্ট্রের কথা। উপন্যাসের ভাববক্তব্য সম্বন্ধে তাঁর মতামত The Contemporary Novel (১৯১১) প্রবন্ধে প্রকাশিত—It is to be the social mediator, the vehicle of understanding, the instrument of self-examination, the parade of morals and the exchange of manners, the factory of customs, the criticism of laws and institutions and of social dogmas and ideas. It is to be the home confessional, the initiator of knowledge, the seed of fruitful self-questioning....The novelist is going to be the most potent of artists, because he is going to present conduct, devise beautiful conduct, discuss conduct, analyse conduct, suggest conduct, illuminate it through and through...We are going to deal with political questions and religious questions, and social questions...Before we have done we will have all life within the scope of the novel.

রুডিয়ার্ড কিপলিঙ্‌ (**R. Kipling** ১৮৬৫—১৯৩৬)—গদ্য :—ভারতীয় জীবনের পটভূমিকায় কিপলিঙ্‌এর সাহিত্য গড়ে উঠেছে। রুডিয়াড´ কিপলিঙের মানস পরিমণ্ডল গঠনে কয়েকটি বিশিষ্ট তথ্য কার্যকরী। কিপলিং সাম্রাজ্যবাদী কবি। যে সাম্রাজ্যবিস্তারের কামনায় ইংলণ্ড অধীর, তার অন্তরের সেই বিশেষ প্রবণতাকে অবলম্বন করেই কিপলিংএর সাহিত্য একদা বহু বিখ্যাত হয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সংবদ্ধ ব্রিটিশ জাতির চিরন্তন অহমিকা—সেই গর্ববোধও কিপলিঙএর সাহিত্যে—বাণী রূপায়িত, অনেক ক্ষেত্রে প্রচণ্ড উগ্র, তাই 'কাংস্যকণ্ঠ কবি'র অপনাম তাঁর লাভ হয়েছে। ভারতের আরণ্য জীবন, জীবজন্তু সাধারণ মানুষ কিপলিঙের

উজ্জ্বল তুলিকায় সজীব প্রাণময়। ভারতীয় আরণ্য জীবন অবলম্বিত গল্প উপন্যাস এ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় ইংরাজকে মুগ্ধ করেছিল। Stalky and Co (১৮৯৪) কিপলিঙের স্কুলজীবন কথা। 'দি ম্যান হু ওয়াজ' ও 'দি টম্ব অফ হিস এ্যানসেষ্টরস' ব্রিটিশ ভারতের উৎকৃষ্ট কাহিনী। 'দি জাংগল বুক' (The Jungle Book ১৮৯৪) অরণ্য জীবনের বিচিত্র কাহিনী। অরণ্য পরিবেশ-এর প্রাণসত্তা, ভয়ঙ্করতা ও রহস্যময়তা কল্পনার স্পর্শে অপরূপ। কিপলিঙের উপন্যাসের মধ্যে বিখ্যাত The Light that Failed (১৮৯০), The Naulakha (১৮৯২), Captain Courageous (১৮৯৭), ও শ্রেষ্ঠ Kim (১৯০১)।

কিপলিঙ বাস্তব জীবনচারী কিন্তু রোমান্টিক কবি। তবে রোমান্সের জন্য তিনি সৌন্দর্যময় কল্পলোকাভিসারী হননি, প্রাত্যহিক জীবনই তাঁর কাছে রোমান্সের আবেদনবহ। যন্ত্রজীবনও কবির শ্রবণে সঙ্গীত স্পন্দনে ঝঙ্কৃত। শব্দশিল্পী ও ভাষাশিল্পী কিপলিঙের পরিচয় বিধৃত অসংখ্য কবিতায়। ছন্দোস্পন্দন, সঙ্গীতময়তায় কবির অসাধারণ অধিকার। কবির শব্দনির্বাচন মননদিগ্ধ কিন্তু ভাবব্যঞ্জক। কিপলিঙের বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'ব্যারাক রুম ব্যালাড্স্' (Barrack Room Ballads) ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত। তাঁর অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ দি সেভেন সীজ (১৮৯৬), দি ফাইভ নেশন্স (১৯০৩), দি ইয়ার্স বিটুইন (১৯১৮)। গীতল কবিতায় তিনি পারদর্শী, এবং ব্যালাড জাতীয় কবিতা রচনায় তিনি অসাধারণ পারঙ্গম। তাঁর বিখ্যাত কবিতা Ballad of East and West ভাবরূপ ও শিল্পাঙ্গিক বিচারে স্মরণীয়—

> But there is neither East nor West, Border, nor Breed
> nor Birth,
> When two strong men stand face to face, though they
> come from the ends of the earth.

আর্নল্ড বেনেট (**Arnold Bennett** ১৮৬৭—১৯৩১)। বিবিক্ত অসম্পৃক্ত মানসিকতা জীবনকে পরিপূর্ণ রূপ দান করে, সৎ অসৎ ভালোমন্দ হাসিকান্না নিয়ে জীবন আপন স্বরূপে আপনি ধন্য হয়। আর্নল্ড বেনেটের এই নিরাসক্ত দৃষ্টি তাঁর সাহিত্যকে করেছে স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত। ফরাসী উপন্যাস-কারদের নিকট বেনেটের মানস দীক্ষা, উল্লাস বেদনদিগ্ধ জীবনের প্রতিফলনই

তাঁর উপন্যাস। বেনেটের 'ন্যাচারালিজ্ম'-এর প্রেরণা ফ্লবেয়ার মোপাসাঁ থেকে। তাই রঙ্গমঞ্চোপরি অভিনয়ের মত জীবনকে পর্যবেক্ষণ করে সিনেমাটোগ্রাফে তোলা ছবির মত তার রূপটি বেনেট তুলে ধরেছেন। তবে বেনেট শিল্প মতবাদ বা রূপাঙ্গিক বিচারে হয় ত নিরপেক্ষ দর্শক, কিন্তু সাহিত্য ভাবনা সম্পূর্ণ ন্যাচারালিষ্টের অনুরূপ নয়। জীবন তার কাছে নাটক, কিন্তু সাধারণ জীবন তার কাছে কখনও যেন অসামান্যের দ্যোতক। ক্ষুদ্র অকিঞ্চিৎকর ঘটনা গভীরতম সত্যবাণী বহন করে এনেছে। বেনেটের জীবনদৃষ্টি নিরপেক্ষ, কিন্তু এই জীবন তরঙ্গবিক্ষোভে উদ্দাম, সৌন্দর্য মাধুর্য বেদনা ভয়ঙ্করতা নিয়েই জীবনের আশ্চর্য রূপ। রমণীয়, আকর্ষণীয় রূপেই তিনি জীবনকে দেখেছেন। বেনেটের উপন্যাস আঞ্চলিক ; হার্ডি, ট্রলোপ বা ব্রন্টীদের মত বেনেটও ষ্ট্যাফোর্ডশায়ারের বিশেষ অঞ্চলকে সাহিত্যে তুলে ধরেছেন। বেনেটের উপন্যাসের জীবন চরিত্রায়ন ও দার্শনিকতা এই 'ফাইভ টাউন' অঞ্চলেরই প্রতিরূপ। এই অঞ্চলের অধিবাসীরা কর্মঠ, চতুর, বাস্তব-বুদ্ধিপরায়ণ ও শিল্প-উন্নয়নে অহংকৃত। তাদের জীবনকেই বেনেট রূপ দিয়েছেন। বস্তুচেতনা তাঁর সাহিত্যে রূপঋদ্ধ এবং তাঁর দার্শনিকতা বোধ করি বস্তুজীবনজাত। মানুষ আত্মনিয়ন্ত্রা, আপনার কর্মই তাকে সাফল্যের অভিমুখে নিয়ে যায়। কঠোর কঠিন জীবন সাধনার মধ্য দিয়েই জীবনকে পরিপূর্ণ রূপে পাওয়া যায়। এই জীবনবোধই বেনেটের সাহিত্যপাঠের পরোক্ষ ফলশ্রুতি।

বেনেটের **The Old Wives' Tale** (১৯০৮) কনষ্ট্যান্স ও সোফিয়া ভগ্নীদ্বয়ের কাহিনী। প্রসিদ্ধ বস্ত্রবিক্রেতা Mr. Baines-এর সুন্দরী তরুণী কন্যাদ্বয় Const ও Sophia-র ভিন্ন মনোভাবের জন্য প্রথমজন পিতার বস্ত্র ব্যবসায়ে ও দ্বিতীয়জন শিক্ষকতায় যোগ দেয়। পিতার মৃত্যুর পর সোফিয়া তার প্রেমিক Scales-এর সঙ্গে পারিতে পলায়ন করে। কনষ্ট্যান্স দোকানের ম্যানেজার Samuel Poveyকে বিবাহের পরে একঘেয়ে সুখী জীবন যাপন করতে থাকে। তাদের পুত্র Cyril অবাধ্য স্বার্থপর কিন্তু শিল্পে অনুরক্ত। স্যামুয়েল পোভি আকস্মিকভাবে মারা যায় ও সিরিল অকালে পুরস্কৃত হয়ে উনিশ বৎসর বয়সে লণ্ডনে চলে যায়। স্বামীর মৃত্যু ও পুত্রের পরিত্যাগ মায়ের কাছে রূঢ় আঘাত। এদিকে নীচস্বভাব স্কেলস

সোফিয়াকে পরিত্যাগ করে। সোফিয়া দুইজন গৃহব্যবসায়ী রমণীর সহায়তায় অসুস্থতা, অর্থকৃচ্ছ্রতা থেকে মুক্ত হয় ও ক্রমশঃ হোটেল ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থোপার্জন করে। আকস্মিকভাবে কনষ্ট্যান্স সোফিয়ার সংবাদ পায় ও সোফিয়া তার বোনের কাছে প্রত্যাবর্তন করে যদিও কনষ্ট্যান্সের জীবন তার কাছে ক্লান্তিকর। সোফিয়ার স্বামী স্কেল-এর মৃত্যু হয়, আহত-চিত্ত সোফিয়াও মৃত্যু বরণ করে। কনষ্ট্যান্সের বেদনা দুঃসহ। তার মৃত্যু-কালে পুত্র সিরিল অনুপস্থিত, শূন্য প্রাঙ্গণে প্রহরী কেবল তার প্রিয় ফরাসী কুকুরটা। শেষ বয়সে উভয়ের মিলন হয়। কাহিনীর মধ্যে অবিচ্ছিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। তথ্যসচেতনতা ও তার বিশ্বস্ত প্রয়োগ কাহিনীকে সত্য ও প্রত্যক্ষ করেছে। সমগ্র কাহিনী প্রাথমিক দৃষ্টিতে বৈচিত্র্যহীন বিবর্ণ মনে হয়। কিন্তু জীবনের প্রাণোত্তাপে চরিত্রগুলি কবোষ্ণ ও প্রাণময়। বেনেটের মানবিকতা ও জীবনবোধ অতি প্রচ্ছন্ন আত্মপ্রকাশিত, তাই গ্রন্থটি মানবিক সংবেদনায় সুন্দর। জীবনকে সহজ রূপে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করলে তাকে পরিপূর্ণ রূপে লাভ করা যায় এই সহজ সত্যই প্রধানতঃ চরিত্রচিত্রণের মধ্যে সহজ আন্তরিকতায় উদ্ভাসিত।

জন গল্‌সওয়ার্দি (**John Galsworthy** ১৮৬৭—১৯৩৩) নাট্যকার, ছোট গল্পরচয়িতা ও ঔপন্যাসিক— গল্‌সওয়ার্দির প্রতিভা বহুমুখীন বৈচিত্র্যময়। শিল্প হিসাবে প্রত্যেকটি সৃষ্টি লেখকের অবিস্মরণীয় প্রতিভায় উজ্জ্বল। মানব-চরিত্র, আচার-ব্যবহারের তিনি সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষক এবং ক্রমবিবর্তনশীল সময় কর্তৃক জীবনের উপর আলোছায়ার বিচিত্র প্রক্ষেপ রচনাও তার দৃষ্টিতে বিধৃত। জন্ম ও শিক্ষালব্ধ উচ্চ মধ্যবিত্ত সমাজ গল্‌সওয়ার্দির কাহিনীর পটভূমি—ঐহিক ঐশ্বর্যমণ্ডিত সেই সমাজের দোষগুণ ; দৃষ্টিভঙ্গীর সংকীর্ণতা, হৃদয়ধর্মবিরলতা তাঁর উপন্যাস ও নাটকের গতিনিয়ামক।

ইংরাজ সমাজের উচ্চ মধ্যবিত্ত বংশের উগ্র সংযুক্ত কুশীলবদের পার্থিব সুখস্বাচ্ছন্দ্য ঐশ্বর্যকামনা—এই ধারণাই গলসওয়ার্দিকে **The Forsyte Saga** রচনায় প্রবৃত্ত করেছে। এবং গল্‌সওয়ার্দির শিল্পপ্রতিভা হয়েছে স্বচ্ছন্দ প্রবাহিত। 'ফরসাইট সাগা' কয়েকটি উপন্যাসের মিলিত রূপ। প্রথম উপন্যাস The Man of Property (১৯০৬) ঊনবিংশ শতাব্দীর ইংরাজ ব্যবসায়ী স্থির অচঞ্চল Soames Forsyte-এর জীবনচিত্র, সে স্থিতপ্রজ্ঞবৎ—

উৎসাহে আতিশয্যময় নয় দুর্ভাগ্যের চরম মুহূর্তেও দৃঢ়। সম্পত্তির প্রতিটি অংশের উপর তার তীব্র আকর্ষণ। চতুর্দশ বৎসর পরে গলসওয়ার্দি সোয়ামেসকে অপর উপন্যাস In Chancery (১৯২০)র অন্তর্গত করেছেন এবং সোয়ামেস পরিবারের অপর পরিজনও উপন্যাসের একটি চরিত্রের মৃদু ব্যঙ্গাত্মক ভাষণে চিত্রিত—middle men, the commercials, the pillars of society, the cornerstones of convention, everything that is admirable. সোয়ামেস পরিবারের শেষ চিত্র অঙ্কিত To Let (১৯২১)এ এখানে সোয়ামেসদের স্বাভাবিক পূর্ব-অর্থ-আভিজাত্যহীন পরিণতি। সোয়ামেস এখন অর্থসংগ্রহে সংগ্রামরত নয়। তার বলিষ্ঠ স্বাধীনতাবৃত্তি এবং গৃহজনের প্রতি অনুরাগ শ্রদ্ধা উদ্রেক করে। বিংশ শতাব্দীর উদভ্রান্ত আকস্মিক পরিবর্তন এখানে রূপায়িত। উপন্যাসের শেষাংশে শ্রুত হয় 'the waters rolling on property, manners, and morals' এবং সোয়ামেসের ভাষায় তা নিমজ্জিত করছে, 'the Forsyte age and way of life.' 'ফরসাইট সাগা' ফরসাইট পরিবারের দীর্ঘ ইতিবৃত্ত। সোয়ামেস ফরসাইট কাহিনীর কেন্দ্রপুরুষ, এই পরিবারের দোষগুণের প্রতিভূ। ইংরাজ সমাজের ত্রিংশৎ বৎসরের উত্থান-পতন, ইতিহাস বিবর্তনের সীমিত রূপ সোয়ামেসের জীবন, আপনার স্বতন্ত্র আভিজাত্য নিয়ে এই চরিত্র উজ্জ্বল। ক্রমাগত তরঙ্গ বিক্ষোভে যেমন সমুদ্রস্থিত পর্বত নিমজ্জিত হয়েও আপনাকে সুদৃঢ় বলিষ্ঠরূপে স্থিতিশীল রাখে সেইরূপ পরিবর্তনশীল জগতের ক্রমিক আঘাতেও সোয়ামেস আপন আদর্শে, ব্যক্তিত্বের প্রচণ্ডতায় স্থির অচঞ্চল। সোয়ামেসের প্রথমা স্ত্রী আইরিণ ও কন্যা ফ্লুর আপনাদের বৈশিষ্ট্যে অনন্য।

গল্সওয়ার্দির উপন্যাসের ভাবমূল্য নির্ধারণে আজ সমালোচক দ্বিধান্বিত। তাঁর মৃত্যুকালে লরেন্সের প্রেমজীবন মতবাদের তীব্রতা, অল্ডাস হাক্সলীর তিক্ত মানববোধ, এলিয়টের অবক্ষয়ী বেদনা, জয়েসের চেতনাপ্রবাহ পদ্ধতি, মার্কস ফ্রয়েডের রাজনৈতিক মনস্তাত্ত্বিক বিপ্লব ভাববাদ তরুণ সমাজকে আকৃষ্ট করেছে। তখন থেকেই গল্সওয়ার্দির উন্নাসিক বিত্তবানদের জীবনচিত্রণ আবেদন হারায়। গল্সওয়ার্দির এক ছিল ভারসম জীবনবোধ; অভিজাত সম্প্রদায়ের দোষগুণ সমন্বিত অখণ্ড চিত্রকেই তিনি অঙ্কিত করেছেন। দরিদ্র লাঞ্ছিত মানুষের প্রতি লেখকের অপরিসীম মমত্ববোধ

তাঁর নাটকে গভীর সঞ্চারিত। দোষ-ত্রুটি সত্ত্বেও গল্‌সওয়ার্দি অধুনা ক্ষয়িষ্ণু, বিগতমহিম এক অভিজাত পরিবারের সামাজিক রীতিনীতি ও জীবনদর্শনের ভাষ্যকার হিসাবে আপন মহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত। গল্‌সওয়ার্দির কৃতিত্ব নিরূপণ প্রসঙ্গে সমালোচক (E. Albert) বলেছেন—As a novelist Galsworthy reflects the contemporary interest in sociological problems. His most important works give an objective ironical portrait of the upper-middle class to which he himself belonged. They are earnest and sincere analyses of its weakness and inadequacies, and, like his plays, show him to be primarily a social critic. Class rather than character is his concern, and even his best characters are to a considerable extent types motive and impulse are of secondary importance to him. He is a realist with a keen and accurate observation, and handles his material with a restraint, delicacy, and impartiality which at once prompt the description 'gentlemanly'. His chief weapon is irony, and his satire is kept well in hand.

জোসেফ কনরাড (J. Conrad ১৮৫৭—১৯২৪)—পোলাণ্ডজাত ও ইংলণ্ডে বসবাসকারী যোসেফ কনরাড সমুদ্র, ভয়ালসুন্দর প্রকৃতি, ইষ্ট ইণ্ডিজের আশ্চর্য পরিবেশেই জীবনের চরম আকৃতির উপলব্ধি করেছেন। উদ্দাম উচ্ছল সমুদ্রজীবন লেখক মানসিক পরিমণ্ডল গঠনের সহায়ক। কনরাড-এর রচনা এই উদ্দাম উন্মুক্ত প্রকৃতি জীবনের চিত্ররূপায়ণ। কনরাডের সাহিত্যের বিশিষ্টতা মানুষ ও প্রকৃতির দ্বন্দ্বরূপ নির্ণয়ে এবং মানবচিত্তের রহস্যময়তার আশ্চর্য প্রকাশে। কনরাডের প্রথম উপন্যাস Almayer's Folly (১৮৯৫)। An Outcast of the Islands (১৮৯৬)-এ চরিত্রাবলীর পূর্ণ বিকাশ ঘটে—আলমেয়ার, ক্যাপটেন লিংগার্ড, আরব বণিক আবদুল্লা প্রভৃতির চরিত্র সম্পূর্ণতা লাভ করেছে। বিখ্যাত উপন্যাস লর্ড জিম (Lord Jim ১৯০৬)-এ সমুদ্র জীবনের রূপ—এর বিশালতা, উদ্দামতা, মানবচরিত্রের রহস্যময় সত্তা শিল্প প্রকাশিত। এই সময়ে রচিত কয়েকটি

ছোট গল্পে কনরাডের মানসিকতা ও শিল্পনৈপুণ্য বিধৃত। 'ইয়ুথ'এ (Youth ১৯২০) সমুদ্রাগ্নি ও তরুণ নাবিকের পূর্বাঞ্চল দর্শনের উপলব্ধি অভিব্যক্ত। 'টাইফুন'-এ ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রের রূপ। অপূর্ব চরিত্র ক্যাপ্টেন এম হুইর এই গল্পের অন্যতম সৃষ্টি। কঙ্গো প্রদেশের আরণ্যক ভীষণতার পরিচয় পাই 'অন্ধকারের হৃদয়' গল্পে। লেখকের অসাধারণ মানস শক্তি, ও সূক্ষ্ম শিল্পচাতুর্য কাব্যিক আবেগ, ও প্রকাশভঙ্গীর দুরূহ নৈপুণ্যে কনরাডের প্রথম জীবনের সাহিত্য অপূর্ব সুন্দর। কনরাডের পরবর্তী উপন্যাসসমূহে পটভূমি পরিবেশের পরিবর্তন ঘটে, কবির মানসিকতাও বোধকরি পূর্ববোধকে বজায় রাখে না। Nostromo (১৯০৪) দক্ষিণ আমেরিকার উপকূল অঞ্চলের কাহিনী। 'দি সিক্রেট এজেন্ট' (১৯০৪) ও 'আণ্ডার ওয়েষ্টার্ণ আইজ' (Under Western Eyes)-এ লণ্ডনের কথা ও সুইজারল্যাণ্ডের রাজনৈতিক বিপ্লবের কাহিনী। কয়েকটি উপন্যাসে পূর্বাঞ্চলের ও সমুদ্র জীবনের রূপ প্রাধান্য পেলেও তারা লেখকের সাফল্যকে আর চূড়ান্ত সীমাস্পর্শী করতে অক্ষম।

কনরাডের উপন্যাস রোমান্টিক বাস্তবধর্মী আখ্যায় অভিহিত। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাপুষ্ট জগতেই তাঁর উপাদান, কিন্তু তাদের রূপায়ণে বাস্তব হয়েছে অনায়াস অতিক্রান্ত। প্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্য বর্ণনা বলিষ্ঠ রূপোজ্জ্বল। ইংরাজী সাহিত্যের সৌন্দর্যময় রোমাঞ্চকর ভৌগোলিক পরিসীমা আরও বর্ধিত হয়েছে কনরাডের লেখনীতে। সমুদ্র বক্ষঃস্থিত, ভয়াল সৌন্দর্যদ্যোতক, প্রাকৃতিকতাপুষ্ট, নির্জন মানস চরিত্রচিত্রণে কনরাডের অসাধারণ দক্ষতা। যে নির্জনতা দ্বারা মানবসত্তা পরিবেষ্টিত তার মানসিক রূপ কনরাড উদ্‌ঘাটিত করেছেন। মনস্তত্ত্বসম্মত চরিত্র বিশ্লেষণে ডষ্টয়ভস্কির প্রভাব স্পষ্ট অনুভূত। ফরাসী কথাসাহিত্যিকদের নিকট কনরাডের শিল্পরূপাঙ্কনে দীক্ষা: কিন্তু রহস্যময় মানবচরিত্রায়ণ রাশিয়ান উপন্যাস স্রষ্টাদের স্মরণ করায়। কনরাড তাঁর উপন্যাসে চরিত্রের স্বরূপকে উদ্ভাসিত করেছেন। লেখকের মনস্তাত্ত্বিকতা এই চরিত্রচিত্রণের সহায়ক: এবং ভয়ালসুন্দর সমুদ্রের পটভূমিকায় চরিত্রের অন্তররূপ নগ্নদীপ্তিতে উদ্ভাসিত। কনরাডের বিভিন্ন চরিত্র বিবিধ চক্রপথে পরিভ্রমণশীল, কিন্তু তাদের মর্মমূলে আছে 'The Idea of Fidelity'. তাই কনরাডের সৃষ্ট চরিত্র সরলতায়, বিশ্বস্ততায়, সাহসে শক্তিতে আপনার অপ্রমেয় তেজে ও ব্যক্তিত্বের অসাধারণ দীপ্তিতে ভাস্বর।

সমারসেট্ মম (W. Somerset Maugham ১৮৭৪—)—সুদীর্ঘ জীবনের অগণিত রচিত সাহিত্যে মমের ব্যক্তি ভাবনা ও আদর্শের প্রতিফলন। তাঁর উপন্যাসসমূহ মহাকালের শিলালিপি—মহাজীবনের সত্যস্বরূপ উদ্ভাসন। ব্যক্তিবোধ ও বিশ্ববোধের সাযুজ্যকরণ কদাচিৎ সংঘটিত হয়। সমারসেট মমের লেখায় এক স্থিতপ্রজ্ঞ মননশীল সত্তা বিশ্বরহস্যের মর্মকথা তার সুখ দুঃখ হাসি কান্নার আশ্চর্য রূপচিত্র অঙ্কন করেছে। মমের উপন্যাসসমূহের মধ্যে খ্যাত The Moon and Sixpence (১৯১৯), **Cakes and** Ale (১৯৩০), The Razors Edge (১৯৪৪), Catalina (১৯৪৮) প্রভৃতি। দি মুন এণ্ড সিক্সপেন্স ফরাসী চিত্রশিল্পী পল গগাঁর জীবন অবলম্বনে রচিত। লেখক গগাঁর জীবনযন্ত্রণা, মানবিকতা, তাহিতি দ্বীপপুঞ্জে তাঁর জীবনের বেদনা-করুণ অবস্থানের চিত্রটি আন্তরিক সমবেদনায় অঙ্কিত করেছেন। রেজর্স এজের বক্তব্য ভারতীয় কল্যাণময় চিরায়ত জীবনাদর্শের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। মমের বহুপাঠ্য গ্রন্থ **Of Human Bondage** (১৯১৫) অনেকটা আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস। মাতাপিতৃহীন বালক Philip Carey অকৃতিতে খঞ্জ বিকৃত, প্রকৃতিতে সংবেদনশীল স্নেহপিপাসু। স্কুল জীবনের পর সে ধর্ম, দর্শন ও আরও পরবর্তী কালে চাটার্ড একাউনট্যান্সী পড়াশুনা করে কিন্তু কোনটাই পূর্ণ হয় না। সে অতঃপর ফরাসীতে গিয়ে শিল্পচর্চায় রত কিন্তু তাতেও ব্যর্থ। জীবনের সত্য, সামাজিক কর্তব্য অথবা নারীর ভালবাসা যে কোন প্রাপ্তিই তার ব্যর্থ হয়েছে। সে উদাসীন উদভ্রান্ত ব্যাকুল। ফিলিপ চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষার্থী ; সে Mildred Rogers নামক এক সাধারণ রমণীর প্রণয়প্রত্যাশী কিন্তু মিলড্রেড ফিলিপকে পরিত্যাগ করে অন্যপুরুষের সঙ্গে পলায়ন করে ও শেষ পর্যন্ত ঘৃণ্য জীবন যাপনে বাধ্য হয়। ফিলিপ Tharpe Athelny পরিবারের সহিত ঘনিষ্ঠ হয় ও অবশেষে এথেলনীর প্রথমা কন্যা Sally-কে বিবাহ করে। ফিলিপ বোঝে জীবনটা পার্সিয়ান কার্পেটের মত—জীবনের কোন মূল্য নেই কেবল আছে বহিরঙ্গের চমৎকারিত্ব আর রূপের সৌন্দর্য।

জেম্‌স্ জয়েস্ (James Joyce ১৮৮২—১৯৪১)—স্বতঃপ্রবৃত্ত কিন্তু তিক্তচেতন নির্বাসিতচিত্ত জয়েস সভ্যতার অবক্ষয়ের স্বরূপবোদ্ধা। জয়েস্

ক্যাথলিক ধর্মবাণীকে উপেক্ষা করে বিকৃত ক্ষয়িষ্ণু জগতে শিল্পির যোগ্য এক জীবন দর্শন গড়ে তুলেছেন। জয়েসের সম্মুখে তাই দুরূহ কর্তব্যভার—তিনি আধুনিক ইতিহাসের অর্থাৎ ব্যর্থতা ও বিশৃঙ্খলার প্রকাণ্ড সর্বায়বয়িক চিত্রকে রূপ ও তাৎপর্য দান করেছেন। সেইজন্য জয়েস তাঁর তারুণ্যের ডাবলিনে ফিরে গেছেন ও একজন আটত্রিশ বৎসরের প্রচার-প্রতিনিধি আইরিশ ইহুদি লিওপোল্ড ব্লুমের একটি দিনের জীবনের বহুবিচিত্র রূপকে উদ্‌ঘাটিত করেছেন। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জুন সকাল বেলায় ব্লুমের নিদ্রাত্যাগ থেকে পরদিন সকালের চিত্ররূপায়ণে **Ulysses** উপন্যাসে জয়েস্ আধুনিক ব্যর্থ বিবর্ণ অর্থহীন সভ্যতার রূপকে প্রস্ফুটিত করেছেন। কাহিনীর পরিসমাপ্তি সঙ্গীত শিল্পী ও বিকৃত চরিত্রা নারী ব্লুমের পত্নী মলি ব্লুমের অকপট কামজ স্বগতোক্তির মধ্য দিয়ে। উপন্যাসে আমরা সহরজীবনের আনুবীক্ষণিক রূপ প্রত্যক্ষ করি—ইতস্ততঃ পরিভ্রমণশীল মানবের স্বরূপ, তাদের অনাবৃত মানসিক ও দৈহিক লজ্জা ব্যর্থতা। পাঠক ব্লুমের অর্থহীন বিক্ষিপ্ত পরিভ্রমণের সঙ্গী হয়—সমাধি স্থল, পথঘাট, দোকান, শয়নঘর, অফিস— সর্বত্রই একটি ব্যর্থ নিপীড়িত কিন্তু ইন্দ্রিয়পরায়ণ জীবনের কাহিনী ; জীবনীশক্তি বা লাইফ-ফোর্সের তাড়নাই তার জীবনকে করেছে সহনীয়। জয়েস্ চিত্রিত জীবনের রিক্ত বিবর্ণ রূপ এলিয়টের ওয়েষ্ট ল্যাণ্ড ও অল্ডাস হাক্সলীর মানব জন্তুর প্রতি ঘৃণাকেই স্মরণ করায়।

এই গ্রন্থ আঙ্গিক রূপবিহীন বা নির্দিষ্ট গঠনাকৃতিহীন নয়। সুসংবদ্ধ হোমারীয় প্রণালী যেন এতে অনুস্যূত। কিন্তু লেখকের বিশ্ববিথারী চিন্তা সমন্বয় ও প্রতীকীবাদ পাঠককে বিভ্রান্ত করে। ব্লুম দম্পতীর চিত্র তাদের নাটকীয় আত্মকথনের মধ্যে উদ্‌ঘাটিত। ও এই রীতি মূলতঃ চসারীয়। ব্লুমের মনস্তাত্ত্বিক ঘাত-প্রতিঘাত তার স্বরূপকে প্রকাশ করে। জয়েস্ হোমারীয় পটভূমিকায় যেন কাহিনীকে স্থাপন করেছেন। ব্লুম, ডিডেলাস ও শ্রীমতি ব্লুম ইউলিসিস, টেলিমেকাস ও পেনিলোপের প্রতীক। কিন্তু হোমার ব্যতিরেকে হ্যামলেটের ধারণাও কবিচিত্তে গভীর জাগ্রত ছিল। মাতাপিতা পরিহারী ডিডেলাস যেন আত্মিক পিতৃসন্ধানে বহির্গত ; ব্লুমের একমাত্র পুত্র শৈশবে মৃত ও সে পুত্রকামী। তাদের মিলনে পরস্পরের বাসনা পূর্ণ হল।

Ulysses এর চরিত্রচিত্রণ উৎকৃষ্ট। প্রতিটি চরিত্র আপন স্বকীয়তায়

বিশিষ্ট। তারা অনাবৃতভাবে আপনাদের স্বরূপকে প্রকাশ করেছে। Stream of Consciousness বা চেতনা প্রবাহ রীতি অবলম্বনে জয়েস্ চরিত্রগুলিকে ফুটিয়ে তুলেছেন। ম্যারিয়ন ব্লুমের চিত্রচরিত্রে এর প্রয়োগ অধিকতর। গ্রন্থের শেষ অংশে ম্যাবিয়ন ব্লুমের প্রণয়-ক্লান্ত, বহির্জগৎ বিচ্ছিন্ন কামনাতুর চিত্র অসাধারণত্বে উজ্জ্বল। ব্লুম চরিত্র আপনার বেদনা মূঢ় ব্যর্থতা সারল্য নিয়ে প্রকাশিত—কারুণ্য ও হাস্যোদ্দীপকতর আশ্চর্য সমন্বয় এই চরিত্র। এযুগের টেলিমেকাস্ ষ্টীফেন ডিডেলাস চরিত্র জয়েসেরই তরুণ জীবনের প্রতিবিম্বিত রূপ।

হোমারীয় কাহিনী বিন্যাসকে পটভূমি হিসাবে গ্রহণ করার কারণ জয়েস্ বিশেষের মধ্যে বিশ্বজনীন সত্যকে উপলব্ধি করতে চান। আধুনিক যুগেও মহাকাব্যের যুগের মত মানুষের অকারণ অর্থহীন পরিভ্রমণ এবং এর মাধ্যমে জয়েস্ জীবন ও কালের অনন্ততার কথা ব্যক্ত করেছেন। ইউলিসিস গ্রন্থে 'চেতনাপ্রবাহ পদ্ধতি' সুপ্রযুক্ত। চিত্রকল্প ও ধারণার আপাতবিচ্ছিন্ন ক্রমান্বয়ের মধ্যে জীবনসত্য উদ্ভাসিত। চরিত্রচিত্রণে জয়েস্ এই রীতির পক্ষপাতী। ভাবানুষঙ্গ সৃজন ক্ষমতার মাধ্যমে জীবনের অখণ্ড মূর্তি বারংবার চিত্রকল্পের মাধ্যমে রূপায়িত। মাদাম বোভারী-খ্যাত ফ্লবেয়ার নিছক গদ্যে কবিতার ছন্দ আনয়ন করে ইতিহাস অথবা মহাকাব্যের মত সাধারণ জীবন কাহিনী রচনায় ইচ্ছুক ছিলেন। জয়েস্ ফ্লবেয়ারের অনুরাগী সমর্থক এবং ফ্লবেয়ারের সাহিত্য ধারণাকে তিনি সার্থক রূপায়িত করেছেন। জয়েসের বাক্‌বিন্যাস-রীতি শিল্পময়। শব্দপ্রয়োগ নৈপুণ্য অসাধারণ শক্তির পরিচায়ক। কখনও বিভিন্ন শব্দ মিশ্রণে তাদের নবরূপায়ণ জয়েস্ ঘটিয়েছেন, যথা 'evolution', 'heroticism'; নাম অবলম্বনে বিচিত্র শব্দসৃষ্টি দেখি, যেন—'yung and easily freudened' প্রভৃতি। এই উপন্যাসে শ্লেষ, ধ্বন্যন্বয়ী শব্দ, স্বসৃষ্ট শব্দ, বিদেশী শব্দ প্রয়োগের অজস্র সার্থক প্রযুক্তি—প্রাচীন ভাষ্যরীতির অতিসার্থক প্রয়োগ ভাষাবিদ্ ও শব্দশিল্পী জয়েসের শক্তিকেই প্রকট করে।

ভার্জিনিয়া উল্‌ফ (**Virginia Woolf** ১৮৮২—১৯৪১)—চেতনা-প্রবাহ পদ্ধতির সার্থক শিল্পময় প্রয়োগ ভার্জিনিয়া উল্‌ফের উপন্যাস। বিদুষী মনস্বিনী এই লেখিকার সূক্ষ্ম অনুভূতি, বহু পঠনশীলতা, কাব্যিক ভাবনা ও শিল্পরূপসাধনা তাঁর উপন্যাসকে গঠন করেছে। ভার্জিনিয়া উলফের

সাহিত্যবোধকে প্রভাবিত করেছেন দুইজন লেখক—মার্সেল প্রুস্ত ও জেম্‌স্ জয়েস্। প্রুস্তের রচনায় ব্যক্তিত্বের ক্রমবিবর্তন ও রহস্যময়তা উলফের 'multiple selves' মতবাদ গঠনের সহায়ক। জেম্‌স্ জয়েসের ইউলিসিসের গল্পের প্লট, বহির্ঘটনাবিন্যাস ও চরিত্রায়ণ পরিহার করে সুগভীর অন্তর্লীন মানসপ্রবাহের উপর কাহিনীর সংস্থাপন দ্বারা ভার্জিনিয়া উলফের সমগ্র শিল্পরূপ প্রভাবিত। লেখিকার শব্দচয়ন ও বাক্‌বিন্যাস-রীতি জয়েসের মতই সুনিবিড় ও ভাবদ্যোতক, অধিকন্তু কবি অনুভূতির স্পর্শে লাবণ্যমণ্ডিত ও অনেক স্থলে প্রতীকী। ভার্জিনিয়া উলফ ব্যক্তি মানসের বহিঃসত্তাকে অগৃহীত মনে করে এই অর্ধস্বচ্ছ আবরণের মধ্য দিয়ে উপলব্ধি করেছেন 'বাস্তব' রূপ, অর্থাৎ জীবন সৃজনকারী চেতনা, অনুভূতি ও বোধশক্তি; 'It's life that matters, nothing but life, the process of discovering the everlasting and perpetual process'. দ্বন্দ্ব-সংঘাতমুখর, তরঙ্গবিক্ষুব্ধ জীবনের তলদেশে মানস আত্মার যে রহস্যময় সুগভীর অনুভূতি প্রচ্ছন্ন শায়িত আছে, তাদের বিকাশের মাধ্যমে জীবনের স্বরূপকে উল্‌ফ উন্মীলিত করেছেন। তাঁর উপন্যাসের ভাবব্যঞ্জক রহস্যসুনিবিড় ঘটনা, চেতনাজাত স্মৃতিরূপে চরিত্রের ব্যক্তিত্বের উন্মুক্ত অনাবৃত স্বচ্ছ রূপ উদ্ভাসিত। Jacob's Room (১৯২২) Mrs. Dalloway (১৯২৫) To the Lighthouse (১৯২৭) The Waves (১৯৩১) প্রভৃতি ভার্জিনিয়া উল্‌ফের প্রতিভার অসামান্য পরিচয় বহন করে। **To The Lighthouse** (১৯২৭)-এ প্রথম মহাযুদ্ধের কয়েক বৎসর পূর্বে দর্শনের অধ্যাপক Mr. Ramsay এক দ্বীপে আসেন তাঁর স্ত্রী সন্তান ও কয়েকজন অতিথি নিয়ে যাঁদের মধ্যে ছিলেন শিল্পী Lily Briscoe. লিলি ব্রিস্‌কো সমগ্র জীবন 'বাস্তবতা'র অন্বেষণে ব্যাপৃত যাকে তিনি বর্ণে আকৃতিতে রূপান্বিত করবেন, কিন্তু তা অধরা রয়ে গেল। লাইট হাউস দর্শনের প্রস্তাবে সকলেই উত্তেজিত হয়, অন্ততঃ শিশু জেম্‌স্ যে লিলির দিব্যদৃষ্টি কিছুটা লাভ করেছে। কিন্তু এই দর্শন কার্যকরী হল না ও লাইট হাউস বাস্তবতার প্রতীক হয়ে রইল। তারপর যুদ্ধের কাল। পৃথিবী অনেক পরিবর্তিত। দশ বৎসর পরে এরা আবার সেই দ্বীপে আসেন, শ্রীমতি রামজে মৃত। এই সময়ে শিল্পী, রামজে ও তাঁর পুত্র জেকব লাইট হাউস

দেখে এলেন ; কিন্তু তাঁরা যাদের ভালবাসেন তারা কেউই দেখতে পেল না। এই সহজ কাহিনীর রূপচক্রে প্রতীকী ভাবের বিচিত্র প্রয়োগ ; স্পষ্ট ভাষণ অপেক্ষা ব্যঞ্জনাই প্রাধান্য পেয়েছে ; চেতনার প্রবাহ, কামনা, প্রত্যাশা, জীবনচিন্তন যা সব চরিত্রের চেতনায় জাগ্রত ও অদৃশ্য প্রকৃতির স্পর্শে রহস্যময় দ্বীপের মত সৌন্দর্য দুঃখরহস্যের বর্ণে নিবিড়। কিন্তু বস্তুর পূর্ণ রূপ অধরা অপ্রত্যক্ষ রয়ে যায়, লাইট হাউস দর্শন বারবার বিঘ্নিত হতে থাকে। 'Instead there were little daily miracles, illuminations matches struck in the darkness. শেষাংশে নিশ্চিত প্রাপ্তির ব্যঞ্জনা ; লাইট হাউস তারা দেখেছে : লিলির চিত্র অঙ্কন সমাপ্ত—She looked at the steps ; they were empty, she looked at her canvas ; it was blurred With a sudden intensity as if she saw it clear for a second. She drew a line there, in the centre. It was done ; it was finished. Yes, she thought laying down her brush in extreme fatigue, I have had my vision.

ভার্জিনিয়া উল্‌ফের শ্রেষ্ঠ রচনা **The Waves** (১৯৩৯) প্রসঙ্গ ও প্রযুক্তিতে অসামান্য। বাইজানটাইন ধরণের আঙ্গিক ও অলংকৃত সুষমাপিত সৌন্দর্যে উপন্যাসটি গদ্য কবিতার সমরূপ লাভ করেছে। উপন্যাসের মূল বক্তব্য জীবনের অর্থ অনুসন্ধান, অভিজ্ঞতার ঢেউ চরিত্রসমূহের ওপর ভেঙে পড়ে। অন্তর্লীন স্বগতোক্তির সাহায্যে লেখিকা ছয়টি চরিত্রের চেতনার গভীরে আমাদের নিয়ে গেছেন, এবং সূক্ষ্মতায় তাদের শৈশব থেকে পূর্ণতার মধ্য দিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত জীবন চংক্রমণের বিচিত্র গতিকে উপলব্ধি করেছেন। এদের মধ্যে আছে Bernard, যে বাহ্যমুখী সামাজিক, শব্দে বাক্যে জীবনের মূলাপ্রকৃতিকে উপলব্ধিতে তৎপর ; Neville সূক্ষ্মবোধময় অন্তর্মুখী ; Louis অষ্ট্রেলিয়ান ব্যাঙ্কারের হীনমন্য পুত্র ; Susan আবেগপ্রবণ ; Jinny খামখেয়ালী পলায়নীবোধসম্পন্ন : এবং Rhoda ত্রস্ত লজ্জাতুর জীবন-বিমুখ। প্রত্যেক চরিত্রে লেখিকার অন্তর্স্বভাবের প্রতিফলন এবং পাঠক তাদের অন্তর্স্বরূপের মধ্যে অণুপ্রবিষ্ট হয়ে উপলব্ধি করে অর্ধচেতন শৈশব থেকে (যখন পৃথিবী বর্ণাঢ্য উজ্জ্বল, সৎ ইন্দ্রিয়ময়তায় পূর্ণ) তারুণ্যের স্বপ্নে

নিবিড় আশা-উদ্দীপনাময় দিন অতিক্রম করে অন্তে উপনীত হয় যা নিয়ে আসে বাস্তবের প্রত্যক্ষতা, দুঃখ ও ব্যর্থতা এবং মৃত্যুর ভয়ার্ত রূপ যতক্ষণ না পূর্ণতার প্রত্যাশা ব্যর্থ হয়। শেষ পর্যন্ত বার্ণার্ডের অস্তিত্ব বজায় থাকে জীবনের মূল্যায়ণের জন্য। সমগ্র উপন্যাসটিতে জীবনের অর্থানুসন্ধানের অক্লান্ত অন্বেষা, শেষাংশে উপলব্ধি হয় যে এই অর্থ বিদ্যমান, প্রত্যেক অভিজ্ঞতায় সংমিশ্রিত, কিন্তু মনদ্বারা এর বিচার বা বাক্যদ্বারা এর অর্থ-ধারণ অসম্ভব। বার্ণার্ডের অভিজ্ঞতার উপলব্ধিতে তার কামনার স্বরূপ বিধৃত—"My book stuffed with phrases has dropped to the floor. It lies under the table to be swept up by the char-woman when she comes wearily at dawn looking for the scraps of papers, old tram tickets, and here and there a note screwed into a ball and left with the litter to be swept up ······How much better is silence ; the coffee cup, the table. How much better to sit by myself like the solitary seabird that opens its wings on the stake. Let me sit here for ever with bare things, these coffee cup, this knife, this fork, things in themselves, myself being myself. Do not come and worry me with your hints and that it is time to shut the shop and be gone. I would willingly give all my money, that you should not disturb me but let me sit on and one silent alone. পীতাভ তৈলস্ফটিকে (amber) মক্ষিকার মত শব্দে বাস্তবতাকে ধরার প্রয়াসে বার্ণার্ডের সমগ্র জীবন অতিক্রান্ত, কেবল এই উপলব্ধি তার ঘটেছে যে, চৈতন্যই শেষ বস্তু, 'Dawn is some sort of whitening of the sky ; some sort of renewal······yes this is the eternal, the incessant rise and fall and fall and rise again.' ভার্জিনিয়া উল্‌ফের বৈশিষ্ট্য এই যে, উপন্যাসসমূহে জয়েসীয় উৎকেন্দ্রিকতার পরিবর্তে সুষমা আছে ; বহির্জীবন নয়, অন্তঃসত্তা—তার বিচিত্র ভাব অনুভূতির প্রকাশ ; কাহিনী সরল হলেও মানসিকতার চৈতন্য বিন্দুগুলির নিপুণ বিশ্লেষণে তা সূক্ষ্ম গভীর। ভার্জিনিয়া উল্‌ফ নিপুণ ভাষাশিল্পী- তাঁর ভাষা গীতল, সুষম কিন্তু তা স্বচ্ছ মননদীপ্ত।

লরেন্স (**D. H. Lawrence** ১৮৮৫—১৯৩০)—নরনারীর আদিম প্রবৃত্তিসঞ্জাত দেহ সম্পর্কের বহুল প্রকাশের জন্য লরেন্সের সাহিত্য বলিষ্ঠ প্রতিভাবহ হয়েও ধিক্কৃত। পাঠক সমালোচক তাঁর উপন্যাসে যৌনবিকৃতির পরিচয় লাভ করে তাকে বর্জন করেছেন। কিন্তু সজ্ঞানভাবে লরেন্স প্রকৃতই সংযত, উদার স্বচ্ছদৃষ্টিসম্পন্ন। তিনি পিউরিটান, এবং সমগ্র মানবসমাজের ঐক্য স্থাপনে সমুৎসুক। তিনি চেয়েছেন to make an adjustment in consciousness to the basic physical realities. তাঁর যৌনবোধ আদর্শের পর্যায়ে উন্নীত—নৈর্ব্যক্তিক, আবেগহীন কিন্তু অভ্রান্ত জীবন সম্পর্ককে প্রকাশ করে। এর মাধ্যমেই জীবনের চরম সমুন্নতি। নিছক যৌনাকর্ষিত মানবের জীবনে আসে হতাশা, ব্যর্থতা বিশৃঙ্খলা, জীবনের চরম উদ্দেশ্য হয় ব্যর্থতায় পর্যবসিত। কিন্তু 'সেক্স' একটি পথ মাত্র। এর চরমপ্রান্তে আছে জীবনের পরিপূর্ণ উপলব্ধি, লরেন্স ঐশী স্বরূপকেও এর অবসানে প্রত্যক্ষ করেছেন। কিন্তু লরেন্স এইখানেই ক্ষান্ত নন। তিনি দেহসম্পর্কের মান নির্ণয়ে তার আধিক্য ঘটিয়েছেন। এ্যারিষ্টটলের ক্যাথারসিসের মত পাঠকচিত্তে যৌনাবেগের আধিক্য তার অবদমনের হেতু—এই ধারণা দ্বারাও লরেন্স প্রভাবিত। সর্বোপরি, তাঁর যৌনজীবনও সহজ স্বাভাবিক ছিল না—ঈডিপাস গূঢ়ৈষণা তাঁকে প্রভাবিত করেছিল তার প্রমাণ আছে।

Sons and Lovers (১৯১৩) লরেন্সের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। কয়লাখনি অঞ্চলের একটি বালকের চিত্র এতে প্রকাশিত। এই উপন্যাস আত্মজীবনীমূলক—লরেন্সের নটিংহ্যামশায়ারের আশ্চর্য বাল্যজীবন, মানুষের প্রতি ও মাতার সঙ্গে অদ্ভুত সম্পর্কের রূপচিত্র। চরিত্রচিত্রণ ও পরিবেশ রচনা স্বাভাবিক—কয়লাখনির কুলি, কামিন, দরিদ্র মজুরদের বেদনার্ত জীবন বর্ণনা উপন্যাসে বাস্তব তন্ময় চিত্রিত। সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্রচণ্ড সুর এতে ধ্বনিত হয়নি, লেখকের ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতা বাস্তবতার স্পর্শে, অনুভূতির আন্তরিকতায় ও সহজ শিল্প রূপায়ণে সার্থক উপন্যাসরূপ লাভ করেছে। লরেন্স বিদ্রোহী, আধুনিক সভ্যতা, যন্ত্রজীবনের বিরুদ্ধে তাঁর বিদ্রোহ স্পষ্ট ধ্বনিত Women in Love (১৯২১) এ। যন্ত্রদানবের প্রতি লেখকের বিতৃষ্ণা প্রবল, এবং অনুভূতিহীন, প্রাণহীন, মানুষের প্রতি অনুকম্পা। আধুনিক সভ্যতার বিষাক্ত নিশ্বাসস্পৃষ্ট, যন্ত্রণাকাতর নিঃসঙ্গ

লেখকচিত্ত The Plumed Serpent (১৯২৬)এ মেক্সিকোর আদিম মানুষের মধ্যে যথার্থ জীবনের স্বরূপ প্রত্যক্ষ করেছে। বহু বিখ্যাত (অথবা কুখ্যাত) **Lady Chatterly's Lover** (১৯২৮) গ্রন্থে মানবমানবীর দেহ-সংক্রান্ত যৌনধারণার ও গভীরতম অন্তর্সত্তার অনাবৃত প্রকাশ। সুন্দরী শিক্ষিতা সংস্কৃতিসম্পন্না যুবতী Constance বা Connicর স্বামী Sir Clifford Chatterly পূর্ণ যুবক ও যোদ্ধা। কিন্তু যুদ্ধই তার জীবনে সর্বনাশ আনে—আঘাতে ক্লিফোর্ডের দেহের নিম্নাঙ্গ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয় এবং ক্লিফোর্ড যৌনসঙ্গমে ও পুত্রজননে অসমর্থ। যন্ত্রণাকাতর আহতচিত্ত ও সন্তানকামী কনি আদিম বাসনায় অমার্জিত রুক্ষ পৌরুষস্বভাবসম্পন্ন Mellors এর সহিত যৌনমিলনে রত। মেলর্স স্যার ক্লিফোর্ডের গেমকীপার। মৃত্তিকায় প্রবল জলধারায় বর্বর উদ্দামতায় আদিম স্বভাবে কনি যৌনসঙ্গম করে; শেষ পর্যন্ত সে সন্তানসম্ভবা হয়। তার অগ্রজ Hilda কনিকে দূরে নিয়ে যায় যেখানে কনি মেলরসের সঙ্গে ভাবী সন্তান সমেত স্বামীস্ত্রীরূপে বসবাস করে। ক্লিফোর্ডের কাছে কনির পত্র ও তৎপরে আবির্ভাব প্রচণ্ড বেদনার সৃষ্টি করে। যদিও ক্লিফোর্ড কনির উপর তাঁর অধিকার ত্যাগে অনিচ্ছুক। মুক্তিকামী কনি স্থবির্য আর প্রাচীনত্বের প্রতীক ক্লিফোর্ডকে পরিত্যাগ করে নবীনত্ব যৌবনময় মেলর্স ও ভাবী সন্তানের সমাবেশে নতুন জীবনের স্বপ্নকামী।

অল্ডাস হাক্সলী (A. **Huxley** ১৮৯৪—১৯৬৫)—অল্ডাস হাক্সলীর উপন্যাসে বুদ্ধিদীপ্ত মননশীলতার পরিচয় স্পষ্ট। তাঁর মানসিকতায় ভিক্টোরীয় শিল্পচেতনা ও বিজ্ঞানীয় অনুভূতির প্রকাশ। তিনি টমাস হাক্সলী ও ম্যাথু আর্ণল্ডের উত্তর পুরুষ। বিজ্ঞানের বিশ্লেষণ, জ্ঞানমনীষা ও আঙ্গিক প্রকরণের অভিনবত্বে তাঁর উপন্যাস বিরল রূপশিল্পিত। প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর ইংলণ্ডের চৈত্তিক অবক্ষয় ও পরিবর্তনশীলতা অবলম্বন করে হাক্সলীর সাহিত্য গড়ে উঠেছে। তাঁর প্রথম পর্যায়ের উপন্যাসে ভ্রান্ত অসঙ্গম মানব চরিত্রের প্রতি ব্যাঙ্গবিদ্রূপের মৃদু কশাঘাত; রস সাহিত্যিক পীককের প্রভাব এই পর্বের উপন্যাসে দৃষ্ট হয়। তাঁর প্রথম উপন্যাস **Crome Yellow** জীবনের অন্তঃসারশূন্যতার ব্যঙ্গকথা। এই কাহিনীতে ঘরোয়া আমোদ-অনুষ্ঠানে কয়েকজন আত্মকেন্দ্রিক প্রায় নির্বোধ বুদ্ধিমানদের সমাবেশ

এবং তাদের কথোপকথনের সহায়তায় চরিত্র ও যুগপরিবেশের পরিচয়। মুখ্যতঃ সংলাপের মধ্য দিয়ে কাহিনীরূপ গঠিত এবং চরিত্রচিত্রণ ব্যঙ্গাত্মক। এই কমেডিটি উজ্জ্বল কিন্তু সৌন্দর্যনিবিড় নয়। হাক্সলী ক্রমশঃ ঊর্মিচঞ্চল উপরিভাগ থেকে জীবনের গভীরে নিমজ্জিত হতে চাইলেন। মানুষ নামক চেতনা সমন্বিত জন্তুর সমস্যায় তিনি পীড়িত—যৌনবিষয় আনন্দময় নয়, এটা আকর্ষণবহুল কিন্তু জুগুপ্সাব্যঞ্জক। **Point Counter Point** (১৯২৮) ব্যর্থতার কাহিনী এবং এই ব্যর্থতা কামনা ও বিচারবুদ্ধির দ্বন্দ্বজাত। দুই সহস্র বৎসরের খ্রীষ্টধর্মচেতনা আত্মবিভাজনে পরিণত। মানুষ, আনন্দ শান্তির মধ্যে নয়, বিকৃতি ভণ্ডামী লাম্পট্য ও ভয়ঙ্করতার মধ্যে নিমজ্জিত। জীবনের ব্যর্থতা বিকৃতি আত্মধ্বংসী রূপ এই উপন্যাসে ফুটে উঠেছে। যুদ্ধে প্রযুক্ত বিজ্ঞানীয় আবিষ্কারের ভয়াবহ পরিণতিতে লেখকচিত্ত ক্ষুব্ধ এবং মানবজাতির প্রতি লেখকের পূর্বপোষিত ঘৃণা প্রচণ্ড উৎসারিত—**Ape and Essence** (১৯৪৯) গ্রন্থে। এইরূপ তীব্র মানবদ্বেষ কচিৎ দৃষ্ট হয়। ইয়াহুদের চিত্র অঙ্কনে সুইফট-এর মানদ্বেষও এত তীব্র নয়। তৃতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী সভ্যতার ভয়ঙ্কর চিত্র অঙ্কিত হয়েছে 'এপ এণ্ড এসেন্স' গ্রন্থে, এ্যাটমের প্রতিক্রিয়ায় বিকলাঙ্গ শিশুদের জন্ম ও নিষ্ঠুর হত্যাসাধনের চিত্র লেখক তুলে ধরেছেন। আজ মানুষ প্রকৃতির ভারসাম্যকে বিনষ্ট করে বর্তমান সভতারই ধ্বংসসাধনে উন্মত্ত। হাক্সলী আরও দেখিয়েছেন ভবিষ্যতে মানুষ অসভ্য বর্বররূপে শয়তানের আরাধনা করবে। হাক্সলী অঙ্কিত ভবিষ্যতের এই চিত্র বীভৎস নিষ্ঠুর, কিন্তু মনে হয় অনিবার্য সত্যেরই প্রকাশ।

Eyeless in Gaza (১৯৩৬) বিশ শতকের ইংরাজী উপন্যাসে হাক্সলীর এক উল্লেখযোগ্য সংযোজনা। বুদ্ধিদীপ্ত এই ঔপন্যাসিকের প্রগাঢ় জীবনবোধ ও সমাজচেতনা বিধৃত এই মননধর্মী উপন্যাসে আঙ্গিকবিন্যাসে এক বিস্ময়কর নিরীক্ষা। তিনটি বিভিন্ন সময়ের স্তরে বিন্যস্ত এই উপন্যাসের কাহিনী: প্রথমতঃ, নায়ক Anthony Beavis-এর ১৯৩৪ সালে লিখিত ডাইরী, দ্বিতীয় স্তরে ১৯৩৩ সালের আগষ্ট মাস থেকে শুরু ঘটনাপ্রবাহ যা ধীরে ধীরে ১৯৩৪ সালে লিখিত ঘটনাগুলোকে অতিক্রম করছে, তৃতীয় স্তরে বিন্যস্ত এ্যান্টনী বীভিস ও তার বন্ধুদের শৈশব কৈশোর ও যৌবনের স্মরণীয় বা অস্মরণীয়

ঘটনাগুলো। শেষোল্লিখিত ঘটনাগুলোও তিনটি স্তরে বিধৃত—(১) 1902—1904, (২) 1912—1914 (৩) 1926—1928

উপন্যাসের মুখ্য বৈশিষ্ট্য যে, এই ঘটনাগুলো ধারাবাহিক, সময়ানুক্রমিক সজ্জিত নয়; এগুলোর এলোমেলো উপস্থাপনীয় সময়ের ক্রমাণুক্রমিকতা রক্ষিত হয়নি, কেননা স্মৃতির মিছিলে কোন ক্রমাণুক্রমিকতা নেই। Anthony টেবিলে রক্ষিত একটি ফটোর এ্যালবাম নিয়ে একটির পর একটি পাতা উল্টে চলে—মনের মধ্যে ভীড় করে আসে হারিয়ে যাওয়া নানা রঙের দিনগুলি। তাদের কোন ক্রমাণুক্রমিকতা নেই। কেননা "Somewhere in the mind a lunatic shuffled a tack of snapshots and dealt them out at random. There was no chronology....(Eyeless in Gaza). ঔপন্যাসিক এক বিস্ময়কর বিন্যাস দক্ষতায় এই এলেমেলো ঘটনা-পরিবেশনের মধ্যে একটি ভাবসংহতি অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। জীবনের নিরবচ্ছিন্নতা, ভূত-ভবিষ্যৎ—বর্তমানের পারস্পরিক নিগূঢ় সম্পর্ক—বর্তমানের মধ্যে অতীতের বিদেহী অস্তিত্ব এবং বর্তমানের অভিলম্বজাত ভবিষ্যৎ—আঙ্গিক বিন্যাসে এই সত্যেরই দ্যোতনা নিহিত। "...the method suggests too the continuity of life, with the future implicit in the present and the past living in the present so that looking backwards and forwards one has a sense of destiny in cause and effect." (Collins) হাক্সলীর পূর্ববর্তী উপন্যাসগুলির ন্যায় এই উপন্যাসটিতেও অবক্ষয়ী বিশ্বযুদ্ধোত্তর সমাজের বুদ্ধিজীবী বিভিন্ন মানসের বিচিত্র সমাবেশ। এই বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের ব্যক্তি মানস, জীবনবোধ, বিচিত্র যৌনজীবন ও যৌন-চেতনা অর্থহীন অস্তিত্বের ঘাত-সংঘাত, সর্বোপরি নায়কের স্থূল-অসুন্দর জৈব-জীবন থেকে একটি শুচি-শুদ্ধ আত্মোপলব্ধিতে উত্তরণ—এই কাহিনীর উপজীব্য। হাক্সলীর মূল প্রতিপাদ্য ব্যক্তিজীবনের পুণর্গঠন এবং এই পুনর্গঠিত ব্যক্তিজীবনই সভ্যতাকে উজ্জীবিত করে তুলবে। কাহিনীর নায়ক Anthony Beavis শৈশবে মাতৃহারা, বিচিত্র ঘটনার মধ্যদিয়ে কৈশোর অতিক্রান্ত হয়ে যৌবনে পদার্পণ করে। এ্যান্টনীর বিচিত্র যৌন-জীবনে একাধিক রমণীর অনুপ্রবেশ; কিন্তু এ্যান্টনীর হৃদয়ে সত্যিকারের

আবেগ কোনদিনই সঞ্চারিত হয়নি। এ্যান্টনী নির্লিপ্ত নিরাসক্ত, বিবিক্ত সমাজের প্রতি তার কোন দায়িত্ব নেই নিজের প্রতিও সে প্রায় দায়িত্বহীন। এ্যান্টনীর পাশাপাশি কয়েকটি যৌনবিভ্রান্ত চরিত্র Mary Amberley, তার কন্যা Helen, Mark Staithe, Brian, তার মা Mrs. Foxe, Hugh Ledurdge, Joan ইত্যাদি। 1934 সালে এ্যান্টনী প্রথম আত্মোপলব্ধি লাভে প্রয়াসী হ'ল এবং ব্যাপৃত হ'ল জীবন ও জগৎ সম্পর্কে গভীরতর অর্থান্বেষণে। বন্ধু মার্কের সঙ্গে মেক্সিকোতে সে একটি বিপ্লবে যোগ দেয় এবং দুর্ঘটনায় তার একটি পা কাটা পড়ে। অবশেষে এ্যান্টনী ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্তন করে pacifist আন্দোলনে যোগ দেয় এবং সে জন্য সে জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিতে প্রস্তুত থাকে। এই উপন্যাসে হাক্সলীর কবিসত্তার এক নির্ভুল পরিচয় এবং তাঁর অতীন্দ্রিয় অনুভূতি এতে বিধৃত। উপন্যাসের স্থানে স্থানে বর্ণনা অসাধারণ কাব্যগুণসম্পন্ন এবং সমস্ত বর্ণনার অন্তরালে একটি অতীন্দ্রিয় চেতনা পরিস্ফুট।

মননদিগ্ধ ভাবধারায়, অভিনব প্রযুক্তিতে হাক্সলীর উপন্যাস সাধারণভাবে উপন্যাসের সঙ্গে পার্থক্য-কৌণিকতা সূচিত করেছে। তাঁর উপন্যাস যেন প্রবন্ধ ও সংলাপের মিশ্রণ—সাধারণ কাহিনীর সূত্রে তা আবদ্ধ। কাহিনী চক্র হাক্সলীর উপন্যাসে প্রধান নয়, নাট্যজগতে বার্ণার্ড শ-এর মত মননসমৃদ্ধ আলোচনার মাধ্যমে উপন্যাসের অন্তররূপকে প্রস্ফুটিত করেছেন। তাঁর উপন্যাসের চরিত্র আবেগবর্জিত জ্ঞানী এবং চিন্তাশীল। সমালোচক বলেছেন, "He created in fiction an image of the dynamic world of ideas that underlies the changing outward society." তিনি আত্মবিধ্বংসী পথভ্রান্ত মানুষের শিক্ষাদাতা ও পথপ্রদর্শক, কিন্তু সুগভীর আত্মিকশক্তির অভাবে তিনি মানবচিত্ত পরিবর্তনে অক্ষম। লেখকের উৎকেন্দ্রিকতার সঙ্গে উপন্যাসে কোথাও চিত্রিত হয়েছে স্বাভাবিক জীবনধর্ম; যৌন মনস্তত্ত্ব ও জীবনের বিচিত্র রহস্যানুভূতি। কিন্তু হাক্সলী মানবদ্বেষী, তিনি করুণা মমতাহীন। তাঁর উপন্যাস মননধর্মী তুষার শীতল—তা মানব-প্রেমে মহান নয় আর ঘাত-সংঘাতময় আবেগকল ঘটনা ও দুরবগাহ অতলস্পর্শ চরিত্ররূপ নিয়ে অসামান্য হয়ে ওঠেনি।

Graham Greene (১৯০৪) বর্তমান সময়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক।

তিনি রোমান ক্যাথলিক ধর্ম গ্রহণ করেছেন এবং তাঁর উপন্যাসে এই আদর্শের প্রকাশ। তিনি প্রচলিত থ্রিলারের কাঠামো প্রাণ ও চরিত্রবৈশিষ্ট্যে নিবিড় করে এক প্রতীকীরূপে চিত্রিত করেছেন ; he has in fact seen what is psychologically archetypical in such popular literary themes as that of the hunted man and has dramatised them with all the vigour and consciousness of serious art. গ্রীণ-এর প্রথম উপন্যাস The Man Within (১৯২৯) ইতিহাসের পটভূমিকায় চোরাকারবারীদের বর্ণনা ; মনস্তাত্বিকতা এতে বিশেষ পরিলক্ষিত। চতুর্থ উপন্যাসে Brighton Rock (১৯৩৮)—একটি দুর্বৃত্ত জুয়াচোরের কথা, প্রণয়িনীর প্রতি তার প্রেম ও বিরাগ—মানুষের মধ্যস্থিত সৎ ও অসতের ধারণা। তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা The Power and the Glory (১৯৪০) এক পুরোহিতের জীবনযন্ত্রণার কথা যে, অসৎ মদ্যপ এবং কামপরায়ণ না হলেও পুত্রের জনক। পরম বেদনার মুহূর্তে তারা মিলিত হয় যখন সাত-আট বৎসরের বালক লাম্পট্যের পথিক পুরোহিতের প্রতি ব্যঙ্গপরায়ণ। গ্রীণের চিত্রিত চরিত্রের ভিতর পুরোহিতই সর্বপেক্ষা জটিল। He said 'I dont know how to repent. That was true ; he had lost the faculty. He couldn't say to himself that he wished his sin had never existed, because the sin seemed to him now so unimportant--and he loved the fruit of it. He needed a confessor to draw his mind slowly down the drab passages which led to horror grief and repentance. লেখক দুঃসাহসিক শিল্পস্বভাবে এই পাপময় পুরোহিতকে অঙ্কন করেছেন।

Ivy Compton Burnett এর উপন্যাস শ্রেষ্ঠ নয় অভিনব। চরিত্রচিত্রণের নিরীক্ষা তাদের বৈশিষ্ট্য। তাঁর উপন্যাসে পরিবার জীবনের চিত্র—নরহত্যার পরিমাণ স্বল্প নয়। তাঁর কয়েকটি চরিত্রের ভয়বহতা শান্তভয়ংকরতার জন্য গ্রন্থগুলি এলিজাবেথীয় নাটককে স্মরণ করায়। যদিও প্রতি ঘটনার বিকাশ তীব্র তরান্বিত নয়। শ্রীমতি বার্ণেটের উপন্যাসের ভিতর খ্যাত Pastors and Masters, Dolores (১৯১১), Manservant and Maidservant (১৯৪৬)।

অপর খ্যাতনামা লেখিকা **Elizabeth Bowen**এর ভাব ও আঙ্গিক কিছুটা স্বতন্ত্র। তাঁর সাহিত্যে অসতের (evil) প্রবেশাধিকার নেই, it is not the evil but the experience of others that corrodes (ক্ষয় করা, জীর্ণ করা) the innocent people at the core of her books. And of the theme of innocence and experience she makes something closely approaching tragedy. শ্রীমতী বাওয়েন-এর উপন্যাসসমূহে The House in Paris, The Death of the Heart প্রভৃতিতে এই ধারণার রূপায়ণ। বাওয়েন-এর প্রিয় লেখক জেন অস্টেন, টমাস হার্ডি ও হেনরী জেম্‌স। তাঁর সামাজিক বোধ বস্তুদৃষ্টির উৎস অস্টেন: প্রকৃতি চেতনা ও অঙ্গরূপের সুবিন্যাসে তিনি হার্ডির অনুরূপ: চরিত্রচিত্রণে, অতিপ্রাকৃতের প্রয়োগে তিনি জেম্‌সের ভাবশিষ্য।

কাব্য

এক তির্যক দৃষ্টিভঙ্গী· ভঙ্গুর অথচ বলিষ্ঠ চেতনা ও বিক্ষুব্ধ মত্ততা নিয়ে আধুনিক কাব্যের আবির্ভাব বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে। ভিক্টোরীয় জীবনের প্রতি অবজ্ঞা, সংস্কার বিরূপতা ও শূন্যগর্ভ নীতিবাদের প্রতি প্রচণ্ড পরিহাসই আধুনিক কাব্য সাহিত্যকে ব্যঙ্গবিদ্রূপের শাণিত শায়কে বিদ্ধ করেছে ও এই যুগের সাহিত্যের সঙ্গে ভিক্টোরীয় সাহিত্যের পার্থক্য-কৌণিকতা সূচিত করেছে।

আধুনিক কাব্যের প্রথম পর্যায়ে পড়ে জর্জিয়ান কবিদের রচনা—ব্রিজেস (১৮৪০—১৯৩০), হাউসম্যান (১৮৫৯—১৯৩৬), এ্যাবারক্রম্বী, চেষ্টারটন, ওয়ালটার ডিলা মেয়ার (১৮৭৩—১৯৫০), লরেন্স, মেসফিল্ড, ব্রাণ্ডেন প্রভৃতি। এই কবিগোষ্ঠীর মধ্যে আধুনিকতার বিদ্রোহ বিশেষ দৃষ্ট হয় না, বরং কাব্যলক্ষ্মীর প্রসন্ন হাস্যদীপ্তিতে তাঁদের কাব্য স্নিগ্ধ লাবণ্যমণ্ডিত। সুস্থ জীবনবোধ, পরিমিত চেতনা, সৌন্দর্যময়তাই এঁদের কাব্যের বৈশিষ্ট্য। জীবনের সমস্যাশংকা এই কবিদের ধ্যানদৃষ্টিকে প্রশ্নসঙ্কুল করে তোলেনি, বাণীবিলাস, ছন্দপ্রকরণ, উপমাবৈচিত্র্য, ভাবাবেগ সবই যেন গীতিকবিতার। **রবার্ট ব্রিজেসের** (R. Bridges) কবিতা সারল্য, আন্তরিকতা ও নিরুত্তাপ

দ্যুতিতে সমৃদ্ধ। তীক্ষ্ণ কঠিন বাক্‌রীতি, বর্ণবিলাস বা বিস্ময়ের প্রচণ্ডতা তাঁর কাব্যে অনুপস্থিত। গীতলতা ব্রিজেসের কবিতায় সুর ঝঙ্কার তুলেছে। ছন্দের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ব্রিজেস সফল। ছন্দোস্পন্দন ও বাক্‌ভঙ্গী তাঁর কাব্যে বিচিত্র বৈশিষ্ট্য নিয়ে বর্তমান। ব্রিজেসের সহজ আন্তরিকতা সৌন্দর্যচেতনা ও সুষম বাণীবিলাসের পরিচয় বিধৃত হয়েছে নিম্নোদ্ধৃত কবিতাংশে—

"I have loved flowers that fade,
Within whose magic tents
Rich hues have marriage made
With sweet unmemoried scents :
A honey moon delight,—
A joy of love at sight.
That ages is an hour :—
My song be like a flower."

হাউসম্যানের (A. E. Housman) গ্রন্থ 'এ স্রপশায়ার ল্যাড' (A Shropshire Lad ১৮৯৬), 'শেষ কবিতাবলী' (১৯২২) পাঠকচিত্তকে প্রভাবিত করেছে। হাউসম্যান ক্লাসিক ধর্মী এবং তাঁর কবিতা স্বচ্ছন্দ প্রকাশমান। অর্থহীন অঙ্গসৌষ্ঠব পরিহার করে তিনি জীবনসত্যকে সহজ অকপট প্রকাশ করেছেন। কাব্য গ্রন্থণের ও নৈপুণ্য, ভাষার অনাড়ম্বরতা ও খেয়ালী কল্পনার মাধুর্যে ডিলা মেয়ারের কাব্য অপূর্ব। কোলরিজ ও এডগার অ্যালান পোকে স্মরণ করালেও তাঁর কবিতার গীতলময়তা, কাব্যিক সম্মোহন সৃষ্ট ছায়ানগরী যেন কল্পনা ও বাস্তব, জাগ্রত ও নিদ্রাচ্ছন্ন জগতের সমন্বয়ে গ্রথিত স্বপ্নমায়ার আবরণাচ্ছাদিত গোধূলি বর্ণাচ্ছন্ন সৌন্দর্যময় এক স্থানরূপে প্রতিভাত হয়—

Is there anybody there ? said the Traveller,
Knocking on the moonlit door ;
And his horse in the silence champed the grasses
Of the forests ferny floor.

ডিলা মেয়ার পরিপূর্ণ বাস্তববাদী কবি নন, বরং বাস্তববিমুখ। এক স্বপ্নময় রহস্যনিবিড় জগতে তাঁর সহজ অধিষ্ঠান। প্রকৃতির মধ্যে তিনি পেয়েছেন প্রাণের গভীর আকুতি। রোমান্সের স্পর্শে তাঁর কাব্য স্বপ্নময় ভাবনিবিড়।

রাজকবি **মেসফিল্ডের** (John Masefield) জীবন সমুদ্র, ঝঞ্ঝা, বিদেশী বন্দর গ্রীষ্মমণ্ডলীর দেশ, প্রভৃতি বিচিত্র অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ। তাঁর প্রথম জীবনের কাব্যে এই বিচিত্র জীবনের সার্থক রূপায়ণ পাওয়া যায়। ক্রমশঃ মেসফিল্ড জীবনের গভীরতা ও আধুনিক জীবনের সমস্যাকে বাস্তবসম্মতভাবে বর্ণনা করেছেন। The Everlasting Mercy (১৯১১), The Daffodil Fields (১৯১০) প্রভৃতি দীর্ঘ আখ্যায়িকাসূচক কাব্যগুলিতে মেসফিল্ডের এই জীবনবোধ সুন্দর কাহিনী ও অনুপম নীতি-কথনের মধ্যে ফুটে উঠেছে। আধুনিক কাব্যের পর্যায়ে জর্জিয়ান কবিদের রচনার সাধারণ ধর্মগুলি উপলব্ধি করা গেল—সরলতা, সাধারণ বাস্তবের প্রতি আকর্ষণ, প্রকৃতির সৌন্দর্যে আত্মহারা ভাব ও ঐতিহ্যকে গ্রহণ।

ভিক্টোরীয় রোমান্টিক কবিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ধ্বনিত হল প্রথম Imagist কবিদের মুখে। **টি. ই. হিউম (Hulme ১৮৮৩—১৯১৭)** ছিলেন এই নব আন্দোলনের অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা। দৃঢ়পিনদ্ধ সংযত চিত্রকল্প, সূক্ষ্ম চাতুর্যময় নমনীয় ছন্দোবৈচিত্র্য ও ক্লাসিক সংযমকেই তিনি কাব্যে প্রাধান্য দিলেন। হিউম রেনেশাঁসধর্মী মানবতাবোধকে আক্রমণ করে শিল্পের নূতন দিগ্‌দর্শনী দেবার প্রয়াস করলেন। তাঁর মতে আদিম পাপই শিল্পের উৎস, এবং মানবচেতনা অনন্ত সম্ভাবনার উৎস নয় বরং সীমাসঙ্কীর্ণ বিকৃত কিন্তু সুশৃঙ্খল। পৃথিবী স্নিগ্ধ শান্তিময় স্থান নয়, 'but mainly deserts of dirt, ash-pits of the cosmos grass, on the ash-pits.' এলিয়টের ওয়েষ্টল্যাণ্ডের পটভূমি এইটাই। হিউম তাঁর রোমান্টিসিজ্‌ম ও ক্লাসিসিজ্‌ম প্রবন্ধে কল্পনা অপেক্ষা ফ্যান্সী সম্মিলিত ক্লাসিক কাব্যের উপর জোর দিলেন ও বললেন অদূর ভবিষ্যতে পাঠকরা সুইনবার্ণকে সহ্য না করে এই কঠিন দৃঢ়পিনদ্ধ ক্লাসিক কাব্যকেই গ্রহণ করবে। এজ্‌রা পাউণ্ড ১৯১৪ সালে ইমেজিষ্ট কবিদের একটি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করলেন। এতে ফ্লিন্ট, রিচার্ড এল্ডিংটন, জেম্‌স্ জয়েস, এজরা পাউণ্ড, এমি লোয়েল প্রভৃতির কবিতা স্থান পায়। ইমেজিষ্ট কবিদের ধারণা 'Some Imagist Poets' (১৯১৫)এ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে :—

(ক) প্রায় যথার্থ অথবা নিছক আলংকারিক ভাষার পরিবর্তে ইমেজিষ্ট কবিরা সাধারণ এবং অত্যন্ত যথাযথ ভাষা ব্যবহার করবেন।

(খ) কবিরা মঞ্জুল এবং আড়ম্বরময় সাধারণ কাব্যের বদলে যে কবিতা রচনা করবেন তা হবে ঋজু, প্রাঞ্জল ও দৃঢ়পিনদ্ধ।

(গ) প্রাচীন ভাবের প্রতিধ্বনিশীল ছন্দ পরিত্যাগ করে নূতন ছন্দ সৃষ্টি করবেন।

এজরা পাউণ্ড (Ezra Pound) তাঁর সতেজ মতবাদ, নূতন আঙ্গিক প্রকরণ নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর মধ্যে প্রচণ্ড কবিত্ব শক্তি ছিল কিন্তু পাণ্ডিত্যের ভারে ও উদ্ভটত্বের প্রেরণায় তার কবিতা ক্লিষ্ট হয়েছে। পাউণ্ড প্রথমে ব্রাউনিং, সুইনবার্ণ ও কিপলিং দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন ; ক্রমশঃ তুবেদুর সাহিত্যে আত্মনিয়োগ করেন এবং পরে এ্যাঙ্গলো-স্যাক্সন, চীনা, জাপানী কবিতা ; রেনেশাঁস, প্রাচীন গ্রীক ; সমাজ চিন্তা প্রভৃতির মিশ্রিত বিশৃঙ্খল প্রভাব তাঁর কাব্যে দেখা যায়। কাব্যের ছন্দ ও আঙ্গিক প্রকরণের দিকে তাঁর অবিস্মরণীয়—মিলহীন মুক্ত ছন্দ দিয়ে তিনি আশ্চর্য সার্থক কাব্য রচনা করেছেন। Hugh Selwyn Mauberly (১৯২০)-তে আধুনিক জগতে জীবনের প্রতি কবির বিদ্রূপ স্পষ্ট। দান্তের অনুকরণে ক্যাণ্টোগুলিই পাউণ্ডের শ্রেষ্ঠতম রচনা। এইগুলিতে এই সাইক্লোপিডিক জ্ঞানের বিশৃঙ্খল সংমিশ্রণ মনকে বিমূঢ় করে। কিন্তু সুগভীর কাব্যানুভূতি, ভাবব্যঞ্জনা, ইতিহাসবোধ, পাণ্ডিত্য, উপমা উৎপ্রেক্ষা রূপকের অভিনবত্ব, বিস্ময়ের রস-চেতনা এদের এক আশ্চর্য সৃষ্টি করে তুলেছে।

যুদ্ধ কবিতা :—আধুনিক বিশ্ব যুদ্ধ-সংকুল এবং কয়েকজন কবি যুদ্ধের প্রতি তাঁদের মনোভাবকে ব্যক্ত করেছেন আন্তরিকভাবে। তাঁদের মধ্যে খ্যাত Siegfried Sassoon, Rupert Brooke ও Wilfred Owen. যুদ্ধ একটা আশা-আকাঙ্ক্ষা, দেশপ্রেমের উদ্দীপনা রূপে **ব্রুকের** (১৮৮৭-১৯১৫) চিত্তে প্রতিভাত হয়েছে। যুদ্ধ মানবজীবন ধ্বংসকারক নয়, তার মধ্যেই মহত্ত্বের স্বরূপ বিধৃত। যুদ্ধ প্রকৃতই ভয়াবহ ক্ষতিকারক নয়, তা জীবনকে মহান করে। বিদেশে যুদ্ধক্ষেত্রে একজন ইংরাজের মৃত্যু জীবনের অবসান ঘটায় না, সেখানে নব প্রাণ সৃষ্টি করে। The Soldier কবিতাতে রূপার্ট ব্রুকের যুদ্ধধারণার গৌরবময় ঐশ্বর্যমণ্ডিত প্রকাশ :—

If I should die, think only this of me :
That there's some corner of a foreign field

That is for ever England. There shall be
In that rich earth a richer dust concealed ;
A dust whom England bore, shaped, made aware,
Gave, once, her flowers to love her ways to roam,
A body of England's breathing English air,
Washed by the rivers, blest by suns of home.

উইলফ্রেড আওয়েন (১৮৯৩—১৯১৮) যুদ্ধ কবিদের ভিতর শ্রেষ্ঠ। বাল্যকাল থেকেই আওয়েন চিন্তাপরায়ণ ও কল্পনাপ্রবণ। শিক্ষা ও কাব্যানুরাগ তাঁর জন্মাবধি। কীট্‌স ছাড়া শেক্সপীয়র ও বাইবেলের প্রভাব তাঁর রচনায় দেখা যায়। তিনি প্রথম মহাযুদ্ধে যোগদান করেন, এবং ফ্রান্সে যুদ্ধের ভয়াবহ অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। যুদ্ধবিরতি চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার এক সপ্তাহ মাত্র পূর্বে ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে ৪ঠা নভেম্বর তিনি যুদ্ধে নিহত হন। আওয়েনের কবিতার বিষয় 'is war, and the pity of war. The Poetry is in the pity'। আওয়েন মানবতাবাদী এবং যুদ্ধের মধ্যে তিনি মানবতাবিরোধী এক সর্বনাশের রূপ প্রত্যক্ষ করেছেন। যুদ্ধের মোহভঙ্গ হতাশা ও ট্রাজিক রূপ তাঁর কবিতায় প্রতিফলিত। দেশের জন্য যুদ্ধে প্রাণত্যাগের ভিতর তিনি গৌরব খুঁজে পাননি। যুদ্ধের নিষ্ঠুর বথচক্র নির্মমভাবে শত্রুমিত্র উভয়কেই পিষ্ট দলিত করে। Strange Meeting কবিতায় কবির সঙ্গে একজন অপরিচিত সৈনিকের সাক্ষাৎ হয়। তাঁরা উভয়েই এক অন্ধকার সুড়ঙ্গ পথে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন : এবং তারা দুই জনেই আলোচনা করেন The pity of war, the pity was distilled. বিদায়কালে সেই সৈনিক আত্ম-পরিচয় দান করল—

I am the enemy you killed, my friend,
I knew you in this dark ; for so you frowned,
Yesterday through me as you jabbed and killed.

বাসন্তিক অভিযান (Spring Offensive) কবিতায় যুদ্ধের মোহচ্যুতির কথা বেদনার মধ্যে প্রকাশিত। একটা করুণ ট্রাজেডির সুর তীব্রভাবে ঝঙ্কৃত এবং যুদ্ধের বাস্তবভয়ঙ্করতা তীক্ষ্ণ সত্যে ব্যক্ত হয়েছে। যুদ্ধে রোমান্টিক ভাববিলাস নয় বরং রক্তাক্ত ভয়াবহ ট্রাজেডি। মৃত্যুর ভয়ঙ্কর অগ্নিশিখায় শান্তিকামী মানুষ অসহায়ভাবে নিজেদের বিসর্জন দেয়—এই ট্রাজিকও অতি নিষ্ঠুর সত্যই তীব্র ব্যঙ্গ ও বেদনার সঙ্গে রূপবদ্ধ।

আধুনিক কবিগোষ্ঠী

উইলিয়ম বাট্‌লার ইয়েট্‌স (**W. B. Yeats** ১৮৬৫—১৯৩৯) ইয়েট্‌স ইংরাজী সাহিত্যে কেল্টিক পুনরুজ্জীবনের (Celtic Revival) প্রধান উদ্গাতা; ইয়েটস প্রধানতঃ স্বপ্নসঞ্চারী কবি—রোমান্টিক কল্পনা ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সৌন্দর্যচেতনা তাঁর কবিস্বরূপের বৈশিষ্ট্য। আয়ার্ল্যাণ্ডের অরণ্য-পর্বতের গভীর ও অপার্থিব রহস্য ইয়েট্‌সের কবিচিত্তকে প্রভাবিত করেছে ও জগতের সীমাতিক্রান্তী এক রহস্য সুনিবিড় সৌন্দর্যরূপ কবির বিস্ময়-বিমুগ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে উদ্ঘাটিত। আইরিশ গাথাকাহিনী ও লোকসাহিত্যের অনুরাগী পাঠক ইয়েট্‌স এক অতিপ্রাকৃত অপার্থিব সত্তার রোমাঞ্চ স্পর্শ বারংবার অনুভব করেছেন এবং সাহিত্যে সেই ভাব-ভাবনার কাব্যময় প্রতি-ফলন। ইয়েট্‌স প্রতীকী কবি। তাঁর কাব্যভাবনাকে যথার্থ রূপায়িত করবার জন্য প্রতীকের ব্যবহার করেছেন। সাঙ্কেতিকতা প্রকৃতপক্ষে মরমী অনুভূতিজাত। ইয়েট্‌সের সাঙ্কেতিকতা কোন গভীর সত্যকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে না, তাকে রহস্যময়তায় অপরূপ করে তোলে। তার প্রতীকবাদের এই বৈশিষ্ট্যের কারণ তারা সহজ সরল সঙ্কেতরূপকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে। The Lake Isle of Innisfree কবিতায় গৃহবিরহ আর্তি আবেগের তীব্রতায় উচ্ছ্বসিত—

I will arise and go now, and go to Innisfree,
And a small cabin build there, clay and wattles made ;
Nine bean rows will I have there, a hive for the honey bee,
And live alone in the bee-loud glade.
And I shall have some peace there, for peace comes dropping slow,
Dropping from the veils of the morning to where the cricket sings ;
There midnight's all a glimmer, and noon a purple glow,
And evening full of the linnet's wings.
I will arise and go now, for always, night and day,
I hear lake-water lapping with low sounds by the shore :
While I stand on the roadway, or on the pavements grey
I hear it in the deep heart's core.

ভৌগোলিক অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও পলায়নবাদী কবির আনন্দোত্তরণের আবেগময় প্রতীকরূপ এই অপূর্ব দ্বীপটি। The Stolen Child'-এর নির্জন শান্ত

মানবস্পর্শহীন কল্পরাজ্যটিও পূর্ণ আনন্দ, শান্তি ও সৌন্দর্যের আবেগী প্রতীক।

শেষ জীবনে ইয়েট্‌সের কাব্যভাবনা ও কাব্যরীতির পরিবর্তন ঘটে তিনি 'গজদন্ত মিনার' থেকে অবতরণ করে বাস্তব জগতের রুক্ষবক্ষে অবতীর্ণ। জীবনের সঙ্গে তিনি এখন অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। মননসমৃদ্ধি এই যুগের কবিচেতনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য এবং ইয়েট্‌সের পরবর্তী কাব্যসমূহ জীবনের বস্তুময় রূপ মননদিপ্ততায় সার্থক শিল্পায়িত। পূর্বের প্রতীকরূপ এখন মরমী অনুভূতিময় অপেক্ষা বুদ্ধিদীপ্ত। এই কাব্যবৈশিষ্ট্য 'The Fisherman' কবিতায় সার্থক ফুটেছে—

Although I can see him still
The freckled man who goes
To a grey place on a hill
In Grey Connemara clothes ;
At dawn he cast his flies.
It's long since I began
To call up to the eyes
This wise and simple man.

ইয়েট্‌স পূর্বের অনুরূপ মৎস্যজীবীকে কোন দেশীয় আখ্যান কাহিনীর সঙ্গে যুক্ত করে তাকে রহস্যময় চিত্র করে তোলেন নি ; বরং তার বাস্তব সাধারণ রূপকেই উদ্ভাসিত করেছেন। কারণ তিনি এখন জীবনের সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ—knitted into life. তাই বাস্তবতাকে গ্রহণ করে সহজ ভাষণের মধ্য দিয়ে তাকে সাহিত্যে নিভূ‍ষণ সারল্যে ঝলসে তুলেছেন। ইয়েটসের কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে খ্যাত Poems (১৮৯৫), The Shadowy Water (১৯০০), The Wild Swans at Coole (১৯১৯), The Tower (১৯২৮), New Poems (১৯০৮), Last Poems (১৯৩৯)। ইয়েট্‌সের কবিতা তাঁর বিশেষ মনোভঙ্গীর প্রকাশে দার্শনিকতায় অনুপম। ইয়েট্‌স কল্পনায় বিশ্বাসী, মানবচিত্তের মূল্য প্রবণতার (intuition) প্রতিও তাঁর আস্থা ; সমভাবে আধুনিক জড়জীবন ও বিজ্ঞানের প্রতি বীতরাগ। তিনি পবিত্র প্রাচীনযুগে, রহস্যময় আইরিশ লোক-সংস্কৃতি সভ্যতায়, আদিম-স্বভাব মানুষের কাছে শান্তি অন্বেষণ করেছেন। সাধারণ চাষী, গ্রামীণ

মানুষ বা সরল স্বভাব প্রায় নির্বোধ (Fool)-ই জীবন সত্যের বোদ্ধা। স্বতন্ত্র মানবের একক সত্তার মূল্যবোধের স্বীকৃতি এইভাবে তিনি অর্জন করেন। তাঁর সাহিত্য মানবিক মহিমায় দীপ্যমান। প্রথম মহাযুদ্ধের ভয়াবহ আঘাত তদানীন্তন সময়েই আয়ার্ল্যাণ্ডের গোলযোগ ইয়েটসকে বাস্তব জীবনের প্রচণ্ড সমস্যা যন্ত্রণার সম্মুখীন করেছে। Convinced of the immorality of the soul, he saw in man a dual personality made up of 'Self', which is the product of man's social training, and 'Anti-self', which is constantly struggling against self to find freedom in the world of reality he found a bridge in poetry. (Albert).

টি, এস, এলিয়ট (T. S. Eliot ১৮৮৮—১৯৬৫)—বিচিত্র ছন্দ প্রকরণ, অভিনব প্রতীকদ্যোতনা এবং অভিনব ভাববস্তু নিয়ে টি, এস, এলিয়ট কাব্য-ক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়েছেন। ১৯১৭ সালে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ Prufrock and other observations প্রকাশিত হয়। জীবনের অবক্ষয়ের বেদনা, তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ, কল্পনার অভিনবত্ব, ষ্টাইলের স্বাতন্ত্র্য, চিত্রকল্পের নিপুণ সমাবেশ কবিতাগুলিকে করেছে সার্থক সৃষ্টি। **The Waste Land** (১৯২২) এলিয়ট প্রতিভার সার্থক পরিচয়বহ। আধুনিক সভ্যতাকে অবক্ষয়িত ভূমির সঙ্গে উপমিত করে রূপকের মাধ্যমে চিত্রিত করেছেন। সমালোচক বলেছেন, The Waste Land goes beyond a mere diagnosis of the spiritual distempers of the age ; it is a lament over man's fallen nature, a prophecy and a promise. কবিতাটি পাঁচটি পর্বে বিভক্ত, আপাতদৃষ্টিতে সেগুলো বিচ্ছিন্ন বলে প্রতিভাত হলেও একটি অন্তর্নিহিত ভাবসত্য তাদের মধ্যে ঐক্যবন্ধন এনেছে। প্রথম পর্ব The Burial of the Deadএ কবি দান্তের ইনফার্ণোর প্রতিরূপ লণ্ডন শহরে দেখেছেন, ঊষর দেশে বসন্তের আগমনের চিত্র। বন্ধ্যা অনুর্বর নগরীর চিত্র কবি অঙ্কন করেছেন :—

A heap of broken images, where the sun beats,
And the dead tree gives no shelter, the cricket no relief,
And the dry stone no sound of water.

দ্বিতীয় পর্ব A Game of Chessএ কবি আধুনিক নগর জীবনের তুচ্ছতা দেখাতে গিয়ে প্রধানতঃ দুই ধরণের আধুনিক নারীচরিত্র অঙ্কন করেছেন। তৃতীয় পর্ব The Fire Sermonএ এই জীবন বিকৃতির চিত্রটি আরও তীব্র। এখানেও নারীত্বের পার্থক্যচিত্রণে আধুনিকতার বিকৃতি শূন্যতার প্রকাশ :—

She turns and looks a moment in the glass,
Hardly aware of her departed lover ;
Her brain allows one half-formed thought to pass :
'Well now that's done : and I'm glad it's over.'
When lovely woman stoops to folly and
Paces about her room again, alone,
She smoothes her hair with automatic hand,
And puts a record on the gramophone.

চিরন্তনী জীবন আধুনিকতায় যে শূন্যগর্ভ রিক্ত অতি তুচ্ছতাতে কবি বেদনার্ত। সন্ত অগষ্টাইন ও বুদ্ধের শিক্ষায় তিনি শান্তিকে প্রত্যক্ষ করেছেন। অতি সংক্ষিপ্ত চতুর্থ পর্ব Death by Water-এ আধুনিক শিক্ষিত মানুষের জীবন তৃষ্ণায় উৎকণ্ঠ আতুর—সে ক্রমশই মৃত্যুর সম্মুখীন। পঞ্চম পর্ব What the Thunder said-এ য়ুরোপের আত্মিক অবক্ষয়ের একই চিত্র। মরুভূমির ভিতর মানুষের অগ্রগমন প্রেতচ্ছায়ায় ভয়াবহ, ক্রন্দন বিলাপে আকুল।—

Here is no water but only rock
Rock and no water and the sandy road
The road winding above among the mountains
Which are mountains of rock without water
If there were water we should stop and drink
Amongst the rock one cannot stop or think
Sweat is dry and feet are in the sand
If there were only water amongst the rock
Dead mountain mouth of carious teeth that cannot spit
Here one can neither stand nor lie nor sit.

আমরা ঈশ্বরের বাণীকে বিস্মৃত হই। বজ্রের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের বাণী জেগে ওঠে—'দত্ত দয়ধ্বম দম্যত', তবেই শান্তি আসবে।

এলিয়ট এই ক্ষয়িষ্ণু, মরুময়, বিকৃত পৃথিবীর রূপটি কয়েকটি ছিন্ন

চিত্রকল্পের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন। জলহীন, বৃষ্টিহীন, উত্তপ্ত নিষ্ফল পাহাড়ের বুকে পথিক তার অসহ্য তৃষ্ণা নিয়ে এগিয়ে চলেছে। সমস্ত অনুভূতি চেতনা স্তব্ধ হয়ে গিয়ে তৃষ্ণার আর্তিটুকু সমস্ত সত্তাকে গ্রাস করে আছে। জীবনের ঊষরতা, প্রচণ্ড অবক্ষয়, নিপীড়িত ব্যর্থ বিকৃত সভ্যতার রূপ এখানে প্রস্ফুটিত। এলিয়ট প্রাচীন সাহিত্য জীবনের ঋকৃথ গ্রহণ করে তাকে মনন সমৃদ্ধ, বুদ্ধিপ্রকর্ষে উজ্জ্বল করেছেন। হোলি গ্রেলের বন্ধ্যা জীবনভূমি, ভবিষ্যতকথক ট্যারেট তাসের প্রতীক কাব্যে গৃহীত; 'রাইচুয়াল টু রোমান্স' ও 'দি গোল্ডেন বাউ'-এর আন্তর উপাদান অবলম্বনেই কবির জীবনসত্য এষণা—এক মৃত্যুহিম নির্জ্যোতি জীবন, চৈতন্যহীন পক্ষাঘাতগ্রস্থ শিলীভূত অবক্ষয়ী মানব, আবেগ ঊষর অনুদ্দেশ লক্ষ্য ও ভীতচ্ছায় এক ভয়াবহ জগতের চিত্র অঙ্কিত। শুধু সীমিত জগত জীবনের নয়, সমগ্র মানবতার দুরবগাহ শূন্যতা, আত্মিক ক্রন্দন ও মরুরিক্ত ধূসর চেতনার কথাই এলিয়ট ব্যক্ত করেছেন। এই কাব্যের পরিসমাপ্তি ঘটেছে ধর্মমন্ত্র গুঞ্জরণে, শান্তিবাচনের মধ্যে—

London bridge is falling down falling down falling down
Poi s'ascose nel foco che gli affina
Quando fiam uti chelidon—O swallow swallow
Le Prince d' Aquitaine a la tour abolie
These fragments I have shored against my ruins
Why then Ile fit you. Hieronymo's mad againe.
Datta. Dayadhvam. Damyata.
Shantih Santih Shantih.

আত্মার ঊষরত্বই মানব জীবনকে রিক্ত বিবর্ণ করে। আত্মার জ্যোতিতেই সমগ্র জীবন আলোকদীপ্ত অপরূপ সুন্দর। অধ্যাত্ম চেতনাই মানুষকে মুক্ত ঊর্ধ্বায়িত করে। কবির পরবর্তী কাব্যসমূহে এই বোধায়ণ। The Hollow Men (১৯২৫)-এ আধুনিক কালের ফাঁপা শূন্যগর্ভ মানুষের কথা; এরা কৃত্রিম ব্যর্থ কারণ এরা চিরন্তন সত্যের আত্মার স্পর্শ পায় নি। Ash Wednesday (১৯৩০) কাব্যে কবি ধর্মের আশ্রয়ে জীবনকে পূর্ণরূপে উপলব্ধি করেছেন। Four Quartets (১৯৪৩) কাব্যে কবি অনন্ত সত্যকে উপলব্ধিতে ব্যাকুল। ধর্মই মানবকে সকল দীনতা অবিশ্বাস

ও আত্মিক অবক্ষয়ের উর্ধ্বে পরম সত্যালোকে স্থাপন করতে পারে। গভীর ধর্মভাবনায় এলিয়টের শেষ কবিতাসমূহ দীপ্যমান।

ষ্টীফেন স্পেণ্ডার (**Stephen Spender** ১৯০৯—)—ষ্টীফেন স্পেণ্ডারের প্রতিভা মূলতঃ গীতিকবির। যদিও তাঁর বাসকারী জগত ভাঙ্গন, চৈত্তিক অবক্ষয় ও অর্থনৈতিক জটিলতায় বিষণ্ণক্ষুব্ধ। স্পেণ্ডার মানুষের কবি। সাধারণ মানুষের সঙ্গে কবির চিত্তসাধর্ম্য এবং তাঁর সহানুভূতিশীল মন খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের জন্য দরদী। তাই কবির আন্তরমিল বামপন্থীদের সঙ্গে। স্পেণ্ডার মননশীল এবং বুর্জোয়া সমাজের ব্যভিচারী বিকৃতির বিরুদ্ধে কবির কণ্ঠ সোচ্চার। সমাজবাদকে তিনি অকুণ্ঠ স্বীকৃতি জানিয়ে বলেছেন,

'No man
Shall hunger. Men shall spend equally,
Our goal which we compel. Man shall be man'.

স্পেণ্ডারের কবিতা সংকলনসমূহ Poems (১৯৩৩), Vienna (১৯৩৪), Ruins and Visions (১৯৪২), The Edge of Being (১৯৪৯) প্রভৃতি। তাঁর কবিচিত্তের স্বরূপ ও সমসাময়িককালের কথা ধরা পড়েছে আত্মজীবনী-মূলক গদ্য রচনা World within World (১৯৫১)-এ। স্পেণ্ডারের শব্দ-বিন্যাসরীতি পরিমার্জিত ও বুদ্ধিদীপ্ত, ঋজু, প্রত্যক্ষ ভাষণের মধ্য দিয়ে তা সোজা অন্তরকে স্পর্শ করে। তাঁর কাব্যে এলিয়টিয় অস্মিতার নির্মোকচ্যুত এক রসসুনিবিড় স্থিতধী বাণীমূর্তি গড়ে উঠেছে। স্পেণ্ডার কাব্যে ঐতিহ্যরক্ষায় প্রয়াসী। ওয়ার্ডসওয়ার্থীয় অদ্বৈতবাদ যেন প্রচ্ছন্ন মৃদু আত্ম-প্রকাশিত স্পেণ্ডারের কাব্যে। শেলীর মত তাঁর বিশ্বাস, কবি মানবতার পূজারী ও কাব্য জীবনেরই বাণীরূপ। মানস প্রকৃতিতে স্পেণ্ডার রোমান্টিক। আধুনিক জটিল জীবনজিজ্ঞাসার মধ্যেও তাই কোথাও দেখি রোমান্টিক স্বপ্নচারণা; অতীত মানব জীবনকে আধুনিক জীবনের সঙ্গে একাত্ম করা। স্পেণ্ডার বর্ণনানিপুণও বটেন। চিত্রকল্প রূপবিন্যাসের মাধ্যমে বস্তুর রূপকে আভাসিত করেন। তাঁর এই বস্তু রূপচিত্রাঙ্কনও সুন্দর স্বাভাবিক—

"More beautiful and soft than any moth
With burring furred antennae feeling its huge path

Through dusk, the air liner with shut-off engines
Glides over suburbs and the sleeves set trailing tall
To point the wind. Gently, broadly, she falls
Scarcely disturbing charted currents of air."

অডেন (W. H. Auden ১৯০৭—)—অডেন জনমানসের কবি, জনচিত্তের কবি, মানুষের সঙ্গে তার হার্দ্দিক সংযোগ। অডেন মননদিগ্ধ কবি —তাঁর জ্ঞান সঞ্চয় বিস্তৃত ও বৈশ্বিক। গভীর পাণ্ডিত্য ও তথ্যচেতনার সঙ্গে ঘটেছে কবিকল্পনার সাযুজ্যকরণ। অডেন নিপুণ শিল্পী, কাব্যপ্রযুক্তির বৈচিত্র্য-প্রয়াসী। তাঁর শ্রুতি ছন্দোনিপুণ, মঞ্জুল শব্দসঙ্গীতও তাঁর শ্রবণে আবেদনময়। অডেনের চিত্রকল্প ভাবদ্যোতক, শব্দাবলী সহজ প্রচলিত কিন্তু সুসৃষ্ট ব্যঞ্জনাময়। অডেনের প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'The Orators' (১৯৩২); 'Look Stranger' (১৯৩৬); 'For the Time Being'; 'The Age of Anxiety' (১৯৪৭)। এলিয়টের কাছে ওয়েষ্টল্যাণ্ড আত্মিক বিকৃতি অবক্ষয়ের প্রতীক। কিন্তু অডেন প্রমুখ কবির নিকট ওয়েষ্টল্যাণ্ড প্রকৃতই শুষ্ক বিবর্ণ মরুরিক্ত সমাজ। অর্থনৈতিক দুরবস্থা, কর্মহীন যুবক সমাজ, অভিজাত ও অনভিজাত সমাজের দুস্তর ব্যবধান, ইংরাজ সমাজ জীবনের বেদনার্ত অবস্থা—প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর ইংলণ্ডের এই অবস্থা এই কবিগোষ্ঠীর সন্নিকটে ভৌগোলিক সীমাচ্ছন্ন রূঢ় বাস্তব ওয়েষ্টল্যাণ্ড—তা প্রতীকী নয়। অডেন এই জীবনের যথার্থরূপ উপলব্ধি করেছেন—

Go home, now stranger, proud of your young stock.
Strange, turn back again frustrate and vexed :
This land cut off will not communicate,
But no accessory content to one
Aimless for faces rather there than here
Beams from your car may cross a bedroom wall
They cake no sleeper.

সিসিল ডে লুইস (Cecil Day Lewis ১৯০৪—)—সিসিল ডে লুইসের প্রথম দিকের কবিতায় অডেনের সুস্পষ্ট ছাপ। কাব্যক্ষেত্রে ডে লুইস যেন অনেকটা নরমপন্থী—আধুনিকী উগ্রতা তাঁর কাব্যে অনুপস্থিত। তিনি অনুধ্যানপরায়ণ; কখনও স্মৃতিচারণার মাধ্যমে ডে লুইসের অনুভূতি বিচিত্র বিকশিত হয়েছে। তাঁর খণ্ড কবিতাগুলি স্মৃতিতন্ময়, ও ভবিষ্যৎ

জীবনানুভূতির প্রকাশ। ডে লুইসের প্রতিভা বিভিন্নমুখী, তবে তা যতটা ব্যাপক ততটা গভীর নয়। তাঁর কবিতার চিত্রকল্প সহজ আন্তরিক, ও সুর বেদনার—জর্জিয়ান কবিদের সঙ্গেই তাঁর সমমর্মিতা। নিম্নোদ্ধৃত কাব্যপংক্তি-সমূহে ডে লুইসের সেই সহজ শক্তির দীপ্তি—

'A world seems to end at the top of this hill.
Across it, clouds and thistle clocks fly,
And ragged hedges are running down from the sky,
As though the wild had begun to spill
Over a rampart soon to be drowned
With all its guards of domesticated ground.'

Louis Macneice (১৯০৭) অডেন গোষ্ঠীর অন্তর্গত যদিও নিশ্চিত-ভাবে কোন রাজনৈতিক আদর্শে বিশ্বাসী নন। সমসাময়িক জীবনকে তিনি তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণে বিচার করেছেন। ম্যাকনীসের কবিতা আদর্শমূলক বা লিরিকাল। এবং গীতল কবিতায় তার শ্রেষ্ঠত্ব বিধৃত। ম্যাকনীস শিল্প-প্রমাতা হিসাবে শ্রেষ্ঠ। ক্লাসিক সাহিত্যে পণ্ডিত কবি আঙ্গিকে সংযম সম্পূর্ণতা আনয়ন করেছেন। Poems (১৯৩৫), Autumn Journal (১৯০৯), Springboard (১৯৪৪), Holes in the Sky (১৯৪৮), Collected Poems (১৯৪৯) প্রভৃতি তাঁর সংকলিত কাব্যগ্রন্থ।

Edith, Osbert এবং Sacheverrel প্রথম ইমেজিষ্ট গোষ্ঠীর অন্তর্গত ছিলেন পরে স্বতন্ত্র ধারায় কাব্য রচনা করেন। ভ্রাতৃদ্বয় অপেক্ষা ভগ্নী **Edith Sitwell** (১৮৮৭-১৯৬৪) কবি হিসাবে শ্রেষ্ঠ। Facade (১৯২২), Bucolie Comedies (১৯২৩), Gold Cost Customs (১৯২৯) তাঁর বহু খ্যাত গ্রন্থ। এডিথ যুদ্ধমধ্যবর্তী সময়ের বেদনা অবসাদ আত্মিক অবক্ষয় সম্বন্ধে সচেতন, কিন্তু তিনি শান্তি অন্বেষণ করেছেন রাজনীতিতে নয়, শৈশবজগতে ও শিল্পে। প্রাচীন ঐতিহ্যে ও আভিজাত্যে তিনি বিশ্বাসী। শিল্প প্রযুক্তির ক্ষেত্রে তাঁর অসামান্য কৃতিত্ব। প্রতীকী শব্দ চয়নে বাক্‌বৈদগ্ধ্যে চিত্রকল্পের দ্যোতনায় ও অভিনব ছন্দ বৈচিত্র্যে তিনি অকম্প্র কাব্যমূর্তি নির্মাণ করেছেন। আর্নল্ড বেনেট তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন,

'the most accomplished technician in verse.' প্রসঙ্গ প্রযুক্তিতে অসামান্য এডিথের প্রথম পর্যায়ের কবিতাটি স্মরণীয়—

Old
Sir
Faulk,
Tallassa stork,
Before the honeyed fruits of dawn were ripe,
would walk.
And stall with a gun
The reynard-coloured sun
Among the pheasant-feathered corn the
unicorn has torn
Forlorn the
Smock-faced sheep
Sit
And
Sleep
Periwigged as William and Mary, weep.

সাম্প্রতিক কবিগোষ্ঠীর ভিতর George Barker ও Dylan Thomas বিশেষ স্মরণীয়। **George Barker** (১৯১৩—) মননে অনেকটা রোমান্টিক। কবির ব্যক্তিহৃদয়ের আবেগের ক্রমবিবর্তনে তিনি বিশ্বাসী। যুগসমস্যা সম্বন্ধে তিনি সচেতন, তবে অডেন-গোষ্ঠীর সম্মিলিত (collective) ইষ্টির পরিবর্তে ব্যক্তিক ভাবনায় তাকে বিচারে প্রয়াসী।

সাম্প্রতিক কবিগোষ্ঠীর অন্যতম **Dylan Thomas** (১৯১৪—৫৩) চল্লিশোত্তর রোমান্টিক কবিতার উদ্গাতা এবং কাব্যে অতিমননের বিরুদ্ধে তাঁর বিদ্রোহ। তাঁব কবিতার বিষয়বস্তু ধর্মচেতনা, যৌনবোধ এবং বর্তমান জীবনের জটিলতায় ক্লান্তিতে আত্মিক অবক্ষয়ে বিকারগ্রস্ত অবদমিত মনের প্রকাশ। তিনি জীবনকে দেখেছেন চলিষ্ণু রূপে, দেখেছেন বায়োলজির বিচিত্র রূপান্তর ক্ষমতা যাতে বিভেদ বৈচিত্র্যে একত্ব, বংশানুক্রমিকের (generations) অচ্ছেদতা, মানব ও প্রকৃতির মিলন। লেখক কবিতার উপাসনায় এই অখণ্ডত্বকে উপলব্ধির প্রয়াসী। মানব অভিন্নতার সূত্রে সংবদ্ধ ; ক্রমবৃদ্ধির সূচনা মৃত্যুর অভিমুখে প্রথম পদক্ষেপ ; প্রেমের সূচনা জননের প্রারম্ভও বটে যা পুনরায় নববৃদ্ধিতে তৎপর। কালচক্র থেকে মুক্তির উপায় মানব ও

প্রকৃতির ঐক্যকে বরণ করা, বংশপর্যায়ের পারম্পারিকতাকে স্বীকৃতি দেওয়া অধ্যাত্মবোধের সঙ্গে মানবের জীবনের সঙ্গে মৃত্যুর একতাকে স্বাগত জানান। এই একত্বের উপলব্ধির অভাব আমাদের ধ্বংস—

I see the boys of summer in their ruin
Lay the gold tithings barren,
Setting no store by harvest, freeze the soils ;
There in their heat the winter floods
Of frozen loves they fetch their girls,
And down the cargoed apples in their tides,
Those boys of light are curdlers in their folly,
Sour the boiling honey.

কবি উপলব্ধি করেছেন যে শক্তি ফুল ফোটায় বৃক্ষলতাকে প্রাণময় করে এবং মৃত্যুতে সমাপ্ত করে, তাকেও ধ্বংস করবে। যদিও এই মৃত্যু প্রাণের সমাপন নয় অমরতার নিশ্চিত প্রত্যয় বৈশ্বিক অনন্ততায় চিরায়ত জীবন—

And death shall have no dominion
Dead men naked they shall be one
With the man in the wind and the west moon ;
When their bones are picked clean and the
clean bones gone,
They shall have stars at elbow and foot ;
Though they go mad they shall be sane.
Though they sink through the sea they
shall rise again,
Though lovers be lost love shall not.
And death shall hove no dominion.

আধুনিক কবিতার তথাকথিত দুর্বোধ্যতা ডিলান টমাসের কবিকৃতিতে অধিকতর দৃশ্যমান। এবং এর অন্যতম কারণ ডিলান টমাস বিশ শতকের অতিস্বল্প মরমী কবিদের অন্যতম। একটি গূঢ় তাত্ত্বিক সূক্ষ্ম অনুভূতি সমৃদ্ধ অতীন্দ্রিয় চেতনায় তাঁর একাধিক কবিতা সম্পৃক্ত। বিশ শতকের জ্বালাময় ধ্বংসস্তূপে দণ্ডায়মান কবিদের সোচ্চার সরব আত্মপ্রকাশের প্রয়াসে অংশ-গ্রহণ না করে ডিলান টমাস আলো-আঁধারের পরপারে এ জ্যোতির্ময়-লোক সন্ধানী। ডিলান টমাসের অতীন্দ্রিয়বাদ পূর্ব-সূরীদের অতীন্দ্রিয়বাদ হতে কিছু স্বতন্ত্র। রুক্ষ কঠোর নগ্ন অসুন্দর বাস্তবকে অস্বীকার করে নয়,

তীক্ষ্ণ তীব্র লোনা আস্বাদকে অগ্রাহ্য করে নয় এরই পরিপূর্ণ উপলব্ধিতে বিধৃত এই কবি অন্যতর লোকে সত্যোপলব্ধিপ্রয়াসী। নিম্নোদ্ধৃত কবিতাংশ

Light breaks forth where no sun shines
Where no sea runs, the waters of the heart
Push in their tides ;
And, broken ghosts will glow worms in their heads,
The things of light
File through the flesh where no flesh decks the bones.

ডিলান টমাসের কবিতা গ্রন্থের ভিতর স্মরণীয় Eighteen Poems (১৯৩৪), Twenty-five Poems (১৯৩৬), Deaths and Entrances (১৯৪৬) প্রভৃতি।

বিস্ময়ের কথা উত্তরপঞ্চাশের কবিতা রোমান্টিকতায় সংবৃত। প্রকৃতি অনুধ্যান নিসর্গচিত্রণ প্রসন্নপ্রশান্তি সাম্প্রতিক কবিতায় নতুন স্বাদের সঞ্চার করেছে। Laurie Lee, Norman Nicholson, Lawrence Durrell, John Clare প্রমুখের কাব্যে এই বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। ওয়ার্ডস-ওয়ার্থের প্রভাব এঁদের ওপর বেশী। ব্লেকের দার্শনিক ভাবনারও স্পর্শ আছে। কল্পনার সহজ ব্যাপ্তিতে ব্যক্তিচিত্তের অনাবৃত আন্তরিকতায় প্রশান্ত অনুধ্যানে ও রোমান্সের সহজ মায়ায় আধুনিক কবিতা স্বতন্ত্রচিহ্নিত।

নাটক

সেক্সপীয়রের নাটকে কল্পনার বিস্তৃতি, অসাধারণ কাব্যসম্পদ, মানব-হৃদয়ের দুরবগাহ গভীরতার বিস্ময় বিচিত্র প্রকাশ। হৃদয়ের বিক্ষুব্ধ দ্বন্দ্ব-চেতনা, মর্মভেদী যন্ত্রণা এবং মানসোল্লাসের প্রচণ্ডতা নাট্যাঙ্গিকে বাণী রূপায়িতে সুশিল্পিত। এলিজাবেথীয় যুগের নাট্যসাহিত্য ভাবধর্মী—হৃদয়ের কাছে তার আবেদন। অবশ্য বেন জনসনের নাটকগুলি মননসমৃদ্ধ। আধুনিক কালে নাটকের আবেদন বুদ্ধিগত। বিংশ শতাব্দীর নাটক সমস্যাপ্রধান—সামাজিক অসংগতি, দুর্নীতি, অর্থনৈতিক অব্যবস্থার বিরুদ্ধে নাট্যকারদের অবিশ্রান্ত সংগ্রাম। আজকের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার বার্নার্ড শ' ক্ষুরধার বুদ্ধি, তীক্ষ্ণ যুক্তির সহায়তায় সমাজ জীবনের ভ্রান্তি আদর্শের মোহ আবরণচ্যুত

করে তার প্রকৃত স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছেন। আধুনিক নাটকের এই বিবর্তনে প্রারম্ভিক শক্তি ও প্রেরণা দিয়েছিলেন ইবসেন। গোল্ডস্মিথ ও শেরিডনের পর নাট্য সরস্বতী ইংরাজী সাহিত্য জগতে নেপথ্যচারিণী হয়েই রইলেন। উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে শেলীর 'দি চেঞ্চি' ব্যতিরেকে উল্লেখ্য নাটক নেই। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে নাটকের পুনরুজ্জীবন ঘটল। বাস্তবতার প্রতি তীব্র আকর্ষণ দেখা দিল এবং ইবসেন এই বাস্তবধর্মিতার প্রধান উদ্গাতা। তবে ইবসেনের পথ নির্মাণ আগেই হচ্ছিল। **রবার্টসন** (T. W. Robertson ১৮২৯—১৮৭১) এর Society (১৮৬৫) ও Caste (১৮৬৭) ইংলণ্ডে আধুনিক বাস্তবপন্থী নাটকের অগ্রদূত। ক্রমশঃ ইবসেনের প্রচণ্ড প্রভাব ইংলণ্ডের নাটকে প্রবলভাবে অনুভূত হতে থাকে। গ্রেইন, আর্চার প্রমুখ নাট্যতত্ত্ববিদরা রঙ্গালয় প্রভৃতির মাধ্যমে ইবসেনের নাটক প্রচারের ভার নিলেন। ইবসেনের Doll's House ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে অভিনীত হয়। গ্রেইন Ghosts-এর অভিনয় করান ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে ইনডিপেণ্ডেন্ট থিয়েটারে। এই বৎসরেই বার্ণাড´শ' তাঁর বিখ্যাত সমালোচনা 'The Quintessence of Ibsenism'-এর মধ্য দিয়ে ইবসেনীয় ভাবধারার একতাও সমর্থন করেন। **ইবসেনই** (Henric Ibsen ১৮২৮-১৯০৬) ইংরাজী নাট্যজগতে কয়েকটি বিদ্রোহাত্মক পরিবর্তন আনয়ন করলেন—গার্হস্থ্যজীবন ও বাস্তব জীবনের সমস্যাকে নাটকের বিষয়বস্তুরূপে নির্ধারণ; সমাজের বিকৃত রূপের আবরণ উন্মোচন; প্রচলিত নাট্যকলার নেপথ্য ভাষণ, স্বগত ভাষণ প্রভৃতি বিরক্তিকর প্রথার বিলোপ সাধন প্রভৃতি। ইবসেন নাট্যাঙ্গিক আর একটা বড় পরিবর্তন আনয়ন করলেন ঘটনার পরিবর্তে আলোচনাকেই (discussion) নাট্য সংঘাতের কেন্দ্র করে। তিনি বলেন যে নাটকের গতিবেগ ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের উপর নয়, বরং নাট্যবস্তুর কেন্দ্রস্থিত বিষয়ের চিন্তামূলক আলোচনার উপর নির্ভর করে এবং এতে চরিত্রের বিবর্তন, সংগঠন ও পরিণতি স্পষ্ট হয়। বার্ণাড´শ' ইবসেনের এই মতকে সমর্থন করলেন—আনন্দ বিধানের জন্য নয়, শিক্ষাদান ও মানসিক উৎকর্ষ সাধনের জন্যই ইবসেন নাটক লিখেছেন সস্তা মিষ্টান্ন বিতরণসুলভ স্বভাব পরিত্যাগ করে। ইবসেনের নাটককে 'সমস্যা-মূলক নাটক' বলা হয় কারণ এতে রোমান্টিক বিষয় না থেকে বাস্তব জীবনের

জটিল সমস্যাগুলিই সন্নিবেশিত। গার্হস্থ্য, সামাজিক অথবা অর্থনৈতিক বিষয়ালোচিত আধুনিক ইংরাজী নাটকের বিষয়বস্তু, আঙ্গিক, এমন কি সংলাপ ও বাগ্‌বিন্যাস ইবসেন অনুযায়ী ; বার্ণাড´শ' ও গল্‌সওয়ার্দির অধিকাংশ নাটকই ইবসেন জাতীয় সমস্যামূলক নাটক। যুদ্ধোত্তর কালে বার্ণাড´শ', সমারসেট মম ও নোয়েল কাওয়ার্ডের নাটক বিশেষ বৈশিষ্ট্য নিয়ে প্রকাশিত। **কাওয়ার্ড** (Noel Coward ১৮৯৯—)-এর নাটক বার্ণাড´শ' প্রভৃতির অনুরূপ বুদ্ধিদীপ্ত সমস্যাসংকুল জটিল জীবন-জিজ্ঞাসার পথ পরিত্যাগ করে নিজেকে তরল করে দিল। তাঁর 'হে ফিভার' প্রভৃতি নাটকে এর পরিচয়। তাঁর নাটকের জনপ্রিয়তার কারণ সংলাপের তীক্ষ্ণতা, কৌতুকরসের প্রবাহ এবং নব জর্জিয়ানসুলভ কিছু পরিমাণে ইন্দ্রিয়বিলাস অতিরেক।

অসকার ওয়াইল্ড (O. Wilde ১৮৫৬—১৯০০)—উনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশ রঙ্গমঞ্চ অসকার ওয়াইল্ডের সাফল্যের গৌরবময় নিদর্শন। কলাকৈবল্যবাদের মহান সমর্থক অসকারের জীবন বিধাতার এক কঠোর পরিহাস। সৌন্দর্যবাদী অসকারের জীবনের প্রথম পর্ব সৌন্দর্যময় এক বিস্ময়রূপে প্রতিভাত, সেই অসকারের শেষ জীবন অপমান লাঞ্ছনা আর কারাবরণের কলঙ্কিত অধ্যায়। ইংরাজী নাট্যসাহিত্যে অসকারের নাটকগুলি স্বতন্ত্র অনন্য। তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল সংলাপ, বলিষ্ঠ সৌন্দর্যস্পৃহা, বাদ-প্রতিবাদের শাণিত যুক্তিময়তা তাঁর নাটকে পাই। তাঁর নাটকের ক্ষেত্র সমাজের উচ্চ অভিজাত সমাজ. এটা নাট্যকারের স্বভাব উন্নাসিকতাকে হয়ত প্রকাশ করে, কিন্তু ঐ সমাজের মর্মসত্যকে উদ্ঘাটন করতে সহায়তা করে। তাঁর কুশীলবগণ কৃত্রিম, প্রাণহীন আর অসাধারণ মননদিগ্ধ বাগ্‌নিপুণ ; তবে এদের প্রাণের গভীরতম উপলব্ধিটুকু কচিৎ বিদ্যুৎ ঝলকের মত তীব্র হয়ে আবার লুপ্ত হয়ে যায়। এপিগ্রাম, প্যারাডক্স আর উইটের সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন অসকার ওয়াইল্ডের নাটক। তিনিই বোধ করি শ্রেষ্ঠ বাক্‌নিপুণশিল্পী। তাঁর সৃষ্ট জগৎ সহজ প্রাণস্পন্দিত কোমল আবেগরসসিক্ত নয়, রূপ দীপ্তি ঐশ্বর্য সৌন্দর্যের অপরূপ রাজপ্রাসাদ। অসকারের **Lady Windermer's Fan** (১৮৯২) ; **A Woman of No Importance** (১৮৯৩) ; **An Ideal Husband** (১৮৯৫) ; **The Importance of Being Earnest** (১৮৯৫)

কাহিনীবিন্যাসে, কঠিন রূপ সৃষ্টিতে, তীক্ষ্ণ মধুরতম সংলাপ রচনায় ও প্যারাডক্সের তীব্র আঘাতে অসাধারণ সৌন্দর্যশিল্পরচনা। ফরাসীতে রচিত ও ইংরাজীতে অনূদিত **Salome** এক আশ্চর্য সৃষ্টি—যিশুখ্রীষ্টের দীক্ষাগুরু জন দি-ব্যাপ্টিষ্টের জীবন ও মৃত্যুর ট্র্যাজিক কাহিনী। এই নাটকে ধর্ম। প্রেম প্রতিহিংসার তীব্র বিধ্বংসী পরিচয়। রঙ্গমঞ্চে সালোমে হেরোডের আদেশে নৃত্যরতা। রঙ্গমঞ্চ রক্তাক্ত, সালোমের পদদ্বয় নগ্ন। সাধু যোকানন একদা সালোমেকে প্রত্যাখ্যান করেছে, আজ সালোমে যোকাননের শির উপহার প্রার্থনা করল। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হেরোডের কথায় ঘাতক ছিন্ন শির সালোমেকে দিল, সে গ্রহণ করল, সম্রাট মুখ ঢাকল, হেরোডিয়া (হেরোডের স্ত্রী ; সালোমের জননী) হাসল কুটিল হাসি। সালোমের হৃদয় তীব্র বেদনায় বিদীর্ণ—তার প্রতিহিংসা, তীব্র অনুরাগ, সর্বগ্রাসী প্রেমের স্বরূপ প্রকাশ হয়েছে তার স্বগত উক্তিতে। সভাভঙ্গ হল, রাজসভা অন্ধকার, চাঁদ মেঘে ঢাকা। সোপান দিয়ে যাবার সময়ে অন্ধকারে সালোমের কণ্ঠস্বর শ্রুত হল—"Ah ! I have kissed the mouth, Jkanaan, I have kissed thy mouth. There was a bitter taste on the lips. Was it taste of blood ?···But perchance it is the taste of love...They say that love hath a bitter taste...But what of that ? What of that ? I have kissed thy mouth." হেরোড আদেশ করল 'এই নারীকে হত্যা কর।' সালোমে হত হল—জুডিসার রাজকন্যা হেরোডিয়ার কন্যার জীবন দীপ হল নির্বাপিত।

গল্‌সওয়ার্দির নাটকে সমাজ সমস্যার সহজ কিন্তু মর্মান্তিক পরিচয়। অতিনাটকীয় ঘটনাবিন্যাস, অতিরঞ্জিত ট্রাজিক পরিণতির পরিবর্তে সহজ কথোপকথন. অনায়াস ঘটনা সঞ্চারণ পরিণতিকে একমুখিন, বেদনার্ত করে তোলে। নাট্যকারের মানবিক সংবেদনা ও অনুচ্ছ্বসিত আবেগ সমাজশোষিত অসহায় মানুষের চিত্রকে করেছে তীক্ষ্ণ ও করুণ। গল্‌সওয়ার্দির নাটক অসাধারণ নায়কের ট্রাজেডি নয়, তাঁর ট্রাজেডির নায়কেরা সাধারণ, অতি সামান্য। তাঁর নাটক প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিবিশেষের মহাপতনের চিত্র নয়, বর্তমান সমাজের নিষ্ঠুরতা, অত্যাচার ও শোষণের ট্রাজিক করুণ কাহিনী। তাঁর নাটকের নিয়তি অলক্ষ্যবাসিনী কোন 'নেমেসিস' নয়—সমাজজীবনের ভয়ঙ্করতা

ভয়াবহতার মধ্যে তার সহজ স্থিতি ; তাই সমাজ মধ্যস্থিত সাধারণ মানুষ তার অসহায় বলি। আধুনিক সভ্যতার রথচক্রপিষ্ট মানবের করুণ আর্তনাদ। তাঁর সমগ্র নাটকের মধ্যে তীব্র বেদনায় ঝঙ্কৃত। The Silver Box (১৯০৬)-এ বিচারব্যবস্থা তথা সমাজব্যবস্থার প্রহসনের চিত্র। একই অপরাধে অভিযুক্ত এম, পি-র পুত্র মুক্তি পায়, কিন্তু জনৈক নিরুপায় কর্মহীন স্যোসালিষ্ট 'এক মাসের কঠোর পরিশ্রম' সহ কারারুদ্ধ হয় ; সে বলে "I've done no more harm than wot he 'as. I'm a poor man. I've got no money an' no friends—he's a toff—he can do wot I can't". গলস্‌ওয়ার্দির অপর নাটক Strife (১৯০৯) শিল্প-সংক্রান্ত দ্বন্দ্ব যার অবসান ঘটে দলনেতার স্ত্রীর মৃত্যুতে।

গলস্‌ওয়ার্দির শ্রেষ্ঠ নাটক **Justice** মানবিক ভাবনায় দীপ্যমান। William Falder এক এটর্ণি অফিসের কেরাণী। সে Ruth Honeywill নামক এক মহিলার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন, কারণ রমণীটি তার মাতাল বর্বর স্বামীর অত্যাচারে পীড়িত। ফল্ডার রুথকে রক্ষা করতে চায় বিদেশে পলায়ন করে। তাই সে মনিবের চেক জাল করে চুরি করে। সে ধরা পড়ে, বিচারের পর তার কারাবাস হয়। মুক্তির পর ফল্ডার জীর্ণ অসুস্থ, সর্বত্র বিতাড়িত। কিন্তু রুথের ভালবাসায় তার হৃদয় পূর্ণ। তার বেদনা কাতরতায় পুরাতন ফার্ম তাকে চাকুরী দিতে ইচ্ছুক। সেই সময় পুলিশ তাকে আবার ধরে ; সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় সে লাফিয়ে পড়ে মারা যায়। সামাজিক পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতিকে অস্বীকার করে কঠোর বিচারনীতির প্রয়োগে মানবজীবনে যে ট্রাজেডি নেমে আসে এখানে তারই বর্ণনা। 'The rolling of the chariot wheels of Justice over this boy began when it was decided to prosecute him.' তদানীন্তন কারাব্যবস্থার রূঢ় সমালোচনা এই নাটক। গলস্‌ওয়ার্দি চিত্রিত কারাগার নির্জন সেলের ভয়াবহতা তদানীন্তন সমাজকে চমকিত করেছে ; এবং এই গ্রন্থের জন্যই কারাজীবনের কঠোরতা শিথিল হয়েছিল। **Strife** (১৯০৯) নাটকে পুঁজিবাদ ও শ্রমবাদের দ্বন্দ্ব। ফ্যাক্টরীর ডিরেক্টর জন এণ্টনি তাঁর কারখানায় ধর্মঘটের বিরুদ্ধে দৃঢ় কঠোর অনমনীয় ; তিনি কেবল বর্তমান ধর্মঘটের অবসান চান না, ভবিষ্যৎ গণতন্ত্রী সরকারের হাত থেকে দেশকে রক্ষায় ইচ্ছুক। শ্রমিকদের

নেতা রবার্ট্সও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ : "'Tis not for this little moment of time that we are fighting, not for ourselves...'tis for all those that come after throughout all time.' উভয় পক্ষেই ক্ষতি দেখা দেয়, রবার্টসের স্ত্রী অনশনে মৃত্যুবরণ করে। শেষাংশে জন এন্টনি ও রবার্টস উভয়েই স্বদলীয় ব্যক্তি দ্বারা পরিত্যক্ত হন। পুরাতন সর্তেই ধর্মঘট প্রত্যাহৃত হয়। গল্সওয়ার্দির The Skin Game (১৯২০), Loyalties (১৯২২), Escape (১৯২৬) প্রভৃতিও ইংরাজী নাট্য সাহিত্যে আপনাদের স্থান সুনির্দিষ্ট করে নিয়েছে।

জর্জ বার্ণার্ড শ' (**Bernard Shaw** ১৮৫৬—১৯৫০) অসাধারণ মনন আর তীক্ষ্ণ প্রত্যক্ষ নির্মোহ জীবন-উপলব্ধি নিয়ে নাট্যক্ষেত্রে আবির্ভূত। তীব্র প্রচণ্ড ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য শ'-এর বৈশিষ্ট্য এবং তাঁর প্রতিভা-বিধ্বংসী। সামাজিক অর্থ নৈতিক অন্যায় বিচারের বিরুদ্ধে তাঁর চিরন্তন সংগ্রাম। বার্ণার্ড শ' বুদ্ধি বাক্‌বিন্যাস ও প্রচণ্ড জ্ঞানের ভাণ্ডার থেকে তীক্ষ্ণ শাণিত শায়ক বর্ষণে সমাজের নিদ্রালু চিত্তকে আহত, রক্তাক্ত ও জাগ্রত করতে চেয়েছেন। তাঁর আক্রমণ মর্মান্তিক কিন্তু অসুন্দর নয়। নীল আকাশ থেকে বজ্রপাতের মত অকস্মাৎ তাঁর আঘাত আসে সৌন্দর্যবাণীর মধ্য দিয়ে। তাই বার্ণার্ড শ' কখনও আনন্দ-মুখরিত কখনও গভীর গম্ভীর। বোঝা কঠিন তিনি লঘুচিত্ত বিদূষক না গম্ভীর অনুভূতি-সম্পন্ন দার্শনিক : তিনি দুইই—সহজ সুরে গভীর কথা তিনি শুনিয়েছেন, হাস্যপরিহাসের মধ্য দিয়েই জীবনের গভীরতম সত্য ব্যক্ত। প্যারাডক্স এপিগ্রামের আঘাতে পাঠক-চিত্তকে জাগ্রত করে সম্মুখে যথার্থ জীবনের পদচিহ্ন অঙ্কিত করেছেন। মেঘভেদ করা সৌররশ্মির মত তাঁর তীক্ষ্ণ ভাষণও চতুষ্পার্শ্বস্থ জড়ত্বের আবরণ বিদীর্ণ করে মর্মকে স্পর্শ করে। বার্ণার্ড শ' বিশেষ উদ্দেশ্য প্রচারের জন্যই লেখনী ধারণ করেছেন, নিছক শিল্পিক আনন্দের জন্য তিনি একছত্রও লিখতে রাজী নন। তিনি তার্কিক, সমাজ সংস্কারক ও দার্শনিক। কিন্তু তিনি যথার্থই নাট্যশিল্পী। রঙ্গমঞ্চ এবং এর অঙ্গ রূপায়ণেও তিনি অসাধারণ নিপুণ। Arms and the Man নাটকে যুদ্ধ ও প্রেমের যথার্থ স্বরূপ নিরূপিত। যুদ্ধ প্রয়োজনীয় কিন্তু ভয়ঙ্কর, তার মধ্যে আদর্শ মহত্ত্ব বীরত্বের সন্ধান মানবচিত্তের নিদারুণ মূঢ়তাকেই প্রকট করে। Mrs. Warren's Profession-এ পতিতা সমস্যার স্বরূপ নির্ধারণ।

অর্থনীতিগত তাড়নাই নারীকে দেহ বিক্রয়ে বাধ্য করে। একদিকে জীবনের ভয়াবহ দারিদ্র্য অপরদিকে পীড়নকারী ধনিক সম্প্রদায়ের ভদ্র জীবন-যাপনের প্রয়াসের কথা Widower's House-এ। এইভাবে জীবন, প্রেম, আদর্শ প্রভৃতিকে নির্মোকচ্যুত নগ্ন মূর্তিতে তুলে ধরেছেন বার্ণার্ড শ' পাঠকের বিস্ময়াহত দৃষ্টির সম্মুখে।

বার্ণার্ড শ' নাট্যাঙ্গিকের প্রাচীন ও বিবর্তিত উভয় রূপই গ্রহণ করেছেন। তাঁর নাটকে ইবসেনের প্রভাব গভীর; ভাবরূপের পরিবর্তন ছাড়া নেপথ্য উক্তি ও স্বগতোক্তি প্রভৃতি অঙ্গরূপও বিবর্জিত; ইউরিপিডিস ও মলিয়রের প্রভাবও স্বীকৃত। আবার তিনি প্রাচীন নাট্যকলার অনুকরণে অলঙ্কারবহুল দীর্ঘ ভাষণের প্রবর্তন করেছেন। নাট্যাঙ্গিক বিচারে শ'য়ের বৈশিষ্ট্য বহুবিধ; (ক) নাটকের ভূমিকা রচনা—এতে যুক্তি-তর্ক, হাস্য-পরিহাস ও তীক্ষ্ণ ভাষণের দ্বারা নাটকের বক্তব্যকে সমর্থনের প্রয়াস। (খ) সূক্ষ্ম মঞ্চ নির্দেশ—এর সহায়তায় বিষয় উপযোগী পরিবেশ, মঞ্চসজ্জা প্রভৃতির সুরূপায়ণ সম্ভব। (গ) ক্লাসিক কাব্যকলার কৃত্রিম ঐক্যনীতিত্রয় পরিত্যাগ। (ঘ) গতি ও সংঘাতের স্বল্পতাও তাঁর নাটকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বহির্দ্বন্দ্ব নয় অন্তর্দ্বন্দ্ব, মানসিক দ্বন্দ্ব-আদর্শের সংগ্রামই এখানে মুখ্য। মননচেতনা, বাক্‌দীপ্তি, বিদ্যুৎ ঝলকিত সংলাপ নাটকে বহির্দ্বন্দ্বের স্বল্পতা পূরণ করেছে। তবে তাঁর নাটক সর্বদাই প্রীতিপ্রদ নয়। তাঁর চরিত্রাবলী যেন বাস্তবের ক্ষীণ ছায়া—তারা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল নয়, 'টাইপ' মাত্র। তারা লেখকের মতবাদের বাহন—কিন্তু প্রাণময় আবেগদীপ্ত জীবনের প্রতিরূপ নয়। তাঁর নাটকগুলিও সুশিল্পিত কিন্তু স্ফটিকবৎ কঠিন নিষ্প্রাণ। তারা যতটা চমক দেয়, বোধকরি ততটা পরিতৃপ্ত প্রসন্ন করতে পারে না। Plays, Pleasant ও Unpleasant (১৮৯৮), Man and Superman (১৯০৩), Pygmalion (১৯১২), Back to Methuselah (১৯২১), Saint Joan (১৯২৩), The Apple Cart (১৯২৯) ও অসংখ্য নাটক বার্ণার্ড শ'-এর প্রতিভায় দীপ্ত অপরূপ ভাস্বর।

দার্শনিকতা বার্ণার্ড শ'-এর নাটকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, এবং এক বিশেষ জীবনদর্শন তাঁর নাটকে বাণীঋদ্ধ। তিনি Creative Evolutionএর অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা। 'ম্যান এণ্ড সুপার ম্যানে' Life-force মতবাদ প্রকাশিত

এবং এই মতবাদই 'ব্যাক্ টু মেথুসেলা'য় সৃষ্টিকারক বিবর্তনে চরম অধিষ্ঠিত। লাইফ ফোর্স একটা বিশেষ শক্তি বা মানুষকে উন্নততর ও পরিপূর্ণ জীবন অভিমুখে নিয়ে যায়। এরই প্রেরণায় নারী উচ্চতর জাতি সৃষ্টির জন্য অসাধারণ পুরুষকে আকর্ষণ করে। ম্যান এণ্ড সুপার ম্যানে এই লাইফ ফোর্সের প্রেরণায় মানুষের বৃহৎ জীবনে মুক্তির কথাই ব্যক্ত। পরবর্তী নাটকসমূহে এই লাইফ ফোর্স ঈশ্বরীয় অনুভূতির সমধর্মী হয়েছে একথা বলা যায়। লাইফ ফোর্স মানুষে এক প্রাণময় জীবন অস্তিত্বের বিকাশ করে। এবং এটা নারীর জীবনের পূর্ণ বিকাশ ও সহযোগিতায় সম্পন্ন হবে। এই লাইফ ফোর্সের চরম উদ্দেশ্য যেন পৃথিবীতে ঐশীরাজ্য প্রতিষ্ঠা করা। বার্ণার্ড শ'-এর নাটকে এই দার্শনিক প্রত্যয়ের শিল্পিত উজ্জ্বল অভিব্যক্তি।

আধুনিক কালের অন্য প্রধান নাট্যকার **James Barrie** (১৮৬০-১৯৩৭), **J. B. Priestley** (১৮৯৪—) ও **W. Somerset Maugham** (১৮৭৪—১৯৬৫)। **Sir James M. Barrie**র নাটক সেন্টিমেন্টাল বা আবেগপ্রধান। তাঁর কৌতুক ভাবনার মধ্যদিয়ে বাস্তবতার সূক্ষ্ম প্রকাশ। Peter Pan (১৯০৪) অতীব জনপ্রিয়—শিশুদের জন্য রচিত এই নাটকে আছে শৈশবের সরলতা ; অপরদিকে অদ্ভুত বৈচিত্র্য ও এডভেঞ্চার একে অধিকতর আকর্ষণীয় করেছে। The Admirable Crichton (১৯০২)এ সামাজিক সংস্কারের পরিচয়। Lord Loamএর পরিবারের ভৃত্য Crichton ভদ্র এবং বুদ্ধিমান। সমুদ্রে জাহাজে যাবার সময় প্রভু লর্ড লোম তাঁর পরিবারস্থ নরনারী ও ভৃত্যসমেত নির্জন দ্বীপে আটকা পড়েন। ক্রিকটন সেই দ্বীপে তার বুদ্ধিকৌশলে নেতৃপদ গ্রহণ করে এবং লর্ড লোমের কন্যাকে বিবাহ করতে চাইল। অবশেষে উদ্ধারকারী জাহাজে করে সকলে লর্ড লোমের গৃহে প্রত্যাবর্তন করল এবং ক্রিকটন আবার সেই পুরাতন ভৃত্য। এক শিশুসুলভ কৌতুক কাহিনীর অন্তরালে ব্যারীর দার্শনিকতা ; তিনি ভৃত্যের অন্তরালে মানুষকে দেখেছেন ; তিনি বলেছেন লর্ড লোমের মত অভিজাতদের সম্মান কয়েকটি সামাজিক সংস্কারের উপর নির্ভরশীল।

Dear Brutus (১৯১৭) নাটকেও লেখকের জীবন দার্শনিকতার প্রকাশ। জুলিয়াস সীজার নাটকে ক্যাসিয়াস বলেছিল, **The fault dear Brutus is not in our stars, But in ourselves.** এই বাণীই নাটকে

রূপায়িত। কাহিনীর কেন্দ্রচরিত্র Mr. Lob কৌতুকপরায়ণ তীক্ষ্ণধী এক মানুষ। মিঃ লব এক সামাজিক মিলনোৎসবের কর্তা এবং অতিথিগণ সকলেই নিজের ভাগ্য বিষয়ে অসুখী এবং প্রত্যেকের ধারণা অপর একটি সুযোগ পেলেই তারা শ্রেষ্ঠতর কিছু করবে। তাদের এই সাধারণ ইচ্ছা পূর্ণ হল। এক নিদাঘ সন্ধ্যায় তারা এক অলৌকিক অরণ্যে প্রবেশ করে এবং বাসনা পূরণ হওয়া সত্ত্বেও অপরিবর্তিত থাকে। Purdie নিজের বিবাহিত জীবনে অসুখী ছিল এবং Mabel এর সঙ্গে তার প্রণয় ছিল। এখন সে ম্যাবেলকে বিবাহ করে কিন্তু তার প্রকৃত স্ত্রী এখন যেন তার কামনার বস্তু। বাটলার Matey বলেছিল প্রচুর অর্থ লাভ করলে সে অসৎ থাকবে না, কিন্তু প্রচুর অর্থ সত্ত্বেও তার স্বভাব অপরিবর্তিত। প্রত্যেকের একই অবস্থা। মোহভঙ্গের পর সকলেই বাস্তবতায় প্রত্যাবর্তন করে।

প্রিষ্টলের নাটক ভাব বা তত্ত্বপ্রধান এবং মননসমৃদ্ধ ; লঘুচপল নয়। **মানুষের** বর্তমান ক্লিষ্ট জীবনকে উন্নত মহান করতে চেয়েছেন প্রিষ্টলে। Dangerous Corner (১৯৩২), I Have Been Here Before (১৯৩৭), Johnson Over Jordan (১৯৩৯) প্রিষ্টলের বিখ্যাত নাটক। প্রিষ্টলের They Came to a City (১৯৪২) নাটকে বিভিন্ন স্থান ও শ্রেণীর প্রতিনিধি কয়েকজন মানুষ এক বৃহৎ প্রাচীরবেষ্টিত নগরীতে এসে উপস্থিত হল। তারা দেখল এখানে সভ্যতার পূর্ণ রূপ। কার্যই এখানে ক্রীড়া, যুদ্ধ অনুপস্থিত, চিত্তের তিক্ততা অজানা বিষয়। এই আশ্চর্য পরিবেশে আগত মানবচিত্তে বিচিত্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। কারও কাছে এটা আশীর্বাদ কারও কাছে অভিসম্পাত। An Inspector Calls (১৯৪৬) প্রিষ্টলের বিখ্যাত নাটক। প্রিষ্টলের মানবিকতা সমাজ অন্তরালস্থিত জীবনের বীভৎসবর্বর পরিচয় এখানে উদ্ঘাটিত। এক সৎ ও ভদ্র পরিবারের কাছে সাধারণ এক সংবাদ আসে যে, একটি তরুণী মারা গেছে, সাধারণ সংবাদ-পত্রের সংবাদ ছাড়া যার অতিরিক্ত মূল্য নেই। একজন ইন্সপেক্টর আসার পর তিনি সকলের কাছে তরুণীটির মৃত্যু বর্ণনা করেন ; এবং বোঝা গেল এই পরিবারের সকলেই কোন না কোন প্রকারে সেই তরুণীর মৃত্যুর জন্য দায়ী। ইন্সপেক্টর সকলের অন্তঃস্বরূপ মানসিকতা বিশ্লেষণ করে তাদের ভয়াবহতা প্রকট করলেন। ইন্সপেক্টর যাবার পর এরা ফোন করে জানল যে, পুলিশ

থেকে কাউকে পাঠানো হয় নি। ইন্সপেক্টর বোধ করি বিবেক চেতনার পরিগ্রহ মূর্তি।

আধুনিক সমস্যাপ্রধান, সমাজ সংঘাতসংকুল নাটক সৃষ্টির যুগে **সমরসেট মমের** নাটক ব্যতিক্রম না হলেও আশ্চর্য স্বাতন্ত্র্যময়। সমস্যা প্রাবল্য তাঁর নাটকে উপস্থিত কিন্তু অনুকূল স্রোতের উপর দিয়ে ভারবাহী নৌকার মত রস-রসিকতায় তা সহজ বাহিত। উজ্জ্বল হাস্যরসিকতা, তীক্ষ্ণ পরিহাসই তাঁর নাটকের উপজীব্য। মানবতার উন্নতিসাধন বা সভ্যতাকে রক্ষা করা নাটকের উদ্দেশ্য নয় একথা তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন। তাঁর Our Betters (১৯১৫), The Circle (১৯২৩), The Constant Wife (১৯২৬) প্রভৃতি নাটকে রেস্টোরেশন যুগের বৈশিষ্ট্য মমের অসাধারণ নাট্যপ্রতিভার সঙ্গে সাযুজ্যকরণে শিল্পময়—তীক্ষ্ণ ও কঠোর ব্যঙ্গ, উজ্জ্বল দীপ্ত সংলাপ, জীবনের দোষত্রুটির প্রতি পরিহাসাত্মক কিন্তু আন্তরিক দৃষ্টি এগুলিকে উজ্জ্বল আকর্ষণীয় করেছে। অবশ্য মমের উত্তরকালীন নাটকসমূহ Breadwinner (১৯৩০), For Services Rendered (১৯৩২) প্রভৃতিতে মমের জীবনদৃষ্টি যেন ঈষৎ তিক্ত কঠোর।

কাব্য ছাড়া **টি, এস, এলিয়ট** কয়েকটি সার্থক নাটক (কাব্যনাট্য) রচনা করেছেন—Murder in the Cathedral (১৯৩৫), The Family Reunion (১৯৩৯), The Cocktail Party (১৯৪৯), The Confidential Clerk (১৯৫৩), The Elder Statesman, প্রভৃতি। নাটকে মিস্ট্রি, মরালিটি নাটকের প্রভাব দেখা যায়। এলিয়ট বলেছেন কবিতাই নাটকের স্বাভাবিক ও একমাত্র প্রকাশভঙ্গী। গদ্য নাটকের অংশবিশেষকে রূপায়িত করতে সক্ষম কিন্তু আবেগ ও গভীরতা প্রকাশে কবিতারই প্রয়োজন বেশী। তাই এলিয়ট আঙ্গিক হিসাবে কাব্যনাট্যকেই গ্রহণ করেছেন। এলিয়ট বাক্‌বিন্যাস ও আঙ্গিকের বিশেষ পরিবর্তন সাধন করেছেন—প্রচলিত ভাষাবিন্যাস থেকে স্বতন্ত্র এক বাক্‌রীতির তিনি স্রষ্টা। তিনি রচনাকারী নাট্যকারের মধ্যে এক বিশেষ প্রবণতার কথা বলেছেন, যার নাম দিয়েছেন Auditory Imagination এবং এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন—'It is the feeling for syllable and rhythm, penetrating far below the conscious levels of thought and feeling, invigorating every word...'.

কাব্যনাট্য যথার্থই নাটকের আঙ্গিক কারণ কাব্যের প্রতীক চিত্রকল্পে মানুষের গভীরতম সত্তার আবেগ-অনুভূতির সার্থক প্রকাশ ঘটে। নাটক ঘটনাসমৃদ্ধ এবং ঘটনাপ্রবাহের ছন্দতরঙ্গ কাব্যের ছন্দে সহজে মিশতে পারে। নাট্যকারের জীবনদৃষ্টির গভীরতা, অনুভূতির তীব্রতা ও দৃষ্টিভঙ্গী কাব্য-নাটকেই যথার্থ রূপশিল্পিত হয়। এলিয়টের কাব্যনাটকে পাই ধর্মবোধ, মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ—আধুনিক সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে তার স্থিতি। এই নাট্যশিল্পের সার্থক নিদর্শন **'মার্ডার ইন দি ক্যাথেড্র্যাল'** এলিয়টের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা। ক্যাণ্টারবেরী গীর্জার ধর্মোৎসব উপলক্ষ্যে এই নাটক রচিত। ক্যাণ্টারবেরী ক্যাথেড্রালে সেণ্ট টমাস বেকেটের মহামৃত্যুকে অবলম্বন করেই এই কাব্যনাট্যের রচনা। ক্যাণ্টারবেরীর আর্চবিশপ Thomas a Becket ধর্মভাবনায় দীপ্ত অসামান্য। তাই রাজা ২য় হেনরীর সঙ্গে তাঁর সংঘাত। রাজার সর্ব প্রলোভন আহ্বান ভীতিকে তিনি উপেক্ষা করেছেন, রাজা টমাসকে হত্যা করতে চান। টমাস ক্যাণ্টারবেরীতে আসবেন, ক্যাণ্টারবেরীর রমণীরা আশংকায় বিহ্বল। টমাস এলেন, চারজন প্রলোভন-কারী (tempter) তাঁকে প্রলুব্ধ করতে এল, এক্ষেত্রেই নাটকের অন্তর্দ্বন্দ্ব। প্রথমজন তাকে ঐহিক সুখবিলাসে, দ্বিতীয়জন চ্যান্সেলার পদের উচ্চাসনে ও অপরজন তাকে সমন্বয়ের দ্বারা সুখসম্মানলাভে তৃপ্ত পূর্ণ করতে চাইল। টমাস তাদের প্রত্যাখ্যান করলেন। আত্মসুখ, রাজার সঙ্গে আপোষ, সৎ ধর্ম বিসর্জন কিছুই তাঁর কাম্য নয়। চতুর্থজন আরও সূক্ষ্ম ভয়াবহ—সে টমাসের মনের কামনাকে যেন ব্যক্ত করল টমাস মৃত্যুর পর স্বর্গমহিমায় আসীন হোন। অবশেষে টমাস তাঁর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন—

> Now is my way clear, now is the meaing plain.
> Temptation shall not come in this kind again.
> The last temptation is the greatest treason.
> To do the right deed for the wrong reason.

টমাস ধর্ম ন্যায় সত্যের পক্ষে অচল রইলেন, রাজার অনুচরবৃন্দ তাঁকে হত্যা করল। জীবন দান করে বেকেট শহীদের চিরায়ত সম্মান লাভ করলেন। কোরাসের শেষ উক্তিতে টমাস বেকেটের আত্মত্যাগের মহিমার ও অধ্যাত্ম-ভাবনার নিবিড় প্রকাশ :

We praise Thee O God, for thy glory displayed in all
the creatures of the earth.

In the snow in the rain, in the wind, in the storm, in all of Thy creatures, both the hunters and the haunted.

For all things exist only as seen by Thee, only as known by Thee, all things exist. Only in Thy light, and Thy glory is declared even in that which denies Thee ; the declares the glory of light.

Those who deny Thee could not deny, if Thou didst not exist ; and their denial is never complete, for if it were so, they would not exist.

We acknowledge our trespass, our weakness, our fault ; we acknowledge.

That the sin of the world is upon our heads ; that the blood of the martyrs and the agony of the saintr. Is upon our heads.

Lord, have mercy upon us.
Christ, have mercy upon us.
Lord, have mercy upon us.
Blessed Thomas, pray for us.

এতে ইতিহাসকে রোমান্টিক করে তোলা হয় নি, আধুনিক জীবন সত্যকে মধ্যযুগীয় ও ধর্মীয় চেতনার প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষিত করা হয়েছে। এখানে খ্রীষ্টান ধর্মতত্ত্ব রূপায়িত এবং গ্রীক নাটকের মত কোরাসও অংশ-গ্রহণকারী—এবং নাটক হয়েছে আরও সৌন্দর্যমণ্ডিত।

এলিয়টের অপর শ্রেষ্ঠ কাব্যনাটক **The Family Reunion**-এর বিষয় সামাজিক তথা মনস্তাত্ত্বিক। মনের বিচিত্র দ্বন্দ্ব-বিক্ষোভ উৎকেন্দ্রিকতার প্রকাশ। অভিজাত সমাজের খ্যাত যুবক Harry তার পৈতৃক প্রাসাদে প্রত্যাগত, এবং তার বিধবা মাতা পুত্রকে জমিদারীর প্রধান রূপে দর্শনে ইচ্ছুক। কিন্তু হ্যারী এক যন্ত্রণার্ত তীব্র ভাবনায় সর্বদা বিষাদাচ্ছন্ন। তার ধারণা সে তার পত্নী-হত্যাকারী। উৎকণ্ঠা এবং ভীতি ভাবনাসমূহ মূর্তি পরিগ্রহ করে (Eumenides বা Furies রূপে) তাকে পীড়ন করে, যেমন করে প্রাচীনকালে তারা মাতৃহত্যা অপরাধে Prestesকে উৎপীড়ন করেছিল। ক্রমশঃ হ্যারী সহানুভূতিসম্পন্ন মাতৃষ্বসা ও সম্পর্কিত অনুজা Agatha ও Maryকে পত্নী হত্যার কথা বলে ও তখন সমস্ত স্পষ্ট

হয়। এই হত্যা আশংকার বীজ হ্যারীর মনের আরও মর্মমূলে প্রোথিত। হ্যারীর পিতা স্বর্গত Lord পত্নী Amyর পরিবর্তে আগাথার প্রতি তীব্র অনুরাগবশতঃ পত্নী হত্যায় ইচ্ছুক কিন্তু এ্যামি সন্তানসম্ভবা থাকায় আগাথার অনুরোধে বিরত হন। সেই পুত্রই হ্যারী। এ্যামি কোনদিন লর্ডকে ভালবাসেন নি। আগাথা বেসেছেন। হ্যাবী উপলব্ধি করল ফিউরিসমূহ অন্ধ প্রতিশোধের দূত নয়, তারা পরিশুদ্ধির রূপায়ণ। হ্যারী শোধনের জন্য পিতৃগৃহ এবং সম্পত্তি পরিত্যাগ করে চলে যায় ও হতাশ বেদনার্ত মাতার মৃত্যু ঘটে।

এলিয়টের অন্যমত উত্তর-সাধক কবি **অডেন**-এর নাটকাব্য **The Ascent of F 6** (১৯৩৬, ক্রিষ্টোফার ইশারউডের সহযোগিতায় রচিত)-এ রোমান্টিক আদর্শ ও ধর্মীয় রহস্যময়তা বাস্তবসত্যের মধ্য দিয়ে রূপায়িত যদিও কাহিনী সরল সাধারণ। ব্রিটিশ সরকার এক অভিযাত্রী দল প্রেরণ করেছেন একটি পর্বত (F 6) পরিমাপ করতে। স্থানীয় অধিবাসীরা পর্বতটি পবিত্র মনে করে, এবং ব্রিটেনের প্রতিদ্বন্দ্বী অষ্টনিয়া সেই পর্বত চূড়ায় আরোহণে তৎপর, অতএব মাইকেল র‍্যানসমের নেতৃত্বে অভিযান রাজনীতি-গতও' বটে। যুগ্মলেখকের On the Frontier (১৯৩৮)-এ কিভাবে জনসাধারণের আন্তরিক প্রয়াসে ফ্যাসিষ্ট ও গণতন্ত্রী জাতির যুদ্ধ বন্ধ হল তারই সেন্টিমেণ্টাল কাহিনী। অডেনের ও ইশারউডের কাব্যনাটকগুলি অত্যুৎকৃষ্ট নয়। কল্পনার গভীরতা নেই, কাহিনী অসঙ্গতিতে পূর্ণ, জীবন দার্শনিকতার কোন নিশ্চিত প্রত্যয়ও অনুপস্থিত। **লুই ম্যাকনীসের** Out of the Picture (১৯৩৭) এক তরুণ শিল্পী ও তরুণীর কথা যার দ্বারা শিল্পী নিহত। **ষ্টিফেন স্পেণ্ডারের** The Trial of a Judge (১৯৩৮) নাজী আদর্শ ও কর্মের ভয়াবহ পরিচয়।

Christopher Fry কয়েকটি বিশিষ্ট কাব্যনাট্যের রচয়িতা এবং তাঁর প্রথম নাটক The Boy With a Cart একটি গ্রাম্য গীর্জার প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে রচিত হয়। তাঁর নাটকের মধ্যে খ্যাত A Phoenix Too Frequent (১৯৪৬), The Lady's Not For Burning (১৯৪৮), Venus Observed (১৯৫০), A Sleep of Prisoners (১৯৫১) প্রভৃতি। ফ্রাই-এর নাটকগুলি রঙ্গমঞ্চে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছে—প্রসঙ্গ ও প্রযুক্তি উভয়ের

সৌন্দর্যময় সাযুজ্যকরণে এরা অসামান্য সৃষ্টি। সূর্যকরোজ্জ্বল বলিষ্ঠ জীবনরূপ তাঁর নিকটে চিত্রখন্ধ; বিষণ্ণ বেদনার প্রতি নাট্যকারের গভীর অনীহা। অপরদিকে চাতুর্যময় কাহিনীগ্রন্থন ও ঘটনা সন্নিবেশের চমৎকারিত্ব এতে এনেছে সংহতি ও দৃঢ়পিনদ্ধ নাটকীয়তা। উইটও হিউমারের প্রসন্ন দীপ্তিতে তাঁর কাব্যভাষা মধুর লাবণ্যমণ্ডিত উজ্জ্বল। ফ্রাই-এর নাটকসমূহ কমেডির উদাহরণ এবং নাট্যকার-প্রদত্ত মননসমৃদ্ধ উক্তিতে এই কমেডির স্বরূপ যথার্থ ধরা পড়েছে—'Comedy is an escape, not from truth, but from despair : a narrow escape into faith. It believes in a universal cause for delight, even though knowledge of the cause is always twitched away from us.' **A Phoenix too Frequent** বেদনাস্তম্ভিত, বিরহকাতর নারী হৃদয়ে প্রেমের পুনর্জাগরণ ও তার বাঞ্ছিত সুন্দর পরিণতি—Fry-এর একাঙ্ক কাব্যনাট্য তারই অনিন্দ্য রূপায়ণ। নাটকের স্থান: সমাধি মন্দির। জ্যোৎস্নালোকিত বনভূমি। মৃত পতি ভিরিলিয়াসের শব নিয়ে সুন্দরী তরুণী ডায়নামিনি সমাধির অভ্যন্তরে সমাসীনা—সঙ্গে সমবয়স্কা পরিচারিকা ডিডো। ডায়নামিনির সঙ্কল্প অনশনে প্রাণত্যাগ করে অনুগামিনী হবে মৃত পতির। অনশনে ক্লান্ত ডায়নামিনি নিদ্রামগ্ন হয়ে পড়ে। ডায়নামিনি যখন সুপ্ত, প্রহরীদের অধিকর্তা টেজিয়াস তখন প্রবেশ করে সমাধির অভ্যন্তরে এবং ডিডোর সঙ্গে আলাপনে অবগত হয় এদের সমাধির অভ্যন্তরে অবস্থানের কারণ। ডায়নামিনির অনুসরণকারিণী ডিডো টেজিয়াসের অনুরোধে তার আনীত মদ্যের স্বল্পাংশ পান করে উপবাস ভঙ্গ করে এবং স্বল্পকালের মধ্যেই জীবনের প্রতি গভীর আসক্তি ফিরে পায়। বাইরে ফুল্ল বসন্তের তপ্ত মদির নৈশ মন্দানিল। আর অভ্যন্তরে প্রাণোচ্ছল জীবনদীপ্ত যুবকের উষ্ণ সান্নিধ্য। ডিডো যখন টেজিয়াসের সঙ্গে কথোপকথনে রত তখন ডায়নামিনি জেগে ওঠে এবং টেজিয়াসকে সমাধি মন্দিরের পবিত্রতা ভঙ্গ করে সেখানে প্রবেশ করার জন্য তীব্র ভর্ৎসনা করে। টেজিয়াস সেই ভর্ৎসনাকে গায়ে না মেখে এমনি করে ধীরে ধীরে ধূসর মৃত্যুকে অভ্যর্থনা জানানোর অর্থহীনতা প্রকাশ করতে সচেষ্ট হয়। কিন্তু অবুঝ ডায়নামিনি অঝোরে ভর্ৎসনাবর্ষণ করতে থাকে টেজিয়াসের ওপর। শেষ পর্যন্ত জীবনের জয় সূচিত হয় নিশ্চেতন

মৃত্যুর উপর। ডায়নামিনি টেজিয়াসের আনীত মদ পান করতে স্বীকৃতা হয় এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই মদের ক্রিয়ায় এবং বহির্বিশ্বের প্রাণময়তায় তার আন্তর পরিবর্তন শুরু হয়। ডিডোকে সে সমাধি মন্দির থেকে চলে যেতে বলে। ডায়নামিনি ও টেজিয়াস তাদের শৈশব-স্মৃতি অনুভব করতে পারে, প্রাণোচ্ছল টেজিয়াসের দুর্দম দাবী তার অন্তরে উৎকীর্ণ হয়ে গেছে। হঠাৎ টেজিয়াসের খেয়াল হল যে, তার তত্ত্বাবধানে যে পাঁচটি মৃতদেহ রাখা হয়েছে—সেগুলো একবার দেখে আসা প্রয়োজন। ডায়নামিনির কাছ থেকে কিছুক্ষণের জন্য বিদায় নিয়ে সে নিষ্ক্রান্ত হ'ল। টেজিয়াস ফিরে এল এক ভয়ঙ্কর অশুভ সংবাদ নিয়ে। একটি মৃতদেহ অপহৃত এবং টেজিয়াসের মৃতদেহ দিয়েই সেই অপূর্ণ স্থান পূর্ণ করতে হবে। বিমূঢ়া ডায়নামিনি প্রশ্ন করে আর কি কোন উপায়ই নেই। সহসা বিদ্যুৎঝলকের মত ডায়নামিনির অন্তরে এক জীবনসত্য উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। ভিরিলিয়াসের মৃতদেহ পূর্ণ করবে সেই অপহৃত মৃতদেহের অপূর্ণ স্থান। জীবন মৃত্যুকে বরণ করবে না, মৃত্যু উপহার দেবে জীবনকে বেঁচে থাকার অর্ঘ্য। বেদনার শোকাগ্নি থেকে জন্ম নিল নোতুন নারী—মৃত্যু উত্তীর্ণ হ'ল প্রাণে—A Phoenix too Frequent এই সুন্দর সত্যের শিল্পমূর্তি।

উপরোক্ত কাহিনীটির মূল উৎস Petronius এবং ইংরেজীতে কাহিনীটি Jaremy Taylor কর্তৃক বাণীরূপ লাভ করে। Fry-এর এই একাঙ্কে নাটকীয়তার সঙ্গে সংমিশ্রণ ঘটেছে অসাধারণ কাব্যগুণের। 'Anatole France would have been delighted to have thought of such a theme and could not have written it more brilliantly......Here is wit, poetry, sentiment and misanthropy, which excite both the mind and the senses! Beneuley Baxter Evening Standard.

অতি আধুনিক ইংরাজ নাট্যকারদের ভিতর **John Osborne** বিশেষ স্মরণীয়। ১৯৫৬ সালের ৮ই মে অভিনীত **Look Back in Anger** ইংরাজী নাট্যসাহিত্যকে নব ভাবরূপে সমৃদ্ধ করেছে। নাটকের নায়ক Jimmy Porter. সে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক এবং কালচারাল স্নব। কিন্তু সে এক পুরাতন নোংরা ফ্ল্যাটে থাকে এবং বাজারে মিষ্টির দোকান

চালিয়ে আহার্য সংস্থান করে। বিশ্বের সমগ্র বিষয়ের প্রতি সে বীতস্পৃহ ; পৃথিবীর সৌন্দর্য বীরত্ব ইত্যাদি বোধ তার মন থেকে অবলুপ্ত। জিম্মি মনে করে মানুষের প্রধান শত্রু তার কৃত্রিমতা, মূর্খতা (sophistication) যা মননের নিষ্ক্রিয়তা আনয়ন করে। সে ক্রোধে ফিরে তাকায় এবং তার ক্রোধের প্রধান কারণ সর্বত্র তার মনের উপযোগী কল্পনাবৃদ্ধি চেতনার অভাব। সে Alison ও Cliffকে প্রশ্ন করে 'Did you read Pristley's piece this week? Why on earth I ask I dont know. I know damned well you haven't. Why do I spend nine pence on that damned paper every week? No body reads it except me. No body can be bothered. No one can raise themselves out of their delicious sloth. You two will drive me round the bend soon—I know it as sure as I am sitting here. I know you are going to drive me mad. Oh heavens, how I long for a little ordinary human enthusiasm. Just enthusiasm—that's all. I want to hear a warm thrilling voice cry out Halleluj' ah! Halleluj' ah! I'm alive! I've an idea. Why dont we have a little game? Let's pretend that we are human beings, and that we are actually alive. Just for a while. What do you say? Let's pretend that we are human.'

বর্তমান জগৎ সম্বন্ধে অসবর্ণের প্রধান অনুভূতি ক্রোধ। জিম্মি পোর্টারের ক্রোধের মূলও গভীরে। তার কাছে জাগতিক দুঃখ-বেদনা অতি যথার্থ এবং এতে সে বিচলিত। তার হৃদয় যন্ত্রণাকাতর দগ্ধ। সে বুদ্ধিমান মননশীল কিন্তু যন্ত্রণাকাতর নিঃসঙ্গ। 'The heaviest strongest creatures in this world seem to be the loneliest' এই জিম্মি পোর্টার যুগের প্রতীক, সে বুদ্ধিদীপ্ত কিন্তু আহত যন্ত্রণাকাতর আর আশ্চর্য নিঃসঙ্গ। অসবর্ণের অন্যান্য নাটকে Epitaph for George Dillon, The Entertainer প্রভৃতিতে এই ক্লান্ত আহত জীবনের পরিচয়। অসবর্ণের অন্যতম নাটক **Luther** অনেকটা বার্নার্ড শ'-এর সেন্ট জোয়ানের

অনুরূপ। ইতিহাসের লুথার বলেছিলেন যে, হতাশা তাঁকে এমন স্তরে নিয়ে গিয়েছে যে, তিনি মানবজন্মগ্রহণে অনিচ্ছুক। এই বিষয়েই অসবর্ণ লুথারের দ্বন্দ্ব-বিক্ষুব্ধ সন্দেহ তীক্ষ্ণ মনের পরিচয় তুলে ধরেছেন, লেখক লুথারের ও তাঁর বিরুদ্ধপক্ষের বক্তব্যকে সমানভাবে তুলে ধরেছেন। প্রচলিত বিধিবদ্ধ ধর্মমতের গ্রহণে অনিচ্ছা ও অপরের অকাম্য অবিশ্বাস্য ধর্মে বিশ্বাসই লুথারের মনে চেতনা নির্মিত ও এতে নাট্যোৎকণ্ঠাও যথেষ্ট সৃষ্ট হয়েছে। বিশেষ স্মরণীয় জিম্মি পোর্টার বা আর্চি (The Entertainer)র মত লুথারও নিঃসঙ্গ একক।

আইরিশ নাট্যকারগণ

ইংরাজী নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে আইরিশ নাট্য আন্দোলন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এডওয়ার্ড মার্টিন, লেডী গ্রেগরী ও ইয়েট্‌স এই নাট্য আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। **ইয়েট্‌সই** এঁদের ভিতর নাট্যকার হিসাবে অতি-খ্যাত, যদিও তাঁর নাটকগুলির পাঠ্যমূল্য যতটা অভিনেয়মূল্য ততটা নয়। ইয়েট্‌সের বিখ্যাত নাটক The Countess Cathleen (১৮৯২), Cathleen Ni Houlihan (১৯০২), The Shadowy Waters, The Hour Glass প্রভৃতি। ইয়েট্‌সের নাটক সাংকেতিক ও প্রতীকধর্মী। ফরাসী সাহিত্যেই প্রথম সাংকেতিকতার সার্থক সূচনা। জড়বাদ ও বস্তুধর্মক্লান্ত মানবচিত্ত এক অমূর্ত অধ্যাত্ম জগতের পরিচয় পেল, মুক্তির আনন্দিত আহ্বানে সাড়া দিল। ভার্লেন, ম্যালার্মে, মেটারলিঙ্ক প্রভৃতি মরমী কবি ও নাট্যকারগণ বস্তু জগতের উর্ধ্বচারী এক অতীন্দ্রিয় রহস্যের সন্ধান লাভ করলেন; বাক্যাতীত ব্যঞ্জনাময় রহস্যসুনিবিড় ধ্যানস্তব্ধ জগতের আত্মিক রূপটি উদ্ভাসিত হল। ইয়েট্‌স সমস্ত শিল্পকলাকেই সাঙ্কেতিক বলেছেন, অবশ্য নিছক গল্পকথন বা চিত্রায়ণ নয়। মানব অমৃতপথযাত্রী—দৈনন্দিন জগতের অতিক্রান্তী অতীন্দ্রিয়লোকে রহস্য জগতে জীবনের গভীরতম সত্তার সহজ সঞ্চরণ, মানবাত্মা মুক্তি পায় সেই মধুনিষিক্ত অমৃতলোকে। ইয়েট্‌সের সাঙ্কেতিক নাটকে এই ইন্দ্রিয়াতীত জগতের পরিচয়—সেখানে নীরব শান্তি, ধ্যানের স্তব্ধতা আর অন্তরাত্মার পরিপূর্ণ বিকাশ **'দি ল্যাণ্ডস অফ হার্টস ডিজায়ার'**এ এক স্বপ্নময় আনন্দনিবিড় অধ্যাত্ম জগতের জন্য মানবচিত্তের

ব্যাকুলতার কথা। **'দি স্যাডোয়ি ওয়াটার্স'**এ স্বর্গীয় প্রেম আনন্দের জন্য মানব অভিযান। **'কাউন্টেস ক্যাথলীন'**এ প্রাচীন সময়ে আয়ার্ল্যাণ্ডের দুর্ভিক্ষময় পরিবেশে কাহিনীর দৃশ্য সংস্থাপিত। মানুষেরা অন্নের জন্য শয়তানের কাছে আত্মাকে বিক্রয় করছিল। কাউণ্টেসের মানুষের প্রয়োজন নিবারণার্থ সকল প্রয়াস করেন, কিন্তু শয়তান তাঁর সমগ্র সম্পদ অপহরণ করে। অতঃপর ক্যাথলীন শয়তানের সন্নিকটে তাঁর আত্মাকে বিক্রয় করেন জনসাধারণের জীবন রক্ষার নিমিত্ত এবং তাঁর মুক্তির আশা বিনষ্ট হয়। শেষকালে তিনি ক্ষমালাভ করেন, দৈবী মহিমায় ভূষিতা হন। মনে হয় মানুষের আদর্শ, জীবনের প্রকৃত স্বরূপ কি তাই এই নাটকে প্রকাশিত। ধ্রুব নক্ষত্রের আলোক মানব পথদ্রষ্টা, কিন্তু তা ক্ষুদ্রতার ঊর্ধ্বচারী, চিরন্তন প্রোজ্জ্বল, অনির্বাণ। মানবাত্মাও সৎ বিশুদ্ধ জ্যোতির্ময়, মানুষের প্রতি ভালবাসা তার নৈতিক আধ্যাত্মিক উন্নয়নই সংঘটিত করে। তত্ত্বমূলক হয়েও এই নাটক রসনিবিড় ভাবসমৃদ্ধ। ইয়েট্স আইরিশ নাট্য আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা। অনেক ক্ষেত্রে তিনি নাট্যকার অপেক্ষা গীতিকবি হিসাবে শ্রেষ্ঠতর। সঙ্গীত প্রবাহ ও অতীন্দ্রিয় মরমীবাদ-এর জন্য তাঁর নাটকের দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় নাট্যগুণ ব্যাহত। কিন্তু তথাপি তিনি বিংশ শতাব্দীর কাব্য-নাট্য ও প্রতীকী নাটকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচয়িতা। বাস্তবতা ও অলৌকিতার মিলন, স্বপ্নময়, সৌন্দর্য সৃষ্টি, মরমীয়তায় ইয়েটসের নাটক শিল্পময় ভাবগম্ভীর ও আশ্চর্য রসনিবিড। জন মিলিংটন সিঞ্জ্ ও সিন ও' কেসী অন্য দুই প্রখ্যাত নাট্যকার উৎকৃষ্ট শিল্পসৃষ্টির দ্বারা নাট্যসাহিত্যকে সমৃদ্ধ ও এই আন্দোলনকে অগ্রগামী করেন।

সিঞ্জ (**J. M. Synge** ১৮৭১—১৯০৯)—প্যারিতে ব্যর্থ সংগ্রামী জীবন অতিবাহিত করার কালে সিঞ্জ ইয়েট্সের পরামর্শে ও আনুকূল্যে পশ্চিম আয়ার্ল্যাণ্ডের আরাণ দ্বীপপুঞ্জে গমন করেন ও আধুনিক কৃত্রিম সভ্যতার স্পর্শ-বিবর্জিত বলিষ্ঠ প্রাণোজ্জ্বল সরল আইরিশ জীবনের মধ্যে নিজেকে নিমজ্জিত করেন। সহজ সরস জীবনযাপনে তাঁর চিত্ত পরিশুদ্ধ উন্মুক্ত হয় এবং তিনি জীবনের অনাবৃত সৌন্দর্য মাধুর্যকে পরিপূর্ণ উপলব্ধি করেন। তাঁর কল্পনা উদ্দীপ্ত হয় জীবনের হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখকে নাট্যরূপে প্রকাশ করে, ওই দ্বীপবাসীদের ভাষায়—যা আন্তরিক মৃত্তিকাসন্নিবদ্ধ ও মানবসত্তার আদিম

অনাবৃত বাক্‌রূপ। সিঞ্জের প্রথম নাটক The Shadow of the Glen (১৯০৩) ট্রাজি-কমেডি জাতীয় রচনা। দ্বিতীয় নাটক Riders to the Sea (১৯০৪) ভয়াল সমুদ্র কর্তৃক বৃদ্ধারমণীর সব কয়টি সন্তানের জীবন গ্রহণের প্রচণ্ড বেদনার্ত কাহিনী। পূর্বের নাটকের মত কুটীরের একটি দৃশ্যেই কাহিনীর স্থান ও দ্বন্দ্বসংঘাতের পরিবেশ। বৃদ্ধামাতার পাঁচটি সন্তান সমুদ্রে নিমজ্জিত, শেষ সন্তান বার্টলী সমুদ্রে যায় ও কিছুক্ষণ পরে তার মৃতদেহ আনীত হয়। বৃদ্ধামাতার শোক আজ অপগত, সমুদ্রের ক্রুদ্ধ গর্জনে সে আর ভীত হবে না, তার চিত্ত দুঃখবিমুক্ত। সে বলেছে 'They are all gone now, and there isn't anything more the sea can do to me···I'll have no call now to be up crying and praying when the wind breaks from the south, and you can hear the surf is in the east, and the surf is in the west, making a great stir with the two noises.' এই নাটক গদ্যে রচিত, কিন্তু বিষয়বস্তুর মত ভাষারীতি, ছন্দস্পন্দন বিচিত্র। লেখকের অনুভূতি ও কল্পনা সুগভীর এবং রঙ্গমঞ্চে কিছুক্ষণের অভিনয় জীবনের এক অসাধারণ রূপকে ব্যক্ত করে। The Playboy of the Western World (১৯০৭) সিঞ্জের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক। মাহোন নামক নির্বোধ অকর্মণ্য যুবক ক্রোধোন্মত্ত হয়ে পিতাকে অস্ত্রাঘাত করে ও তাকে মৃত মনে করে পলায়ন করে ও দূর গ্রামে আশ্রয় নেয়। সেখানে প্রচারিত হয় সে ভয়ঙ্কর যুবক ও অত্যাচারীকে হত্যা করেছে। কুমারীদের মন সে জয় করে এবং জমিদার কন্যা পেজিনকে বিবাহোদ্যত হয়। এমন সময় তার পিতা উপস্থিত হয়, সব শুনে বলে, 'What, that man marry a decent and moneyed girl! Isn't mad you are? Is it in a crazy house for females that I'm landed now?" এই নাটকে হাস্যরস প্রধান হয়ে উঠেছে, বাস্তবধর্মিতা এই নাটকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। চরিত্রগুলি তাদের সরল অকপটতা নিয়ে উজ্জ্বল—তারা যা শোনে তাই বিশ্বাস করে এবং সাধারণ বুদ্ধি অপেক্ষা কল্পনার উপর বেশী নির্ভরশীল। আয়ার্ল্যাণ্ডে এই নাটক বিরূপ অভ্যর্থনা লাভ করলেও বহির্জগতে উচ্চ প্রশংসিত হয়েছে। সমালোচক সিঞ্জের নাটকের ত্রিবিধ বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন। প্রথমতঃ, আইরিশ সমুদ্রাঞ্চলের নর-

নারীর জীবনের যথার্থ রূপায়ণ সিঞ্জের নাটক। হাসি-কান্না, সৎ-অসতের দ্বন্দ্ব-সংক্ষুব্ধ মানবের অন্তররূপ তাঁর নাটকে বাস্তবতার স্পর্শে প্রাণময় ও আনন্দে সমুজ্জ্বল। দ্বিতীয়তঃ, নাটক যে যুগে নাট্যকারের মুখপত্র, সেখানে সিঞ্জের নাটক শিক্ষকের বেত্র হস্তে কোন নীতি বা সংস্কার প্রচার করে না। জীবনের বিশেষ মুহূর্তকেই সিঞ্জ নাটকে তুলে ধরেছেন এবং নাট্যকারের নৈর্ব্যক্তিক বিবিক্ত চেতনা এদের সহজ আন্তরিক গতিবেগে বাধা সঞ্চার করেনি। তৃতীয়তঃ, নাটকের প্রকাশভঙ্গী আইরিশ সাধারণ মানুষের একেবারে নিজস্ব। এই সহজ সরল ভাষার সঙ্গে ঘটেছে কবিমনের সংযোগ এবং সিঞ্জ তাই এক আশ্চর্য লিপি কৌশলের স্রষ্টা।

সীন ও'কেসী (**Sean O'Casey** ১৮৮৪)—প্রতিভাবান আইরিশ সীন ও'কেসী বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার এবং সিঞ্জের যোগ্য উত্তরসূরী। সিঞ্জের নাটকের পটভূমি আরাণ দ্বীপপুঞ্জের রহস্যঘন পরিবেশে নয়, ডাবলিনের বস্তীঅঞ্চল যেখানে কলহনিপুণা স্ত্রীলোক ও মত্তপ পুরুষরাই প্রধান নরনারী। গৃহযুদ্ধের ভয়ঙ্করতা সে পরিবেশকে আরও ভয়াবহ করেছে। The Shadow of a Gunman (১৯২৩)-এ সাধারণতন্ত্রীদলের আবাসস্থল বলে অনুমিত একটি গৃহে থেকে এক তরুণ কবি ও তরুণীকে গ্রেপ্তার করা হয়। কবির প্রতি প্রণয়ের জন্য তরুণীকে গুলি করে হত্যা করা হয়। কবির ভীরুতাই তরুণীর মৃত্যুর জন্য দায়ী এবং তার যন্ত্রণাকাতর মন তাকে উদ্‌ভ্রান্ত করে নিয়ে বেড়ায়। Juno and the Paycock (১৯২৬), The Plough and the Stars প্রভৃতি সাধারণ-তন্ত্রী বিপ্লব ও গৃহযুদ্ধের পটভূমিকায় রচিত। ও' কেসীর নাটকে কোন বিশেষ উদ্দেশ্য স্পষ্ট প্রচারিত নয়, কিন্তু একই বিষয়ের ক্রমঃ উপস্থাপনা তাঁর নাটককে প্রচারধর্মী করেছে। তাঁর নাটক ট্রাজিক ও বাস্তবরস সুনিবিড়; আইরিশ সজীব প্রাণোচ্ছ্বাসে এরা পরিপূর্ণ। নাট্যকার আইরিশ গণসংগ্রামের প্রেক্ষাপটে হিংসাত্মক কার্যের পরোক্ষ সমালোচনা করেছেন এবং সাধারণ মানুষের জীবনচিত্র স্পষ্ট উদ্ভাসিত করেছেন। শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের এমন নিখুঁত চিত্র দুর্লভদর্শন। ও'কেসীর ভাষাপ্রয়োগ আশ্চর্য বাস্তবসম্মত। সিঞ্জের নাটকে আইরিশ কৃষকের ভাষা; ও'কেসী ডাবলিনের দরিদ্র মানুষের ভাষাকে গ্রহণ করেছেন, কিন্তু তাকে অনুভূতির রঙে রঞ্জিত করেন নি,

রিপোর্টারের মত যথার্থ পরিবেশন করেছেন, এবং এই ভাষা সম্পূর্ণ বাস্তব ও জীবনানুগ। তাই তাঁর নাটকের চরিত্রগুলিও বাস্তব, অতি নিখুঁত, জীবন্ত। তারা লেখকের সৃষ্টি নয়। আপনাদের আবেগ প্রাণচাঞ্চল্যে তারা সম্পূর্ণ সজীব। নাটক যদি illusion of reality হয়, তবে ও' কেসীর নাটক সর্বশ্রেষ্ঠ পর্যায়ভুক্ত। ও' কেসীর শেষ পর্বের নাটকে ভাবধারার পরিবর্তন ঘটে। The Silver Tassie (১৯২৯), Within the Gates (১৯৩৪), Red Roses for Me (১৯৪৬) প্রভৃতিতে যেন বাস্তবরসের সঙ্গে প্রতীকীবাদের সমন্বয়। কাহিনী এখানে অপ্রধান ; সাহিত্যিক ও আলংকারিক ভাষা প্রযুক্ত। সার্থক বাস্তবচিত্রায়ণে, জীবনরসতন্ময়তায় প্রথম পর্বের নাটকই উৎকৃষ্ট।

প্রবন্ধ

আধুনিক ইংরাজী প্রবন্ধ সাহিত্যও বিশেষ সমৃদ্ধ। মননদিগ্ধ রস-সুনিবিড় প্রবন্ধ শিল্পসৃষ্টি ইংরাজী সাহিত্যের বিপুল প্রসারকে স্মরণ করায়। উনবিংশ শতাব্দীকে যদি ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাসের শেষ রজনী কল্পনা করা যায় তা হলে সে রাত্রিশেষের শুকতারার নাম হবে **ওয়াল্টার পেটার** (W. Pater ১৮৩৯—৯৪)। যে উনবিংশ শতাব্দীর গদ্য সাহিত্য সুরু করেছেন কার্লাইল, যাকে সমৃদ্ধি দিয়েছেন ডিকেন্স, থ্যাকারে থেকে আরম্ভ করে রাস্কিন ও ম্যাথিউ আর্ণল্ড পর্যন্ত, সেই ইতিহাসের অন্তিম মুহূর্তে শেষ ভূমিকা ছিল পেটারের। শেষ কিন্তু তাৎপর্যময়। অন্য সকলেই যখন তাদের অর্থাৎ ভিক্টোরীয় যুগের সমস্যা নিয়ে ব্যাপৃত সেই সময় এক আশ্চর্য সমস্যা-নিস্পৃহা নিয়ে আবির্ভূত হলেন পেটার। তিনি সৌন্দর্যের উপাসনার মধ্যে আবিষ্কার করলেন জীবনের চরম সার্থকতা। এই উপাসনা অথবা সন্ধানের প্রয়াস অবশ্য বিস্তৃত হল জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে সুরু করে শিল্প ও সাহিত্য পর্যন্ত। সামাজিক ও নৈতিক দায়িত্বকে পাশ কাটিয়ে যে সাধনার সূত্রপাত হল তাঁর নেতৃত্বে সে সাধনার মূল্য শেষ পর্যন্ত যে কি দাঁড়াতে পারে তা সহজে অনুমান করা গেলেও এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর সাহিত্যে অতিমাত্রিক সমাজ দায়িত্ব পরায়ণতার বিরুদ্ধে যে একটা বলিষ্ঠ প্রতিবাদ ছিল তা নিঃসন্দেহ। আর নিছক সাহিত্য মূল্যের দিক থেকে বিচার করলে বলা যায়

পেটারের গদ্যরচনা সাহিত্যের অবদান হিসাবে তুলনাহীন। পেটার সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে খ্যাত Studies in the History of the Renaissance (১৮৭৩); Imaginary Portraits (১৮৮৭); Appreciations (১৮৮৯); Greek Studies (১৮৯৫); এবং Marius the Epicurean (১৮৮৫)।

পেটার ঊনবিংশ শতাব্দীর জিজ্ঞাসুতার পথরোধ করতে পারেন নি। যে নির্মম জিজ্ঞাসা ১৮৯০ এর আমলে তীক্ষ্ণ ও তীব্র হয়ে উঠেছিল কিন্তু লক্ষ্যভেদ করতে পারে নি, পেটারকে সামনে রেখে সেই জিজ্ঞাসাই আরও সুশৃঙ্খল ও সংগঠিত হয়ে উঠল এবং পেটারের আমল বিগত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তা আত্মপ্রকাশ করল **বার্ণার্ড শ'য়ের** সংকল্পে স্থির, লক্ষ্যে অটল, প্রজ্ঞায় প্রগাঢ়, নির্মম অথচ নিপুণ ব্যঙ্গে। ডিকেন্সীয় ভাবালুতার পরিবর্তে শ' আনলেন তথ্যসমৃদ্ধ মন যা রাজনীতি ও অর্থনীতির সাজঘরে প্রবেশ করেছিল এবং তাদের রঙ্ মাখা পরচুলো পরার আগের চেহারাগুলো বিজ্ঞানীর দৃষ্টি দিয়ে দেখেছিল। যা মহৎ ও যা সুন্দর তাকে সৌখিন আধ্যাত্মিকতা থেকে মুক্ত করে জীবনের লক্ষ লক্ষ পদচিহ্নলাঞ্ছিত রাজপথে প্রতিষ্ঠিত করার দায় শ' গ্রহণ করলেন। তাই তাঁর গদ্য হল সহজ ঋজু তীক্ষ্ণ ও যুক্তিনির্ভর। সুদক্ষ সেনাপতির সেনা বিন্যাসের মত সুনিপুণ কৌশলে, যুক্তিজাল বিস্তারে বার্ণাডী শিল্প অনুকরণীয়।

জি, কে, চেষ্টারটন (**G. K. Chesterton** ১৮৭৪—১৯৩৬) আর একজন দক্ষ গদ্যশিল্পী যাঁর হাতে গদ্য সাহিত্য নূতন সম্ভাবনার দিগন্ত খুঁজে পেয়েছিল কিন্তু পুরোপুরি পৌঁছতে পারেনি। মাত্র বাক্য ব্যবহারের অসামান্য চাতুর্য দিয়ে মহৎ সাহিত্য রচনা যে সম্ভব নয় চেষ্টারটন তার অন্যতম প্রমাণ। তবু গীতিকাব্যের একটা মন্থর মূর্ছনা তাঁর গদ্যকে এক অপূর্ব মাধুর্যে ভরিয়ে দিয়েছে। গোল্ডস্মিথের যুগে চেষ্টারটন জন্মগ্রহণ করলে তাঁর সাহিত্য-কৃতির আয়তন ও প্রকৃতি কি রকম দাঁড়াত সেটা যত্ন করে ভাববার মত কথা। চেষ্টারটনের প্রবন্ধ, সমালোচনার মধ্যে উল্লেখ্য—The Defendant (১৯০২); Heretics (১৯০৫); Tremendous Trifles (১৯০৯); The Victorian Age of Literature (১৯১৩) প্রভৃতি। আজকের যুগের অপর দুজন বিশিষ্ট প্রাবন্ধিকের নাম ম্যাক্স বিয়ারবম ও হিলেয়ার বেলক।

বার্ণার্ড'শ **ম্যাক্সকে (Max Beerbohm)** অতুলনীয় আখ্যা দিয়েছিলেন, এবং সে আখ্যা সর্বতোভাবে ম্যাক্সের পাওনা। প্রায় দুই শতাব্দী পূর্বে বুদ্ধির যে বিদ্যুৎ বহ্নি একদিন ইংরাজী সাহিত্যকে ফরাসী সাহিত্যের সমান পর্যায়ে তুলেছিল, সেই আমলের উজ্জ্বল বুদ্ধির পরিবেশন করেছেন ম্যাক্স সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে। অবশ্য তাঁর হাতের 'ক্যারিকেচার' গুলি ঠিক সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত কিনা বিতর্কের বিষয়, তথাপি সমকালীন সাহিত্য সাধনার কিছু কিছু নির্ভুল পরিচয় তাব মধ্যে মিলবে। তবু এগুলি ম্যাক্সের বড় দান নয়। তাঁর বড় দান হল তাঁর অনুভূতির সূক্ষ্মতা, এবং সেই সূক্ষ্ম অনুভূতির স্পর্শকাতর প্রকাশনা, যা সমকালীন প্রবন্ধ নামাঙ্কিত সংবাদী সাহিত্যের নির্লজ্জ উচ্চকণ্ঠকে নির্মমভাবে তিরস্কার করে। ম্যাক্স বিয়ারবমের উল্লেখ্য রচনা—The Works of Max Beerbohm (১৮৯৬); Yet Again (১৯০০); Seven Men (১৯১৯)। চেষ্টারটনের প্রবন্ধে সজীব বলিষ্ঠতা পাই, **হিলেয়ার বেলকের (Hilaire Belloc** (১৭০৮—১৯৫৩) রচনায় সেই ঔজ্জ্বল্য দীপ্তি। বেলকের বিবিধ প্রবন্ধ, ইতিহাস, জীবনী, রাজনীতি সাহিত্যের মধ্যে উল্লেখ করা যায় The Path to Rome (১৯০২); On Nothing (১৯০৮); On Everything; (১৯০৯); On Anything (১৯১০); চার খণ্ডে History of England; The Free Press (১৯১৭) ও অনেক সৃষ্টিকে। বেলকের প্রবন্ধের আকর্ষণ তাদের স্বভাব রমণীয়তায়। কোন ফল সৃষ্টির জন্য বেলক কোন বিশেষ ধরণের প্রয়াসের আশ্রয় গ্রহণ করেন নি। এই স্বভাব মাধুর্যের জন্য সমসাময়িক কালের ইউরোপে কথা পড়বার জন্য বেলকের দ্বারস্থ হবে বহু পাঠক এবং দ্বারস্থ হয়ে কেউই প্রবঞ্চিত হবে না। তথাপি স্মরণ রাখা প্রয়োজন বেলক স্বমতে অতিমাত্রায় আস্থাশীল এবং যার সম্বন্ধে তিনি সহানুভূতি পোষণ করেন না, তাঁর সম্বন্ধে তিনি নির্ভুল দিশারী নন।

ছোটগল্প

ছোটগল্প আধুনিক মননের সৃষ্টি। এই শতাব্দীর কর্মব্যস্ত মানুষ উপন্যাসের বিস্তৃতিতে ক্লান্ত, অকারণ ঘটনাজটিলতায় উদাসীন; তাই নাটকীয় দ্রুতি-সম্পন্ন একমুখিন জীবনরসনিবিড় সংক্ষিপ্ত গদ্যকাহিনীর মধ্যেই পাঠকের মন

দ্বন্দ্বের শান্তি অন্বেষণ করেছে। আধুনিক মনের তাগিদেই ছোটগল্পের উদ্ভব যার রচয়িতার জীবনের প্রতি বিস্ময়ব্যাকুল দৃষ্টি স্থিরবদ্ধ। আর যাতে আছে প্রতীতির সমগ্রতা ও নাটকীয় শিল্পসংহতি। ছোটগল্পে পাই বিস্তৃতির পরিবর্তে রসের নিটোলতা, জটিল ঘটন সমাবেশের স্থলে ব্যক্তিত্বের আত্মোন্মীলন ; তার সত্যে প্রশ্নচঞ্চল জীবনজিজ্ঞাসা, যদিও ভাবের ইশারাতেই শেষের কথা। ছোট গল্পের স্বরূপ প্রসঙ্গে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য দুইজন সমালোচকের মতামত উদ্ধৃত করতে পারি। "Singleness of aim and singleness of effect are therefore the two great canons by which we have to try the value of a short story as a piece of art' (Hudson—An Introduction to the Study of Literature)। কথা সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রদত্ত মননসমৃদ্ধ সংজ্ঞায় ছোটগল্পের আত্মা ও রূপ যথার্থ বিধৃত—'ছোটগল্প হচ্ছে প্রতীতি জাত একটি সংক্ষিপ্ত গদ্য কাহিনী যার একতম বক্তব্য কোনো ঘটনা বা কোনো পরিবেশ বা কোনো মানসিকতাকে অবলম্বন করে ঐক্য সংকটের মধ্য দিয়ে সমগ্রতা লাভ করে।' এ্যাডিসন ষ্টীলের নীতি প্রকাশক লঘুচ্ছন্দ রেখাচিত্রগুলি আধুনিক ছোটগল্পের রীতি পদ্ধতির থেকে অনেক দূরে দাঁড়িয়ে আছে। স্কটের Wandering Willies Taleই (১৮২৪) সম্ভবত আধুনিক ছোটগল্পের সন্নিকটবর্তী হতে পেরেছে। ইংরাজী ছোটগল্পের সূত্রপাত **আর, এল, ষ্টিভেনসন** থেকে। এ্যাডগার এ্যালান পো প্রভাবিত ষ্টিভেনসনের ছোটগল্পের বিষয় বহুমুখী। তিনি গল্পের শ্রেণী বিন্যাস করতে গিয়ে প্লটপ্রধান গল্প, চরিত্রপ্রধান গল্প, ও ভাবপ্রধান গল্পের কথা উল্লেখ করেছেন। ষ্টিভেনসনের গল্পে এ্যাডভেঞ্চার ও অলৌকিক রস সৃষ্টিই প্রধান। অজানা সমুদ্রে পাড়ি দিয়ে তাঁর রোমাণ্টিক কল্পনা বিচিত্র পৃথিবীর রহস্য রোমাঞ্চ সৌন্দর্যকে আস্বাদন করেছে। আর ষ্টিভেনসনের রোগজর্জর দেহ যন্ত্রণাকাতর মন পরিচিত পৃথিবী পরিত্যাগ করে এক অপ্রাকৃত রহস্যনিবিড় অলৌকিক জগতের পরিবেশকে স্ফুটতর করে তুলেছে। অতিপ্রাকৃত অলৌকিক রসকে কার্যকারণ সূত্রবিদ্ধ করে ও মনস্তাত্ত্বিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত করে তাকে যথার্থ শিল্পিত রসসমৃদ্ধ করে তুলেছেন ষ্টিভেনসন। তাঁর বড় গল্প 'ডঃ জেকিল এণ্ড মিঃ হাইড,' 'দি নিউ এ্যারিবিয়ান

নাইট্স' এর গল্প সংগ্রহ, 'ব্ল্যাকম্যাজিক' গল্পগুলিতে, 'দি সুইসাইড ক্লাব,' 'দি বটল ইম্প' প্রভৃতি ষ্টিভেনসনের এই অসামান্য প্রতিভার পরিচয়বহ। **রুডিয়ার্ড কিপলিঙ** এর ছোটগল্পগুলি ভারতীয় অরণ্য জীবনের পটভূমিকায় গড়ে উঠেছে এবং তারা হয়েছে রসসমৃদ্ধ, সৌন্দর্যময় ও বর্ণোজ্জ্বল। ভারতের অরণ্যভূমি এর প্রাণস্পন্দন, রহস্যময়তা ও সৌন্দর্যদিপ্ত ভয়াবহতা সার্থক রূপঋদ্ধ কিপলিঙের গল্পে। **যোসেফ কনরাডের** ছোট গল্পগুলি বাত্যাতাড়িত, তরঙ্গবিক্ষুব্ধ, সৌন্দর্যব্যাপ্ত সমুদ্র জীবনের রূপশিল্প। তাঁর ছোটগল্পে বিশাল বিস্তৃত সমুদ্রের আহ্বান, পূর্বাঞ্চলের চিত্তস্পর্শী রূপ, ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সমুদ্র, কঙ্গোপ্রদেশের আরণ্যক ভীষণতা—বিশ্বপ্রকৃতির আন্তর রহস্যগভীর সৌন্দর্যসত্তা বিধৃত। **এইচ, জি, ওয়েলস** এর ছোটগল্পে বিজ্ঞানের বিচিত্র অভিযান। বিজ্ঞানাশ্রয়ী গল্পগুলি সাহিত্যের এক নূতন দিগন্তকে উন্মোচিত করে দিযেছে। ওয়েল্স কৌতুকপ্রধান গল্প রচনাতেও সিদ্ধহস্ত। The Door in the Wall গল্পটিতে বিশ্বজগতের রহস্যময় সৌন্দর্যের অন্তঃপুরে মুক্তচিত্ত কল্পনাময় মানুষের অভিসারের কথা। সুন্দর তার আমন্ত্রণলিপি মানবচিত্তে পাঠায় গোপনে গভীরে, মানুষের সত্তা সুন্দরকে রহস্যকে বরণ করে রমণীয় ধন্য হয়। ক্লান্ত জটিল বিকৃত জীবন সেই পরম সুন্দরকে লাভ করতে পারে না। The Man who could work Miraclesএ এক আশ্চর্য ইচ্ছাশক্তির কথা—মানুষের ইচ্ছা প্রকাশমাত্র পূর্ণতা দ্বারা যে বৈচিত্র্য বিস্ময়ের সৃষ্টি করে তারই অভাবিত শিল্পকথা। The Apple, The Moth প্রভৃতি গল্প ও বিজ্ঞানকল্পনার মিশ্রিত শিল্পকথা। Dubliners এর পনেরোটা গল্প **জেমস্ জয়েস্কে** বিখ্যাত করেছে। জয়েসের গল্পে বহির্চঞ্চলতা দ্বন্দ্ব-সংঘাত নেই, আছে ব্যক্তিসত্তার আত্মোন্মীলন। ডাবলিনের সাধারণ মানুষ সামান্য চরিত্রেরা তাঁর ছোটগল্পের নায়ক-নায়িকা। মদ্যপ, ভবঘুরে, স্কুল-পালানো ছেলে, ভোটের ক্যানভাসার, সাধারণ শিক্ষক প্রভৃতি তাঁর গল্পে স্থান পেয়েছে; জয়েসের অভিজ্ঞতা প্রত্যক্ষ বাস্তব, তাঁর উপলব্ধি নিবিড়, এই সমস্ত চরিত্রের জীবনের কোন বিশেষ মুহূর্তকে অবলম্বন করে অন্তরসত্তার গভীরতম পরিচয় উদ্ভাসিত। একদিকে কারুণ্যে গীতিময়তা, অপরদিকে মনস্তাত্ত্বিকতা উভয়ের সম্মেলনের গল্পগুলির ভাবরূপ গড়ে উঠেছে। The Dead, Araby,

A Painful Case প্রভৃতি জয়েসের সার্থক ছোটগল্প। **লরেন্সের** ছোটগল্পেও বিশেষ চেতনা বিশেষ মুহূর্তকে অবলম্বন করে অন্তরসত্তার উন্মীলন। মানুষের স্নেহ প্রেম ঘৃণা বিদ্বেষ বিকৃতির ভয়াবহ রূঢ় রূপ ফুটে উঠেছে লরেন্সের গল্পে। The Prussian Officer গল্পসংকলনে আছে তাঁর জীবন দার্শনিকতা; নরনারীর জৈব সম্পর্ক, মানবতার পাশব রূপ, শিল্পাঞ্চলের ভয়াবহ চিত্র, আর গ্রামাঞ্চলের সৌন্দর্য বর্ণনা। গ্রন্থের নামসূচক The Prussian Officer গল্পটি ঘৃণা প্রতিহিংসা ও মানস যন্ত্রণার চিত্র। গল্পটি মনস্তত্ত্বপ্রধান। জার্মান অফিসারের তার তরুণ কর্মচারীর প্রতি ঘৃণা, যুবকেরও ঘৃণা, অফিসারকে হত্যা—দুজনের মানসিক দ্বন্দ্ব ও যুবকের নিপীড়িত যন্ত্রণাকাতর চিত্তের উৎক্ষেপণের ওপর কাহিনীর অধিষ্ঠান। লরেন্স একটি গল্পে আমাদের নিয়ে গেছেন কয়লাখনির মজুরের ঘরে যার কন্যার এক অবৈধ পুত্রের নামকরণ উৎসবকে কেন্দ্র করে দ্বন্দ্ব, ক্ষোভ, তীব্র মানস উত্তেজনা। **ক্যাথারিণ ম্যান্সফিল্ড** (Katherine Mansfield. ১৮৮৮—১৯২৩) বিশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্পলেখিকা। জয়েসের ছোটগল্পের পটভূমি ডাবলিন, আর ক্যাথারিণ ম্যান্সফিল্ডের পটভূমি নিউজিল্যাণ্ড—এই নগরীর স্মৃতি বহন করে আছে তাঁর ছোটগল্প। 'At the Bay' তে প্রত্যূষ থেকে রাত্রি পর্যন্ত একটি পরিবারের নিউজিল্যাণ্ড দিবসের কথা। চরিত্রগুলি সাধারণ—ব্যস্তসমস্ত স্বামী, কল্পনাপ্রবণ স্ত্রী, মেষপালক, বিচিত্র প্রতিবেশী-প্রতিবেশিনী, ভৃত্য ও তার বয়স্কা সঙ্গী—প্রত্যেকে স্বতন্ত্র হয়েও একটা সংক্ষিপ্ত কিন্তু পরিপূর্ণ জীবন-চিত্রকে উদ্ভাসিত করে। ক্যাথারিণ ম্যান্সফিল্ড যেন কখনও বিদ্রূপাত্মক; কিন্তু ব্যঙ্গ তাঁর ছোটগল্পে বড় নয়, এক প্রসন্ন ব্যঞ্জনায় তাঁর কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটে। The Doll's Houseএ শিশুদের মনস্তত্ত্ব আনন্দের রূপায়ণ। পুতুল ঘরের বর্ণনা, ছোটদের আনন্দ উত্তেজনা, গৃহে অবাঞ্ছিত অকাম্য দরিদ্র শিশুদের বিতাড়ন-অহংকারের প্রতি ব্যঙ্গের সুরকে অতিক্রম করে লেখিকা শেষাংশে শিশুর আনন্দ আবেগের মধ্যে কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন—

"Presently our Else nudged up close to her sister. But now she had forgotten the cross lady. She put out a finger and stroked her sister's quill, she smiled her rare smile.

'I seen to little lamp', she said, softly.
Then both were silent once more."

কয়েকটি গল্পে দরিদ্র অবহেলিত মানুষের প্রতি বেদনা রূপঋদ্ধ। Life of Ma Parker এ মৃত্যু-দুঃখকাতরা দরিদ্র বৃদ্ধার অসহায় বেদনা। The Fly গল্পে লেখিকার মানবমনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ, তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তি ও মানুষের প্রতি ব্যঙ্গ সুপরিস্ফুট। অসাধারণ জনপ্রিয় ছোটগল্প রচয়িতা **সমারসেট মম** ফরাসী লেখক মোপাসাঁর ভাবশিষ্য। মমের রচনাশৈলী পরিচ্ছন্ন সুমিত। জীবনের প্রতি মমের এক নির্মোহ কিন্তু আন্তরিক দৃষ্টি। জীবনের লবণাম্বু-তলে তিনি অবগাহন করেছেন, জীবনের সুখদুঃখের উপলমুখর অভিজ্ঞতার সার্থক রূপায়ণ তাঁর ছোটগল্প। মম্ ইংরাজী সাহিত্যের ভৌগোলিক সীমাকে অনেক বর্দ্ধিত করেছেন ; প্রাচ্য-পাশ্চাত্য দেশ ভ্রমণে লেখকের অনুরাগ এবং বৈশ্বিক পরিবেশে সূর্যকরোজ্জ্বল আকাশের নীচে, সমুদ্রতরঙ্গবিক্ষুব্ধ তটসীমায়, গ্রীষ্মমণ্ডলীর দ্বীপপুঞ্জাদিতে তাঁর ছোটগল্পের পটভূমি। মমের ছোটগল্পের অসংখ্য বৈচিত্র্যময় চরিত্রের ভীড়—তার আশা-আকাঙ্ক্ষা-বিক্ষুব্ধ, মানসদ্বিধাগ্রস্ত। মমের শিল্প হেনরী জেমসের বিপরীত, তিনি বৃত্তাকার গল্পের পক্ষপাতী। মমের গল্পের মধ্যে খ্যাত 'The Rain', 'Mr. Know All' ইত্যাদি। তার দু-একটি ছোট গল্পে জীবনের নির্মম কঠোর রূপটি নিষ্ঠুর পরিহাসের মধ্যে যেন অভিব্যক্ত। এই প্রসঙ্গে A Friend in Need গল্পটি স্মরণীয়। গল্পটা যেন আমাদের সমগ্র চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রাখে। মধুরভাষী, লোকপ্রিয়, বন্ধুবৎসল এডওয়ার্ড হাইড বার্টন প্রচুর বিত্তের মালিক ও কয়েকটি অফিসের কর্তা। একদা একটি লোক তাঁর নিকট চাকুরীর জন্য আসে ও বার্টন বলেন যে সে একটি তিন মাইলব্যাপী তরঙ্গবিক্ষুব্ধ স্রোতধারাকে সন্তরণ করে অতিক্রম করলে তাকে চাকুরী দেবেন। লোকটি তাতে মারা যায় এবং বার্টন জানতেন তাই ঘটবে। কিন্তু তথাপি তিনি লোকটিকে ভয়ঙ্কর সাঁতার কাটতে পাঠিয়েছিলেন কারণ—'I hadn't a vacancy in my office at the moment.' কাহিনীর পরিণতি আমাদের স্নায়ুতন্ত্রীতে হানে তীব্র আঘাত। মানুষের নিষ্ঠুর ভয়াল পরিচয় সমগ্র সত্তাকে অবশ করে দেয়। কাহিনীর অন্তিম ক্ষণের পরিচয় শেষ মুহূর্তে পাই, এবং এই whip-crack ending মমের গল্পের আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য।

The Red গল্পটিতে প্রেমের প্রতীক্ষা, প্রত্যাশার অশান্ত ব্যাকুলতা, সুতীব্র বেদনা। পূর্বাঞ্চলের এক দ্বীপের কাছে জাহাজ থামতে বাধ্য হয় ও স্থূলদেহ দৈত্যাকৃতি স্কিপার বোটে করে দ্বীপে এসে আকস্মিকভাবে এক ইউরোপীয়কে দেখে বিস্মিত হয়। গল্পকালে ইউরোপীয় Neilson স্কিপারকে তার ক্ষয়রোগ দূরীকরণার্থে এই দ্বীপে অবস্থানের কথা বলে ও জ্ঞাত হতে চায় অপরূপ সুদর্শন Red নামক নাবিকের কথা যে প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে এই দ্বীপে এসেছিল, বিবাহ করেছিল সুন্দরী লাবণ্যময়ী দ্বীপকন্যা Sallyকে। তাদের জীবন প্রণয়ে উচ্ছল পূর্ণ, কিন্তু তিন বছর পরে রেড একদিন আকস্মিক আগত এক জাহাজে তামাক অন্বেষণে গিয়ে আর ফেরে না। নেলসন তারপরই এখানে আসে স্যালিকে দেখে মুগ্ধ হয় ও তাকে বারবার কামনা করে প্রত্যাখ্যাত হয়। যদিও শেষ পর্যন্ত স্যালি তাকে গ্রহণ করেছে কিন্তু সে রেডের জন্য কাতর বিহ্বল, রেডে সমর্পিতপ্রাণা। পুরাণো বেদনার্ত স্মৃতির পর স্কীপার বলে যে সেই রেড। His huge form shook as he gave a low almost silent laugh. It was obscene. Neilson shuddered. Red was hugely amused, and from his bloodshot eyes tears ran down from his cheeks. রেড চলে যায়। অপরিসীম তিক্ততা নিয়ে নেলসন মুক্তির প্রত্যাশা করে।

Argosy নামে বিখ্যাত ছোট গল্প পত্রিকার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা **H.E. Bates** (১৯০৫-) প্রথম শ্রেণীর গল্পলেখক। তিনি চেকভ ও মোপাসাঁর দ্বারা প্রভাবিত। তাঁর গল্পের আবেদন তীক্ষ্ণ একমুখীন নয়, জীবনের এক উজ্জ্বল প্রসন্ন মুহূর্ত, এক বিশেষ মানসিকতার সহজ লাবণ্যমণ্ডিত রূপায়ণ। প্যাশানের তীব্রতা তাঁর ছোট গল্পে অনুপস্থিত, তাতে হাস্যরসের প্রসন্নচ্ছটায় দীপ্ত, আবেগময়, আন্তরিক, সহজ উচ্ছ্বসিত। বেট্‌সের পর্যবেক্ষণ শক্তি নিখুঁত সুন্দর—পল্লীঅঞ্চল, বন, মাঠ, পথঘাট যেন ফ্রেমে আঁটা ছবির মত সুশিল্পিত। বেট্‌সের গল্পগ্রন্থের মধ্যে খ্যাত Day's End ; The Black Boxer ; Cut and Come Again ; Something Short and Sweet প্রভৃতি। বেট্‌সের সহজ আন্তরিক জীবনবোধ ও শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় বহন করে গল্পগুলি। এই প্রসঙ্গে Fishing গল্পটির উল্লেখ করা যায়—বাল্যকাল হতে বন্ধু বিপত্নীক দুই প্রৌঢ় স্মরণ করে তাদের তরুণকালে এক

সন্ধ্যায় মাছ ধরার আনন্দকে ; তারা সেই আনন্দকে ফিরিয়ে আনতে চায় এবং পরদিবস অতি প্রত্যূষে বাইরে যাবার সঙ্কল্প করে। 'কিন্তু পাখীরা জেগে উঠল, মাঠের ওপর দিয়ে গরুর দল চলে গেল, প্রাতঃকালীন প্রার্থনার ঘণ্টাধ্বনি শ্রুত হল, কিন্তু নদীর পথ দিয়ে কেউ এল না।' অসবার্ট সিটওয়েল, গ্রাহাম গ্রীণ, ই, এম ফরষ্টার প্রমুখ আধুনিক ছোট গল্পের ক্ষেত্রে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। গ্রাহাম গ্রীণের লেখায় দার্শনিক প্রবণতা বিরলদ্রষ্টব্য নয়। আমেরিকার ন্যাথানিয়েল হথর্ণের সঙ্গে তাঁর ভাবের যোগ আছে। 'The Celestial Omnibus,' 'The Other Side of Hedges' প্রভৃতির স্রষ্টা ফরষ্টার প্রতীকী গল্প রচনাতেই বিশেষ নিপুণ। এক কবিপ্রাণের সহজ স্পর্শে তাঁর ছোট গল্প সার্থক রূপশিল্পিত আর আশ্চর্য রসসুনিবিড়।

পরিশেষ

ইংরাজী রোমাণ্টিকতা ঃ বাংলা গীতিকাব্য

বাংলা কাব্য পাশ্চাত্য রোমাণ্টিকতার অন্তর্ভাবনায় নিবিড়, প্রাণস্পর্শে দীপ্ত, সৌন্দর্য আলোকে জ্যোতির্ময়। বণিকের মানদণ্ড প্রভাতশর্বরীতে রাজদণ্ড রূপে দেখা দিয়েছিল ; কিন্তু ইংরাজ সাহিত্য-সংস্কৃতি তার কল্পনার সমৃদ্ধিতে, মননের দীপ্তিতে আর প্রজ্ঞার আলোকে বাংলা সাহিত্যকে অসামান্য সমৃদ্ধ করেছে। ইংরাজী রোমাণ্টিক সাহিত্য বাংলা সাহিত্যে এক অপরূপের বাতায়ন খুলে দিয়েছে। বাংলায় প্রকৃতপক্ষে ধ্রুপদী যুগ (Classic Age) গড়ে উঠেনি, সংহতি দার্ঢ্য বলিষ্ঠতা নিয়ে বাংলা সাহিত্য গভীর ঋজু মনন-দিগ্ধ রূপলাভ করেনি। ফরাসীতে ক্লাসিক যুগের বিস্তৃতি প্রায় দ্বিশত বর্ষ, ইংরাজীতে এর ব্যাপ্তি শত বৎসর। ভাষার ঋজুতা, মননসমৃদ্ধি ঐশ্বর্যময়তা ক্লাসিক সাহিত্যের কর্ষণার ফল। ফরাসী ও ইংরাজী ভাষার আশ্চর্য সমৃদ্ধির অন্যতম কারণ বোধ করি এইটাই। বাংলায় অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতচন্দ্রের সাহিত্য ক্লাসিকধর্মী বিকাশ চোখে পড়ে। ভারতচন্দ্রের মানসপরিমণ্ডল ক্লাসিক সাহিত্যের অনুকূল। কিন্তু এই ক্লাসিক অভ্যুত্থান নিতান্তই স্বল্পায়ু—বিদ্যুৎ বিকাশের মত তার ক্ষণিক তীব্র দীপ্তি। এই ক্লাসিক চর্চার অনগ্রসরতার কারণ ভারতচন্দ্র শক্তিমান হলেও যুগস্রষ্টা ছিলেন না : এবং অপর কোন প্রতিভাবান কবি এই ধারাকে প্রবাহ করতে অক্ষম হয়েছেন। পরবর্তীকালের রুচি স্থূলত্ব ভারতচন্দ্রের কাব্যের অশালীন বিকৃতিকেই গ্রহণ করেছে : তাঁর মননপ্রকর্ষ, রসরসিকতা, জীবনবোধ অনায়ত্ত ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র ক্লাসিক মহাকাব্য রচনা করেছেন : কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মহাকাব্যের কাঠিন্যের অন্তরালে মন্ময়স্বভাব গীতিকাব্যের মূর্ছনাই বারংবার শ্রুত হয়েছে। ইউরোপের বিবিধ ভাষার ক্লাসিক সাহিত্য আস্বাদিত উপলব্ধ হওয়া সত্ত্বেও রোমাণ্টিক সাহিত্যই বঙ্গচিত্তের মর্মমূলে নাড়া দিয়েছে। ইংরাজী রোমাণ্টিকতার বৈচিত্র্যময় প্রভাব বাংলা সাহিত্যকে বিচিত্র রসসমৃদ্ধ করে তুলেছে—এই প্রভাব একদিকে গভীর আন্তরিক, অপরদিকে সুদূরপ্রসারী।

বাংলা গীতিকাব্যে ইংরাজী রোমান্টিকতার প্রভাব নিরূপণ প্রসঙ্গে ইংরাজ ও বাংলা কবি প্রকৃতির (Poetic genius—English and Bengali) তুলনামূলক আলোচনা করা যায়। ✓ইংরাজ কবি প্রকৃতির মূলে ভৌগোলিক জাতিগত কয়েকটি উপাদান কার্যকরী হয়ে কাব্যকে নির্মাণ করেছে। ভৌগোলিক বিচারে ইংলণ্ড জলবেষ্টিত দ্বীপ, চতুর্দিকে সমুদ্র। এর ফলে এক ভয়াল রহস্যের বোধ ইংরাজ চেতনায় বিরাজিত। সমুদ্র, ঝটিকা, কুয়াশা, সমুদ্রজীবন ও মৃত্যু নৌযুদ্ধ বহিঃরাজ্য জয় ঔপনিবেশিকতা ইংরাজ চরিত্রের মর্মমূলে মিশে গেছে ও কবিস্বভাবকে নির্মাণ করেছে। জাতি হিসাবেও ইংরাজ স্বভাবে এই রহস্য বিস্ময় অথচ বিপুল উন্মুক্ত জীবনকে আস্বাদনের দুর্বার বাসনা বিরাজিত। কেল্টিক জীবনের রহস্য ইংলণ্ডে বিদ্যমান ছিল, এর সঙ্গে মিশল এ্যাঙ্গলো-স্যাকসন-জুট—অসমসাহসী দুর্দান্ত নাবিক জাতি। ফলে এল এ্যাডভেঞ্চার অদৃষ্টবাদ প্রচণ্ড অনাধ্যাত্মিকতা। পরবর্তী কালে নর্মান ফ্রেঞ্চ প্রভাবে এসেছে মননের স্বচ্ছতা জীবনকে আস্বাদনের উল্লাস। কাল্চার বা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই মৌল স্বভাব বিদ্যমান তা হল এ্যাঙ্গলো-স্যাকসন কালচার—কর্মোদ্দীপনা সরলীকরণ রহস্য কিন্তু ঈষৎ পরিমাণে অধ্যাত্মধর্মবিরোধী। ইংরাজ চরিত্রে স্ববিরোধ তীব্র, তার থেকে এসেছে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ। ইউরোপের অন্যান্য রাজ্যের মত ইংলণ্ড চার্চের অধীনে গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন যাপন করেনি। তার স্বাধীনতাপ্রীতি তীব্র। এখানে বিশিষ্ট ধরণের রাজতন্ত্র প্রচলিত। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা চার্চের অধীন নয় রাজনৈতিক বিশিষ্টতার অধীন। এখানেও স্ববিরোধ—বিংশশতাব্দীতেও রাজতন্ত্রের প্রতি আনুগত্য। তবে ইংলণ্ডে রাজা হতে পারে ডিক্টেটর হতে পারে না। এইভাবে সার্বিক সমন্বয়ে ইংরাজ কবিস্বভাব নির্মিত হয়েছে, তাতে সমন্বিত হয়েছে রহস্য, মৃত্যু ভাবনা, এ্যাডভেঞ্চার স্পৃহা, অধ্যাত্ম ধর্মবিরোধ, স্বাধীনতাবোধ ও ব্যক্তিত্বের সুতীব্র বিকাশ।

বাঙালীর মানসপরিমণ্ডল গঠন করেছে তার ভৌগোলিক পরিবেশ বিচিত্র পরিবর্তনশীল ইতিহাস অভিনব সমাজ ব্যবস্থা ও বিদেশী সংস্কৃতি। নদীমাতৃক শ্যামল মেঘমেদুর বাংলাদেশের সংস্থান বাঙালী ভাববিলাসী কোমল প্রকৃতি করেছে। ষড় ঋতুর বিচিত্র সৌন্দর্যময় আবর্তনে সে প্রকৃতি প্রেমিক ও সুন্দরের উপাসক। আবার "আর্য অনার্য দ্রাবিড় ও মোংগল

প্রভৃতি অনেক রকম রক্ত মিলেছে দেহে, মনে এনেছে ব্যাপকতা। বহু মানবজাতির মিলনভূমি বলেই মানবতত্ত্ব সম্বন্ধে বাঙালীরা এত সচেতন। এই রক্তমিশ্রণ বাঙালীকে দিয়েছে অনার্যের শিল্পকৌশল আর ভাবপ্রবণতা, আর্যের সংস্কৃতি আর তীক্ষ্ণ ও সূক্ষ্ম চিন্তাশক্তি, মিশ্রণের উদারতা। বাঙালীর নৃতত্ত্বে জাতি সমন্বয়ের প্রাচুর্য তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের একটি প্রধান কারণ।" (বাঙালী—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র ঘোষ)। আধ্যাত্মিক সংস্কৃতিতেও এই বৈচিত্র্য ও রূপান্তর—'সমন্বয়ের মৌলিক দুঃসাহস আর আর্যবিরোধী উদার মনোময়তা, মানবপন্থী ধারা ও গৃহী মনের বৈরাগী অনুভূতি ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়ে অতীন্দ্রিয়তার উপলব্ধি।' এই বৈশিষ্ট্যসমূহে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য ভাস্বর হয়েছে। ইংরাজ আগমনোত্তর বাংলা সাহিত্যে মানবজীবন ও সামাজিক চেতনার আবির্ভাব। ইংরাজ সংস্কৃতি আমাদের অহংবোধকে উদ্রিক্ত করেছে, কল্পনাকে করেছে দিগন্তব্যাপী। চেতনায় এনেছে মনন-দিপ্ততা, ব্যক্তিত্বের বিস্ফারণ সংগঠিত করেছে। আর জাগ্রত করেছে রোমান্টিকতার মর্মবাণী—an extraordinary development of imaginative sensibility. পরবর্তী রোমান্টিক কবিগণ প্রাচীন জীবনবোধ থেকে ঋকৃথ গ্রহণ করে তাকে নবসৃজ্যমানতায় অসামান্য করেছেন, এঁদের শিল্পরূপে বৈচিত্র্য, বক্তব্যে ঐতিহ্য, মানসিকতায় জীবনযন্ত্রণা জীবনের সংশয়তীব্রতা বিষণ্ণ বেদনা।

প্রকৃতপক্ষে মধ্যযুগ থেকেই ইংরাজী সাহিত্যে রোমান্টিকতার স্ফুরণ দৃষ্ট হয়। রোমান্টিক ভাবনায় মধ্যযুগীয় ও পরবর্তী সাহিত্য দীপ্যমান। এ্যাঙ্গলো-নর্মান যুগে ফরাসী রোমান্সের প্রভাবে ইংরাজী সাহিত্যের বর্ণাঢ্য উজ্জ্বল প্রকাশ। অতীত জীবনের উন্মুক্ত উদ্বেল ঐশ্বর্যমণ্ডিত রূপ আত্মার রক্তিম বিকাশ এই সাহিত্যে পাওয়া যায়। শার্লমান আলেকজাণ্ডার আর্থার প্রমুখকে কেন্দ্র করে অতীত যুগের অপরূপ ঐশ্বর্যমণ্ডিত ইন্দ্রধনুবর্ণ-বিলসিত রূপলোক নির্মাণ করেছেন কবিরা। উনবিংশ শতাব্দীর রোমান্টিক সাহিত্যের সঙ্গে কিন্তু এদের মূলাপ্রকৃতিগত পার্থক্য। পরবর্তী কবিগণ চিত্তস্থিত সৌন্দর্যকে মধ্যযুগে আরোপিত দেখেছেন—তঁদের মধ্যযুগে অভিসার কারণ বর্তমানের রূঢ় আঘাতে কবির সংবেদনশীল চিত্ত আহত যন্ত্রণাকাতর এবং মধ্যযুগের সুখস্বপ্নে কবির পরম প্রশান্তি। মধ্যযুগ প্রয়াণ

অর্থ পূর্ণ সৌন্দর্যের সন্ধান। এলিজাবেথীয় যুগে স্পেনসারের কবিচেতনায় রোমান্স ভাবনা কিন্তু তিনি রোমান্টিকধর্মী গীতল নন তাঁর প্রতিভা মহাকবির ; এবং নীতিবোধ রোমান্টিক বর্ণবৈচিত্র্যকে অনেকটা শুভ্র সংযত করেছে। শেক্সপীয়রেও রোমান্টিকতার চূড়ান্ত। কল্পনার অপরূপ অভাবনীয় বিকাশ রোমান্টিকতার বৈশিষ্ট্য এবং শেক্সপীয়রের সৃষ্টির মূলে এই বিশ্ববিথারী কল্পনা। শহর থেকে দূরে শান্ত নির্জন প্রকৃতিতে শেক্সপীয়রের কোন কোন চরিত্র বৃক্ষপত্রাদিতে কণ্ঠস্বর প্রবহমান স্রোতস্বিনীতে গ্রন্থকথা প্রস্তরে সত্য-নীতিবাণী ও সর্বক্ষেত্রে শুভত্বকে প্রত্যক্ষ করেছেন। এই চেতনা নিঃসন্দেহে ওয়ার্ডসওয়ার্থীয়। তবে শেক্‌সপীয়র প্রথমতঃ এবং প্রধানতঃ নাট্যকার : মানবমনের গভীরে অন্তঃপ্রবিষ্ট হয়ে সুখদুঃখবোধ রহস্যনিবিড় মনোভাবনা দ্বন্দ্ব সংক্ষুব্ধ হৃদয়বৃত্তির অন্বেষায় তৎপর। প্রত্যেকটি নাটকে হৃদয়াগ্নুৎক্ষেপ, নিঃসীম অপরিমেয়তা, প্রাণপ্রতীতি ও মনন প্রকর্ষের গভীর রূপ।

বাংলা সাহিত্যেও মধ্যযুগ থেকে রোমান্টিক ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাচীন চর্যাপদেই রোমান্সধর্ম কোন কোন ক্ষেত্রে তত্ত্ব কথাকে অতিক্রম করেছে। চর্যাকার তাঁদের প্রিয়তমাকে চণ্ডালী ডোম্বী শবরীর দেহে প্রত্যক্ষ করেছেন এবং তাকে পাওয়ার জন্য অশান্ত ব্যাকুল ও মিলনোত্তর সুখভাবনায় সমাচ্ছন্ন। চর্যাপদে রোমান্টিকতা মিষ্টিসিজ্‌ম বা রহস্যভাবনা থেকেই প্রধানতঃ এসেছে। ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অতীন্দ্রিয়ের সাধনা, দেহের ভিতর দিয়ে দেহাতীতের উপলব্ধি, সহজিয়া সম্প্রদায়ের তন্ত্রসাধনার গভীরে অন্তর্মুখীন ধ্যানতন্ময়তাতেই চর্যাপদের রোমান্টিকতা গড়ে উঠেছে।

বৈষ্ণব পদাবলীতে মানবহৃদয়ের তীব্র ভাবানুভূতি নিবিড় নিটোল মুক্তাবিন্দুর মত সম্পূর্ণতা লাভ করে আত্মপ্রকাশ করেছে। কল্পনার ঐশ্বর্যে আবেগের গভীরতায় পূর্ণ সৌন্দর্যচেতনায় বৈষ্ণব পদাবলী রোমান্টিক, বৈষ্ণব কবিগণ মর্ত্যচেতনার ঊর্ধ্বচারী অনুভূতিকেও মর্ত্যরসের প্রতীক মারফৎ প্রকাশ করেছেন। আধুনিক পাঠক বৈষ্ণব কবির দৈবীপদ সাহিত্যের অন্তরালে ব্যক্তিবোধকেই প্রধান করে দেখেছেন। জ্ঞানদাসের 'রজনী শাঙন ঘন ঘন দেয়া গরজন···স্বপন দেখিনু হেনকালে' পদটির অন্তরালে রাধিকা নয় কবির প্রণয়িনী বিরাজমান—'সেদিন রাধিকার ছবির পিছনে/ কবির চোখের কাছে/ কোন একটি মেয়ে ছিল, ভালবাসার কুঁড়ি ধরা তার

মন।/ মুখচোরা সেই মেয়ে,/ চোখে কাজল পরা, ঘাটের থেকে নীল শাড়ি/ নিঙাড়ি নিঙাড়ি চলা। (রবীন্দ্রনাথ)

ইংরাজী ও বাংলা রোমান্টিকতার মধ্যে বিশেষ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ইংরাজপূর্ব রোমান্টিক কাব্যসাহিত্য ধর্মাশ্রিত—যদিও মানবিকতা আছে। চর্যাপদ বৈষ্ণব মঙ্গল সাহিত্যের রোমান্স ভাবনা ধর্মচেতনা প্রেমচেতনা প্রকৃতিচেতনা ও সর্বোপরি সঙ্গীতধর্ম অবলম্বনে নির্মিত হয়েছে। ইংরাজ যদিও আধুনিক অর্থে বাংলা সাহিত্যের রোমান্টিকতাকে নির্মাণ করেছে কিন্তু রোমান্টিক উপাদান বা বৈশিষ্ট্যগুলি উভয়ক্ষেত্রে সমান নয়। প্রথমতঃ—ইংরাজের বিশিষ্ট রাজনৈতিক চেতনা সঙ্কীর্ণ হয়ে বাংলা কাব্যে দেশাত্মবোধে পরিণত হয়েছে ; স্বদেশের স্বাধীনতা রাজনৈতিক চেতনার মূল। এবং দেশবাসীর অপমান অত্যাচার, পরাধীনতার লাঞ্ছনা অর্থাৎ এক ব্যর্থতার অনুভূতি সাহিত্যে বিষণ্ণতা সঞ্চারিত করেছে। হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্রের কাব্যে এই স্বাদেশিকতা ও পরাধীন মানুষের বেদনার কথা। দ্বিতীয়তঃ, ইংরাজী রোমান্টিক কাব্যের বিদ্রোহ বিপ্লব বা এ্যাডভেঞ্চারাস কাহিনী বাংলায় নেই, কিছু পাওয়া গেছে রাজস্থানের ইতিহাস নিয়ে। এ্যাডভেঞ্চার-স্পৃহা রোমান্টিকতার বিশেষ ধর্ম। যুদ্ধে বহির্বিশ্বে অভিযানে সমুদ্রযাত্রায় রোমান্টিকতা ইংরাজী কাব্যে বিশেষভাবে ধরা পড়েছে প্রাচীন ও মধ্যযুগে। 'দি সীফেয়ারার' কবিতার সমুদ্র কামনা, রোমান্স সাহিত্যের বিগ্রহ সংগ্রাম অভিযান প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে বিশেষ দৃষ্ট হয় না। চাঁদ সদাগরের বা ধনপতি সওদাগরের বাণিজ্যযাত্রা কালকেতু বা লাউসেনের যুদ্ধ প্রভৃতিতে রোমান্টিকতার সুতীব্র উন্মাদনা অনুপস্থিত। তৃতীয়তঃ, অতীতের সৌন্দর্যমোহ বা মিডিয়াভিলিজম্ যা ইংরাজী রোমাণ্টিক কাব্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্যতা বাংলা কাব্যে অনুপস্থিত। স্কটের অতীত ইতিহাসের সঙ্গে জীবনের অচ্ছেদ্য যোগ, কোলরিজের মধ্যযুগের রহস্যময় আত্মার নিবিড় পরিচয়, বা কীটসের সৌন্দর্য অভিসার মধ্যযুগে পূর্ণ সুন্দরের উপলব্ধি বাংলা কাব্যে অনুপস্থিত। কেবল রবীন্দ্রনাথের প্রাচীন ভারতের সনেটসমূহে বা স্বপ্ন-বিজয়িনী প্রভৃতি কবিতায় এর প্রকাশ। চতুর্থতঃ, বিশ্বমানবতাবোধ রবীন্দ্র-পূর্ব বাংলা কবিতায় অপ্রত্যক্ষ। পঞ্চমতঃ, বাংলা কাব্যে সর্বত্র সাধারণ মানুষকে মর্যাদা দেওয়া হয়নি। ওয়ার্ডসওয়ার্থে লুসী মাইকেল প্রভৃতি সাধারণ মানুষের

যে মর্যাদা বাংলা কাব্যে তা নেই। সহজ মানুষের চিত্রণ কিছু মধ্যযুগে পাই যেমন ভারতচন্দ্রের ঈশ্বরী পাটনী। রবীন্দ্রনাথের 'ওরা কাজ করে' প্রভৃতি কবিতায় এই মানবচেতনা। রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পে এই সহজ সরল মানুষের রূপচিত্র—ছোট প্রাণ ছোট কথা ছোট ছোট দুঃখব্যথার নিবিড় ঐকান্তিক উপলব্ধি। পোষ্ট মাষ্টার, ছুটি, মেঘ ও রৌদ্র, দিদি ও অসংখ্য গল্পে সামান্য তুচ্ছ ঘটনা সহজ জীবনকথা রোমান্সের মায়ায় অপরূপ সহৃদয় চিত্তের স্পর্শে আন্তরিক মানবিক গভীরতায় অতুলন। তথাপি স্মরণীয় রবীন্দ্রনাথে মানবচেতনা পূর্ণ নয়। সম্মানের চিরনির্বাসনে আবদ্ধ কবি কর্মরত চাষী তাঁতি বা জেলের জীবন সত্যকে উপলব্ধিতে অক্ষম। মূক যারা দুঃখে সুখে নতশির স্তব্ধ যারা বিশ্বের সম্মুখে তাদের কথা অকথিতই রয়ে গেছে রবীন্দ্রসাহিত্যে। রোমাণ্টিক কবিতায় বাংলার শ্রেষ্ঠত্ব প্রকৃতি চেতনায় প্রেমসৌন্দর্যবোধে অধ্যাত্মভাবনায় ও সঙ্গীতধর্মে। প্রকৃতির যত রূপায়ণ রোমাণ্টিক কাব্যে সম্ভব তা বাংলায় আছে। বরং প্রকৃতির সঙ্গে মানবচিত্তের একাত্মতাবোধ রবীন্দ্রনাথে যতটা আছে ততটা বোধ হয় ইংরাজী সাহিত্যে নেই। কল্পনায় পৃথিবীকে আপনজন করা, নায়িকা মাতা কন্যা রূপে দেখা, ইংরাজ চেতনায় অনুপস্থিত। প্রেমচেতনা ও সৌন্দর্য চেতনা দুই সাহিত্যেই বিদ্যমান। অধ্যাত্মচেতনা বাংলা কবি স্বভাবের নিজস্ব। আর সঙ্গীতধর্মের জন্য মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য অনেকক্ষেত্রে স্থূলত্ব পরিত্যাগ করে অপরূপ উচ্ছ্বসিত দিব্যভাব কান্তিময় হয়েছে।

প্রকৃতিপ্রেম, মন্ময়ভাবনা, দেশাত্মবোধ, বিষাদচেতনা, অতীত প্রিয়তা—রোমান্টিক এই সাহিত্যভাবনা উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যের প্রেক্ষণীয় লক্ষণ; বলাই বাহুল্য এরা ইংরাজী রোমান্টিক অনুধ্যানজাত এবং এই সাহিত্য-ভাবনা বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত দূরবিস্তৃত। উনবিংশ শতাব্দীর মননিষ্ঠা, তর্ক, যুক্তি, পাণ্ডিত্যের অন্তরালে রোমান্টিক কবিপ্রাণের শাশ্বত নির্ভুল আবির্ভাব ঘটেছে। প্রাচীনতার উপান্তস্থিত কবি ঈশ্বর গুপ্তের মধ্যেও রোমান্টিকতার স্তিমিত ম্লান কিন্তু নিশ্চিত আত্মপ্রকাশ। (ক) প্রকৃতিভাবনায় রোমান্টিকতার বিশেষ প্রকাশ। ইংরাজী রোমান্টিকতাই বাংলা সাহিত্যে প্রকৃতিপ্রেম প্রকৃতি অনুধ্যান সঞ্চারিত করেছে। নবপর্যায়ে বাংলা রোমান্টিক কবিরা প্রকৃতির মধ্যে আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করেন নি, কিন্তু প্রকৃতির সঙ্গে মানব-

হৃদয়ের নিগূঢ় অচ্ছেদ্য সম্পর্কবোধ তাঁদের চিত্তে জাগ্রত ছিল—'প্রকৃতিসনে মানবের মন বাঁধা আছে কি বন্ধনে' এবং তাই মানবহৃদয়ের বৈচিত্র্যব্যাকুলতা সুদূরপিয়াসী আর্তি। (খ) রোমান্টিক কাব্যে একক ব্যক্তি হৃদয়ের আন্তরিক তীব্র প্রকাশ। ব্যক্তিমনের অন্তর্গূঢ় গভীর ভাবনা রোমান্টিক কাব্য-সাহিত্যে নিটোল লাবণ্যে ফুটে ওঠে। রোমান্টিকতার প্রভাবে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যেও ব্যক্তিসত্তার উৎসারণ দেখা দিল, এবং প্রকৃতই মন্ময় স্বভাব বিশুদ্ধ গীতিকাব্যের পরিচয় আমরা উনবিংশ শতাব্দী থেকেই পেয়েছি। (গ) বন্ধন-অসহিষ্ণু মুক্তিকামী প্রাণের উদার উল্লাস রোমান্টিক কাব্যের মর্ম-প্রেরণা। এই প্রেরণায় কবি ক্ষুদ্র বন্ধন অধীনতা থেকে মুক্ত করে মানুষকে আপন মুক্ত মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করতে চান। রোমান্টিক কবি মানবতাবাদী —এই মানবপ্রেমের দীপশিখা অনির্বাণ প্রজ্বলিত কবির সাহিত্যে। বাংলা রোমান্টিক কবিদের এই বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষা, এবং এই বিপ্লবের অগ্নিটীকা ললাটে ধারণ করে রোমান্টিক কাব্য-সাহিত্য জ্যোতির্ময়। রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্রের কাব্যে এই দেশপ্রেমের সুর তীব্র ধ্বনিত। জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা কামনার রোমান্টিক শিল্পমণ্ডন করেছেন তাঁরা। (ঘ) এক অপরূপ বিষাদময়তা রোমান্টিক কবিমানসে:বিরাজিত। রোমান্টিক কাব্য-বেদনার করুণ রাগিণী চেতনাকে ভাবানিবিড় বিষাদাচ্ছন্ন করে তোলে। রোমান্টিক কবিদের বাসন্তিক রসবিহ্বল চিত্তও বিষাদময় হয়—In that sweet mood when pleasant thoughts Bring sad thoughts to the mind। বাংলাকাব্যেও এই রোমান্টিক অনির্দেশ্য আর্তি—নিঃসঙ্গ একক কবিচিত্তের বেদনা ব্যাকুলতার বাণীচিত্র। বাংলা কাব্যে ব্যক্তিসত্তার কোমল-মধুর বিষণ্ণতা বা আবেগ-সমুত্থিত কারুণ্য প্রতীচ্যের সেন্টিমেন্টালিজ্‌ম তথা wertherism-এর স্মারক। মধুসূদন নবীনচন্দ্র থেকে—রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বাংলা রোমান্টিক কাব্যে তাই নিভৃতগভীর মর্মশায়ী জীবনভাবনার প্রকাশ, কবি-প্রাণের বিষণ্ণ করুণ সৌন্দর্যতন্ময় পরিচয়। (ঙ) মধ্যযুগের রাগরক্তিম পরিচয় ইংরাজী রোমান্টিকতা প্রভাবিত বাংলা কাব্যে লাভ করি। মধ্যযুগজীবন তার বর্ণচ্ছটা ঐশ্বর্যমণ্ডন বাঙালী কবিচিত্তকে আকৃষ্ট করেছে এবং রঙ্গলাল থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বাংলা কাব্য-সাহিত্যে অতীতপ্রিয়তার ইন্দ্রধনুবিচ্ছুরিত বর্ণাঢ্য রূপ প্রত্যক্ষ হয়। রবীন্দ্রনাথে রোমান্টিক প্রতিভার সর্বোত্তম সিদ্ধি,

সৃজনী কল্পনার চরম বিকাশ। তাঁর কাব্যে রোমান্টিকতার প্রত্যেক সূত্র পরিণত, অধিকতর ভাবনিবিড়, সৌন্দর্যদিগ্ধ এবং অসামান্য ব্যঞ্জনাময়। পূর্ববর্তী রোমান্টিসিজমের অস্ফুট স্বতন্ত্র বিরাজিত উপাদানগুলি, রবীন্দ্রকাব্যে অখণ্ড নিগূঢ় রসসমৃদ্ধ ভাবমূর্তি পরিগ্রহ করেছে।

আধুনিক বাংলা কবিতার বৈতালিক **ঈশ্বর গুপ্তের** (১৮১২—১৮৫৯) সাহিত্যে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি তথা রোমান্টিকতার পরিচয় মুদ্রিত আছে। সংবাদ প্রভাকরের পৃষ্ঠায় বিদেশী সাহিত্যের অনূদিত অংশ প্রকাশিত হয়েছে। ঈশ্বর গুপ্ত স্বয়ং প্রতীচ্য সাহিত্যে পণ্ডিত না হলেও, বঙ্কিম-দীনবন্ধুর কাব্যগুরু যে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল রচনা করেছিলেন তাতে তাঁর পক্ষে প্রতীচ্য সাহিত্যরস আস্বাদন অসম্ভব হয়নি। ঈশ্বর গুপ্তের সাহিত্যেও এর প্রমাণ। ঈশ্বর গুপ্ত প্রথম বাঙালী কবি যিনি প্রকৃতিকে স্বতন্ত্র মূল্য দিয়ে নিসর্গ কাব্য রচনা করেন। পূর্বে প্রকৃতি কেবলমাত্র পটভূমি কিন্তু ঈশ্বর গুপ্ত ঋতুরঙ্গশালার বৈচিত্র্য মাধুর্যকে আন্তরিক অনুভব ও প্রকাশ করেন। স্বাধীনতাপ্রীতিও ঈশ্বর গুপ্তের কাব্যকে উজ্জ্বল দীপ্ত করেছে—সাম্য, স্বাধীনতা, ও সৌভ্রাত্রের মন্ত্রবাণীর প্রভাবই এখানে অসামান্যতায় প্রতিষ্ঠিত। ঈশ্বর গুপ্তের ইতিহাস ভাবনাকেও পাশ্চাত্য রোমান্টিক অনুধ্যানজাত বললেই এর যাথার্থ্যকে স্বীকৃতি দান করা হয়। অতএব মধ্যযুগের সঙ্গে তুলনায় ঈশ্বর গুপ্তের কাব্যবীণায় যে নূতন সুর বেজেছিল, সে বীণা বাঁধা হয়েছিল রোমান্টিকতার তার দিয়ে।

উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরাজী প্রভাবিত বাংলা কবিদের ভিতর **রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়** (১৮২৭—১৮৮৭) স্মরণীয়। মধ্যযুগ প্রেরণা রোমান্টিকতার অন্যতম ধর্ম—মধ্যযুগ তার ঐশ্বর্যবিলাস বর্ণসম্ভার নিয়ে কবি স্কটের কাব্যে বিরাজিত। রঙ্গলালের কাব্যে স্কটের উজ্জ্বল প্রভাব। মূরের দেশপ্রেমও জ্যোতির্ময় করেছে রঙ্গলালের সাহিত্যকে ; রঙ্গলালের কাব্যে কয়েকটি স্থলে ইংরাজী ভাবনা সহজেই চোখে পড়ে। বহুপ্রচলিত পংক্তিগুলো স্মরণীয়—

From life without freedom Oh ! who would not fly
For one day of freedom Oh ! who would not die.''

(টমাস মূর)

ও

'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে' ইত্যাদি। বায়রণের সাহিত্য-

ভাবনার অনুসৃতিও চোখে পড়ে, তবে এই প্রভাব ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে পড়েছে। স্কটের প্রভাব উভয়তঃ কাব্যভাবনায় ও কাব্যরূপায়ণে। কাঞ্চী-কাবেরী, পদ্মিনী উপাখ্যান প্রভৃতি metrical romance এর ব্যালাডধর্মিতা, প্রাণপ্রবাহ, আঙ্গিকরূপ Lay of the Last Minstrel জাতীয়গাথা কাহিনীকে স্মরণ করায়। স্কটের কাব্যের মত রঙ্গলালের কাব্যে মধ্যযুগের জীবনবর্ণনা—তার বৈচিত্র্য বর্ণাঢ্যতা ঐশ্বর্যদীপ্তি। রঙ্গলাল দেশপ্রেমিকতার প্রেরণা পেয়েছেন ইংরাজ কবির বিদ্রোহ বাণী থেকে। তবে প্রকৃত কথা এই যে রঙ্গলাল রোমান্টিসিজ্মের প্রাণ-শক্তিকে উপলব্ধি করতে অক্ষম; মধ্যযুগ তাঁর কাব্যের বিষয় হলেও মধ্যযুগ জীবনের রক্তিম আত্মার সন্ধান তিনি লাভ করেন নি। জীবনোপলব্ধির গভীরতা তাঁর ছিল না, রোমান্টিক আদর্শের মর্মগূঢ় রহস্য অনুধাবন তাঁর বোধাতীত; তথাপি ইতিহাসের উজ্জ্বল চিত্রণে, আত্মত্যাগপূত শৌর্যবীর্যাত্মক কাহিনীর উপস্থাপনায়, বলিষ্ঠ জীবনের জয়ঘোষণায় রঙ্গলালের কণ্ঠে নূতন আবির্ভাবের মাঙ্গলিক গীতি ধ্বনিত।

ঊনবিংশ শতাব্দী প্রকৃতই ক্লাসিক যুগ নয়। রঙ্গলাল মধুসূদন প্রভৃতি মহাকবিরা ক্লাসিক রস আনয়নে প্রয়াসী, কিন্তু ক্লাসিক মনন বোধ করি সম্পূর্ণ ছিল না এই শতকের বাঙ্গালীর; কবিদেরও সেই মনন সমৃদ্ধি, ঋজু সংহতি অনুপস্থিত। ঊনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গসাহিত্য-রসিক হোমার, ভার্জিল পাঠ করেছে সাহিত্য রসাস্বাদের জন্য, ক্লাসিক মনের জন্য নয়। তদ্ব্যতীত বাঙালীর ভাবোচ্ছ্বসিত তন্দ্রাস্তিমিত ব্যক্তিত্ব ক্লাসিকের দৃঢ়পিনদ্ধ ভাবধারাকে ধারণ করার পক্ষে সক্ষম ছিল না। বঙ্গচিত্তে এই ধ্রুপদী সাহিত্যের আবেদনে বিস্তার যতটা ছিল গভীরতা আন্তরসংহতি ততটা ছিল না। **শ্রীমধুসূদনের** (১৮২৪—১৮৭৩) ছিল বহু পঠনশীল পাণ্ডিত্য আর এক বৈচিত্র্যময় কবি ব্যক্তিত্ব। এই অসামান্য শিল্পী-মানস ক্লাসিকের ঋজু কঠিন স্থাপত্যরীতিকে গ্রহণ করেছে; অপরদিকে এক সৌন্দর্যতন্ময় উপলব্ধিকে আবেগকবোষ্ণ অপরূপ প্রকাশ করেছে। মধুসূদনের প্রথম জীবনের কাব্যে বায়রণ, মূর ও স্কটের প্রভাব—এই কবিত্রয়ী মধুকবির মানসপরিমণ্ডল গঠনের সহায়ক। সৌন্দর্য-নিবিড় প্রেমতন্ময় রোমান্টিক চেতনার পরিচয় আমরা পাই Visions of the

Past, Captive Lady ও সনেটগুচ্ছে। 'ক্যাপটিভ লেডী' প্রকৃতই মন্ময় স্বভাব কাব্য—মধুকবির যৌবনমদিররসোচ্ছল প্রেমস্বপ্নের ইন্দ্রধনু-বর্ণবিলসিত রোমান্টিক সৌন্দর্যরূপায়ণ। আখ্যানজাতীয় এই কাব্য ইতিহাসের বর্ণাঢ্য রূপোচ্ছ্বসিত পরিচয়—বিরাট দুর্গ, পরিখা, বন্দিনী রমণী, পুরুষ কর্তৃক রাজকন্যার উদ্ধার—সব কিছুই ইতিহাসের ঐশ্বর্য-মণ্ডিত, প্রাণচঞ্চল রোমান্সনিবিড় অধ্যায়কে স্মরণ করায়; **Erotic sensation** বা প্রেমসংবেদনা রোমান্টিকতার এক বড় সুর, 'ক্যাপটিভ লেডী'তে উচ্ছ্বসিত প্রেমতন্ময় যৌবনস্বপ্ন—তার রোমান্টিক সৌন্দর্যদিগ্ধ প্রকাশ। ক্যাপটিভ লেডী ও মধুসূদনের প্রথমাপত্নী রেবেকা এক; গ্রন্থের ভূমিকার রোমান্টিক প্রেম-সৌন্দর্যচিত্র—রেবেকার সৌন্দর্যমুগ্ধ রোমান্টিক কবিমনের সৌন্দর্যলক্ষীর অপরূপ বর্ণনা। বাংলা দেশে প্রথম রূপমুগ্ধ স্বপ্নময় (রোমান্স রসপিপাসু) কবিমন এই অংশে রোমান্টিক স্বপ্নকামনার অপরূপ স্বাক্ষর রেখে গেছে—

> Oh ! beautiful as, Inspiration, when
> She fills the poet's breasts, her fairy shrine,—
> Woo'd by melodious worship ! Welcome them,—
> Art thou not there, e'en thou—a priceless gem and mine ?

—ইত্যাদি।

'ক্যাপটিভ লেডী'র আইডিয়া 'তিলোত্তমা সম্ভব কাব্যে' পূর্ণতা পেয়েছে। প্রথমটিতে রোমান্টিক যৌবনের উচ্ছ্বসিত রূপ; দ্বিতীয়টিতে বিশ্বসৌন্দর্য-সত্তার প্রকাশ—অবশ্য এই বোধ গ্রীকভাবনার উপর অধিষ্ঠিত। কবি কীট্সের সাহিত্য ভাবনার স্পর্শও 'তিলোত্তমা'য় আছে। কীট্সের মহাকাব্যধর্মী রচনা **Hyperion** 'তিলোত্তমা সম্ভবে'র ভাবকল্প ও রূপনির্মাণে সহায়ক হয়েছে। মধুসূদন **Endymion** এর ভাবকেও আত্মীকরণ করেছেন তার সাক্ষ্য বহন করে তিলোত্তমা সম্ভব কাব্য (দ্রষ্টব্য **'Western Influence on the 19th Cent. Beng. Poetry' by H. M. Dasgupta**). মানুষের অন্তরঙ্গ সত্তার মর্মলোকের উন্মীলন, তার নিভৃতচিন্তার মন্ময় ভাষণ রোমান্টিক কাব্যসাহিত্যের আন্তরধর্ম। মধুসূদনের অধিকাংশ চতুর্দশপদী কবিতাই আত্মকথন, মর্মলোকের নিভৃত

আলাপন। প্রকৃতিকে মধুকবি উপলব্ধি করতে চেয়েছেন তার বিচিত্র লীলায়, সৌন্দর্যের নিবিড়তায়, আপন স্বরূপমহিমায়। অবশ্য এই প্রকৃতি চৈতন্যময় সত্তা বা অধ্যাত্মপ্রত্যয় নিবিড় নয়। মধুসূদন মহাকাব্য রচনা করলেও তাঁর অন্তরের গভীরে রোমান্সপিপাসা ছিল তীব্র আন্তরিক, এবং তিনি ওয়ার্ডসওয়ার্থের প্রতি অনুরাগের কথা ব্যক্ত করেছেন পত্রাংশে—'কবি রঙ্গলাল গ্রহণ করেছেন বায়রণ, স্কট, মূরকে, কিন্তু I like Wordsworth better'. সামগ্রিকভাবে বলা যায় 'ক্যাপটিভ লেডী'তে মধুকবির যৌবন-স্বপ্নের বর্ণাঢ্য চিত্র ; 'মেঘনাদবধে' রাবণের ট্রাজেডিতে কবির ব্যক্তিসত্তার উন্মীলন, তাঁর মানসযন্ত্রণার প্রকাশ, মহাকাব্যের অন্তরালে গীতিকাব্যের করুণ সুরমূর্ছনা ; 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'তে কবির অন্তরঙ্গতম আত্মকথা ;—মধুসূদনের সাহিত্য রোমান্টিক কাব্যভাবনার বিচিত্র রশ্মিরাগে অনুরঞ্জিত, রোমান্টিক কবিমানসের উদাত্ত উদ্বেল, একান্ত ভাবগভীর পরিচয়।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮—১৯০৩) ইংরাজীতে সুশিক্ষিত। যুগধর্মের প্রভাবে তিনি রোমান্টিক সাহিত্য পাঠে রোমান্স রস আস্বাদন করেছেন এবং তাঁর শিক্ষা এই আস্বাদনকে গভীর অনুরাগের পর্যায়ে নিয়ে গেছে। হেমচন্দ্র প্রকৃতি-প্রেমিক কবি এবং প্রকৃতি ও মানব একই সূত্রে বিধৃত, একই প্রাণ উভয়ের মধ্যে প্রবাহিত, মানবের নিভৃত মর্মলোকের সঙ্গে প্রকৃতির নিগূঢ় অচ্ছেদ্য যোগসম্পর্ক বিদ্যমান, এই বোধ তাঁর চিত্তে জাগ্রত ছিল। নিম্নোদ্ধৃত বহুখ্যাত কবিতাটি ভাবভাবনায় সম্পূর্ণ ওয়ার্ডসওয়ার্থীয়—

হায় রে প্রকৃতি সনে মানবের মন
বাঁধা আছে কি বন্ধনে বুঝিতে না পারি,
নতুবা যামিনী দিবা প্রভেদে এমন
কেন হেন মনে ওঠে চিন্তার লহরী॥

শেলীর Sensitive Plant অবলম্বনে হেমচন্দ্র 'লজ্জাবতী লতা' রচনা করেন, যদিও শেলীর গভীর উপলব্ধি হেমচন্দ্রের অনায়ত্তই ছিল। বিষণ্ণ-বেদনা, অতৃপ্তি রোমান্টিক কবির হৃদয়ে গভীর বিরাজিত। এবং সীমিত জীবনবদ্ধ নারীর বেদনা ও তার মুক্তিকথা উত্তররোমান্টিক ও ভিক্টোরীয় যুগের কাব্যের অন্যতম বিষয়। হেমচন্দ্রের 'চিন্তাতরঙ্গিণী'তে এই দুই সুরই সুতীব্র ঝংকৃত ;

এই গ্রন্থে বায়রণের Manfred এর ভাবনার অনুসরণ দেখা যায়। কোন কোন স্থলে বায়রণের ভাবচিন্তা আন্তরিক গৃহীত—

''Man's love is of man's life a thing apart,
'Tis woman's whole existence ; man may range
The court, camp, church, the vessel, and the mart ;''

ইত্যাদি (ডন জুয়ান)

ও

"কেন বা হইবে আন পুরুষের শত টান
শস্ত্র, শাস্ত্র, সংগ্রাম ভ্রমণ।
রাজনীতি রাজ্য দ্বার ব্যবসা কৃষিবিচার
দ্যূতক্রীড়া রমণীরঞ্জন।" (চিন্তাতরঙ্গিণী)

হেমচন্দ্রের স্বদেশপ্রেম আন্তরিক ও তীব্র। দেশমাতৃকার বেদীমূলে কবি আপনাকে সমর্পণ করেছেন, পরাধীন ভারতের বেদনায় কবি ক্ষুব্ধ, গভীর ব্যথিত ও সেই বন্ধন মোচনের জন্য কবির আকুল আগ্রহ। স্বাধীনতা কামনার, জীবন ভাবনার উজ্জ্বল ও সুতীব্র প্রকাশ ঘটেছে হেমচন্দ্রের দেশাত্মবোধক কবিতায় ; এবং ইংরাজ কবির দেশপ্রীতির অনুরক্ত স্বাক্ষর আছে হেমচন্দ্রের কাব্যে—

"কে আছে এমন মনের সমাজে
হৃদি-তন্ত্রী যার আনন্দে না বাজে,
বহুদিন পরে হেরি স্বদেশ।
না বলে উল্লাসে প্রফুল্ল অন্তরে
প্রেমভক্তিমোহ অনুরাগ ভরে
এই জন্মভূমি আমার দেশ॥" (জন্মভূমি)

ও

''Breathes there the man, with soul so dead,
Who never to himself hath said,
This is my own my native land.
Whose heart hath ne'er within him burn'd,
As home his footsteps he hath turn'd,
From wandering on a foreign strand.''

(দি লে অফ দি লাষ্ট মিন্সট্রেল ৬।১)

ক্যাম্পবলের Patriotic Songs এর ভাবনা অনুসৃত হয়েছে 'ভারত সঙ্গীত'এ। এবং টমসনের প্রখ্যাত Rule Britannia 'ভারত বিলাপে'র আন্তরপ্রেরণা। অন্যান্য রোমান্টিক ভাবানুসৃতিও হেমচন্দ্রে সহজ পরিদর্শনীয়। দার্শনিক উপলব্ধিজাত সত্য ব্যক্ত হলেও 'মণিকর্ণিকা' চাইল্ড হ্যারল্ডের 'Thoughts on Greece' ভাবোদ্দীপিত। তাঁর 'বঙ্গকুসুম' আলফ্রেড অষ্টিনের The English Maid এর স্মারক। 'বৃত্রসংহার' মহাকাব্যের ছন্দোবৈচিত্র্য রোমান্টিক বিচিত্র ছন্দবিলাসের আকর্ষণজাত ফলসৃষ্টি, 'ছায়াময়ী কাব্য' দান্তের 'দিভাইনা কমেদিয়া'র ভাবানুবাদ, এর অতিলৌকিক পরিমণ্ডলে বোধ করি রোমান্টিক অলৌকিক রসসৃজনের ছায়াসম্পাত ঘটেছে।

নবীনচন্দ্র সেনের (১৮৪৭—১৯০৯) কবিপ্রতিভার বৈশিষ্ট্য তীব্র অহংতান্ত্রিকতা, প্রচণ্ড উচ্ছ্বাস, উত্তুঙ্গ উদ্বেল আবেগ। ইংরাজ কবি বায়রণের কবিপ্রকৃতি এইরূপ এবং নবীনচন্দ্রের মানস পরিমণ্ডল গঠনে বায়রণের অবদান অনেকখানি। নবীনচন্দ্র প্রকৃতই বায়রণের ভাবশিষ্য। 'অবকাশ রঞ্জিনী' দিয়ে নবীনচন্দ্রের কাব্যসাধনা সুরু, এতে বায়রণের Hours of Idleness-এর ভাবস্পর্শ আছে। আত্মকেন্দ্রিকতা বায়রণের কাব্যের কেন্দ্রে বিরাজিত—তাঁর কাব্য কবিরই (নায়কের) ব্যক্তিময় জীবনের উচ্ছ্বাস, ভাবভাবনার তরঙ্গবিক্ষোভ। নবীনচন্দ্রের কাব্যের নায়ক এত ভাবোদ্বেল উচ্ছ্বসিত না হলেও তাঁর আত্মজীবনীমূলক 'আমার জীবনে'র প্রতিটি ছত্র বায়রণীয় নায়কের পরিচয় বহন করে। রোমান্টিকতায় আত্মগত অনুভূতি, অন্তর্গূঢ় মন্ময়ভাবনা বিরাজিত। রোমান্টিক কবির চেতনার রঙে পান্না হয় সবুজ, চুনী ওঠে রাঙা হয়ে অর্থাৎ কবিসত্তা বিশ্বপ্রকৃতিতে বিলীন হয়ে গিয়ে ভাবময় এক অদ্বৈত উপলব্ধির প্রকাশ করে। বায়রণের প্রকৃতি চেতনার এই বৈশিষ্ট্য নবীনচন্দ্রে প্রতিফলিত। নবীনচন্দ্রের প্রকৃতিতে, পর্বত সমুদ্রে কবির হৃদয়ে মিশে গেছে, প্রকৃতি কবির আন্তরিক রসে ভাবনায় পূর্ণ; তাঁর প্রকৃতিচেতনা উচ্ছ্বসিত এবং আন্তরিক। 'আমার জীবনে' প্রকৃতি বর্ণনায় মুক্তপ্রাণ প্রকৃতি তন্ময় ভাবনিবিড় রোমান্টিকতার প্রকাশ। ইংরাজ কবির প্রধানতঃ বায়রণের গভীর স্বাধীনতাপ্রীতি নবীনচন্দ্রের চিত্তকে উজ্জ্বল দীপ্ত করেছে, উভয়েরই

দেশপ্রেম আন্তরিক গভীর। ভারতের স্বাধীনতাহীনতায় কবির প্রচণ্ড বেদনা ও তার অগ্নিরক্তিম প্রকাশ। 'পলাশীর যুদ্ধে' বায়রণের Child Harold এর অগ্নিজ্বালা দীপ্তিদাহ অনেকটা সঞ্চারিত। 'পলাশীর যুদ্ধে'র তৃতীয়-চতুর্থ সর্গের যুদ্ধের পটভূমি রচনায় 'চাইল্ড হ্যারল্ড' কাব্যের তৃতীয় সর্গের প্রভাব আছে। ভারতের স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হওয়ায় কবির বেদনা পরাধীন গ্রীসের জন্য বায়রণের মর্মযন্ত্রণাকে স্মরণ করায়। পলাশীর যুদ্ধের তৃতীয় সর্গের প্রথম কয়েকটি স্তবক ইংরাজী কাব্যের তৃতীয় সর্গের সমধর্মান্বিত (উভয়ত ভাষায় ও ভাবে)। যেমন, অকস্মাৎ কামান গর্জনে নরনারীর ভাবান্তর—

'মুহূর্তেক পূর্বে সেই বিকচ বদন
হাসিতে ভাসিতেছিল, মলিন এখন' ইত্যাদি। (৩।১৮)

"And cheeks all pale, which but an hour ago
Blush'd at the praise of their own loveliness" (C. H. 3 XXIV).

বা, মৃত সৈনিকদের জন্য দুঃখ—

"কালি নিশাযোগে লয়ে রমণীরতন
আমোদে ভাসিতেছিল মন কুতূহলে।..." (৪।১২) এবং

"Last noom behold them full of lusty life,
Last eve in Beauty's circle proudly gay" (3 XXVIII)

ইত্যাদি।

চাইল্ড হ্যারল্ডের তৃতীয় সর্গের একাদশ ও দ্বাদশ স্তবকটি পলাশীর যুদ্ধের তৃতীয় সর্গের ভাবপ্রেরক হয়েছে তা নিঃসন্দেহ। পলাশীর যুদ্ধের গানগুলি স্কটের কাব্যের গীতিসমূহের স্মারক। এই কাব্যেরই আশাবন্দনায় ক্যাম্প-বেলের Pleasure of Hope এর ছায়াসম্পাত। নবীনচন্দ্রের 'রঙ্গমতী' প্রভৃতি আখ্যান কাব্যগুলিও স্কটের আদর্শ বহন করে। 'পলাশীর যুদ্ধ' কাব্যেই রোমাণ্টিক প্রভাব অধিক। এর ছন্দও চাইল্ড হ্যারল্ডের সুমসৃণ স্বচ্ছন্দগতি স্পেন্সারিয়ান ছন্দোবিন্যাসের অনুরূপ। নবীনচন্দ্রের চিত্রলতা প্রি-র‍্যাফেলাইট কবিগোষ্ঠীকে স্মরণ করায়। নবীনচন্দ্রে কচিৎদৃষ্ট প্রতীকবাদ (প্রভাস—পঞ্চম সর্গ; রৈবতক—ত্রয়োদশ সর্গ প্রভৃতি) প্রাক্‌র‍্যাফায়েল কবিগোষ্ঠীরই অনুস্যূত বৈশিষ্ট্য।

সমৃদ্ধ কল্পনার মায়ারঙীন ভাববৃত্তে সব কিছুকে রমণীয় মোহনীয় ক'রে তোলাই রোমান্টিকতা। পশ্চিম দেশের কাব্যকাহিনী এর প্রথম আবির্ভাবের মহাতীর্থ, সে দেশেরই একটি বিশেষ সাহিত্যযুগের কবিরা এর লীলাস্বপ্নে বিভোর। সৃজনী মনের দেশোত্তীর্ণ প্রসারতার পথ বেয়ে এই রোমান্টিকতা বিকীর্ণ হয়েছে সুদূর ভূমির শিল্পী-প্রতিভায়, কবিতার কারুকার্যে মণ্ডিত হয়েছে মানব-হৃদয়ের স্পর্শকাতর চেতনার সংগুপ্ত আকাঙ্ক্ষা। পশ্চিমী সাহিত্যের এই বিশিষ্ট মনোধর্মটি যথার্থভাবে প্রথম প্রতিফলিত হয়েছে বাংলা সাহিত্যের গীতি-কবিতার 'ভোরের পাখি' **বিহারীলাল চক্রবর্তীর** (১৮৩৫—১৮৯৪) কবিতায় এবং তারই নিশ্চিত অনুবর্তন ব্যাপকতর ও গভীরতর সার্থকতায় অন্বিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথে।

পর্যাপ্ত রাজনৈতিক কারণে ইংরেজের সঙ্গেই বাংলাদেশের মানুষের যোগাযোগ নিবিড় হয়েছে। তাই পশ্চিমদেশের সাহিত্যের প্রতিভূ হিসেবে ইংরেজী সাহিত্যই বাঙালীর শিল্পরসিক মনের ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী। এই সঙ্গত সম্মিলনে ইংরাজ কবিদের ভাব-আবেগ-বোধচৈতন্য বাংলা সাহিত্যের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে এবং বাঙালী কবির মানস-প্রকর্ষে অনুরূপ ভাব-আবেগ-বোধচৈতন্যকে সন্দীপিত করেছে।

বিহারীলালের কবিতার বিভিন্ন পটে ইংরেজ রোমান্টিক কবি শেলীর সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভ করা যায়। বিহারীলালের কাব্যচিন্তা ও ভাবাদর্শ গঠনে শেলী যে অপরিহার্য, তার নিঃসংশয় প্রমাণ রয়েছে। প্রকৃতি-সৌন্দর্য-প্রেমের মহান উন্নত রূপনির্মাণে ঐ ভিন্নদেশী ও ভিন্নভাষী কবির আত্মসংবেদনা প্রগাঢ়-ভাবে জড়িত। 'নিসর্গসন্দর্শন' কাব্যের সূচনায় শেলীর দুটি পংক্তিকে স্থান দিয়ে বিহারীলাল সম্ভবত শেলীর ভাবচেতনার কাছে আপন ঋণ প্রত্যক্ষভাবে স্বীকার করেছেন এবং এই স্বীকৃতির মাধ্যমে স্বীয় কাব্যকে গৌরবান্বিত করেছেন। এই কাব্যে তিনি প্রকৃতির শান্ত ও রুদ্ররূপ চিত্রিত করেছেন। রূপে-রঙে-বৈচিত্র্যে প্রকৃতি আপনাকে উদ্ঘাটিত ক'রে চলেছে প্রতিনিয়ত; তার নানামুখী উদ্ঘাটনের মাঝে যে-বিস্ময় যে-রহস্য রয়েছে আবরিত হ'য়ে, যে-অদেখা অজানা সৌকুমার্য নিরন্তর তরঙ্গিত হ'য়ে উঠছে গোপনে, বিহারী-লাল তাকেই মেলে ধরতে চেয়েছেন, কাব্যের শব্দে-ছন্দে প্রকরণে ব্যক্ত করতে চেয়েছেন 'নিসর্গ-সন্দর্শনে।' এই বিস্ময় ও রহস্যবোধ এবং তার

উদ্দেশে কবিমনের অভিসারই রোমান্টিক চেতনার অন্যতম রোমাঞ্চ। যে-দুটি পংক্তি বিহারীলাল উদ্ধৃত করেছেন তা শেলীর 'Stanzas written in Dejection near Naples'-এর অন্তর্ভুক্ত। এই কবিতাটিতে শেলী প্রকৃতির শান্ত ও রুদ্র রূপের রূপকার। প্রকৃতির দ্বৈত সৌন্দর্যলোকের সুচারু চিত্রণের দিক থেকে শেলী ও বিহারীলালের কাব্যভাবনা সমান্তরাল। বিহারীলাল বিশ্বের পশ্চাৎপটে এক সৌন্দর্যঘন ও প্রেমঘন দেবীমূর্তি কল্পনা করেছেন। তাঁরই বহুবিচিত্র লীলায় জগৎ চলেছে আবর্তিত হ'য়ে। জীবন চলেছে বিবর্তনের পথে। তাঁরই অপরিমেয় রূপরাশি সৃষ্টির অনবচ্ছিন্ন প্রাণপ্রবাহে ও আপাতদৃষ্ট অপ্রাণের গোপন উচ্ছ্বাসে নিত্য প্রকাশমান। ইনিই সৌন্দর্যরূপে প্রেমরূপে জ্ঞানরূপে কবি-হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী। এই কল্প-দেবীকেই কবি বিশেষিত করেছেন সারদা নামে। শেলীও বিশ্বসৃষ্টির মূলে সৌন্দর্য ও প্রেমের মূর্ত প্রতিমার অস্তিত্ব কল্পনা করেছেন। তিনিও সৃষ্টির অন্তর্নিহিত শক্তিকে অনুভব করেছেন সৌন্দর্যের দেবীরূপে, প্রেমের দেবীরূপে। এই দেবীকে লাভ করবার জন্যে কবি-হৃদয় অত্যন্ত ব্যাকুল। Epipsychidion-এর কবি অনন্ত সৌন্দর্যের প্রতিমা এমিলিয়াকে লাভ করবার জন্যে বাস্তব জগৎকে পেছনে ফেলে কল্পলোকে অভিসার করেছেন; সারদা-মঙ্গলের কবিও সারদার সাক্ষাৎলাভের উদ্দেশ্যে অভিসারী। শেলী যে-বিশ্বব্যাপিনী সৌন্দর্যলক্ষ্মীকে সম্বোধন ক'রে বলেন—

> Spirit of Beauty, that dost consecrate
> With thine own hues all thou dost shine upon
> Of human thought or form

কিংবা—

> Thou massenger of sympathies,
> That wax and wane in lovers eyes

বিহারীলাল তাঁকেই সরস্বতীরূপে বন্দনা করেছেন। শেলীর মতো বিহারীলালও সৌন্দর্য-প্রেম-জ্ঞানের সমন্বয়ে আপন ধ্যান ও সাধনার কেন্দ্রগত মূর্তি নির্মাণ করেছেন।

'প্রেমপ্রবাহিনী'তে শেলীর Alastor ও Hymn to Intellectual Beauty-র প্রভাব রয়েছে। বিহারীলালের প্রেমকবিতায় শেলীর লোকোত্তর

প্রেমের আদর্শটিই উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে। শেলীর মতোই বিহারীলাল অনুভব করেছেন যে, এই বিশ্বের সর্বত্র বিরাজিত রয়েছে প্রেমের সত্তা এবং কাব্যে সেই প্রেমেরই মাধুর্যকে বিচিত্রভাবে রূপায়িত করেছেন। বিহারীলালের প্রেম কোনো মর্ত্যমানবীর প্রতি নিবেদিত নয়; মর্ত্যলোকে ও মর্ত্যোত্তর অনন্ত লোকে অধিষ্ঠিতা পরম সৌন্দর্যের কল্পনালব্ধ দেবীই কবির প্রেমকবিতার একমাত্র নায়িকা। শেলীর প্রেমকবিতার নায়িকাও এই অধরা সৌন্দর্যলক্ষ্মী। বিহারীলাল তাঁর মানস-প্রেয়সীর সঙ্গে মিলিত হ'তে চেয়েছেন—

তুমি লক্ষ্মী সরস্বতী
আমি ব্রহ্মাণ্ডের পতি

Epipsychidion-এ শেলীও নিবিড় মিলনের কথাই ব্যক্ত করেছেন—

One hope within two wills, one will beneath
Two overshadowing minds,

তবে সারদার পরিকল্পনায় বিহারীলাল শেলীর প্রভাবকে অতিক্রম ক'রে ভারতীয় তন্ত্রশাস্ত্রের দিকে অগ্রসর হয়েছেন। শেষের দিকে শেলীর প্রেম-চিন্তা বিহারীলালের সম্মুখে আর ছিল না, তা পশ্চাৎ থেকে প্রেরণাদাত্রী হয়েছে। সম্মুখে তখন মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর বুদ্ধি ও কান্তির সংযুক্ত মূর্তি বিরাজমান। রোমাণ্টিকতা ক্রমে মিষ্টিকতায় পর্যবসিত হয়েছে।

বিহারীলালের কাব্যে প্রভাব বিস্তারে শেলীর পাশাপাশি বায়রণের ভূমিকাও অনেকখানি। 'সমুদ্র-দর্শন'-এর দ্বিতীয় সর্গে কবির অনুভূত চেতনার প্রকাশের তুলনায় অনুকৃতির পরিমাণই বেশী। বিহারীলালের ঐ সমুদ্র-বর্ণনায় বায়রণের Childe Harold কাব্যের চতুর্থ সর্গের Ocean অংশের অবিকৃত অনুসরণ লক্ষণীয়। বিহারীলাল লেখেন—

কিন্তু তব ভ্রূক্ষেপের ভর নাহি সয় :
একবার মাত্র অবজ্ঞার কটাক্ষ ইঙ্গিতে,
একেবারে ত্রিভুবনে হেরে শূন্যময়,
কাত হ'য়ে শুয়ে পড়ে জাহাজ সহিতে।
তুই একমাত্র ভুড়্ ভুড়্ করে,
মুহূর্তে মিলায়ে যায় বুদ্‌বুদের প্রায় ;……

কিন্তু সেই সর্বজয়ী মহাবল কাল,
 যার নামে চরাচর কাঁপে থরথরি
আপনার জয়চিহ্ন যুঝে চিরকাল
 দাগিতে পারেনি তব ললাট উপরি।

বায়রণের ভাষায়—

nor doth remain
A shadow of man's revagp, save his own
When for a moment, like a drop of rain,
He sinks into the depths with bubbling groan,
Without a grave, unknell'd uncoffin'd and unknown.
Time writes no wrinkle on thine azure brow
Such as creation's dawn beheld, thou rollest now.

সুতরাং পশ্চিম দেশের কবির ভাব-আবেগ-বোধচৈতন্য যে বাঙালী কবি বিহারীলালের কাব্যধারাকে নিয়ন্ত্রিত করেছে অনেক স্থানে, বিভিন্ন পর্যায়ে তার সুষ্ঠু নির্মিতিতে সাহায্য করেছে, এ কথা স্বীকার করতে আমরা বাধ্য। সেই দূরদেশের বিশেষ মনোধর্মের কাছে বাংলা গীতিকবিতা অসংকুচিতভাবে ঋণী। তাই 'সঙ্গীতশতকে'র ৯৯ সংখ্যক কবিতায় বিহারীলাল যখন বলেন--

প্রণয় করেছি আমি
 প্রকৃতি-রমণী সনে
যাহার লাবণ্যচ্ছটা
 মোহিত করেছে মনে ;

তখন আমরা নিশ্চিত ও নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে ঘোষণা করতে পারি, এই দৃষ্টিভঙ্গী বিশুদ্ধ পাশ্চাত্যের।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১—১৯৪১)—**রবীন্দ্রনাথ** নবজাতক কাব্যের 'রোমান্টিক' কবিতায় বলেছেন—

আমারে বলে যে ওরা রোমান্টিক।
 সে কথা মানিয়া লই
 রসতীর্থ পথের পথিক।

অন্যত্রও বলেছেন—

এ গলিতে বাস মোর, তবু আমি জন্মরোমান্টিক
আমি সেই পথের পথিক
যে পথ দেখায়ে চলে দক্ষিণে বাতাসে
পাখির ইশারা যায় যে পথের অলক্ষ্য আকাশে।
(—'অনসূয়া', সানাই।)

সুতরাং রবীন্দ্রনাথের মানস-চেতনা যে নিবিড়ভাবে রোমান্টিকতামুখী, তা তর্কযুক্তির আশ্রয়ে প্রমাণ করবার অপেক্ষা রাখে না, কবির অকপট স্বীকৃতিই এক্ষেত্রে অনেক মূল্যবান।

রবীন্দ্রনাথের কবি-হৃদয়-গঠনে ও কাব্য-ভাবনা-স্ফুরণে ইংরেজ রোমান্টিক কবিদের দান অস্বীকার করা যায় না। প্রকৃতির সাধনায় রবীন্দ্রনাথ ও ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ একই মন্ত্রের উচ্চারক। দুজনেই এই বোধি লাভ করেছেন যে, প্রকৃতি প্রাণময়ী এবং প্রকৃতি ও মানব একটি মহান সৃষ্টিসত্যের দ্বৈত প্রকাশ। তবে, প্রকৃতির রূপের মধ্যে যে-সৌন্দর্য নিহিত এবং সেই সৌন্দর্যের মধ্যে যে পরমসুন্দর প্রকাশিত, তার বন্দনা করেন নি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ। তিনি প্রকৃতির সৌন্দর্য উদ্ঘাটিত করতে চান নি। প্রকৃতির সৌন্দর্য যে তাঁর প্রাণে আধ্যাত্মিক ও নৈতিক অনুপ্রেরণা দান করেছে, সেই অনুপ্রেরণাতেই তাঁর কবি-হৃদয় স্পন্দিত। সংসারের নানা আঘাত-সংঘাতের বেদনা থেকে মানুষকে মুক্ত ক'রে প্রকৃতিই তাকে এক গভীর শান্ত অধ্যাত্মচেতনায় উদ্বোধিত করে। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ প্রকৃতির বিচিত্র রূপ তাঁর কাব্যে চিত্রিত করেছেন বটে, কিন্তু এই রূপের মধ্য দিয়ে তিনি বিশ্বের আত্মার সঙ্গে নিবিড়ভাবে মিলিত হয়েছেন। এই মিলনজাত আনন্দের আস্বাদনে তিনি জীবনের মূল চৈতন্যকে উপলব্ধি করেছেন। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ প্রকৃতির খণ্ড সৌন্দর্যের চেয়ে সৌন্দর্যের নৈতিক অংশকেই বেশি ভালবেসেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ খণ্ড সৌন্দর্যকে উপভোগ ক'রে সেই সৌন্দর্যের অন্তরগত পরমকে অনুভব করেছেন।

ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের প্রকৃতি-ভাবুকতা প্রকৃতির সমগ্রতাবোধ থেকে আসে নি, সৃষ্টির রূপ তাঁর কাব্যে তেমন ক'রে ধরা পড়ে নি। রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির রুদ্র ও সুন্দর উভয় রূপেরই পূজারী, এবং এই দ্বৈত রূপের মাধ্যমে মহান

সৃষ্টির রহস্য ও বিস্ময়কে চিনে নিয়েছেন। তবে নিসর্গপ্রীতিও পাঠকমনে রসোদ্রেকে সহায়ক তা ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ও রবীন্দ্রনাথ সমানভাবে দেখিয়েছেন। নিসর্গভাবুকতা যে রসগ্রাহী মনকে নিয়ে যায় শান্তরসের সরোবরতীরে, তার প্রমাণ রবীন্দ্রনাথের চিত্রা কাব্যের 'সুখ' কবিতাটি—

আজিও বহিতেছে

প্রাণে মোর শান্তিধারা ; মনে হইতেছে
সুখ অতি সহজ সরল, কাননের
প্রস্ফুট ফুলের মতো,

ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের Prelude কাব্যে অনুরূপ অনুভূতিই ব্যক্ত হয়েছে। প্রকৃতি-প্রীতি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থকেও দান করেছে একটি শান্ত সমাহিত মানস-প্রতিবেশ। রবীন্দ্রনাথের চিত্রা কাব্যের 'প্রৌঢ়' কবিতাটি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের Lines composed a few miles above Tintern Abbey-র কথা। 'প্রৌঢ়' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

যৌবননদীর স্রোতে তীব্র বেগভরে
একদিন ছুটেছিনু : বসন্তপবন
উঠেছিল উচ্ছ্বসিয়া
আজি দিবা-অবসানে
বিচিত্র কল্লোলগীতি পশিতেছে কানে,
কত গন্ধ আসিতেছে সায়াহ্ন সমীরে—
বিস্মিত নয়ন মেলি হেরি শূন্যপানে
গগনে অনন্তলোক জাগে ধীরে ধীরে।

ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ এই অনুভূতিকেই সাহিত্যরূপ দিয়েছেন Tintern Abbyতে।

For nature then
(The coarser pleasures of my boyish days,
and their glad animal movements all gone by)
To me was all in all.—I cannot paint
What then I was. The sounding cataract
Haunted me like a passion ; the tall rock,
The mountain, and the deep and gloomy wood,
Their colours and their forms, were then to me
An Appetite ;

অন্যত্র তিনি বলেছেন—

These beautious forms,
Through a long absence, have not been to me
As is a landscape to a blind man's eye
But oft, in lonely rooms, and 'mid the din
Of towns and cities, I have owed to them,
In hours of weariness, sensations sweet,
Fell in the blood, and felt along the heart ;
And passing even into my purer mind,
Wind tranquil restoration :

রবীন্দ্রনাথের বনবাণী কাব্যের প্রথম কবিতা 'বৃক্ষবন্দনা'তে অথবা উৎসর্গ কাব্যে হিমালয় সম্পর্কিত সনেটগুলিতে কবির প্রকৃতি-চেতনা-গঠনে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের দান অস্বীকার করা যায় না। বনবাণী কাব্যের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

"আমার ঘরের আশেপাশে যে-সব আমার বোবা-বন্ধু আলোর প্রেমে মত্ত হ'য়ে আকাশের দিকে হাত বাড়িয়ে আছে তাদের ডাক আমার মনের মধ্যে পৌঁছল।"

এই চেতনা নিঃসন্দেহে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের চেতনার সমান্তরাল।

রবীন্দ্রনাথের খেয়া কাব্যের 'নীড় ও আকাশ' কবিতায় ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের স্কাইলার্কের মতো শূন্যে বিহার ও মর্ত্যে প্রত্যাবর্তনের অবিরাম যাতায়াত বর্ণিত হয়েছে। পার্থিব প্রকৃতি-প্রীতি ও পার্থিবাতশায়ী অতীন্দ্রিয় নির্বিশেষ রসানুভূতি এই দুটি অনুভবের মধ্যে কবি-হৃদয় দোলাচল বৃত্তি অবলম্বন করেছে : রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

নীড়ে বসে গেয়েছিলেম আলোছায়ার বিচিত্র গান
আজ কি আমায় গাইতে হবে নীল আকাশের নির্জন গান।
মিশে যাব অবাধ সুখে
উড়ে যাব ঊর্ধ্বমুখে,
গেয়ে যাব পূর্ণ সুরে, অর্থবিহীন কলকথায় ?
তবু নীড়েই ফিরে আসি,
এমন কাঁদি এমন হাসি,
তবুও এই ভালবাসি আলোছায়ার বিচিত্র গান।

এরই পাশাপাশি আমরা ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের To The Skylark কবিতার কয়েকটি পংক্তি স্মরণ করতে পারি—যেখানে স্কাইলার্ককে সম্বোধন ক'রে কবি বলেছেন—

Ethereal ministrel ! pilgrim of the sky ;
Dost thou despise the earth where comes abound ?
Or, while the wings aspire, are heart and eye
Both with thy nest upon the dewy ground ?

তবে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ যেখানে প্রশ্নের মধ্যে থেমে গিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ সেখানে পৌঁছে গিয়েছেন নিশ্চয়তায়।

সামগ্রিক মূল্যায়নে দেখি, ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই প্রকৃতি-প্রেমিক কবি। উভয়েই উপলব্ধি করেছেন—প্রকৃতি প্রাণময়ী; মানব ও প্রকৃতি একই মহান সত্যের প্রকাশ; এবং প্রকৃতি অধ্যাত্মভাবনিবিড় ও ঐশী মহিম। উভয়ে প্রকৃতির মধ্যে সৌন্দর্যমাধুর্যে আত্মহারা; তবে প্রকৃতিতে শেষ পর্যন্ত অধ্যাত্ম অনুভূতির বিকাশ দেখেছেন ওয়ার্ডসওয়ার্থ, আর রবীন্দ্রনাথে তা 'মহাসৌন্দর্যনৃত্য'—সত্য ও ভূমার জ্যোতির্ময় আবির্ভাব (দ্রষ্টব্য 'জীবনস্মৃতি')। ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রকৃতির বর্ণসম্ভার রূপবৈচিত্র্যকে অতিক্রম করে ভগবদ্ উপলব্ধির ধ্যানতন্ময় পর্যায়ে উপনীত সেখানে বর্ণাঢ্য চিত্রকল্পের অতি বিরলতা, প্রকৃতির রূপবিলাসের প্রতি কবির গভীর অনীহা। উপনিষদের আলোকধারায় স্নাত রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির সৌন্দর্যে চিরসুন্দরের লীলা অনুভব করেছেন, তিনি প্রকৃতির সৌন্দর্যের মাধ্যমে পরমসুন্দর ও পরম-রসময়কে আস্বাদন করেছেন। তাই রবীন্দ্রনাথ দ্যুলোকে ভূলোকে সৌন্দর্য-সত্তার পরিব্যাপ্তি দেখেছেন যা চিরসুন্দর রসনাং রসতং পরমপুরুষের বিচিত্র-লীলা পরিচয়। ওয়ার্ডসওয়ার্থে সীমার সৌন্দর্যকে অতিক্রম করে নিঃসীমের ধ্যানলোকে যোগসমাধি; আর রবীন্দ্রনাথের "কাব্যরচনার একটিমাত্র পালা। সে-পালার নাম দেওয়া যাইতে পারে সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলন সাধনের পালা।"

রবীন্দ্রনাথের রচনায় অতিপ্রাকৃতের সার্থক আবির্ভাব ঘটেছে। অতি-প্রাকৃতের অনির্দেশ্য নিগূঢ় ব্যঞ্জনা, ভয়াল রহস্যের সম্মোহনী প্রভাব ছোট-গল্প প্রভৃতিতে দৃষ্ট হয়। এবিষয়ে কোলরিজের সমধর্মিতা আছে।

'নিশীথে', 'ক্ষুধিত পাষাণ' প্রভৃতি গল্পে অলৌকিকতার বৈশিষ্ট্যসমূহ বিধৃত : বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মানবজীবনের গভীর নিবিড় যোগ; অতিপ্রাকৃতের রূপহীন অবয়বহীন অস্তিত্ব; মনোবিজ্ঞানসম্মত মানুষের অবদমিত অন্তর্গূঢ় কামনা বাসনার প্রকাশ। কবি দেখিয়েছেন, "যে অচরিতার্থ প্রবৃত্তি প্রকৃতিতে ও পাষাণগৃহে খোদিত হইয়া আত্মরক্ষা করে, তাহার অদৃশ্য সম্মোহিনী শক্তি চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া থাকে, এবং রাত্রির স্তব্ধতায় ইহা রূপধারণ করে। সেই রূপ সম্পূর্ণভাবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে, কিন্তু তাহা সচল, নিত্য ক্রীড়াসক্ত। নিশীথে ও ক্ষুধিত পাষাণ গল্পে অতিপ্রাকৃতের যে চিত্র দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে অতিপ্রাকৃতের অলৌকিকতা বজায় রাখা হইয়াছে, অথচ মানবজীবনের নিগূঢ়তম বেদনাও তাহার মধ্যে মুখর হইয়া উঠিয়াছে।' কোলরিজ ও রবীন্দ্রনাথে অতিপ্রাকৃতের প্রয়োগ সম্বন্ধে সমালোচকের মন্তব্য স্মরণীয়—"**Ancient Mariner** ও **Christabel** উভয় কবিতাতেই কোলরিজকে নৈসর্গিকের সীমা লঙ্ঘন করিতে হইয়াছে, শরীরী প্রেতের আবির্ভাব ঘটাইতে হইয়াছে। আবার যে প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে তাঁহাকে এই অনৈসর্গিকের অবতারণা করিতে হইয়াছে তাহাতেও অজ্ঞাত অপরিচিত সুদূরের রহস্য মাখানো। **Ancient Mariner**এ মেরু-প্রদেশের নিঃসঙ্গ, ধবল তুষারস্তূপ, রৌদ্রদগ্ধ, নিবাতনিষ্কম্প অনন্ত মহাসাগরের নিবিড় নীরবতা, চঞ্চলশিখা, বিচিত্রাভ বাড়বানলের মধ্যে তাঁহাকে অতিপ্রাকৃতের আসন রচনা করিতে হইয়াছে। পরিচিত মণ্ডলীর মধ্যে আসিয়া তাঁহাকে মায়াতরী ডুবাইতে হইয়াছে। **Christabel**-এও নিশীথ-স্তব্ধ অরণ্যাণী, মধ্যযুগের রহস্যমণ্ডিত দুর্গাভ্যন্তরেই প্রেতলোককে আমন্ত্রণ করিতে হইয়াছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ আশ্চর্য কুহকবলে আমাদের অতি-পরিচিত গৃহাঙ্গণের মধ্যেই অতিপ্রাকৃতকে আহ্বান করিয়া আনিয়াছেন এবং নৈসর্গিকের সীমা ছাড়াইয়া এক পদও অগ্রসর হন নাই। ভৌতিকের মনোবিজ্ঞানসম্মত যে ব্যাখ্যা—**the spot in the brain that will show itself out**, মস্তিষ্কবিকারের বাহ্য অভিব্যক্তি তাহা তিনি তাঁহার গল্পগুলির মধ্যে সম্পূর্ণভাবে অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহার গল্পগুলির প্রত্যেকটিই আধুনিক বিজ্ঞানের কঠোরতম পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হইতে পারিবে।" (শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)

শেলীর প্রভাব অথবা প্রেরণাসমৃদ্ধ কবিতা রবীন্দ্রনাথের আছে। যেমন Ode to the West Wind-এর প্রভাব 'বর্ষশেষে'; Love's Philosophyর স্মারক 'ধরাপড়া' (বা 'প্রকাশ'); Alsator-এর স্পষ্ট ছাপ 'কবিকাহিনীতে', Epipsychidion 'মানসসুন্দরী' প্রভৃতির ভাব-প্রেরণা। সৌন্দর্য ও প্রেমের ব্যাকুল কামনা উভয় কবিতে সমভাবে বর্তমান। Alastorএ তরুণ কবির বিশ্বপরিভ্রমণ ও প্রেমিকাকে অন্বেষণের ব্যাকুল তীব্রতা। 'কবিকাহিনীতে'ও কবির সৌন্দর্যময়ী প্রেম-স্বরূপা নলিনীকে ব্যাকুল অন্বেষণ। শেলীর যে মাইলেনিয়ামের স্বপ্ন ভবিষ্যৎ রাজ্যের উজ্জ্বল কল্পনা তারও উদ্দীপ্ত প্রভাব আছে এই কাব্যে। প্রেমভাবনা, সৌন্দর্যকল্পনা উভয়ের কাব্যেই জ্যোতির্ময় বিরাজিত। এই বিষয়ে শেলীর 'এপিসাইকিডিয়ণ,' 'ইন্‌টেলেকচুয়াল বিউটি, ইত্যাদি রবীন্দ্রনাথ 'মানসসুন্দরী' 'নিরুদ্দেশযাত্রা' প্রভৃতির ভাবপ্রেরক। তবে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শেলীর সৌন্দর্যকল্পনার পার্থক্য আছে। শেলীতে সৌন্দর্য হচ্ছে ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল—বুদ্ধিগ্রাহ্য মননসর্বস্ব একটি দার্শনিক প্রত্যয়, তা প্রজ্ঞাভাস্বর মননদিগ্ধ উপলব্ধি; আর রবীন্দ্রনাথে এই সৌন্দর্য রসসমৃদ্ধ, জীবনতন্ময়, মানবীয় সংবেদনময়। শেলীর 'আইডিয়াল লাভ' জগতে পাওয়া যায় না। সেই অদৃশ্য অধরার জন্য শেলীর চিরন্তন আকুলতা; কিন্তু রবীন্দ্রনাথে তা 'কখন ভাবময় কখন মূরতি।' অতএব রবীন্দ্রনাথে প্রেম সৌন্দর্যের আইডিয়া পূর্ণতর। জীবন ধর্মায়ণে রবীন্দ্রনাথ দ্বৈতবাদী: আমি ও জগৎ, জীব ও ভগবানের দ্বৈত সৌন্দর্য-ভাবদ্যোতক উপলব্ধি তাঁর চিত্তের গভীরে স্থিত। শেলী শেষের দিকে অদ্বৈততত্ত্বাশ্রয় করেছেন—'The One remains, the many change and pass' (Adonais) প্রভৃতিতে এই অদ্বৈতভাবনার গভীর নিঃসংশয় প্রকাশ। জগত ও জীবন সম্বন্ধে উভয়ের দৃষ্টি এক। Concreteকে abstract হিসাবে দেখে রবীন্দ্রনাথ পরিপূর্ণ উপলব্ধি চান; শেলীতেও এই বোধ অতি স্পষ্ট, তাঁর স্কাইলার্ক 'বিদেহী আনন্দ'—মূর্ত অমূর্তে পরিণত হচ্ছে, মূর্তি বিদীর্ণ হয়ে ভাবরূপে প্রকাশ হচ্ছে। তবে বিশুদ্ধ ভাবস্বরূপকে শেলী রূপাশ্রয়ী করতে সর্বদাই পারেননি। তার প্রত্যক্ষ রূপকের পরিগৃহীত মূর্তি নয়। তবে এই দুই শ্রেষ্ঠ গীতিকবির একত্রিক আলোচনায় স্মরণ রাখা উচিত এটা একটা পূর্ণ জীবনের সঙ্গে অপূর্ণ জীবনের তুলনা ও বিচার; শেলীতে জীবনে

স্বল্পায়ু সূচনা, আর রবীন্দ্রনাথে দীর্ঘজীবনের প্রজ্ঞা, মনন ও ভাবসমৃদ্ধ উপলব্ধি।

রবীন্দ্রনাথ একদিন বাংলার শেলী নামে পরিচিত হয়েছিলেন। শেলীর কাব্যে যে অসাধারণ গীতিপ্রবণতা ও স্বপ্নালু রহস্যময় ভাব আছে, রবীন্দ্রনাথের কাব্যেও তার সাক্ষাৎ মেলে। উভয়ের রচনাতেই রোমান্টিকতা ও গীতলতা বর্তমান। তবে শেলীর কবিতায় দৃশ্য জগৎকে অবলম্বন ক'রে কবি-হৃদয় উদ্ঘাটিত হলেও অন্তিম পর্যায়ে জগৎ-উত্তীর্ণ বাস্তবাতিশায়ী এক মানসলোকের পরিবেশ ধরা পড়েছে। রূপজগৎকে ছাড়িয়ে এক অরূপজগতে উপনীত হবার চেষ্টা ও সেই অরূপজগতের কল্পনানির্ভর পরিসীমায় মনোগ্রাহ্য প্রতিমাকে লাভ করবার আকাঙ্ক্ষা তীব্রভাবে প্রকাশ পেয়েছে শেলীর কাব্যে। এই তীব্রতা যখন অসফলতায় সম্মুখীন হয়েছে তখনই হতাশায় কবি-কণ্ঠ ভ'রে উঠেছে আর্তনাদে। কবির উচ্ছ্বাস বস্তুকে আশ্রয় ক'রে উপস্থিত হলেও ক্রমে তা অশরীরী স্বপ্নলোকের ছায়ার মতো প্রতীয়মান হয়েছে এবং রূপলাবণ্যকে একেবারে ত্যাগ ক'রে ভাবে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ রূপজগৎকে কখনো বিস্মৃত হন নি। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ,' 'বর্ষশেষ', 'মানসসুন্দরী' প্রভৃতি কবিতায় অনাহত উচ্ছ্বাস সঙ্গীতময় চেতনায় কাব্যরূপ লাভ করেছে, কিন্তু রূপলাবণ্যকে পরিত্যাগ ক'রে শুধু ভাবকে আশ্রয় করবার প্রয়াস কোথাও নেই।

শেলী বিশ্বপ্রকৃতির অন্তরালে একটি মহান শক্তিকে অনুভব করেছেন। Hymn to Intellectual Beautyতে তিনি বিশ্বের অন্তরালবাসিনী সৌন্দর্যদেবী এবং প্রকৃতি ও মানবের ওপর সেই অধিষ্ঠাত্রী দেবীর শক্তির প্রতিফলনের কথা বিবৃত করেছেন। পরম সৌন্দর্যের মূর্তিকে লাভ করবার জন্যে কবির সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা প্রকাশিত হয়েছে। Adonaisএ কবি সৃষ্টির নেপথ্যে এই শক্তিকে বিরাজিতা দেখেছেন এবং জন্মমৃত্যুর মাঝখানে তাকেই সত্য বলে মনে করেছেন। এই সৌন্দর্য ও সৌন্দর্যের প্রতি প্রেমই পৃথিবীকে পবিত্র করেছে। তবে কবির এই সৌন্দর্য-চেতনা ও প্রেমানুভূতি কোনো বস্তুবোধের অবলম্বী নয়। এটি একটি ভাবমাত্র। বিশ্বের পশ্চাতে যে-শক্তিকে তিনি অনুভব করেছেন, সেই অনুভূতির সঙ্গে জগৎ ও জীবনের যোগ নেই। ব্যক্তিগত ধারণার সঙ্গে কাব্যগত ধারণা সুসমঞ্জস নয় ব'লেই তাঁর ঐ

অনুভূতি কোনো পরিপূর্ণ ও স্থিত রূপ গ্রহণ করতে পারেনি। রবীন্দ্রনাথও বিশ্বের অন্তরালে একটি শক্তিকে অনুভব করেছেন, কিন্তু সেই অনুভব বস্তুকে ত্যাগ ক'রে নয়, যদিও বস্তুর উর্ধ্বে তাঁর অনুভূতি উপনীত হয়েছে। রূপজগৎকে স্বীকার ক'রেও তিনি রূপজগৎকে ছাড়িয়ে এক নতুন জগতের সন্ধান পেয়েছেন। ব্যক্তিগত ধারণার সঙ্গে তাঁর কাব্যগত ধারণার কোথাও বিরোধ নেই ব'লে তাঁর চেতনা একটি পূর্ণ ও স্থির রূপ গ্রহণে সক্ষম।

তবু একথা মানতেই হবে যে, শেলী ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সৌন্দর্য ও প্রেমের ক্ষেত্রে সাদৃশ্য আছে। Epipsychidion-এর এমিলিয়া অনন্ত সৌন্দর্যের প্রতিমা। যে-অদৃশ্য জগতের রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ মাঝে মাঝে চকিতে আমাদের স্পর্শ করে, সেই জগতেরই সকল সৌন্দর্যের ঘনীভূত প্রতিমা হচ্ছে এমিলিয়া। এরই সঙ্গে মিলনের জন্যে কবি অধীর। শেলীর মানসী এই মর্ত্যের মানবী নয়,—

An image of some bright eternity ;
A shadow of some golden dream, a splendour
Leaving the third sphere pilotless ; a tender
Reflection of the eternal Moon of love
Under whose motions life's dull billows move ;

শেলীর Alastor কাব্যের নায়ক আদর্শ সৌন্দর্যের চঞ্চল অপার্থিব অপসরণশীল জ্যোতি দর্শন করেছিল এবং তারই অনুসন্ধানে সে সমস্ত জীবন ব্যয় করেছিল। The Revolt of Islam কাব্যের নায়িকা Cythnaর বর্ণনা—

She did seem
Beside me, gathering beauty as she grew,
Like the bright shade of some immortal dream,
Which walks, when tempest sleeps the wave of
life's dark stream.

রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যলক্ষ্মীও অনুরূপ—

জগতের মাঝে বিচিত্র কত তুমি হে
তুমি বিচিত্ররূপিণী
অযুত আলোকে ঝলসিছ নীল গগনে,
আকুল পলকে উলসিছ ফুলকাননে,
দ্যুলোক ভূলোকে বিলসিছ চলচরণে,
তুমি চঞ্চলগামিনী।

শেলীর Hymn to Asiaতে আধ্যাত্মিক দেহাতীত অথচ দেহাশ্রয়ী প্রেমের নিগূঢ় অপরূপতা সাংকেতিক ভাস্বরতায় ফুটেছে। আদর্শ প্রেমের প্রতিমা হচ্ছে এশিয়া। সমগ্র পৃথিবী তার আলোকে উদ্ভাসিত। শেলীর Spirit of Beautyর মতো রবীন্দ্রনাথের মানসসুন্দরীও বিশ্বের সর্বত্র বিরাজিতা, নিখিল সৌন্দর্যের প্রতিমা। কবি তারই উদ্দেশে বলেন—

অন্তরে বাহিরে বিশ্বে শূন্যে জলে স্থলে
সর্ব ঠাঁই হতে সর্বময়ী আপনারে
করিয়া হরণ, ধরণীর একধারে
ধরিবে কি একখানি মধুর মূরতি।

'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

…যাব অভিসারে
তার কাছে—জীবনসর্বস্বধন অর্পিয়াছি যারে
জন্ম জন্ম ধরি। কে সে : জানি না কে, চিনি নাই তারে—

কবির কল্পিত মানসী সৌন্দর্যমূর্তি এখানে জীবনের ভাবাদর্শে মিলিত হয়ে পড়েছে। প্রেরণার দিক থেকে এই ভাবাদর্শ শেলীর Intellectual Beautyর সদৃশ, তবে এর মাঝে অপ্রাপ্তির আক্ষেপ নেই। রোমান্টিক প্রেম এই অস্পষ্ট পরিচয়ের প্রেম।

শেলীর Ode to the West Wind-এর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'বর্ষশেষ' কবিতাটির সাদৃশ্যকে কেন্দ্র ক'রে একসময় বাংলা সাহিত্যজগৎ আলোড়িত হয়েছিল। 'বর্ষশেষ' কবিতায় ঝড়ের সাব্লাইম রূপের বর্ণনা আছে সত্য, এমন কি উভয় কবির ব্যবহৃত চিত্রকল্পগুলির মাঝেও নিখুঁত অনুরূপতা বিদ্যমান, তবু কবিতা দুটি পৃথক। শেলীর কবিতা সৌন্দর্যপ্রধান, রবীন্দ্রনাথের কবিতা ভাবপ্রধান। শেলী যেখানে ঝড়কে সামাজিক বিপ্লবের সঙ্গে জড়িত করেছেন, রবীন্দ্রনাথ সেখানে ঝড়কে নিয়ে গিয়েছেন দার্শনিক ভাবগভীরতায়। উভয়ের রচনাই প্রচণ্ডতায় সুরু হয়েছে, কিন্তু কবিতার শেষে শেলীর কণ্ঠস্বর তীব্র আর্তনাদ করেছে, আর পরম আশাবাদে শান্ত উদাত্ত হ'য়ে উঠেছে রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠ। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ ও শেলীর বিক্ষোভের কারণও বিভিন্ন।

রবীন্দ্রনাথের কল্পনা কাব্যের 'রাত্রি' কবিতাটি শেলীর To Night-এর

কথা মনে করিয়ে দেয়। তবু একথা অস্বীকার করা যায় না যে, দুটি কবিতার ভাব পরস্পরের সদৃশ নয়, সম্পূর্ণ পৃথক।

সমালোচক রবীন্দ্রনাথ ও শেলীর সৌন্দর্য ভাবনার বৈশিষ্ট্য নির্ণয় প্রসঙ্গে বলেছেন—শেলি সৌন্দর্যের যে আদিরূপের সন্ধান করিয়াছেন বিদ্যুৎ চমক অপেক্ষাও তাহা অস্থির। সে স্থির হইয়া ধরা দিতেছে না বলিয়াই মানব জীবনে যত দুঃখ অশান্তি অনিশ্চয়। কবি জীবনের মূলীভূত বেদনার যে চিত্র আঁকিয়াছেন তাহা অতি করুণ ও মর্মস্পর্শী হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ শেলীর মত দুঃখবাদী নহেন; কাজেই তাঁহার কাব্যে ইহার অনুরূপ কিছু নাই। কিন্তু তাঁহার চিত্র অনেক বেশী স্পৃষ্ট ও পরিপূর্ণ। পার্থিব পদার্থের অন্তরালে এক অদৃশ্য শক্তির মহিমা লুক্কায়িত আছে, ইহা শেলী অনুভব করিয়াছেন, এবং ইহার মহিমা প্রচার করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল; কিন্তু সেই অদৃশ্য শক্তি কবির কাব্যে সম্পূর্ণরূপে স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই। শেলী প্রমেথিয়ুসের কাহিনী অবলম্বন করিয়া যে নূতন পুরাণ রচনা করিয়াছেন তাহার মধ্যে এশিয়াকে সৌন্দর্যের উৎসরূপে বর্ণনা করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু এশিয়া উর্বশীর মত প্রত্যক্ষ হয় নাই। কালিদাস বর্ণিত যক্ষের বিরহ কাহিনীতে রবীন্দ্রনাথ প্রেমলোক ও সৌন্দর্যলোক হইতে মানুষের চিরন্তন বিচ্ছেদের চিত্র দেখিয়াছেন। কিন্তু এই চিরন্তন বিচ্ছেদ রবীন্দ্রনাথের কল্পনাপ্রসূত; কালিদাস যে শ্যামা শিখরিদশনা তন্বীর চরিত্র আঁকিয়াছেন তাহার অন্তরালে সৌন্দর্যের আদিরূপের কোন ব্যঞ্জনা নাই। রবীন্দ্রনাথের উর্বশী প্রতি অণু পরমাণুতে জীবন্ত। অথচ কোন বিশেষ মূর্তিতে সে সীমাবদ্ধ নহে। বিশ্বের বৃহত্তর বেদনার সঙ্গে সে অসম্পৃক্ত নহে, কিন্তু বিশ্বসৌন্দর্যের সে কেন্দ্র।

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যরূপে প্রকাশ করার অসামান্য ক্ষমতা কীট্‌সের বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্রনাথেও এই ইন্দ্রিয়-আবিষ্ট সৌন্দর্যের অজস্র সমারোহ। জাগতিক রূপবিলাসের যৌবনস্বপ্নের বর্ণাঢ্য পরিচয় কীট্‌সের কাব্যে পেয়েছি—বিশ্বের রূপসৌন্দর্য তরঙ্গকে অতৃপ্ত নয়নে তিনি দেখেছেন। 'কড়ি ও কোমলে' আবেশ-বিহ্বল ইন্দ্রিয়াতিরেক যৌবনস্বপ্নের উল্লাস উজ্জ্বল পরিচয়। ক্রমশঃ কীট্‌স এক অচঞ্চল স্থির শাশ্বত সৌন্দর্যসত্তার পরিচয় পাবার জন্য ব্যাকুল হলেন, এবং Ode to a Nightingale-এ প্রেমসৌন্দর্যকে

চিরন্তনত্বের পটভূমিকায় দেখেছেন। Ode to Autumn-এ সৌন্দর্যের রক্তিম প্রাণবিন্দুটির সন্ধান কবি লাভ করেছেন—এখানে 'সুন্দর' পূর্ণরস নিবিড়, প্রজ্ঞাস্বচ্ছ, বিশ্বসত্তার মর্ম-উন্মীলনকারী ভাবসত্য। বিবর্তনের পথে রবীন্দ্রনাথেও 'সুন্দর' অতীন্দ্রিয় অরূপের পর্যায়ে উন্নীত। তবে কীট্সে সৌন্দর্যচেতনা অধ্যাত্ম-ভাবনায় মহিম বিস্তৃত নয়—রবীন্দ্রনাথে তা অধ্যাত্ম রসনিবিড়, অতীন্দ্রিয় ভাবনার পরিচায়ক ; রসো বৈ সঃ সেই পরমপুরুষের ললাটস্থিত জ্যোতির্ময় কিরণ-দীপ্তিতে বিশ্ব-প্রকৃতির সৌন্দর্যের অসামান্য অভিব্যক্তি।

কীট্সের কাছে Beauty is truth, and truth beauty। শিল্পের সৌন্দর্য চিরস্থায়ী, এবং এই সৌন্দর্য সত্য। খণ্ডসৌন্দর্য নিয়েই কীট্সের কারবার। খণ্ডসৌন্দর্যের বাইরে কীট্সের বিভোর দৃষ্টি অনুপস্থিত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ খণ্ড-সৌন্দর্যের মধ্যে দিয়ে পরম সৌন্দর্য-উপভোগের দ্বারে উপনীত হয়েছেন। রূপজগতের উপভোগের ক্ষেত্রে কীট্সের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রাথমিক সাদৃশ্য আছে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতো কীট্স রূপের মধ্যে রূপাতীত কোনো সত্তাকে আবিষ্কার করতে পারেন নি। পার্থিব সৌন্দর্যকে তিনি তীব্রভাবে অনুভব করেছেন, তবে রূপজগতের এই সৌন্দর্য যে কোনো আদি অনন্ত সৌন্দর্যের অংশ—এমন কোনো ভাব তাঁর কাব্যে নেই। বাস্তব জগতের চেয়ে কল্পজগৎ রোমান্টিক কবিদের কাছে অধিকতর প্রিয় ; Ode on a Grecian Urnএ কীট্স বলেছেন—

> Heard melodies are sweet, but those unheard
> Are sweeter.

রবীন্দ্রনাথের সানাই কাব্যের 'পরিচয়' কবিতার "না-শোনা সঙ্গীত"ই কীট্সের Ode on a Grecian Urn-এর "unheard melodies।" রবীন্দ্রনাথের 'উর্বশী' কবিতাটির সঙ্গে সুইনবার্ণের Atalanta in Calydon-এর সাদৃশ্য আছে। সুইনবার্ণের একটি কবিতার অনুবাদও রবীন্দ্রনাথ করেছিলেন কড়ি ও কোমল কাব্যে। সুইনবার্ণের প্রভাবকে তাই অস্বীকার করা যায় না। তবু আমাদের মনে হয়, 'উর্বশী' কবিতার সঙ্গে কীট্সের La Belle Dame Sans Merci-র অংশত মিল আছে।

কীট্স বিশিষ্ট বস্তুতেই কেবল সুন্দরকে প্রত্যক্ষ করেছেন এবং তাতেই তিনি একান্ত পরিতৃপ্ত। তাঁর এই সৌন্দর্যপ্রীতির সঙ্গে যদিও দার্শনিকতার

কোনো যোগ নেই, তবু তাঁরও ইন্দ্রিয়গত অনুভূতি একটি স্থির সৌন্দর্যবোধের কেন্দ্রায়ত। রবীন্দ্রনাথের চিত্রা কাব্যের 'পূর্ণিমা' কবিতায় কবি যাকে গ্রন্থের মধ্যে পেলেন না, তাকে পেলেন প্রকৃতির সৌন্দর্যের মাঝখানে।

এ কী মিষ্ট পরিহাসে
সংশয়ীর শুষ্কচিত্ত সৌন্দর্য-উচ্ছ্বাসে
মুহূর্তে ডুবালে।

এই চেতনা নিঃসন্দেহে কীট্‌সের।

এই সব গৌণ প্রভাবের কথা ছেড়ে দিয়ে রবীন্দ্রনাথের কাব্যকৃতির আলোচনা করলে দেখতে পাই যে তাঁর কবিতার একটি বিশেষ রূপগঠনে কীট্‌সের দান উল্লেখযোগ্য। এটি হচ্ছে প্রবহমান ও নিবিড় অন্ত্যমিলযুক্ত চরণদ্বয়, যেখানে পংক্তি থেকে পংক্তিতে বোধ ও ছন্দস্পন্দের নিয়ন্ত্রিত উচ্ছ্বাসের দ্বারা অন্ত্যমিল এমনভাবে মগ্ন হ'য়ে থাকে যে চরণদ্বয় অমিত্রাক্ষর ছন্দে বদ্ধ ব'লে মনে হয়। মানসী কাব্যেই এর আবির্ভাব। 'মেঘদূত', 'অহল্যার প্রতি', 'বিদায়,' 'শেষ উপহার', এই ভঙ্গিতে লেখা। 'নৈবেদ্য' কাব্যের সনেটগুলিরও ভঙ্গি একই শ্রেণীর।

বাংলা রোমাণ্টিক কবিতা আলোচনার সমাপ্তিলগ্নে কয়েকটি কথা স্মরণ করা যেতে পারে। পাশ্চাত্য প্রভাবে আধুনিক বাংলা গীতিকবিতার কায়া ও কান্তি গঠিত হয়েছে ; গৌড়ীয় কাব্য কবিতা পশ্চিম সমুদ্র তীরবর্তী খোলা হাওয়ার লবণাক্ত স্বাদ পেয়ে একটা বিচিত্র রূপ ও রসের অভিনব প্রত্যয়কে কবি ও পাঠকচিত্তে অবাধে সঞ্চারিত করেছে ; ওদেশের মেদুর আকাশে সুদূরে উধাও স্কাইলার্ক কখন যে এদেশের অপরাহ্ণ রৌদ্রস্নাত আকাশের বিষণ্ণকণ্ঠে চিলে পরিণত হয়েছে, তা কবি ও পাঠক কেউ বুঝতে পারেন নি। কবিমনের ভূগোল, ইতিহাস নেই, একথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে, যখন দেখি ইংরাজী লিখিত কবিতা বাঙলা দেশের কবিদের কণ্ঠে নূতন বাণী দিয়েছে, কল্পনাকে অন্য দিগন্তে অভিসারে যাত্রা করতে উৎসাহিত করেছে, দেশ ও কালের পরিমিতি লঙ্ঘন করে চৈতন্যকে রূপসাগরে ডুব দিয়ে অরূপরতন খুঁজে আনতে সাহসী করে তুলেছে। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বিশ শতক পর্যন্ত এদেশের গীতিকবিতা বাঙালী কবির নিঃসঙ্গ আত্মার বাণীটিকে যেমন অপূর্ব

শিল্পবস্তু করে তুলেছে, তেমনি তার অন্তর্লোকে পাশ্চাত্য কলালক্ষ্মীর অপরিমেয় প্রসাদ দিয়ে মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যকে আধুনিক করে তুলেছে। এই প্রভাব বাইরে থেকে আরোপিত কোন গুরুভার বস্তু নয়, এ হল আত্মার সঙ্গে আত্মার আত্মীয়তা, এদেশের কবিমনের সঙ্গে ওদেশের কবিমনের রাখী-বন্ধন। এতদিন ধরে বাঙালী কবি দেবতার স্বপ্নাদেশ লাভ করে পৃষ্ঠপোষক রাজাবাদশার মুখাপেক্ষী হয়ে ইষ্টদেবতার জয়োচ্চারণ করেছিলেন, ঊনবিংশ শতাব্দী হতে বাঙলার কবি মানুষের দ্বারে এসে দাঁড়ালেন, একটি মনের গোপন কথার ব্যাকুলতা আর একটি মনের গভীরে সঞ্চারিত হল—এবং সে মেলবন্ধনে পাশ্চাত্য প্রভাবের ঘটকবৃত্তি ভুলে থাকা দুঃসাধ্য। দুই শ্রেষ্ঠ মননের অপরিমিত ঐশ্বর্যে বাংলা সাহিত্যের ঐশ্বর্যমণ্ডিত সমৃদ্ধি, রোমান্টিতার রাগরক্তিম জ্যোতির্ময় প্রকাশ।

নির্দেশিকা